مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

৩

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-৩)

[অধ্যায় : পবিত্রতা পানির বিধান, ইস্তিঞ্জা, ওজুর পদ্ধতি ও ওজু ভঙ্গের কারণসমূহ, গোসল, তায়াম্মুম, পাক-নাপাক, হায়েয-নেফাস, পবিত্রতার বিবিধ বিষয়
অধ্যায় : নামায নামাযের ওয়াক্ত, আযান-ইকামত, নামাযের শর্ত ও রুকনসমূহ, নামাযের পদ্ধতি, কিরাত, কিরাতে ভুল পড়া, নামাযের জামাআত, নামায ভঙ্গকারী কাজসমূহ, নামাযে মাকরূহ বিষয়াদি, নামাযে ওজু নষ্ট হয়ে যাওয়া, মাসবুক ও লাহেকের বিধান, জামাআত চলাকালীন সুন্নাত আদায়]

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়
হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)
প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-৩)

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

মুফতী আরশাদ রহমানী (দা. বা.)

মুহতামিম : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

সংকলন ও সম্পাদনায়

মুফতী এনামুল হক কাসেমী

মুফতী নূর মুহাম্মদ

মুফতী মঈনুদ্দীন

মুফতী শরীফুল আজম

শব্দ বিন্যাস ও তাখরীজ

মুফতী মুহাম্মদ মুর্তাজা

মুফতী মাহমুদ হাসান

প্রকাশকাল : জুন ২০১৬

হাদিয়া : ৫৫০ (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় : পবিত্রতা	২২
পরিচ্ছেদ : পানির বিধান	২২
হাউজের পরিধি ১০ হাত দৈর্ঘ্য ও অর্ধ হাত প্রস্থ	২২
২০০ কেজি পানিতে কোনো নাপাক বস্তু পড়লে পানি নাপাক হয়ে যাবে	২৩
ব্যবহৃত পানি কূপে পড়লে নাপাক হয় না	২৪
বুড়িগঙ্গার পানির বিধান	২৬
পানির কম-বেশির পরিমাণ ও সদরঘাটের পানির বিধান	২৬
সাপ্লাইয়ের বিকৃত পানির বিধান	২৮
ট্যাংকি পবিত্র করার পদ্ধতি	৩০
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংমিশ্রণে উৎপন্ন পানির বিধান	৩২
পরিচ্ছেদ : ইস্তিঞ্জা	**৩৪**
ইস্তিঞ্জার সময় মাথা ঢেকে রাখা	৩৪
প্রস্রাবের পর ঢিলা ব্যবহার সুন্নাত	৩৫
প্রস্রাবের পরও ঢিলা ও পানি ব্যবহার উত্তম	৩৬
ঢিলা ও পানি ব্যবহারের বিধান	৩৭
ঢিলা নিয়ে ৪০ কদম হাঁটা	৩৮
মহিলাদের ঢিলা ব্যবহার ও পদ্ধতি	৪০
কিবলামুখী হয়ে স্ত্রী সহবাস ও প্রস্রাব করা	৪১
৭৮৬ লেখা আংটি পরে বাথরুমে যাওয়া বৈধ	৪২
কোরআন-হাদীস লিখিত কাগজ পকেটে নিয়ে বাথরুমে যাওয়া	৪২
পরিচ্ছেদ : ওজুর পদ্ধতি ও ওজু ভঙ্গের কারণসমূহ	**৪৪**
মিসওয়াক করার পদ্ধতি	৪৪
দাড়ি খিলাল করার সুন্নাত তরীকা	৪৫
নতুন গজানো অঙ্গে ওজুর বিধান	৪৬
নাকফুলের ছিদ্রে পানি পৌঁছানো জরুরি	৪৭
ভোটের কালি ওজু-গোসলের প্রতিবন্ধক নয়	৪৮
অমোচনীয় কালি শরীরে থাকাবস্থায় ওজুর বিধান	৪৯
কলমের কালি ওজুর প্রতিবন্ধক কি না	৫০

Scanned by CamScanner

পানি প্রবেশে প্রতিবন্ধক থাকলে ওজু হবে না	৫১
প্রস্রাবের পথে ধাতু থাকলে প্রস্রাব করে ওজু করা	৫১
ওজুর শেষে আকাশপানে তাকিয়ে দু'আ পড়া	৫২
ইস্তিঞ্জাখানা ও গোসলখানায় بسم الله ও দু'আ পড়া	৫৩
পর্দার মাধ্যমে পৃথক করা গোসলখানায় ওজুর দু'আ পড়া	৫৪
গোসলখানা পৃথক হলে দু'আ পড়া যাবে	৫৫
ল্যাট্রিনযুক্ত গোসলখানায় ওজুর দু'আ পাঠ করা	৫৫
হেলান দিয়ে ঘুমালে কি ওজু নষ্ট হবে?	৫৬
থুথুতে রক্ত দেখা গেলে ওজু ভাঙবে কি?	৫৭
চোখ থেকে পানি বা কেতুর বের হলে ওজুর বিধান	৫৮
রক্ত ঝরতে না দিয়ে বারবার মুছে ফেললে ওজুর বিধান	৫৯
শ্লেষ্মার সাথে রক্ত দেখা গেলে ওজুর বিধান	৬০
দাঁতে দাগ পড়া অবস্থায় ওজু-গোসলের বিধান	৬১
শিশু দুধ পান করলে মায়ের ওজু নষ্ট হয় না	৬১
চামড়া উঠালে ওজু ভাঙে না	৬২
বায়ু দমন করে ওজু ও নামায আদায় করা	৬২
পরিচ্ছেদ : গোসল	**৬৪**
ঘুমের ঘোরে কিছু বের হওয়ার সন্দেহ; কিন্তু আলামত নেই	৬৪
ফরয গোসলের পদ্ধতি ও দু'আর উচ্চারণ	৬৪
রোজা অবস্থায় ফরয গোসলে মহিলাদের লজ্জাস্থানের ভেতর পানি পৌঁছানোর বিধান	৬৫
মযি বের হলে গোসল ফরয হয় না	৬৬
গর্ভাবস্থায় ও সন্তান প্রসব হওয়ার আগমুহূর্তে বের হওয়া ধাতুর বিধান	৬৬
প্রসব বেদনা নিশ্চিতকরণে ডাক্তারি পরীক্ষার পর গোসল	৬৮
শরীরে পানিরোধক বস্তু থাকলে গোসল হয় না	৬৯
অপবিত্র কাপড় পরিহিত অবস্থায় ফরয গোসল	৬৯
দাঁতে পানের আস্তরণ গোসলের অন্তরায় কি না	৭০
নামাযের সময় শেষ হওয়ার উপক্রম হলে অপবিত্রের করণীয়	৭১
গোসলে বিসমিল্লাহ ও ওজুর দু'আ মুখে উচ্চারণ করে পড়া	৭১
পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুম	**৭৩**
শীতের মৌসুমে হাঁপানি রোগীর তায়াম্মুমের বিধান	৭৩

Scanned by CamScanner

শ্বাসকষ্ট রোগীর গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম	৭৪
অ্যাজমা রোগীর জন্য তায়াম্মুম	৭৫
সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যেসব বিষয়ে তায়াম্মুম বৈধ	৭৭
কত ডিগ্রি জ্বর হলে তায়াম্মুম বৈধ	৭৮
বাচ্চাকে ঠাণ্ডামুক্ত রাখতে মায়ের তায়াম্মুম	৭৯
তায়াম্মুমে নাকফুলের ছিদ্রে মাটি পৌঁছানো	৮০
সহবাসের পর তায়াম্মুম	৮১
পানি থাকতে তায়াম্মুম	৮১
ফরয গোসল বিলম্বে করলে তায়াম্মুম করা	৮২
শহরে চলা অবস্থায় তায়াম্মুম	৮৩
পানি ও তায়াম্মুম করার উপকরণ না পেলে করণীয়	৮৩
পানি ও মাটি না পেলে করণীয়	৮৪
তায়াম্মুমকারীর ইমামত	৮৫
পরিচ্ছেদ : পাক-নাপাক	**৮৭**
নিরুপায় হয়ে নাপাক কাপড়ে নামায পড়া	৮৭
মাটি ভেদ করে পাক পানির সাথে নাপাক পানির সংমিশ্রণ	৮৭
পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা জরুরি হওয়া সত্ত্বেও না করলে তার বিধান	৮৯
নাপাক জুতা যে স্থানে পড়বে তার বিধান	৮৯
রাস্তার কাদা ও ময়লা পানির বিধান	৯০
বাজারের কাদাযুক্ত রাস্তা ও কুকুরের পায়ের মাটি	৯২
রাস্তার কাদাপানির বিধান	৯৩
অল্প পানিতে সামান্য নাপাকি পড়লেও তা নাপাক	৯৩
ভিজা পায়ে শুকনো নাপাক জায়গা অতিক্রম করা	৯৪
গোবর দ্বারা লেপা উঠানে ধান শুকানো	৯৫
ড্রেসিং মেশিনে মুরগি পরিষ্কার করা	৯৬
হাতি পাক এবং তাতে আরোহণ বৈধ	৯৭
নাপাকি লাগা লুঙ্গি কতটুকু এবং কোন অংশ ধৌত করতে হবে	৯৮
নাপাক শুকনা হাতে কোনো কিছু ধরা	৯৯
ঘুমন্ত ব্যক্তির হাত পাক, নাকি নাপাক	১০০
যেসব জিনিস নিংড়ানো যায় না তা পাক করার পদ্ধতি	১০০
মাটিতে হাঁটার দ্বারা জুতা পাক হয়ে যায়	১০১
অল্প নাপাক ছড়িয়ে পড়লে...	১০২

Scanned by CamScanner

নাপাকি ধোয়া পানি কাপড়ে লাগার বিধান	১০২
মশার রক্ত পাক	১০৩
বালতিতে রয়ে যাওয়া কয়েক ফোঁটা নাপাক পানির সাথে নতুন পানির মিশ্রণ	১০৩
মজি নাজাসাতে গলীযা	১০৪
মজি লেগে থাকা কাপড়ে নামায	১০৪
পাকা মেঝে ভেজা কাপড় দ্বারা মুছলেও পাক হয়	১০৫
গোসলের ছিটা নাপাক নয়	১০৬
পানির ট্যাংকিতে কাক পড়ে মরে গেলে করণীয়	১০৬
মজি ক্ষয়রোগে আক্রান্তের পবিত্রতার বিধান	১০৮
স্থল ও জলের ব্যাঙের প্রস্রাবের হুকুম	১০৯
ব্যাঙের প্রস্রাব-পায়খানার হুকুম	১১০
চিকা ও ব্যাঙের পায়খানা নাজাসাতে গলীযা	১১০
বালতিতে নাপাক কাপড় ধৌত করলে প্রতিবার বালতি ধোয়া লাগে না	১১১
কার্পেট নাপাক হলে পাক করার উপায়	১১২
পশমের গোড়ার চর্বি নাপাক	১১৪
সাবান পাক	১১৪
নাপাকির চিহ্ন না থাকলে হোগলা-পাটি পাক	১১৫
শরীরে লোশন মেখে নামায পড়া	১১৬
মজি নাপাক, ধৌত করা জরুরি	১১৬
দুধের বাচ্চার বমির হুকুম	১১৭
তেলাপোকার শরীর ও পায়খানা পাক	১১৮
কেঁচো ও তার উত্তোলিত মাটি পাক	১১৮
শ্লেষ্মা ও থুথু পাক	১১৯
কেরোসিন তেল লেগে যাওয়া কাপড় নিয়ে মসজিদে গমন	১২০
পরিচ্ছেদ : হায়েয-নেফাস	**১২১**
হায়েয চলাকালীন স্ত্রীর কোনো অঙ্গ দ্বারা তৃপ্তি লাভ করা	১২১
হায়েয অবস্থায় সহবাস হারাম তবে স্ত্রী তালাক হয় না	১২১
হায়েযের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ	১২২
রেহেমের রক্ত অপারেশনের স্থান দিয়ে বের হলেও নিফাসের অন্তর্ভুক্ত	১২৪
পূর্বাভ্যাস খেয়াল না থাকা অবস্থায় ১০ দিনের বেশি রক্ত দেখা দিলে করণীয়	১২৫

Scanned by CamScanner

ওষুধের মাধ্যমে ঋতুস্রাব বন্ধ করা	১২৭
তিন দিন পর দুই দিন রক্তশূন্য, এরপর পুনরায় রক্ত	১২৮
পূর্ণ ১৫ দিন পবিত্রতার পূর্বে রক্ত এলে করণীয়	১২৯
নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ বাদ দিয়ে যৌন স্পৃহা নিবারণ করা	১২৯
হায়েয চলাকালীন কোরআনে কারীম স্পর্শ করা নিষিদ্ধ	১৩০
হায়েয চলাকালীন নূরানী নিসাবের বই স্পর্শ করা	১৩০
হায়েয চলাকালীন দু'আর নিয়্যাতে আয়াতুল কুরসি ইত্যাদি পড়া	১৩১
হায়েয চলাকালীন কোরআন শিক্ষাদান	১৩৩
জানাবাত ও হায়েয চলাকালীন তেলাওয়াত	১৩৪
ধাতু ক্ষয়রোধে যোনিপথে টিস্যু বা তুলা রাখা	১৩৫
পবিত্রতার বিবিধ বিষয়	**১৩৬**
ওজুবিহীন বাংলা মাআরিফুল কোরআন স্পর্শ করা	১৩৬
বই-পুস্তকের ওপর অঙ্কিত আয়াত স্পর্শ করা	১৩৭
অজগরের চামড়ার জায়নামায	১৩৭
অধ্যায় : নামায	**১৩৯**
পরিচ্ছেদ : নামাযের ওয়াক্ত	**১৩৯**
জামাআতের ওয়াক্তে পরিবর্তনের নিয়ম	১৩৯
ফজরের মুস্তাহাব ওয়াক্ত	১৪১
সাহরীর শেষ ও ফজরের শুরু সময়ের মধ্যে ব্যবধান	১৪২
ফজর ও এশার সময় শুরু ১৫° নাকি ১৮° থেকে?	১৪৩
সূর্যোদয়ের সময় আদায়কৃত নামায কাযা করতে হবে	১৪৫
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কখন থেকে গণ্য হবে	১৪৬
ইশরাক সূর্যোদয়ের ২৩ মিনিট পর নাকি ১০ মিনিট পর	১৪৬
সূর্যোদয়ের পর নিষিদ্ধ সময়ের পরিমাণ	১৪৮
মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তের পূর্বে মাকরূহ ওয়াক্তের পরিমাণ	১৫০
হারামাইনে মিছলে আউয়ালে আসর পড়া	১৫৩
হানাফী ব্যক্তি মিছলে আউয়ালে আসরের ইমামতি করা	১৫৪
আওয়াবীনের সময়	১৫৫
তাহাজ্জুদ কখন ফজরের সুন্নাত গণ্য হবে	১৫৬
ছোট দিনে মাগরিবের সময়ের পরিমাণ	১৫৮

Scanned by CamScanner

মাগরিবের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে বয়ান করা	১৫৮
নিয়মিত কয়েক মিনিট দেরি করে মাগরিব শুরু করা	১৫৯
নিয়মিত ১৫-২০ মিনিট দেরি করে মাগরিব শুরু করা	১৬০
রমাজান ছাড়া মাগরিব দেরিতে শুরু করা মাকরূহ	১৬১
সূর্য ওঠে না বা ডোবে না, এমন স্থানে নামায-রোজার বিধান	১৬২
যেখানে ২৪ ঘন্টাই সূর্য দেখা যায় সেখানে নামাযের বিধান	১৬৩
আহলে হাদীস এলাকায় হানাফীদের আসর	১৬৪
যেখানে সূর্য ডোবে না সেখানে নামাযের সময় নির্ধারণের পদ্ধতি	১৬৫
বিমানে যাত্রাকালে সূর্যাস্ত না হলে করণীয়	১৬৬
সূর্যোদয়ের পাঁচ মিনিট পর জানাযা পড়া যাবে কি না	১৬৭
আসরের পর জানাযা পড়ার বিধান	১৬৮
আরাফায় যোহর-আসর একসাথে পড়ার শর্ত	১৭০
মাকরূহ সময়ের পরিমাণ	১৭১
পরিচ্ছেদ : আযান-ইকামত	**১৭৩**
আযানের আগে দরূদ ও ইস্তেগফার	১৭৩
আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম	১৭৪
আযানের আগে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া	১৭৬
আযানের পূর্বে বিশেষ দরূদ	১৭৭
সালাত ও সালাম পড়ে আযান দেওয়া	১৮০
আযানে الصلاة خير من النوم এর সংযোজন	১৮০
বৃদ্ধাঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখে মোছা	১৮১
আঙুলে চুমু খেয়ে চোখ মোছা	১৮২
মসজিদ বা মেহরাবে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া	১৮৩
জুমু'আ ব্যতীত অন্য সময় মসজিদে আযান	১৮৪
নাবালেগের আযান	১৮৫
বাড়ির আযান মসজিদের জন্য কখন ধর্তব্য হবে	১৮৬
আযানে الله শব্দে মদের পরিমাণ	১৮৬
আযানে الله শব্দে মাদ্দে তাবয়ী ও মাদ্দে আরেযী	১৯০
আযানের শব্দসমূহে অধিক মদ করা	১৯১
ওজু ছাড়া আযান দেওয়া	১৯৩
আযান ও ইকামতে حيعلتين এর সময় ডানে-বামে মুখ ফেরানো	১৯৪

Scanned by CamScanner

তাহাজ্জুদের আযান সুন্নাহসম্মত নয়	১৯৪
ফজরের আযানের পর তাসবীব	১৯৫
আযানের পর الصلاة الصلاة বলে আহ্বান করা	১৯৭
নামাযের জন্য ডাকাডাকি করা	১৯৮
ফজরের আযানের পূর্বে মাইকে যিকির, তেলাওয়াত ও ডাকাডাকি করা	১৯৯
নামাযের দিকে আহ্বানের জন্য দল গঠন করা	২০০
যিকির, তেলাওয়াত ও দরস তাদরীসে রত অবস্থায় আযানের জবাব প্রদান	২০১
আযানে রাসূল (সা.)-এর নাম শুনলে করণীয়	২০২
রেডিও-টিভির আযানের জবাব	২০৩
আযানের জবাবে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ	২০৩
আযানের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করা	২০৪
একই ব্যক্তি ইমাম ও মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন	২০৫
জুমু'আর দ্বিতীয় আযান কোথায় দাঁড়িয়ে দেবে	২০৫
জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের স্থান	২০৬
জুমু'আর দ্বিতীয় আযান মসজিদের ভেতরে দেবে	২০৮
জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব প্রদান	২০৯
জুমু'আর সানী আযানের মৌখিক জবাব প্রদান নিষিদ্ধ	২০৯
জুমু'আর সানী আযান সুন্নাত	২১০
ঝড়-তুফানের সময় আযান	২১১
'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' শুনে দরূদ পাঠ করা	২১১
জুমু'আর সানী আযানের উত্তর না দেওয়া উত্তম	২১২
দাড়ি কাটা বা ছাঁটা ব্যক্তির আযান-ইকামত	২১২
জুতা পায়ে আযান দেওয়া	২১৩
মসজিদের কোথায় দাঁড়িয়ে আযান দেবে?	২১৩
হেঁটে হেঁটে ইকামত দেওয়া	২১৪
ইকামতের জবাবের বিধান ও পদ্ধতি	২১৪
মাইকে আযান	২১৫
ইকামতে حيعلتين এর সময় ডানে-বামে মুখ ফেরানো	২১৫
আযান মিনারের ওপরে হবে নাকি নিচে	২১৭
আযান চলাকালে তেলাওয়াত, যিকির ও বাথরুমে গমন	২১৮
মেহরাবে দাঁড়িয়ে জুমু'আর সানী আযান	২১৯
একই জামাআতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সম্মিলিত আযান	২২০

Scanned by CamScanner

মাহফিলের আযান মসজিদের জন্য যথেষ্ট কিনা	২২১
আযানের কোনো বাক্য ছুটে গেলে করণীয়	২২২
ভুলে 'ক্বাদক্বামাতিস সলাহ' না বলা	২২৩
ইকামতের সময় حى على الفلاح বলা পর্যন্ত বসে থাকার বিধান	২২৩
حى على الفلاح বলা পর্যন্ত বসে থাকা	২২৫
ফরয নামায দোহরালে পুনরায় ইকামত	২২৬
নবজাতকের কানে আযান, ইকামতের হুকুম ও পদ্ধতি	২২৭
মাইকে আযান দেওয়া বৈধ	২২৮
ইজতেমার মাঠে মাইক ব্যবহার না করার কারণ	২৩০
ওজু অবস্থায় আযানের দু'আ	২৩০
পরিচ্ছেদ : নামাযের শর্ত ও রুকনসমূহ	**২৩১**
বিনা ওজুতে ইমামতি করা	২৩২
কেরোসিন লেগে থাকা কাপড়ে নামায	২৩৩
নামাযের জন্য গাড়ি না থামালে করণীয়	২৩৩
ওজু ছাড়া আদায়কৃত নামায ফের পড়তে হবে	২৩৩
আমেরিকায় কিবলার দিক নির্ণয়	২৩৪
পাবনা জেলার কিবলা কত ডিগ্রিতে	২৩৬
পানির যানবাহনে নামাযীর কিবলার দিক পরিবর্তন	২৩৬
কোনা ঘরে কিবলা নির্ণয়	২৩৭
নৌপথে কিবলা নির্ণয়ে কম্পাস ব্যবহার	২৩৮
চলন্ত গাড়িতে কিবলামুখী হওয়ার বিধান	২৩৯
আরবীতে নিয়্যাত করা	২৪০
তাহরীমার সময় অন্তরে নিয়্যাতের উপস্থিতি উত্তম	২৪১
ফরয, সুন্নাত ও নফলের নিয়্যাতে পার্থক্য	২৪৩
জুমু'আর নিয়্যাত	২৪৪
তীরে ভিড়া জলযানে নামায	২৪৫
রেলে-বাসে বসে নামাযের হুকুম	২৪৭
সফরে মহিলাগণ নামায মসজিদে, বাড়িতে নাকি গাড়িতে পড়বে	২৪৮
রেলের নামাযকক্ষে না পড়ে সিটে বসে নামায পড়া	২৪৯
নিজের গাড়িতে বসে নামায	২৫০
প্রতি রাক'আতে উভয় সিজদা ফরয	২৫২

Scanned by CamScanner

কিয়ামের বিধান সব নামাযে এক নয়	২৫২
ফোম ও জাজিমের ওপর সিজদার বিধান	২৫৩
বিনা কারণে বা কারণবশত বাসে বসে নামায	২৫৪
ছোট নৌকায় বসে বসে নামায	২৫৫
চলন্ত ট্রেনে বসে বসে নামায	২৫৮
ট্রেনে নারীরা কি বসে বসে নামায পড়বে	২৫৮
নফলের কাযা	২৫৯
পরিচ্ছেদ : নামাযের পদ্ধতি	২৬১
তাহরীমা রুকু ও বসাবস্থায় হাতের আঙুলের অবস্থা	২৬১
"انى وجهت" পড়ার বিধান কী	২৬২
কিরাত, তাসবীহ দ্রুত আদায় করা মাকরূহ	২৬২
তাকবীরসমূহে الله শব্দের মাদের পরিমাণ	২৬৪
কাপড়সহ কবজি ধরলেও সুন্নাত আদায় হবে	২৬৬
আমীন বলার বিধান	২৬৭
চার রাক'আত নামায আদায়ে সর্বনিম্ন সময়	২৬৭
মুক্তাদী সূরা ফাতেহা পড়বে না	২৬৮
বুকের ওপর হাত বাঁধা ও জোরে আমীন বলা	২৬৯
রুকুতে পায়ের গোছা সোজা রাখা ধনুকের মতো না করার অর্থ কী?	২৭০
রুকু থেকে উঠে حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه পড়া	২৭১
রুকু অবস্থায় নজর কোথায় থাকবে?	২৭২
রুকু থেকে ওঠার সময় ইমাম এবং মুক্তাদীর আমল	২৭৩
নামাযের ৫১ সুন্নাত : সংশয় ও নিরসন	২৭৪
ফরয নামাযে তা'দীলে আরকান অন্য নামাযে তাড়াহুড়া	২৭৫
কুনূতে নাযেলা পড়ার সময় হাত ছেড়ে দেবে	২৭৬
সূরা বা দু'আয় আটকে গেলে দোহরিয়ে পড়া	২৭৬
রফয়ে ইয়াদাঈনের বিধান	২৭৭
স্থানভেদে ভিন্ন পদ্ধতিতে নামায পড়া	২৭৯
প্রথম বৈঠকে শাহাদাতের পর দরূদ পড়া	২৭৯
বারবার রফয়ে ইয়াদাঈন : বিধান ও উদ্দেশ্য	২৮১
সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুতে হাত রাখা	২৮৩
সিজদায় যাওয়া ও ওঠার সময় হাঁটুতে হাত রাখা	২৮৪

Scanned by CamScanner

দুই সিজদার মাঝে বিশেষ দু'আ	২৮৪
সিজদায় পা রাখার তরীকা	২৮৫
শেষ বৈঠকে বসার পদ্ধতি	২৮৬
নামাযে আরবী/অনারবী ভাষায় দু'আ করা	২৮৮
সুন্নাত ও নফলের প্রথম বৈঠকে দরূদ পাঠ	২৯০
দু'আয়ে মা'সূরা পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা	২৯১
দু'আয়ে মা'সূরা পড়ার বিধান	২৯১
ইমাম ও মুক্তাদীর সালাম কার নিয়্যাতে হবে	২৯২
ডানে-বামে সালাম ফেরানো এবং পুরো সালামের হুকুম	২৯৫
প্রত্যেক নামাযের পর মুসল্লিদের দিকে ফিরে দু'আ পড়া	২৯৬
সালামান্তে মাথায় হাত রেখে দু'আ পড়া	৩০০
তাসবীহে ফাতেমী ছাড়াও দু'আ তাসবীহ আছে	৩০১
জোহর, মাগরিব ও এশার পর দীর্ঘ সময় দু'আ পড়া	৩০২
তাশাহ্হুদের সময় শাহাদাত আঙুল উঠানোর বিধান	৩০৩
নর-নারীর নামাযের পদ্ধতিগত পার্থক্য	৩০৩
মহিলাদের নামায আদায়ের পদ্ধতি	৩০৫
পুরুষ ও মহিলার নামায আদায়ে পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে	৩০৬
পুরুষ ও মহিলার নামাযের পার্থক্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত	৩০৮
নর-নারীর নামায আদায়ে পার্থক্য নেই বলা মূর্খতা	৩০৮
নারী-পুরুষের নামাযের পার্থক্য	৩০৯
নামাযের আরকান হুঁশ এবং সজাগ অবস্থায় আদায় করা শর্ত	৩১০
পরিচ্ছেদ : কিরাত	**৩১১**
সূরা ফাতেহার প্রতিটি আয়াতে ওয়াক্ফ করা	৩১১
সূরা ফাতেহার প্রতিটি আয়াতে ওয়াক্ফ করার বিধান	৩১২
নামাযে কয় পদ্ধতিতে কিরাত পড়া যায়	৩১৩
একই নামাযে কয়েক পদ্ধতিতে কিরাত পড়া	৩১৪
প্রতি রাক'আতে ভিন্ন ভিন্ন সূরার অংশবিশেষ পড়া	৩১৪
উভয় রাক'আতে কিরাতের পরিমাণ সমান হওয়া উত্তম	৩১৫
তিওয়াল, আওসাত ও কিসারে মুফাস্সালের উদ্দেশ্য	৩১৬
সূরার অংশ বিশেষ পড়লেও নামাযের ক্ষতি নেই	৩১৭
নিয়মিত মাসনূন কিরাত না পড়া	৩১৮
ফজরের দুই রাক'আতে সূরা আম্বিয়া ও নাবা	৩১৯

Scanned by CamScanner

নফলের দুই রাক'আতে একই সূরা	৩২০
প্রথম রাক'আতে সূরা নাস পড়লে করণীয়	৩২০
মাসনূন কিরাত সব সময়ের জন্য	৩২০
মাসনূন সূরা ব্যতীত অন্য সূরা পড়লেও নামায হবে	৩২১
ফজরে ৪০ আয়াত পড়া বাধ্যতামূলক নয়	৩২৩
বৃদ্ধদের খাতিরে ফজরের কিরাত ছোট করা	৩২৩
ফরযের শেষ দুই রাক'আতে সূরা ফাতেহা পড়া মুস্তাহাব	৩২৪
মনে মনে তেলাওয়াত ও সর্বনিম্ন আওয়াজের পরিমাণ	৩২৫
নামাযে সূরার অংশ বিশেষ তেলাওয়াতের আগে বিসমিল্লাহ পড়া	৩২৭
পরের সূরা আগে পড়া ও মাঝের সূরা বাদ দেওয়ার হুকুম	৩২৭
কিরাত শুদ্ধের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ফরয	৩২৯
লাহানে জলী ও খফীর সাথে তেলাওয়াতকারী ইমামত	৩৩০
নামাযে গানের সুরে তেলাওয়াত	৩৩১
বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর উপস্থিতিতে অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর ইমামত	৩৩২
শুদ্ধ ও অশুদ্ধ তেলাওয়াতের মাপকাঠি	৩৩২
তিন আয়াতের আগে লোকমা দেওয়া	৩৩৩
তিন আয়াত পড়ার পরে ভুলে অন্য সূরা পড়া	৩৩৪
সূরা ফাতেহার এক আয়াতকে অন্য আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া	৩৩৫
মদ-গুন্নাহ না করা, আয়াতের মাঝখান থেকে পাঠ শুরু করা, শেষ না করেই রুকুতে যাওয়া	৩৩৬
একই রাক'আতে বারবার একটি সূরা পড়া	৩৩৭
ফরয নামাযে সব সময় একই সূরা পড়া	৩৩৮
ওয়াক্‌ফের সময় হরকতের উচ্চারণ	৩৩৮
তিন আয়াত পড়ে অন্য সূরা পড়া	৩৩৯
লোকমা দিলে মুক্তাদীর নামায নষ্ট হয় না	৩৩৯
বড় আয়াতের অর্ধেক পাঠ করে রুকুতে যাওয়া	৩৪০
জাহেলের পেছনে শুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর ইক্তিদা	৩৪১
ফরয ব্যতীত অন্য নামাযের প্রথম দুই রাক'আতে সূরায়ে ফালাক ও নাস পড়ে ফেললে বাকি দুই রাক'আতে করণীয়	৩৪২
পরিচ্ছেদ : কিরাতে ভুল পড়া	**৩৪৩**
لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى এর স্থানে لَعَلَّهٗ اَنْ لَا يَزَّكّٰى পড়া	৩৪৩

Scanned by CamScanner

كافرون-এর স্থলে يؤمنون , المقسطين-এর স্থলে الكافرين ,الاشقى-এর স্থলে الاتقى পড়া	৩৪৩
فَصَلِّ لِرَبِّكَ এর স্থলে فَصَلِّلْ رَبَّكَ পড়া	৩৪৫
ربك এর স্থলে ربكم পড়া, কোন ধরনের ভুলে নামায হয় না	৩৪৫
ان الله يحب الكافرين পড়লে নামায ফাসেদ হয়ে যায়	৩৪৬
ভুল যখনই হোক অর্থের মারাত্মক পরিবর্তন হলে নামায হবে না	৩৪৭
ع কে ء ও ح কে ه পাঠকারীর পেছনে ইক্তিদা করা	৩৪৮
المفلحون এর স্থানে الكافرون পড়লে নামায হয় না	৩৪৯
আক্ষরিক, শাব্দিক ও হরকতসংক্রান্ত কিছু ভুলের হুকুম	৩৫০
ج এর স্থলে ز পড়লে নামায হবে	৩৫২
جزاء بما كانوا يعملون এর স্থলে يكذبون পড়া	৩৫৩
ص، س، ط، ت، ح، ذ এর উচ্চারণে পার্থক্যে অক্ষমের ইমামত	৩৫৪
واذ انقلبوا الى اهلهم এর স্থলে الى ربهم পড়া	৩৫৫
قُلُوبَهُمْ এর মধ্যে যবরের স্থানে পেশ দিয়ে পড়া	৩৫৬
ص কে س, ث কে ص উচ্চারণ ও অক্ষর বাড়িয়ে পাঠকারীর ইমামতি	৩৫৭
পরিচ্ছেদ : নামাযের জামাআত	**৩৫৯**
কখন শরীক হলে তাকবীরে উলার ফজীলত পাবে	৩৫৯
মসজিদ বা বারান্দায় সানী জামাআত	৩৬০
একই স্থানে একই সময় একাধিক জামাআত	৩৬১
সানী জামাআতের ইকামত মাকরূহ	৩৬২
স্থান পরিবর্তন করে মসজিদ সানী জামাআত	৩৬২
মসজিদে মুসাফিরের সানী জামাআত	৩৬৫
কোন ধরনের মসজিদে সানী জামাআত বৈধ	৩৬৫
গ্রামের মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত	৩৬৬
যে মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত বৈধ	৩৬৭
সানী জামাআত কোথায় মাকরূহে তাহরীমী বা তানযীহী	৩৬৮
সানী জামাআতে শরীক হলে জামাআতের সাওয়াব হবে না	৩৬৯

Scanned by CamScanner

মসজিদের প্রকারভেদে সানী জামাআতের হুকুম	৩৭০
মিল-কারখানার মসজিদে সানী জামাআত	৩৭৩
নামাযঘরে সানী জামাআত বৈধ	৩৭৪
হাদীসে সানী জামাআতের বৈধতা আছে কি	৩৭৫
সানী জামাআতে অংশগ্রহণে তাকবীরে উলার ফজীলত	৩৭৭
মুসল্লি সংকুলান না হলে দ্বিতীয় জামাআত	৩৭৮
ইমামবিহীন মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত	৩৭৯
গরমে মেহরাব থেকে সরে জামাআত কায়েম করা	৩৭৯
নিয়মিত মেহরাব ছেড়ে ইমামের দাঁড়ানো	৩৮১
ইমাম মেহরাব বরাবর কয়েক কাতার পেছনে দাঁড়ানো	৩৮২
ইমামের মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ানো	৩৮৩
মেহরাব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত	৩৮৪
ইমাম কাতারের মাঝ বরাবর দাঁড়াবে	৩৮৫
মেহরাব ছেড়ে ইমামের দ্বিতীয় বা তৃতীয় কাতারে দাঁড়ানো	৩৮৬
এককভাবে ইমাম উঁচু স্থানে দাঁড়ানো	৩৮৭
ইমামের মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ানো	৩৮৮
বিচ্ছিন্ন স্থান থেকে ইমামের ইক্তিদা করা	৩৮৯
ইকামতের সময় ইমাম-মুক্তাদী কখন দাঁড়াবে	৩৯০
কাতার সোজা করার বিধান	৩৯১
খুতবার পর মিম্বরে দাঁড়িয়েই কাতার সোজা করার জন্য বলা	৩৯১
কাতার সোজা করতে বলা গোড়ামি নয়, মুস্তাহাব	৩৯২
বিনা প্রয়োজনে কাতার সোজা করতে বলা	৩৯৩
'কাতার সোজা করি' বিকৃত অর্থ নয়	৩৯৪
খুতবার পর কাতার সোজা করতে বলা বৈধ	৩৯৫
কাতার সোজা করা ও খালি জায়গা পূরণ করার দায়িত্ব কার	৩৯৬
ইমামতির প্রশিক্ষণের নিয়্যাতে মসজিদ ছেড়ে রুমে জামাআত করা	৩৯৭
ইমামের বরাবর পেছনে ইমামতের যোগ্য ব্যক্তিই দাঁড়াবে	৩৯৮
বাচ্চাদেরকে বড়দের সাথে দাঁড় করানো	৩৯৯
কাতারে মুরাহেক ও নাবালেগের স্থান	৪০০
বড়দের সামনের কাতারে নাবালেগের অবস্থান	৪০২
নাবালেগ ও নারীদের কাতারের অবস্থান	৪০২
বড়দের কাতারে নাবালেগ দাঁড়ানো	৪০৩
ইমাম দ্বিতীয় তলায় দাঁড়ালে তৃতীয় তলা সর্ব পেছনের বলে গণ্য হবে	৪০৩

Scanned by CamScanner

মসজিদের জামাআতে মহিলাদের অংশগ্রহণ	৪০৪
ঘরে মহিলাদের জামাআত	৪০৭
মসজিদকে নারীবান্ধব বানানো	৪০৭
মহিলারা ঘরেই নামায পড়বে	৪০৯
মসজিদের মহিলাদের জন্য স্থান সংরক্ষণ করা	৪০৯
জুমু'আর জামাআতে মহিলাদের অংশগ্রহণ	৪১১
মহিলাদের জামাআতের আযান-ইকামত মাকরূহ	৪১২
নারীদের ঘরের নামাযে সাওয়াব বেশি	৪১৩
ঈদ, জুমু'আ ও জামাআতের বিধান নারীদের জন্য নয়	৪১৪
মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ	৪১৬
নবীপত্নীগণ কি জামাআতের সাথে নামায পড়েছেন	৪১৭
মহিলার ইমামতিতে তারাবীহ ও ঈদ	৪১৮
জামাআতে অংশগ্রহণ নারীদের জন্য নিষেধ কেন?	৪২০
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই কাতারে নারী-পুরুষ	৪২২
মসজিদে হারামে পুরুষের পাশে মহিলার নামায	৪২৪
সাওয়াবের আশায় মসজিদে হারামে নারীদের নামায	৪২৫
মসজিদে হারামে পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণ	৪২৭
হারাম শরীফে মুহাযাতের বিধান	৪২৮
হারাম শরীফের জামাআতে নর-নারীর পাশাপাশি অবস্থান	৪৩০
ওয়াক্তিয়া মসজিদ ছেড়ে জুমু'আর মসজিদে নামায পড়া	৪৩১
জামাআতে কাতারের সংযোগ হওয়া	৪৩২
তৃতীয় তলা খালি রেখে চতুর্থ তলা থেকে ইক্তিদা	৪৩৩
ইমামের ওপরতলায় দাঁড়ানো এবং প্রতি তলায় ছিদ্র রাখা	৪৩৩
মসজিদের নিচের ঈদগাহ থেকে ইক্তিদা করা	৪৩৫
নিচতলায় দাঁড়িয়ে ওপরতলার ইমামের ইক্তিদা	৪৩৬
ইমাম দ্বিতীয় তলায় মুসল্লি ওপর ও নিচের তলায়	৪৩৭
কাতারের সংযোগ থাকলে কামরায় থেকে ইক্তিদা	৪৩৮
এক ইমামের পেছনে ২ ও ৪ তলায় নারী আর ৩, ৫, ৬ তলায় পুরুষের কাতার	৪৩৯
স্থান এক হলে কাতারের মাঝের ফাঁকা অসুবিধার কারণ নয়	৪৪০
কারণবশত পুনরায় জামাআত হলে তাতে অংশগ্রহণ	৪৪১
চাঁদার জন্য মাগরিবের জামাআত দেরিতে শুরু করা	৪৪১
মহল্লার মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে নামায পড়া	৪৪২
পাহারাদারের জামাআতে শরীক হওয়া	৪৪৩

Scanned by CamScanner

মাসবুকের খাতিরে কাতার ছেড়ে পেছনে আসা	৪৪৪
মধ্যবর্তী তলা খালি রেখে ওপরতলা থেকে ইক্তিদা করা	৪৪৫
কাতার সোজা করে ইকামত বলবে নাকি حى على الصلاة -এর পরে দাঁড়াবে?	৪৪৬
ইকামতের শুরুতে দাঁড়ানো উত্তম	৪৪৭
ইকামতের আগেই বড় মসজিদে কাতার সোজা করার ঘোষণা করা	৪৪৮
জামাআত শেষে তৃতীয় তলায় ই'তিকাফকারীদের জামাআত	৪৪৯
দুই খুঁটির মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়ানো	৪৫০
নামায মাকরূহ হলে ক্ষতি কী	৪৫১
খোলা মাঠে কাতার সংযোগের বিধান	৪৫১
যৌক্তিক কারণে মাহরাম মহিলাদের নিয়ে ঘরে জামাআত করা	৪৫২
স্বামী-স্ত্রীর জামাআতের বিধান ও পদ্ধতি	৪৫৩
স্বামী-স্ত্রীর জামাআত ও তার পদ্ধতি	৪৫৪
স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি নিজ নিজ নামায আদায় করা	৪৫৪
হানাফী মসজিদ না থাকায় লা-মাযহাবীদের মসজিদে নামায	৪৫৫
মুক্তাদী দুইয়ের অধিক হলে ইমামের সামনে দাঁড়ানো ওয়াজিব	৪৫৬
নির্দিষ্ট সময়ের আগে মসজিদে মুসাফিরের জামাআত	৪৫৬
মসজিদের ছাদে দাঁড়িয়ে নিচে দাঁড়ানো ইমামের ইক্তিদা	৪৫৭
কারণবশত পুনরায় অনুষ্ঠিত জামাআতে নতুন ব্যক্তির অংশগ্রহণ	৪৫৯
অনুচ্চস্বরে জেহরী নামায আদায়কারীর পেছনে কেউ ইক্তিদা করলে ইমামের করণীয়	৪৬১
ইমাম বাসার ছাদে আর মুসল্লি মসজিদে দাঁড়ালে ইক্তিদা সহীহ হবে কি না	৪৬১
জামাআতে অংশগ্রহণ না করে জুতা পাহারা দেওয়া	৪৬৩
লাহেকের বিধান	৪৬৪
মসজিদের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় বাইরে জামাআত করা	৪৬৫
মুক্তাদী একজন হলেও জামাআতের সাওয়াব হবে	৪৬৬
মা'যুরের সহিত ঘরে নামায পড়া	৪৬৬
নামায অবস্থায় সরে গিয়ে অন্যকে জায়গা করে দেওয়া	৪৬৭
অযোগ্য ইমামের ইক্তিদা না করে স্ত্রীর সাথে ঘরে জামাআত	৪৬৮
প্রথম রাক'আতের প্রথম সিজদা না পেলে করণীয়	৪৬৯
حى على الصلاة বলার সময় দাঁড়ানোকে বাধ্যতামূলক মনে করা	৪৭০
পেছনের কাতারে একা নামাযীর করণীয়	৪৭২

Scanned by CamScanner

সালামের পর কারো সম্মানার্থে পেছনে সরে বসা	৪৭৩
কাতারের এক পাশ ছোট হওয়া	৪৭৪
মসজিদ চত্বরে দুই কাতারের মাঝে ১২-১৪ হাত দূরত্ব	৪৭৪
বড়দের কাতারে নাবালেগ দাঁড়ালে নামায হবে	৪৭৬
জামাআতে বসে নামায পড়লে কাতার সোজাকরণের বিধান	৪৭৭
মুক্তাদীদের থেকে কতটুকু ওপরে ইমাম দাঁড়াতে পারবেন	৪৭৮
পরিচ্ছেদ : নামায ভঙ্গকারী কাজসমূহ	**৪৮০**
শরীর কতবার চুলকালে নামায নষ্ট হয়	৪৮০
নামায ছেড়ে রিংটোন বন্ধ করলে তা আদায়ের পদ্ধতি	৪৮১
নামাযে রিংটোন বন্ধ করার নিয়ম	৪৮১
নামায ছেড়ে মোবাইল বন্ধ করা কখন বৈধ	৪৮৩
অল্প সময়ে এক হাতে মোবাইল বন্ধ করলে নামায নষ্ট হয় না	৪৮৪
মোবাইল বন্ধ করা কি আমলে কাসীরের অন্তর্ভুক্ত	৪৮৪
নামাযে মোবাইল বন্ধ করার পদ্ধতি	৪৮৬
নামাযে ইলেকট্রনিক পণ্যের সুইচ খোলা-বন্ধ করার বিধান	৪৮৮
নামায ছেড়ে মোবাইল বন্ধ করা কখন বৈধ	৪৮৯
তাহরীমার সাথে সাথে মোবাইল বেজে উঠলে করণীয়	৪৯০
চর্ম রোগীর চুলকানোর বিধান	৪৯১
পায়ের তালু না ঢেকে নারীর নামায	৪৯২
নারীদের সিজদা অবস্থায় ঘুম ও সিজদায়ে সাহু প্রসঙ্গ	৪৯৩
নামাযে বাংলায় দু'আ করা	৪৯৩
দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা সুপারিসহ নামায পড়া	৪৯৪
শিশু নামাযরত মায়ের দুধ পান করলে নামায হবে না	৪৯৪
বাচ্চা নামাযরত মায়ের মাথার কাপড় টেনে নিলে নামাযের হুকুম	৪৯৫
হাসির আওয়াজ নিজে শুনলেও নামায নষ্ট হয়ে যাবে	৪৯৬
সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে আবার সিজদায় যাওয়ার হুকুম	৪৯৭
নামাযী ব্যক্তি ডানে-বামে সরা ও সামনের কাতারে যাওয়ার হুকুম	৪৯৮
নামায অবস্থায় পা দ্বারা মাইকের সুইচ দেওয়ার বিধান	৪৯৯
সিনা কিবলা থেকে কতটুকু সরে গেলে নামায হয় না	৫০০
নামায অবস্থায় ঘুমালে রুকন ও ওজুর হুকুম	৫০১
এক নামাযী অন্য নামাযীকে জাগিয়ে তোলার হুকুম	৫০২
একমাত্র মুক্তাদীকে বাম থেকে ডানে যাওয়ার ইশারা করার হুকুম	৫০৩

Scanned by CamScanner

ইমামের অবস্থান বুঝতে না পেরে নামায ছেড়ে দেওয়া	৫০৪
মনে মনে কিছু পড়লে-বুঝলে নামায নষ্ট হয় না	৫০৬
১৮ বার শরীর চুলকালে নামায হবে কি না	৫০৭
ইমামকে সম্বোধন করে লোকমা দেওয়ার বিধান	৫০৮
মুক্তাদী ইচ্ছাকৃত কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার বিধান	৫০৯
কী পরিমাণ চুল বের হয়ে থাকলে নারীদের নামায হয় না	৫১০
মেয়েদের কতটুকু টাখনু ও কোন ধরনের লোম খোলা থাকলে নামায হয় না	৫১০
লোকমা দেওয়ার স্থান এবং ভুলে লোকমা দেওয়ার বিধান	৫১১
কুমন্ত্রণা দূর করতে দু'আ পড়লে নামায নষ্ট হয়ে যায়	৫১৩
দোহরানো নামাযে আগন্তুক শরীক হতে পারবে কি না	৫১৪
নামাযে মহিলাদের উচ্চ আওয়াজে তেলাওয়াত	৫১৪
কারো নির্দেশে নামাযী মুকাব্বির হওয়া	৫১৫
পরিচ্ছেদ : নামাযে মাকরূহ বিষয়াদি	**৫১৬**
নামাযী বাচ্চার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা	৫১৬
ওড়নার পাল্লায় সিজদা করা	৫১৬
হাফ শার্ট, গেঞ্জি পরিধান করে নামায পড়া	৫১৭
কনুই খোলা রেখে নামায পড়া	৫১৮
হাফ হাতার শার্ট-গেঞ্জি পরে নামায পড়া	৫১৯
কবজি ও কনুইয়ের মাঝামাঝি আস্তিন গুটিয়ে নামায আদায়	৫১৯
রুমাল ঝুলিয়ে রাখা মাকরূহ	৫২০
প্রাণীর ছবি সামনে নিয়ে নামায পড়া	৫২১
কতটুকু আলোতে নামায পড়া উত্তম	৫২১
মসজিদের সামনের গ্লাসে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখা	৫২২
জায়নামাযে নামায আদায়ের ফজীলত ও হুকুম	৫২২
ধূমপায়ীর দুর্গন্ধযুক্ত মুখে নামায আদায়	৫২৩
নামায অবস্থায় ঘড়ি দেখা	৫২৪
কী পরিমাণ সম্পদ বাঁচাতে নামায ছাড়া যায়	৫২৫
পরিচ্ছেদ : নামাযে ওজু নষ্ট হয়ে যাওয়া	**৫২৭**
ওজু ছুটে যাওয়ার পর নামায চালিয়ে যাওয়া	৫২৭
ওজু ছুটে যাওয়ার পর লজ্জায় নামায না ছাড়া গোনাহ	৫২৮

Scanned by CamScanner

ইমামের হদস হলে খলীফা কিভাবে নামায পুরা করবে	৫২৯
খলীফা যোগ্য ব্যক্তিকে বানাতে হবে সে কাতারের যেখানেই থাকুক	৫৩০
পরিচ্ছেদ : মাসবুক ও লাহেকের বিধান	**৫৩১**
সালাম ফেরানোর আগেই মাসবুকের দাঁড়িয়ে যাওয়ার হুকুম	৫৩১
মুক্তাদী রুকু পেয়েছে গণ্য করা হবে কখন	৫৩২
মাসবুক ভুলে ইমামের সাথে সালাম ফেরালে করণীয়	৫৩৩
ইমামের সাথে মাসবুক সালাম ফিরালে সিজদায়ে সাহুর বিধান	৫৩৪
মাসবুক কোন সূরা পড়ে নামায পূর্ণ করবে	৫৩৪
বৈঠকে শরীক হলে মাসবুকের ওপর তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব	৫৩৫
ইমামের সাথে মাসবুক সিজদায়ে সাহু করবে কি না?	৫৩৫
শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর মাসবুক কী পড়বে?	৫৩৬
তিন রাক'আত না পেলে শেষ বৈঠকে মাসবুক কী পড়বে?	৫৩৭
মাসবুক মুকাব্বির হলে ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে কি না	৫৩৮
কত রাক'আত ছুটে গেছে জানা না গেলে লাহেকের করণীয়	৫৩৮
তাশাহহুদ না পড়েই মাসবুকের দাঁড়িয়ে যাওয়া	৫৩৯
পরিচ্ছেদ : জামাআত চলাকালীন সুন্নাত আদায়	**৫৪২**
সুন্নাতের প্রথম বা দ্বিতীয় রাক'আত চলাকালে জামাআত শুরু হলে করণীয়	৫৪২
সুন্নাতের দ্বিতীয় রাক'আতে জামাআত শুরু হলে করণীয়	৫৪৩
লাল বাতি জালিয়ে সুন্নাতের নিয়্যাত থেকে বারণ করা	৫৪৪

Scanned by CamScanner

كتاب الطهارة

অধ্যায় : পবিত্রতা

باب المياه

পরিচ্ছেদ : পানির বিধান

হাউজের পরিধি ১০ হাত দৈর্ঘ্য ও অর্ধ হাত প্রস্থ

প্রশ্ন : পানি ১০ হাত দৈর্ঘ্য ও অর্ধ হাত প্রস্থ, অর্থাৎ 'দাহদরদাহ'-এর চেয়ে কম হলে 'বেশি পানি' হিসেবে গণ্য হবে কি না?

উত্তর : হানাফী মাযহাব মতে, পানি কম-বেশির পরিমাণ নির্ধারণে ব্যবহারকারীর প্রবল ধারণাপ্রসূত সিদ্ধান্তকে মাপকাঠি বানানো হয়েছে। আর ব্যবহারকারী যদি এমন হয় যে সে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ, তখন 'দাহদরদাহ' অর্থাৎ ১০০ বর্গহাতের কম হলে কম এবং এর বেশি হলে 'বেশি পানি' হিসেবে গণ্য করা হবে। আল্লামা শামী (রহ.)-এর মতে, বর্তমান যুগে ধারণা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হওয়ায় 'দাহদরদাহ' অর্থাৎ ১০০ বর্গহাতকেই পানি কম-বেশির মাপকাঠি নির্ধারণ করে ফতওয়া দেওয়া হয়ে থাকে। (২/১৮৭/৪০৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٩٢ : (قوله: لكن في النهر إلخ) قد تعرض لهذا في البحر أيضا، ثم رده بأنه إنما يعمل بما صح من المذهب لا بفتوى المشايخ والوجه مع صاحب البحر. وإذا اطلعت على كلامها جزمت بذلك أفاده ط. أقول: وهو الذي حط عليه كلام المحقق ابن الهمام وتلميذه العلامة ابن أمير الحاج، لكن ذكر بعض المحشين عن شيخ الإسلام العلامة سعد الدين الديري في رسالته القول الراقي في حكم ماء الفساقي أنه حقق فيها ما اختاره أصحاب المتون من اعتبار العشر ورد فيها على من قال بخلافه ردا بليغا، وأورد نحو مائة نقل ناطقة بالصواب إلى أن قال:

Scanned by CamScanner

وإذا كنت في المدارك غرا ... ثم أبصرت حاذقا لا تماري
وإذا لم تر الهلال فسلم ... لأناس رأوه بالأبصار

لا يخفى أن المتأخرين الذين أفتوا بالعشر كصاحب الهداية وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب منا فعلينا اتباعهم، ويؤيده ما قدمه الشارح في رسم المفتي، وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه، كما لو أفتونا في حياتهم .

📖 منحة الخالق على البحر (دارالكتب العلمية) ١/ ١٣٩ : أن اعتبار العشر في العشر ليس خارجا عن المذهب بالكلية بناء على أن ذلك القدر لا تختلف الآراء في عدم خلوص النجاسة فيه إلى جانبه الآخر فقدروا به لئلا يقع من لا رأي له أو من غلبت عليه الوسوسة في تنجيسه أو تنجيس أعظم منه، وأما اختلافهم في أنه يعتبر فيه ثمان في ثمان أو خمسة عشر في خمسة عشر فالظاهر أنه مبني على الاختلاف في المراد من الحركة هل هي حركة اليد أو حركة الاغتسال أو حركة الوضوء، وهذه الحركة هي المتوسطة؛ ولذا رجحوها واعتبروا لها عشرا في عشر (قوله: فقد علمت أنه ليس مذهب أصحابنا إلخ) قال في النهر ممنوع بأنه لو كان كما قال لما ساغ لهم الخروج عن ذلك المقال كيف، وقد اعترف بأن أكثر تفاريعهم على اعتبار العشر في العشر -

২০০ কেজি পানিতে কোনো নাপাক বস্তু পড়লে পানি নাপাক হয়ে যাবে

প্রশ্ন : ২০০ কেজি পানির মধ্যে নাপাক পড়লে তা দ্বারা ওজু হবে কি না?

উত্তর : ২০০ কেজি সাধারণত (ماء كثير)-এর অন্তর্ভুক্ত হয় না বিধায় ওই পরিমাণ পানির মধ্যে নাপাক পড়লে তা দ্বারা ওজু-গোসল শুদ্ধ হবে না। (৭/৪২৬/১৬৮১)

Scanned by CamScanner

📖الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٥٦ : وبعضهم قدروا بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وعليه الفتوى والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح.

📖رد المحتار (سعيد) ١/ ١٩٢ : لا يخفى أن المتأخرين الذين أفتوا بالعشر كصاحب الهداية وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب منا فعلينا اتباعهم، ويؤيده ما قدمه الشارح في رسم المفتي، وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه، كما لو أفتونا في حياتهم.

ব্যবহৃত পানি কূপে পড়লে নাপাক হয় না

প্রশ্ন : একটি ধর্মীয় পত্রিকার বিগত সেপ্টেম্বর ৯৪ ইং সংখ্যায় ফরয গোসল করার সময় শরীরের ব্যবহৃত পানি কূপে পড়লে কূপের পানি নাপাক হয়ে যাবে বলে উল্লেখ হয়েছে। এখন তার পক্ষে-বিপক্ষে বিজ্ঞ মহলের ভিন্নমুখী তর্ক-বিতর্ক দেখে আমিও এক রকম বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছি, তাই এ ব্যাপারে শরীয়তের পরিগৃহীত সঠিক সিদ্ধান্ত দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব। উল্লেখ্য, আমাদের কূপখানা হতে মধ্যরাতের ৪-৫ ঘন্টা ব্যতীত অনবরত পানি উঠানো হয়। নিচে নল থাকার দরুন নিচ থেকে সর্বদা পানি উঠতে থাকে এবং গোসল করার সময় ব্যবহৃত গোসলের পানিও কিছু কিছু পড়তে থাকে। সুতরাং উক্ত কূপের পানি 'মায়ে জারী'র আওতায় আসবে কি না? জানতে বিশেষভাবে আগ্রহী।

উত্তর : শরীরের ব্যবহৃত পানি (ده در ده) বড় কূপে অথবা (ماء جاری) অর্থাৎ প্রবাহিত পানিতে পড়লে পানি নাপাক হবে না। আর যদি এর চেয়ে ছোট কূপে পড়ে তাহলে পাক-নাপাক হওয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের মতানৈক্য রয়েছে। তবে ফতওয়া মতে তা নাপাক হবে না। এ মাস'আলা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ফিকহের কিতাবে উল্লেখ আছে অতএব এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অবকাশ নেই। (৩/৭০/৪৭৬)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٩٨ : والصحيح عن مذهب محمد ان ماءالبئر لايصير مستعملا مطلقا لان المستعمل هو ما تساقط عن الاعضاء وهو مغلوب بالنسبة الي الماءالذي لايستعمله -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ١٨٢ : أو مماثلا كمستعمل فبالأجزاء، فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل وإلا لا، وهذا يعم الملقى والملاقي، ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم تساوي المستعمل على ما حققه في البحر والنهر المنح.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٨٢ : (قوله: ففي الفساقي) أي الحياض الصغار يجوز التوضؤ منها مع عدم جريانها، وهو تفريع على ما ذكره من التعميم، ومن جملة الفساقي مغطس الحمام وبرك المساجد ونحوها مما لم يكن جاريا ولم يبلغ عشرا في عشر، فعلى هذا القول يجوز فيها الاغتسال والوضوء ما لم يعلم أن الماء الذي لاقى أعضاء المتطهرين ساوى المطلق أو غلب عليه.

(قوله: على ما حققه في البحر إلخ) حيث استدل على ذلك بإطلاقهم المفيد للعموم كما مر، وبقول البدائع: الماء القليل إنما يخرج عن كونه مطهرا باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر غالبا كماء الورد واللبن لا مغلوبا، وها هنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن ولا شك أنه أقل من غير المستعمل فكيف يخرج به من أن يكون مطهرا ، ونحوه في الحلية لابن أمير الحاج. وفي فتاوى الشيخ سراج الدين قارئ الهداية التي جمعها تلميذه المحقق ابن الهمام سئل عن فسقية صغيرة يتوضأ فيها الناس وينزل فيها الماء المستعمل وفي كل يوم ينزل فيها ماء جديد هل يجوز الوضوء فيها؟ أجاب إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لايضر ، يعني وأما إذا وقعت فيها نجاسة تنجست لصغرها، وقد استدل في البحر بعبارات أخر لا تدل له كما يظهر للمتأمل؛ لأنها في الملقى،

Scanned by CamScanner

والنزاع في الملاقي كما أوضحناه فيما علقناه عليه فلذا اقتصرنا على ما ذكرنا.

📖 فتاوی دارالعلوم دیوبند (مکتبۂ دارالعلوم) ۱/ ۱۷۳: سوال- اگر کوئی شخص جنابت کا غسل کرے، یا عورت حیض ونفاس کا، اور قطرے برتن کے بیچ میں گریں تو پانی کا کیا حکم ہے؟

الجواب- اس میں کچھ حرج نہیں پانی پاک ہے اور قلیل مستعمل کثیر غیر مستعمل کو مستعمل نہیں بناتا۔

📖 فیہ ایضا ۱/ ۱۹۴: سوال- اگر کنویں میں جنبی شخص اترا یا من پر بیٹھکر نہایا اور قطرہ گرا تو پانی کا کیا حکم ہے؟

الجواب- اس صورت میں پانی کنویں کا طاہر غیر مطہر ہے کہ ماء مستعمل ہے،... اور قطرہ گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔

বুড়িগঙ্গার পানির বিধান

প্রশ্ন : বুড়িগঙ্গার পানির তিন গুণাবলির সব পরিবর্তন হওয়ার কারণে তার গন্ধ এক কিলোমিটার দূর থেকে পাওয়া যায়। অনেকে বলে, এই পানি 'আইনে নাপাক' হয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো, হাজার হাজার মানুষ তাতে ওজু-গোসল করে, তারা কি পবিত্র হবে? নাকি অপবিত্র থেকে যাবে? আর যারা পবিত্র ছিল তারা গোসলের কারণে কি অপবিত্র হয়ে যাবে? যদি অপবিত্র থাকে বা হয়ে যায় তবে বুড়িগঙ্গার যে পানি মেশিনে পরিষ্কার করে সাপ্লাই করা হয় ওই পানি দ্বারা ওজু-গোসল জায়েয হবে কি না?

উত্তর : সাধারণত প্রবাহিত বড় নদীগুলোর পানি নাপাকির সংমিশ্রণের দ্বারা পানির গুণাবলি পরিবর্তন হওয়ার কথা নয়। তাই নাপাকি পড়লে এসব পানিকে নাপাক বলা হয় না। তবে কোনো অংশের পানি বাস্তবেই যদি নাপাকির সংমিশ্রণে পানির রং, স্বাদ-ঘ্রাণ হতে যেকোনো একটি গুণ পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে শুধু ওই অংশের পানিকে নাপাক বলা হবে, যা মেশিনের দ্বারা পরিষ্কার করলেও পাক বলার অবকাশ থাকবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বুড়িগঙ্গার পানির যে অংশে অভিজ্ঞ মহল নাপাকির মিশ্রণে তিনটি গুণাবলি হতে যেকোনো একটি গুণ পরিবর্তন হয়ে গেছে বলে সাব্যস্ত করবেন শুধু সে অংশের পানিকেই নাপাক বলা হবে, অন্য অংশ নয়। (১৪/১১৩)

Scanned by CamScanner

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ /٩ : النهر اذا كان تجرى بعضه على الجيفة ان كان ما يلاقى الجيفة اكثر او كانا سواء فالماء نجس.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۴٦ : آجکل سائنس دانوں نے ایسا آلہ ایجاد کیا ہے کہ گندی نالیوں کے پانی صاف وشفاف بنا دیتے ہیں بظاہر اس میں کوئی خرابی نہیں آتی، اب کیا یہ پانی پلید ہوگا یا نہیں؟

جواب-صاف ہو جائے گا پاک نہیں ہوگا صاف اور پاک میں بڑا فرق ہے-

পানির কম-বেশির পরিমাণ ও সদরঘাটের পানির বিধান

প্রশ্ন : ১. পানি পাক-নাপাক হওয়ার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কী?
২. সদরঘাটের পানির গুণ, স্বাদ, ঘ্রাণ ও রং পরিবর্তন হয়ে সবই দূর হয়ে গেছে, এরপরও কি তা পবিত্র পানির মধ্যে গণ্য হবে? কারণ পানির হাকিকত তথা প্রবাহমান তারল্য বাকি আছে।

উত্তর : ১. হাউজ অথবা পুকুরের পানি যদি ১০০ বর্গহাত অথবা তার চেয়ে অধিক হয় তাহলে উক্ত পানি শরীয়তের দৃষ্টিতে 'বেশি পানি' হিসেবে গণ্য হবে, যার মধ্যে নাপাক পড়ে নাপাকি প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত পানি নাপাক হয় না। আর পানির পরিমাণ এর চেয়ে কম হলে তা কম পানি হিসেবে বিবেচিত হবে, তাতে নাপাক পড়লেই পানি নাপাক হয়ে যাবে।

২. নাপাকির দ্বারা পানির রং, গন্ধ ও স্বাদ–এ তিনটি গুণাবলি হতে যেকোনো একটি গুণ বিনষ্ট হয়ে গেলেই পানি নাপাক হয়ে থাকে। সাধারণত নদী ও সমুদ্রের পানির ক্ষেত্রে এ রকম হয় না। তা সত্ত্বেও প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ সত্য হলে সদরঘাটের পানি নাপাক হিসেবে গণ্য হবে। (১৫/২০০/৫৯৮৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٩٢ : لا يخفى أن المتأخرين الذين أفتوا بالعشر كصاحب الهداية وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب منا فعلينا اتباعهم، ويؤيده ما قدمه الشارح في رسم المفتي، وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه، كما لو أفتونا في حياتهم.

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دارالكتب العلمية) ١/ ٧٨ : اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به قليلا كان الماء أو كثيرا جاريا كان أو غير جار هكذا نقل الإجماع في كتبنا، وممن نقله أيضا النووي في شرح المهذب عن جماعات من العلماء، وإن لم يتغير بها فاتفق عامة العلماء على أن القليل ينجس بها دون الكثير لكن اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سیداحمد) ٢/ ٥٤٨ : الجواب-نہروں کا پانی جاری ہےاور جاری پانی میں جب تک اوصاف متغیر نہ ہوں یعنی رنگ،ذائقہ اور بو میں فرق نہ آیاہو تو نجاست کے وقوع سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ، ایسی بڑی نہروں میں عموما نجاست مغلوب ہوجاتی ہے اور پانی میں اس کا کوئی خاص اثر ظاہر نہیں ہو تا اس لئےنہروں کا پانی پاک ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔

সাপ্লাইয়ের বিকৃত পানির বিধান

প্রশ্ন : ঢাকা শহরের অধিবাসীদের সরকারিভাবে পানি সাপ্লাই দেওয়া হয়, এতে মাঝেমধ্যে বিকৃত রঙের পানিও আসে। সেই বিকৃত পানি পান, গোসল ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : তদন্তের মাধ্যমে সাপ্লাইয়ের পানির সাথে নাপাক জিনিসের সংমিশ্রণ হওয়া নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওই পানি ব্যবহারের উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। (৩/২৫/৪৩৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٧١ : فإن وقع في الماء، فإن كان جاريا، فإن كان النجس غير مرئي كالبول والخمر ونحوهما لا ينجس، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ويتوضأ منه من أي موضع كان من الجانب الذي وقع فيه النجس أو من جانب آخر، كذا ذكره محمد في كتاب الأشربة لو أن رجلا صب خابية من الخمر في الفرات،

Scanned by CamScanner

ورجل آخر - أسفل منه - يتوضأ إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يجوز، وإن لم يتغير يجوز وعن أبي حنيفة في الجاهل بال في الماء الجاري، ورجل أسفل منه يتوضأ به قال: لا بأس به ؛ وهذا لأن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى بعض، فالماء الذي يتوضأ به يحتمل أنه نجس، ويحتمل أنه طاهر، والماء طاهر في الأصل فلا نحكم بنجاسته بالشك، وإن كانت النجاسة مرئية كالجيفة ونحوها، فإن كان جميع الماء يجري على الجيفة لا يجوز التوضؤ من أسفل الجيفة؛ لأنه نجس بيقين، والنجس لا يطهر بالجريان -

📖 فيه أيضا ١/ ١٥ : ولو تغير الماء المطلق بالطين أو بالتراب، أو بالجص، أو بالنورة أو بوقوع الأوراق، أو الثمار فيه، أو بطول المكث يجوز التوضؤ به؛ لأنه لم يزل عنه اسم الماء، وبقي معناه أيضا مع ما فيه من الضرورة الظاهرة لتعذر صون الماء عن ذلك.

📖 شرح مختصرالطحاوى (المكتبةالتهانوية) ١/ ٢٢٨ : إن ماخالط الماء من الأشياء الطاهرة لايمنع الطهارة به ما لم يغلب عليه -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ١٨١-١٨٢ : (و) لا بماء (مغلوب) شيء (طاهر) الغلبة إما بكمال الامتزاج بتشرب نبات أو بطيخ بما لا يقصد به التنظيف، وإما بغلبة المخالط، فلو جامدا فبثخانة ما لم يزل الاسم كنبيذ تمرولو مائعا، فلو مباينا لأوصافه فبتغير أكثرها، أو موافقا كلبن فبأحدها أو مماثلا كمستعمل فبالأجزاء، فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل وإلا لا، وهذا يعم الملقى والملاقي، ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم تساوي المستعمل على ما حققه في البحر والنهر المنح. قلت: لكن الشرنبلالي في شرحه للوهبانية فرق بينهما، فراجعه متأملا.

Scanned by CamScanner

ট্যাংকি পবিত্র করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : সাধারণত শহরের বাসাবাড়িতে দুটি পানির ট্যাংকি থাকে, একটি নিচে আরেকটি ছাদের ওপরে। প্রশ্ন হলো, নিচের বা ওপরের কোনো ট্যাংকি নাপাক হলে তা পবিত্র করার কী কী পদ্ধতি হতে পারে এবং সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি কী?

উত্তর : নিচের ট্যাংকি পাক করার পদ্ধতি হলো, যখন বাহির থেকে পানি আসতে থাকে, তখন পাইপ থেকে 'চেক বল' খুলে ফেলবে, অথবা 'চেক বলে' ভারী কোনো বস্তু বেঁধে দেবে (যাতে ট্যাংকি ভরে গেলে পানি আসার পথ বন্ধ না হয়ে যায়) ট্যাংকি ভরে কিছু পরিমাণ পানি উপচে পড়লে তা প্রবাহিত পানির হুকুমে হয়ে পাক হয়ে যাবে। অতঃপর ওপরের ট্যাংকিতে পাম্পের সাহায্যে পানি উঠাতে থাকবে, ট্যাংকি ভরে উপচে পড়লে অবশিষ্ট পানি পাক হয়ে যাবে।

ট্যাংকি পাক করার অন্য পদ্ধতি হলো, যখন নিচের ট্যাংকিতে পানি ঢুকতে থাকবে, তখন মোটরের সাহায্যে ওপরের ট্যাংকিতে পানি উঠানো আরম্ভ করবে, অতঃপর গোসলখানা বা অন্যান্য স্থানের টেপ, ঝর্ণা ছেড়ে দিবে। পানি পড়তে আরম্ভ করলে প্রবাহিত পানির হুকুমে হয়ে উভয় ট্যাংকির পানি পাক হয়ে যাবে। (১৪/৮৮৩/৫৮৩২)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٩٠ : (قوله: بمجرد جريانه) أي بأن يدخل من، جانب ويخرج من آخر حال دخوله وإن قل الخارج بحر. قال ابن الشحنة: لأنه صار جاريا حقيقة، وبخروج بعضه رفع الشك في بقاء النجاسة فلا تبقى مع الشك. وقيل لا يطهر حتى يخرج قدر ما فيه، وقيل ثلاثة أمثاله بحر - أقول: هو هر على القولين الأخيرين؛ لأنه قبل خروج المثل أو ثلاثة الأمثال لم يحكم بطهارة الحوض، فيظهر كون الخارج نجسا. وأما على القظ المختار فقد حكم بالطهارة بمجرد الخروج فيكون الخارج طاهرا تأمل- ثم رأيته فى الظهيرية : والصحيح أنه يطهر وإن لم يجرج مثل مافيه ... ... وفى الخلاصة : المختار انه يطهر وإن لم يخرج مثل مافيه فلو امتلأ الحوض وخرج من جانب الشط على وجه الجريان حتى بلغ المشجرة يطهر-

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٧٨ : ولو تنجس الحوض الصغير ثم دخل فيه ماء آخر وخرج حال دخوله طهر، وإن قل وقيل لا حتى يخرج

Scanned by CamScanner

قدر ما فيه وقيل حتى يخرج ثلاثة أمثاله وصحح الأول في المحيط وغيره قال السراج الهندي وكذا البئر.

واعلم أن عبارة كثير منهم في هذه المسألة تفيد أن الحكم بطهارة الحوض إنما هو إذا كان الخروج حالة الدخول، وهو كذلك فيما يظهر؛ لأنه حينئذ يكون في المعنى جاريا لكن إياك وظن أنه لو كان الحوض غير ملآن فلم يخرج منه شيء في أول الأمر ثم لما امتلأ خرج منه بعضه لاتصال الماء الجاري به أنه لا يكون طاهرا حينئذ.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۴۸ :سوال- مکان کے صحن میں پانی کی ٹنکی یا چھت پر بنی ہوئی ٹنکی ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر زمین کی ٹنکی اور چھت والی ٹنکی اور ان دونوں کے درمیان میں پائپ لائن اور پھر چھت کی ٹنکی سے غسل خانوں وغیرہ تک آنے والے پائپ ان سب کے مجموعہ کے طول وعرض کا کل رقبہ سو ہاتھ ہو جائے تو کیا یہ دہ دردہ کے حکم میں ہوگا کہ نجاست گرنے سے ناپاک نہ ہو؟

الجواب- دونوں ٹنکیوں کے درمیانی پائپ اوپر کی ٹنکی سے غسلخانوں وغیرہ تک جانے والے پائپ کو دہ دردہ میں شمار کرنا صحیح نہیں،... ... ان ٹنکیوں کی تطہیر کا طریقہ یہ ہے کہ زمین دوز ٹنکی میں جب باہر سے پانی آرہا ہو اس وقت اس کا گولہ اتار لیا جائے یا اس کے ساتھ کوئی وزن وغیرہ باندھ دیا جائے تاکہ گولہ پانی کے ساتھ بلند ہو کر باہر سے آنے والے پانی کا راستہ نہ روکے، اس طرح سے بیرونی پانی آتا رہے گا جب ٹنکی بھر کر پانی اوپر سے بہنے لگے تو پانی جاری ہو جانے کی وجہ سے ٹنکی پاک ہو جائے گی، اوپر کی ٹنکی یوں پاک کیا جا سکتا ہے کہ موٹر کے ذریعہ اس ٹنکی کو اس حد تک بھرا جائے کہ اوپر کے پائپ سے پانی جاری ہو جائے ، بظاہر تطہیر کی اس صورت میں یہ اشکال معلوم ہوتی ہے کہ پانی کھینچنے کی مشن سے لیکر زمین دوز ٹنکی کے تلے تک پائپ ہوتا ہے جو نجس پانی سے بھرا ہوگا، اسی طرح اوپر والی ٹنکی نجس ہوگئی، تو اس ٹنکی سے غسلخانوں وغیرہ میں آنے والی لائن میں نجس پانی ہوگا ان ٹنکیوں کو اوپر سے جاری کر دینے سے ان پائپوں کے اندر کے پانی پر کوئی اثر

Scanned by CamScanner

نہیں پڑیگا، تو یہ اندرونی پانی کیسے پاک ہوگا ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
تطہیرماء کا مسئلہ خارج از قیاس ہے قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ کوئی چیز ایک دفعہ ناپاک
ہونے کے بعد پھر کسی صورت سے بھی پاک نہ ہوسکے اس لئے کہ اس کی تطہیر کیلئے
جو پانی بھی اس سے ملاوہ پانی خود ناپاک ہوگیا ... ...

ٹنکی کی تطہیر کی ایک دوسری صورت بھی ہوسکتی ہے وہ یہ کہ زمین دوز ٹنکی نجس
ہوجائے تو جس وقت اس میں باہر سے پانی آرہی ہو اس وقت موٹر کے ذریعہ ٹنکی کا پانی
کھینچنا شروع کردیا جائے تو یہ ماء جاری شمار ہوگا اور اوپر کی ٹنکی کو یوں پاک کیا
جائے کہ موٹر کے ذریعہ اس میں پانی چڑھانا شروع کردیں اور اس ٹنکی سے
غسلخانوں وغیرہ کی طرف آنے والی لائن کھول دیں اس صورت میں
زمین دوز ٹنکی میں پانی اوپر سے داخل ہو تاہے... ... ...

علامہ ابن عابدین نے رد المحتار کے منہیہ میں حاشیہ اشباہ سے مندرجہ
ذیل جزئیہ نقل فرمایاہے اقول: رأيت بعد كتابتى لهذا المحل فى
حاشية الاشباه والنظائر فى آخر فن الاول للعلامة الكفيرى التى
تلقاها عن شيخه الشيخ اسماعيل الحائك مفتى دمشق ما نصه:
مسئلة- اذا كان فى الكوز ماء متنجس فصب عليها ماء طاهر
حتى جرى الماء من الانبوب بحيث يعد جريانا ولم يتغير الماء فانه
يحكم بطهارته ١/ ١٨٠ : اس جزئیہ سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ٹنکی
کی طہارت کیلئے نیچے سے پانی جاری ہونا کافی ہے اس لئے کہ لوٹے کی
ٹوٹنی لوٹے کے وسط میں ہوتی ہے۔

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংমিশ্রণে উৎপন্ন পানির বিধান

প্রশ্ন : স্কুল-কলেজের ল্যাবরেটরী ও বিভিন্ন বিজ্ঞানাগারে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়ে যে পানি উৎপন্ন হয়, তা দিয়ে ওজু গোসল বৈধ হবে কিনা?

উত্তর : হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়ে যে পানি উৎপন্ন করা হয় তাতে যদি পানির গুণাবলী তথা পানির স্বাদ, ঘ্রাণ ও রং বিদ্যমান থাকে এবং নাপাকের মিশ্রণও না হয়

Scanned by CamScanner

তাহলে সাধারণ পানির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা দ্বারা ওজু গোসল তথা পবিত্রতা অর্জন বৈধ হবে। (১৭/৫২০/৭১৫৩)

📖 سورة الفرقان الآية ٤٨ : ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٥٠ : "الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار" لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} وقوله عليه الصلاة والسلام" الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر" هو الطهور ماؤه والحل ميتته" ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٧٩ : باب المياه: جمع ماء بالمد ويقصر، أصله موه قلبت الواو ألفا والهاء همزة، وهو جسم لطيف سيال به حياة كل نام، (يرفع الحدث) مطلقا (بماء مطلق) هو ما يتبادر عند الإطلاق (كماء سماء وأودية وعيون وآبار وبحار وثلج مذاب) بحيث يتقاطر وبرد وجمد ونداء، هذا تقسيم باعتبار ما يشاهد وإلا فالكل من السماء {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء} الآية، والنكرة ولو مثبتة في مقام الامتنان تعم -

Scanned by CamScanner

باب الاستنجاء

পরিচ্ছেদ : ইস্তিঞ্জা

ইস্তিঞ্জার সময় মাথা ঢেকে রাখা

প্রশ্ন : ইস্তিঞ্জা এবং খাওয়ার সময় মাথায় টুপি দেওয়া বা মাথা ঢেকে রাখার কোনো প্রমাণ আছে কি না?

উত্তর : খালি মাথায় খানা খেতে কোনো অসুবিধা নেই, তবে খালি মাথায় ইস্তিঞ্জায় যাওয়া আদবের পরিপন্থী। (১০/৬৫৩/৩২৯৬)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دارالحديث) ١/ ٣٣٤ (٤٥٦) : عن حبيب بن صالح، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دخل الخلاء لبس حذاءه، وغطى رأسه"

📖 مصنف ابن أبي شيبة (ادارة القرآن) ٢/ ٤٤ (١١٣٣) : عن الزهري قال: أخبرني عروة، عن أبيه أن أبا بكر الصديق قال وهو يخطب الناس: «يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطيا رأسي استحياء من ربي» -

📖 الإصابة في تمييز الصحابة (دار الكتب العلمية) ٥/ ٢٧٧ : عن رجل من الصحابة، قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأيت عليه قلنسوة بيضاء في وسط رأسه -

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ١ / ٢٤٣ : إذا أراد الإنسان دخول الخلاء وهو بيت التغوط يستحب له أن يدخل بثوب غير ثوبه الذي يصلي فيه إن كان له ذلك وإلا فيجتهد في حفظ ثوبه عن إصابة النجاسة والماء المستعمل ويدخل مستور الرأس-

📖 معارف السنن (ايچ ايم سعيد) ١ /٧٧ : ومن آدابها أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس وحافيا -

Scanned by CamScanner

📖الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٦ /٣٦٥ : ولا بأس بالاكل متكئا ومكشوف الرأس فى المختار-

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٣٧ : ولا باس بالأكل مكشوف الراس وهو المختار كذا فى الخلاصة-

প্রস্রাবের পর ঢিলা ব্যবহার সুন্নাত

প্রশ্ন : আলেম-উলামার মুখে শুনে আসছি যে পায়খানা ও প্রস্রাবের পর ঢিলা ব্যবহার নবীজি (সা.)-এর সুন্নাত। কিন্তু একজন মৌলভী সাহেব বলেন, প্রস্রাবের পর ঢিলা ব্যবহার সুন্নাত নয়, কেননা সিহাহ সিত্তাতে তার কোনো প্রমাণ নেই। বরং শুধু পায়খানার পর ঢিলার কথাই বলা হয়েছে। আসলে কি সিহাহ সিত্তার মধ্যে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি? অন্য কোনো সহীহ হাদীসে পাওয়া গেলেও জানাবেন?

উত্তর : শরীয়তের সব হুকুম সরাসরি কোরআন ও হাদীসনির্ভর নয়, এর সাথে ইজমা-কিয়াসও সংযুক্ত। আর সহীহ হাদীস সব সিহাহ সিত্তার মধ্যে সীমিত নয়। এর বাইরেও অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে। সুতরাং শরয়ী দলিল বলতে সিহাহ সিত্তা মনে করা অবান্তর। প্রশ্নে উল্লিখিত প্রস্রাবের পর ঢিলা ব্যবহার করার কথা একাধিক সহীহ হাদীসে থাকায় ফিকাহবিদগণ সুন্নাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাই তা নিঃসন্দেহে সুন্নাত। এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। (৭/৩২৬/১৬৪২)

📖السنن الكبرى (دارالحديث) ١ / ١١١ (٥٤٠) : عن مولى عمر يسار بن نمير، قال: كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال: " ناولني شيئا أستنجي به " قال: فأناوله العود والحجر، أو يأتي حائطا يمسح به أو يمس الأرض، ولم يكن يغسله " وهذا أصح ما روي في هذا الباب وأعلاه.

📖سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١/ ١١٨ (٣٢٦) : عن عيسى بن يزداد اليماني، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بال أحدكم فلينتثر ذكره ثلاث مرات» -

Scanned by CamScanner

📖 المعجم الأوسط (دارالحرمين) ٥/ ٢٩ (٤٥٨٤) : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عمر بن الخطاب «بال فمسح ذكره بالتراب، ثم التفت إلينا، فقال: هكذا علمنا».

لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا عطاء بن السائب، ولا عن عطاء إلا روح بن جناح، تفرد به: الوليد بن مسلم"

📖 اعلاء السنن(ادارة القرآن) ١ / ٣٠١ : قلت: هو مختلف فيه ووثقه دحيم، كما فى التهذيب (٣/ ٢١٢) والميزان (١/ ٣٤٠) ، فالحديث حسن.

📖 اعلاء السنن(ادارة القرآن) ١ / ٣٠١ : قوله عن عمر بن الخطاب الخ، قلت: قوله: هكذا علمنا صريح فى كون الاستنجاء بالحجر ونحوه سنة بعد البول ايضا كما هو سنة بعد التغوط وقد أنكر ذلك طائفة من غيرالمقلدين فى ديارنا، قالوا: لم يثبت أخذ الحجر بعد البول فى السنة، وإنما ثبت ذلك بعد التغوط فحسب، فتراهم يستنجون بالماء بعد البول معا، ولايستنزهون بالحجر، ولعمرى! لو لم يكن إلا قول النبى صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه لكفى سنية ذلك.

প্রস্রাবের পরও ঢিলা ও পানি ব্যবহার উত্তম

প্রশ্ন : পায়খানা পরিষ্কারের জন্য তিনটি ঢিলা ব্যবহারের কথা হাদীসে রয়েছে, তাই তা সুন্নাত। কিন্তু প্রস্রাবের ব্যাপারে তো কোনো হাদীসে নেই যে ঢিলা ব্যবহার করতে হবে। তবে কি প্রস্রাবের ক্ষেত্রেও ঢিলা ব্যবহার সুন্নাত, না শুধুমাত্র পানি ব্যবহারই সুন্নাত?

উত্তর : পায়খানার পর যেমন ঢিলা ব্যবহার করা সুন্নাত, তেমনি প্রস্রাবের পরও ঢিলা ব্যবহার সুন্নাত এবং তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে উভয় ক্ষেত্রে ঢিলার পর পানি ব্যবহার করা উত্তম। ৯/৭০১

Scanned by CamScanner

📖 السنن الكبرى(دارالحديث) ١ / ١١١ (٥٤٠) : عن مولى عمر يسار بن نمير، قال: كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال: " ناولني شيئا أستنجي به " قال: فأناوله العود والحجر، أو يأتي حائطا يمسح به أو يمس الأرض، ولم يكن يغسله " وهذا أصح ما روي في هذا الباب وأعلاه.

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١/ ١١٨ (٣٢٦) : عن عيسى بن يزداد اليماني، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات» -

📖 المعجم الأوسط (دارالحرمين) ٥/ ٢٩ (٤٥٨٤) : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عمر بن الخطاب «بال فمسح ذكره بالتراب، ثم التفت إلينا، فقال: هكذا علمنا» -

لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا عطاء بن السائب، ولا عن عطاء إلا روح بن جناح، تفرد به: الوليد بن مسلم "

📖 اعلاء السنن (ادارة القرآن) ١ / ٣٠١ : قلت: هو مختلف فيه ووثقه دحيم، كما فى التهذيب (٣/ ٢١٢) والميزان (١/ ٣٤٠) ، فالحديث حسن -

ঢিলা ও পানি ব্যবহারের বিধান

প্রশ্ন: ঢিলাকুলুখ ব্যবহার করা কোন ধরনের সুন্নাত? যারা কুলুখ ব্যবহার করে না তাদের হাতে পাকানো খাওয়া সম্পর্কে শরয়ী বিধান কী? ঢিলা না নিয়ে শুধু পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যথেষ্ট কি না? বর্তমানে মানুষের মূত্রথলি খুবই দুর্বল বলে শোনা যায়। এ অবস্থায় প্রস্রাবের পর ঢিলা ব্যবহার না করে শুধু পানি ব্যবহারকারী ইমামের পেছনে নামায পড়া বৈধ হবে কি না? বিস্তারিত জানানোর অনুরোধ রইল।

উত্তর : পানি ব্যবহার না করলে ঢিলা ব্যবহার করা ওয়াজিব, তবে পানি ও ঢিলা উভয়টি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। যারা শুধু পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করে ও কুলুখ ব্যবহার করে না, যদি

Scanned by CamScanner

যারা পবিত্রতার প্রতি যত্নবান হয় তাদের হাতে পাকানো খানা খাওয়া যাবে। কারণ তারা পবিত্রতার প্রতি যত্নবান হয় তাদের হাতে পাকানো খানা খাওয়া যাবে। কারণ শুধুমাত্র পানি ব্যবহারের দ্বারাও পবিত্রতা অর্জন হয়। যে ইমাম পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ইস্তিঞ্জা করেন এবং এর দ্বারা তাঁর পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন নিশ্চিত হয়, তাহলে তাঁর পেছনে নামায পড়া যাবে। অন্যথায় তাঁর পেছনে নামায পড়া যাবে না। (১৫/৪৯২/৬০৭৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/٣٣٨ : ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل، ويليه في الفضل الاقتصار على الماء، ويليه الاقتصار على الحجر وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل

📖 الدر المختار على صدر الرد (سعيد) ١/ ٥٩١ : (وإذا ظهر حدث إمامه) وكذا كل مفسد في رأي مقتد (بطلت فيلزم إعادتها) لتضمنها صلاة المؤتم صحة وفسادا (كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب) أو فاقد شرط او ركن.

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ١/٤٠٠ : سوال- بلا کلوخ محض استنجے سے کامل طہارت ہوتی ہے یا نہیں؟

جواب- ہو جاتی ہے بشرطیکہ قطرہ آنے کا مرض نہ ہو اور اگر یہ مرض ہو تو کلوخ لینا چاہئے یا کوئی اور تدبیر اور تحریک وغیرہ کے ایسی کرنی چاہئے جس سے قطرہ آنے کا احتمال نہ رہے۔

ঢিলা নিয়ে ৪০ কদম হাঁটা

প্রশ্ন : প্রস্রাব করে কুলুখ ব্যবহার করে ৪০ কদম হাঁটা, অতঃপর পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার যে নিয়ম সাধারণত দেখা যায়, তা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : শরীয়তের বিধানানুযায়ী প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করা জরুরি। নির্দিষ্ট পরিমাণ হাঁটা জরুরি নয়। (১৮/২৮০/৭৫৭১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣٤٤ : يجب الاستبراء بمشي أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر، ويختلف بطباع الناس.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٤٤ : (قوله: يجب الاستبراء إلخ) هو طلب البراءة من الخارج بشيء مما ذكره الشارح حتى يستيقن بزوال الأثر. وأما الاستنقاء هو طلب النقاوة: وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو

Scanned by CamScanner

بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء. وأما الاستنجاء: فهو استعمال الأحجار أو الماء، هذا هو الأصح في تفسير هذه الثلاثة كما في الغزنوية. وفيها أن المرأة كالرجل إلا في الاستبراء فإنه لا استبراء عليها، بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجي، ومثله في الإمداد. وعبر بالوجوب تبعا للدرر وغيرها، وبعضهم عبر بأنه فرض وبعضهم بلفظ ينبغي وعليه فهو مندوب كما صرح به بعض الشافعية، ومحله إذا أمن خروج شيء بعده فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء أو المراد الاستبراء بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتنحنح، أما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب، ولذا قال الشرنبلالي: يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه. وقال: عبرت باللزوم لكونه أقوى من الواجب؛ لأن هذا يفوت الجواز لفوته فلا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال -

📖 الفتاوى الهندية (دارالكتب العلمية) ١/ ٥٤ : والاستبراء واجب حتى يستقر قلبه على انقطاع العود. كذا في الظهيرية قال بعضهم: يستنجي بعدما يخطو خطوات وقال بعضهم: يركض برجله على الأرض ويتنحنح ويلف رجله اليمنى على اليسرى وينزل من الصعود إلى الهبوط والصحيح أن طباع الناس مختلفة فمتى وقع في قلبه أنه تم استفراغ ما في السبيل يستنجي. هكذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج والمضمرات.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۲/ ۱۰۴: الجواب - حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے پیشاب کے قطرات خشک کرنے کے لئے یہ معہود طریقہ بیان فرمایا ہے، جس کی وجہ سے بعض علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مثانہ قوی تھے اس لئے قطرات آنے کا احتمال نہ تھا، اس دور میں قوت نہیں رہی، اس لئے اس طریق سے قطرات کی صفائی کی ضرورت پیش آئی، لهذا فقہاء رحمہم اللہ کا بیان کردہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قول و عمل پر زیادتی نہیں کہ اسے بدعت کہا جائے، بلکہ تغیر زمان کی بناء پر موجودہ زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے تنظیف و تطہیر کا ایک طریقہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی عمل بالحدیث ہے۔

Scanned by CamScanner

মহিলাদের ঢিলা ব্যবহার ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : মহিলারা প্রস্রাব-পায়খানার পর কিভাবে ঢিলা ব্যবহার করবে? শুধু প্রস্রাবের জন্য পানি খরচ করলেই চলবে, নাকি ন্যাকড়াও ব্যবহার করতে হবে?

উত্তর : মহিলাদের প্রস্রাবের পর ঢিলা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। পায়খানার ক্ষেত্রে ঢিলা সামনে থেকে পেছনের দিকে নেবে। (৯/৬৩৪/৬৭৫৭)

📖 ردالمحتار(سعيد) ١/ ٣٤٤ : وفيها أن المرأة كالرجل إلا في الاستبراء فإنه لا استبراء عليها، بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجي، ومثله في الإمداد. وعبر بالوجوب تبعا للدرر وغيرها، وبعضهم عبر بأنه فرض وبعضهم بلفظ ينبغي وعليه فهو مندوب كما صرح به بعض الشافعية، ومحله إذا أمن خروج شيء بعده فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء أو المراد الاستبراء بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتنحنح، أما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب، ولذا قال الشرنبلالي: يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه. وقال: عبرت باللزوم لكونه أقوى من الواجب؛ لأن هذا يفوت الجواز لفوته فلا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال الرشح .

📖 مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) ص ٢٥ : "والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها ثم" بعد المسح "يغسل يده أولا" أي ابتداء "بالماء" اتقاء عن تشرب جسده الماء النجس بأول الاستنجاء "ثم يدلك المحل بالماء بباطن أصبع أو أصبعين" في الابتداء "أو ثلاث إن احتاج" إليها فيه ".

Scanned by CamScanner

কিবলামুখী হয়ে স্ত্রী সহবাস ও প্রস্রাব করা

প্রশ্ন : সহবাস অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মাথা কিবলার দিকে থাকলে, অনুরূপ কিবলামুখী হয়ে প্রস্রাব করা কতটুকু অপরাধ?

উত্তর : কিবলার দিকে প্রস্রাব-পায়খানা করা মাকরূহে তাহরীমি। তদ্রূপ স্ত্রী সহবাস অবস্থায় কিবলামুখী হওয়া অনুচিত। (৫/৩৯৭/১০০১)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٢٨٥ : " ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء " لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك والاستدبار يكره في رواية لما فيه من ترك التعظيم ولا يكره في رواية لأن المستدبر فرجه غير مواز للقبلة وما ينحط منه ينحط إلى الأرض بخلاف المستقبل لأن فرجه موازلها وما ينحط منه ينحط إليها "-

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١/ ٣٣٥ : (قوله: استقبال قبلة) أي: جهتها كما في الصلاة فيما يظهر. ونص الشافعية على أنه لو استقبلها بصدره وحول ذكره عنها وبال لم يكره بخلاف عكسه. اهـ أي: فالمعتبر الاستقبال بالفرج، وهو ظاهر قول محمد في الجامع الصغير " يكره أن يستقبل القبلة بالفرج في الخلاء " وهل يلزمه التحري لو اشتبهت عليه كما في الصلاة؟ الظاهر نعم، ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها وغلب على ظنه عود النجاسة عليه فالظاهر أنه يتعين عليه استدبار القبلة حيث أمكن؛ لأن الاستقبال أفحش - والله أعلم -. (قوله: واستدبارها) هو الصحيح. وروي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار. (قوله: لم يكره) أي: تحريما، لما في المنية أن تركه أدب، ولما مر في الغسل أن من آدابه أن لا يستقبل القبلة؛ لأنه يكون غالبا مع كشف العورة، حتى لو كانت مستورة لا بأس به، ولقولهم يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره عمدا، وكذا في حال مواقعة أهله.

Scanned by CamScanner

৭৮৬ লেখা আংটি পরে বাথরুমে যাওয়া বৈধ

প্রশ্ন : আংটিতে বিসমিল্লাহর সাংকেতিক নম্বর ৭৮৬ বাংলায় লেখা থাকলে তা হাতে দিয়ে পায়খানা-প্রস্রাবে যাওয়ার বিধান কী?

উত্তর : এ ধরনের সংখ্যাবিশিষ্ট আংটি পরে পায়খানা-প্রস্রাবে যাওয়া যাবে। (৫/১০/৭৯০)

📖 ردالمحتار (سعيد) ٦/ ٣٦١ : (قوله أو اسم الله تعالى) فلو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه - صلى الله عليه وسلم - استحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء، وأن يجعله في يمينه إذا استنجى .

📖 وفيه ايضا ٦/ ٣٦٤ : ولا بأس بأن يشد الجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة.

📖 جدید فقہی مسائل ۱ /۳۷ : قرآن کے نقوش واعداد کی حیثیت قرآن مجید کی نہیں ہے اسلئے کہ یہ عدد کسی دوسرے جملے کا بھی ہو سکتا ہے مثلا قرآن مجید کی کسی آیت کا جنبی کے لئے پڑھنا درست نہیں ہے لیکن اگر اس آیت میں آنے والے تمام حروف تہجی کو الگ الگ کہے تو اجازت ہے(اذا حاضت المرأة فينبغي ان يتعلم الصبيان كلمة كلمة وتقطع) اس لئے کہ یہ علاحدہ حروف کچھ ضرور نہیں کہ آیت قرآنی ہی بنی ، یہی حال ان اعداد کا ہے اسی سے بھی واضح ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے ۷۸٦ کہہ دینا یا لکھ دینا کافی نہیں ہے.

কোরআন-হাদীস লিখিত কাগজ পকেটে নিয়ে বাথরুমে যাওয়া

প্রশ্ন : আমার সন্তানকে লেখাপড়াতে দিয়েছি। একদিন ছেলের পকেটে দেখি একখানা খাতা, তাতে লেখা রয়েছে কিছু কোরআনের আয়াত ও কিছু হাদীস শরীফ। প্রশ্ন হলো, ওই খাতা পকেটে নিয়ে যদি ছেলে টয়লেট ইত্যাদিতে যায়, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন হবে? প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : টয়লেটে যাওয়ার সময় উক্ত খাতা বাইরে রেখে যাবে। তবে বাইরে রাখার ব্যবস্থা না থাকা অবস্থায় পকেটে রাখলে গোনাহ হবে না। (১৮/৬৬৬/৭৮০১)

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) ١ / ٥٤ : ثم محل الكراهة إن لم يكن مستورا فإن كان في جيبه فإنه حينئذ لا بأس به وفي القهستاني عن المنية الأفضل إن لا يدخل الخلاء وفي كمه مصحف إلا إذا اضطر ونرجو أن لا يأثم بلا اضطرار-

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١٥/ ٥١ : حمائل شريف كواپنے سے الگ كركے ادب واحترام كيساتھ كہيں ركھدے پھر فراغت حاصل كرلے، كہيں جگہ نہ ہواور حمائل شريف جيب ميں ہواور جنگل ميں صاف جگہ بيٹھ كر ضرورت پورى كرلے تب بھى گناہ نہ ہوگا.

Scanned by CamScanner

باب الوضوء ونواقضه

পরিচ্ছেদ : ওজুর পদ্ধতি ও ওজু ভঙ্গের কারণসমূহ

মিসওয়াক করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : মিসওয়াকের সুন্নাত পদ্ধতি কী? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : মিসওয়াক করার সুন্নাত তরীকা হলো, ডান হাতে মিসওয়াক নিয়ে ডান দিক থেকে মিসওয়াক শুরু করা। দাঁতে প্রস্থে ও জিহ্বায় লম্বালম্বি মিসওয়াক করা সুন্নাত। উল্লেখ্য, মিসওয়াক কনিষ্ঠ আঙুল পরিমাণ মোটা ও এক বিঘত পরিমাণ লম্বা হওয়া মুস্তাহাব এবং মিসওয়াক নিম বা যাইতুন গাছের ডাল হওয়া উত্তম। (১৩/১০১/৫১৮০)

📖 البناية (دارالفكر) ١/ ٢٠٤ : الوجه الثالث: فيما يستاك به وما لايستاك به، وفي " الدراية ": ويستحب أن يستاك بعود من أراك يابس قد ندي بالماء ويكون لينا، وقد مر في حديث أبي سبرة الاستياك بالأراك وذكرنا أيضا عن الطبراني من حديث معاذ «نعم السواك الزيتون» الحديث.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ١١٣ : (والسواك) سنة مؤكدة كما في الجواهر عند المضمضة، وقيل: قبلها، وهو للوضوء عندنا إلا إذا نسيه فيندب للصلاة؛ كما يندب لاصفرار سن وتغير رائحة وقراءة قرآن؛ وأقله ثلاث في الأعالي وثلاث في الأسافل (بمياه) ثلاثة. (و) ندب إمساكه (بيمناه) وكونه لينا، مستويا بلا عقد، في غلظ الخنصر وطول شبر. ويستاك عرضا لا طولا -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ١١٤ : (قوله: في غلظ الخنصر) كذا في المعراج، وفي الفتح الأصبع (قوله: وطول شبر) الظاهر أنه في ابتداء استعماله، فلا يضر نقصه بعد ذلك بالقطع منه لتسويته، تأمل، وهل المراد شبر المستعمل أو المعتاد؟ الظاهر الثاني لأنه محمل الإطلاق غالبا (قوله: ويستاك عرضا لا طولا) أي لأنه يجرح لحم

Scanned by CamScanner

الأسنان. وقال الغزنوي: طولا وعرضا. والأكثر على الأول بحر، لكن وفق في الحلية بأنه يستاك عرضا في الأسنان وطولا في اللسان جمعا بين الأحاديث، ثم نقل عن الغزنوي أنه يستاك بالمداراة خارج الأسنان وداخلها أعلاها وأسفلها ورءوس الأضراس وبين كل سنين.

📖 حلبي كبير (سهيل اكيڈيمى) صـ٣٣ : المستحب ان يكون السواك من شجرة مرة لزيادة ازالة تغير الفم، قالوا: ويستاك بكل عود إلا الرمان والقصب، وافضله الاراك ثم الزيتون وان يكون طول شبر فى غلظ الخنصر.

দাড়ি খিলাল করার সুন্নাত তরীকা

প্রশ্ন : দাড়ি খিলাল করার সুন্নাত তরীকা কী? এক হাত দিয়ে নাকি দুই হাত দিয়ে? যদি এক হাত দিয়ে হয় তবে হাত একবার লাগানোর পর শুকিয়ে যায়। এরপর বাকি অংশে শুকনা আঙুল দিয়ে খিলাল করা হয় এতে কি সুন্নাত আদায় হবে?

উত্তর : দাড়ি খিলাল করার সুন্নাত তরীকা হলো, প্রথমে ডান হাতের আঙুলে পানি নিয়ে থুঁতনির নিচে দাড়ির গোড়ায় পানি দেবে। এরপর দাড়ির নিচ দিক থেকে ওপরের দিকে এক হাত দ্বারা তথা ডান হাতের আঙুল দ্বারা ডান দিক থেকে এভাবে খিলাল করবে, যেন হাতের তালু বাইরের দিকে ও হাতের পিঠ ভেতরে, অর্থাৎ গলার দিকে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমবার পানি দেওয়াই যথেষ্ট, পুনরায় পানি দিতে হবে না। (১১/৬৭৫/৩৭১৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١١٧ : (قوله: وتخليل اللحية) هو تفريق شعرها من أسفل إلى فوق، بحر، ... ... (قوله: ويجعل ظهر كفه إلى عنقه) نقله العلامة نوح أفندي عن بعض الفضلاء بلفظ: وينبغي أن يجعل إلخ. وكتب في الهامش إنه الفاضل البرجندي.

وقال في المنح: وكيفيته على وجه السنة أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق بحيث يكون كف اليد الخارج وظهرها إلى المتوضئ.

Scanned by CamScanner

أقول: لكن روى أبو داود عن أنس «كان – صلى الله عليه وسلم – إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال بهذا أمرني ربي» ذكره في البحر وغيره، والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد لداخل من جهة العنق وظهرها إلى الخارج، ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر، ولا يمكن ذلك على الكيفية المارة فلا يبقى لأخذه فائدة، فليتأمل. وما في المنح عزاه إلى الكفاية. والذي رأيته في الكفاية هكذا، وكيفيته: أن يخلل بعد التثليث من حيث الأسفل إلى فوق. ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في الحلية، وهو ظاهر. وقال في الدرر: إنه يدخل أصابع يديه من خلال لحيته، وهو خلاف ما مر فتدبر.

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ١/ ٢٢٤ : وفى المنافع: وكيفية التخليل أن يدخل أصابعه فيها وتخلل من جانب الأسفل إلى فوق وهو المنقول عن شمس الأئمة الكردرى -

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ٧/ ١٣٨ : اگر ڈاڑھی گنجان ہو تو انگلیوں سے خلال کرے انگلیوں کو ٹھوڑی کے نیچے ڈاڑھی میں ڈال کر اوپر رخساروں کی طرف لے جاوے۔

নতুন গজানো অঙ্গে ওজুর বিধান

প্রশ্ন : আমি একজন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি। আমার দুটি পা দুর্ঘটনার কারণে কেটে ফেলতে হয়েছে। কিন্তু হাঁটু থেকে পুনরায় ছোট দুটি পা গজিয়েছে। তবে তার ওপর ভর করে চলাফেরা করতে পারি না। প্রশ্ন হচ্ছে, ওজুর ক্ষেত্রে আমার সেই নতুন পা ধৌত করতে হবে কি না? যদি করতে হয় তবে তা ফরয হিসেবে না ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাব হিসেবে?

উত্তর : ওজুর মধ্যে চারটি ফরযের একটি হলো উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা, কারো টাখনুসহ পা কেটে ফেললে সে ফরযটি তার ওপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। তবে টাখনুর ওপর থেকে কুদরতিভাবে অতিরিক্ত পা বের হলে সে পা ধৌত করা তার ওপর ফরয না

Scanned by CamScanner

হলেও ধুয়ে নেওয়া মুস্তাহাব বলে গণ্য হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ওজুর মধ্যে পা ধৌত করা ফরয নয়, তবে ধুয়ে নেওয়া মুস্তাহাব। (১৫/৮৭১/৬৩০২)

📖البحر الرائق (سعيد) ١/ ١٣ : ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسلها، والأخرى زائد فما حاذى منها محل الفرض وجب غسله وما لا فلا يجب بل يندب غسله،
وكذا يجب غسل ما كان مركبا على اليد من الأصبع الزائدة والكف الزائدة والسلعة وكذا يجب إيصال الماء إلى ما بين الأصابع إذا لم تكن ملتحمة ... ... والزائد على الرجلين كالزائد على اليدين -

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٤ : ويجب غسل كل ما كان مركبا على أعضاء الوضوء من الأصبع الزائدة والكف الزائدة. كذا في السراج الوهاج.

ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسلها والأخرى زائدة فما حاذى منها محل الفرض يجب غسله وإلا فلا. كذا في فتح القدير بل يندب غسله.

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ١٠٢ : ولو قطع من المرفق غسل محل القطع. ولو خلق له يدان ورجلان، فلو يبطش بهما غسلهما، ولو بإحداهما فهي الأصلية فيغسلها، وكذا الزائدة إن نبتت من محل الفرض، كأصبعٍ وكف زائدين وإلا فما حاذى منهما محل الفرض غسله وما لا فلا، لكن يندب -

নাকফুলের ছিদ্রে পানি পৌঁছানো জরুরি

প্রশ্ন : ওজু করার সময় মহিলাদের নাকফুলের ছিদ্রের ভেতর পানি পৌঁছানো জরুরি কি না?

উত্তর : জরুরি। (৭/৪৭৭/১৬৭৬)

Scanned by CamScanner

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٨٠ : وسئل نجم الدين النسفي رحمه الله عن امرأة تغتسل من الجنابة هل تتكلف لإيصال الماء إلى ثقب القرط، قال: إن كان القرط فيه وتعلم أنه لا يصل الماء إليه من غير تحريك فلا بد من التحريك كما في الخاتم، وإن لم يكن القرط فيه إن كان لا يصل الماء إليه لاتتكلف، وكذلك إن انضم ذلك بعد نزع القرط وصار بحيث لا يدخل القرط فيه إلا بتكلف لا تتكلف أيضاً، وإن كان بحيث لو أمرّت الماء عليه دخله، ولو عدلت لم يدخله أمرت الماء عليه حتى يدخله، ولا تتكلف إدخال شيء فيه سوى الماء من خشب أو نحوه لإيصال الماء إليه.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ١٥٥ : (ولو) كان (خاتمه ضيقا نزعه أو حركه) وجوبا (كقرط، ولو لم يكن بثقب أذنه قرط فدخل الماء فيه) أي الثقب (عند مروره) على أذنه (أجزاه كسرة وأذن دخلهما الماء وإلا) يدخل (أدخله) ولو بإصبعه، ولا يتكلف بخشب ونحوه، والمعتبر غلبة ظنه بالوصول.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٥١ : (قوله: وثقب انضم) قال في شرح المنية: وإن انضم الثقب بعد نزع القرط وصار بحال إن مر عليه الماء يدخله وإن غفل لا فلا بد من إمراره ولا يتكلف لغير الإمرار من إدخال عود ونحوه فإن الحرج مدفوع.

ভোটের কালি ওজু-গোসলের প্রতিবন্ধক নয়

প্রশ্ন : ভোটের সময় আঙুলে যে কালি লাগানো হয় ওজু-গোসলের ক্ষেত্রে তার বিধান কী? অনেকে বলেন, নিচে পানি পৌঁছে। কেউ কেউ বলেন, এর নিচে পানি পৌঁছে না। অতএব ওজু-গোসল হয় না। এ বিষয়ে শরীয়তের সমাধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ভোটের সময় আঙুলে যে কালি দেওয়া হয় তা সাধারণ কালির মতো। এর দ্বারা চামড়ার ওপর কোনো প্রকারের আবরণ পড়ে না। সুতরাং এর দ্বারা ওজু ও গোসলের কোনো অসুবিধা হবে না। (৯/৭৮৬/২৮৫৫)

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ١/ ٢١ : ولو بقي العجين في الظفر فاغتسل لا يكفي وفي الدرن والطين يكفي؛ لأن الماء ينفذ وكذا الصبغ والحناء.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٤ : وفي الجامع الصغير سئل أبو القاسم عن وافر الظفر الذي يبقى في أظفاره الدرن أو الذي يعمل عمل الطين أو المرأة التي صبغت أصبعها بالحناء، أو الصرام، أو الصباغ قال كل ذلك سواء يجزيهم وضوءهم إذ لا يستطاع الامتناع عنه إلا بحرج والفتوى على الجواز من غير فصل بين المدني والقروي.

অমোচনীয় কালি শরীরে থাকাবস্থায় ওজুর বিধান

প্রশ্ন : আমাদের দেশে ভোট প্রদানের সময় হাতের মাঝে যে অমোচনীয় কালি লাগানো হয়, তা হাতে থাকা অবস্থায় ওজু সহীহ হবে কি না? ২-১ দিন পর দেখা যায় তা নেইলপলিশের মতো হয়ে যায় এবং উঠানো খুব কষ্টকর। এমতাবস্থায় শরীয়তের হুকুম কী? আরো জানতে চাই যে ওজু সহীহ না হয়ে থাকলে কী করণীয়?

উত্তর : ওজুর অঙ্গে কালি লাগলে ওই কালি থাকাবস্থায় ওজু-গোসল সহীহ হয়ে যায়। অবশ্য কালি অত্যন্ত গাঢ় হওয়ার কারণে শরীরের ওপর শক্ত আবরণে পরিণত হয়ে গেলে তখন এর নিচে পানি না পৌঁছাবস্থায় ওজু-গোসল সহীহ হবে না। প্রশ্নে বর্ণিত অমোচনীয় কালির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ভিন্ন মত সাব্যস্ত হয়েছে। তাই যাদের হাতে তা আবরণে পরিণত হয়েছিল শুধুমাত্র তাদের নামায দোহরাতে হবে। (৫/১৩/৮০৯)

📖 الفتاوى السراجية (ايچ ايم سعيد) ص ٢ : ولو بقى من اعضاء الوضوء اوالغسل شىء لم يصل اليه الماء لم تتم الطهارة -

Scanned by CamScanner

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ١/ ٢١ : ولو بقي العجين في الظفر فاغتسل لا يكفي وفي الدرن والطين يكفي؛ لأن الماء ينفذ وكذا الصبغ والحناء.

কলমের কালি ওজুর প্রতিবন্ধক কি না

প্রশ্ন : আমাদের হোস্টেল মসজিদে কোনো নির্দিষ্ট ইমাম ছিলো না। ছাত্ররাই ইমামতি করত। একদিন আমি ফজরের নামায পড়াই, নামায পড়ানো শেষে আমি যিকির করার সময় হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার বৃদ্ধাঙ্গুলির নখে বলপেনের কালি লেগে আছে। বলপেন দিয়ে অনেকক্ষণ লেখার পর বলপেনের মাথায় যে কালি জমে যায়, অনেকটা সে রকম কালি। এটি রাতে পড়ার সময় হয়তো লেগেছে। কেননা ফজরের সময় আমি লিখিনি। এখন প্রশ্ন হলো, আমার ওজু হয়েছে কি না? যদি ওজু না হয়ে থাকে এখন আমি কী করব? মুসল্লিদের নামাযের কী অবস্থা হবে?

উত্তর : কলমের কালি লাগার দ্বারা সাধারণত ওজু ও নামাযের কোনো ক্ষতি হয় না। অবশ্য কালি যদি এমন গাঢ় হয়, যার দরুন নিচের অংশে পানি না পৌঁছে, তখন ওই কালি থাকাবস্থায় ওজু সহীহ হয় না।

সুতরাং আপনার হাতে লাগা কালি ওই ধরনের গাঢ় না হলে ওজু ও নামায সহীহ হয়েছে, অন্যথায় ওজু ও নামায সহীহ হয়নি। ওই নামায পুনরায় পড়ে নিতে হবে এবং ওই মুসল্লিদের যথাসাধ্য অবগত করে ওই নামায পুনরায় পড়ার জন্য বলতে হবে। (৬/৫৬০/১৩৩৫)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ١٣ : وإذا كان في أظفاره درن أو طين أو عجين أو المرأة تضع الحناء جاز في القروي والمدني، وهو صحيح وعليه الفتوى، ولو لصق بأصل ظفره طين يابس وبقي قدر رأس إبرة من موضع الغسل لم يجز.

📖 نور الإيضاح مع المراقي (المكتبة العصرية) ص ١١٣ : وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.

Scanned by CamScanner

পানি প্রবেশে প্রতিবন্ধক থাকলে ওজু হবে না

প্রশ্ন : আমি ওজু করার সময় যথেষ্ঠ সতর্কতা অবলম্বন করি। কিন্তু একদিন শুক্রবারে আমি ওজু করে মসজিদে সালাতুত তাসবীহ, জুমু'আর নামায ও কোরআন তেলাওয়াত করে বাসায় যাওয়ার পর এক পায়ের নিচের তালুতে একটু কালো দাগ দেখতে পাই এবং চেষ্টা করে তা উঠিয়ে ফেলি। এতে আমার নামায ও কোরআন তেলাওয়াতের কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে এর জন্য করণীয় কী?

উত্তর : দাগটি থাকা সত্ত্বেও পানি চামড়ায় পৌঁছে থাকলে ওজুর কোনো ক্ষতি হয়নি। আর পানি না পৌঁছলে ওজু সহীহ হয়নি। এমতাবস্থায় এদিনের জুমু'আর নামাযের পরিবর্তে শুধু যোহরের ফরয নামায কাযা করে দিলে হবে। (৬/৪২৮)

📖 الدر المختار مع الرد(سعيد) ١ / ١٥٤ : (قوله: بخلاف نحو عجين) أي كعلك وشمع وقشر سمك وخبز ممضوغ متلبد جوهرة، لكن في النهر: ولو في أظفاره طين أو عجين فالفتوى على أنه مغتفر قرويا كان أو مدنيا. نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع؛ لأن فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٥ : إذا كان على بعض أعضاء وضوئه خرء ذباب أو برغوث فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته جاز؛ لأن التحرز عنه غير ممكن ولو كان عليه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته لم يجز؛ لأن التحرز عنه ممكن. كذا في المحيط.

প্রস্রাবের পথে ধাতু থাকলে প্রস্রাব করে ওজু করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ওজু করে পবিত্র হওয়ার পর প্রায় এক ঘণ্টা যাবৎ পবিত্র থাকে। অতঃপর লিঙ্গের ভেতরে অগ্রভাগে কখনো সাদা-পিচ্ছিল পানি দেখতে পায়, আবার কখনো প্রস্রাব। প্রশ্ন হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে কি পুরো লিঙ্গের ভেতরে সাদা পানির অবকাশ থাকায় প্রস্রাব করে ওজু করতে হবে? এমতাবস্থায় সে ইমামতি করতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ওজু অবস্থায় প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বিন্দুমাত্র কিছু বের হলেও ওজু ভেঙে যাবে। তাই ওজু করার পর প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে যাতে কোনো কিছু বের না হয় তার ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। যদি প্রস্রাবের রাস্তা ধৌত করার পরও আশঙ্কা থাকে, তাহলে প্রস্রাব করে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করে ওজু করা জরুরি। এর পরও যদি সন্দেহ থেকে যায় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, এমতাবস্থায় ইমামতি করতে পারবে। (১৮/৯৭৪/৭৯৫৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٤٤ : أما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب، ولذا قال الشرنبلالي: يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه. وقال: عبرت باللزوم لكونه أقوى من الواجب؛ لأن هذا يفوت الجواز لفوته فلا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال -

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٢٤ : وأما بيان ما ينقض الوضوء فالذي ينقضه الحدث.

والكلام في الحدث في الأصل في موضعين: أحدهما: في بيان ماهيته، والثاني: في بيان حكمه، أما الأول فالحدث هو نوعان: حقيقي، وحكمي أما الحقيقي فقد اختلف فيه، قال أصحابنا الثلاثة: هو خروج النجس من الآدمي الحي، سواء كان من السبيلين الدبر والذكر أو فرج المرأة، أو من غير السبيلين الجرح، والقرح، والأنف من الدم، والقيح، والرعاف، والقيء وسواء كان الخارج من السبيلين معتادا كالبول، والغائط، والمني، والمذي، والودي -

ওজুর শেষে আকাশপানে তাকিয়ে দু'আ পড়া

প্রশ্ন : ওজুর শেষে আকাশপানে তাকিয়ে দু'আ পড়া কি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? কোন দিকে ফিরে দোয়াটি পড়বে? কেউ বলেন, সর্বদা পশ্চিমাকাশমুখী হয়ে দোয়াটি পড়বে, আর কেউ বলেন, সূর্য যখন যেদিকে থাকবে সেদিকে, কোনটি সঠিক?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ওজুর পরে দু'আ পড়ার হাদীসটি সহীহ এবং আকাশপানে তাকিয়ে তা পড়ার কথাও হাদীসে পাওয়া যায়। তবে পশ্চিম দিক বা সূর্যের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। (১১/২৮৫/৩৫২০)

📖 سنن الترمذي (دارالحديث) ١/ ١٤٤ (٥٥) : عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللَّهُمَّ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء " -

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ١/ ٢٧٤ (١٢١) : عن عقبة بن عامر، أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه، فقال: " من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ، فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى ركعتين، غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه ".
قال عقبة بن عامر: فقلت: الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي عمر بن الخطاب، وكان تجاهي جالسا: أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب من هذا قبل أن تأتي، فقلت: وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة ، يدخل من أيها شاء ".

ইস্তিঞ্জাখানা ও গোসলখানায় بسم الله ও দু'আ পড়া

প্রশ্ন : টয়লেটের সাথে লাগানো ওজুখানা বা গোসলখানায় بسم الله ও ওজুর দু'আ পড়া বৈধ কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : টয়লেটের সাথে লাগানো ওজুখানা বা গোসলখানার মাঝখানে যদি এমন প্রাচীর বা পাটিশন থাকে, যার দ্বারা দুটিকে দুই স্থান হিসেবে গণ্য করা যায়। তাহলে উক্ত স্থানে بسم الله ও ওজুর দু'আ পড়া জায়েয, অন্যথায় জায়েয নেই। (১৮/৬৬৩/৭৭৬৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ۱/ ۳٤٤ :ولو توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل؟ والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر تأمل-

📖 فتح القدير (مكتبۂ امداديہ) ۱/ ۲۱: والأصح قبله أيضا لا حال الانكشاف، ولا في محل النجاسة-

📖 الفتاوى الهندية(زكريا) ۱/ ٦ : ولا يسمي في حال الانكشاف ولا في محل النجاسة. هكذا في فتح القدير.

📖 فتاوی عثمانی (ادارۃ المعارف) ۱/ ۳۱۴ : مثلاً کوئی شخص اگر بیت الخلاء میں وضو کر رہا ہو، تو تسمیہ اور دوسری دعائیں پڑھنا بھی درست نہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۳۷ : غسل سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے مگر غسل خانہ میں داخل ہونے سے پہلے پڑھے اور فارغ ہونے کے بعد غسل خانہ سے باہر نکل کر وضو کے بعد والی دعاء پڑھے، اگر غسل خانہ نہایت صاف ستھرہ ہو اور اس کے اندر بیت الخلاء نہ ہو تو اس میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت جو پاؤں چاہے پہلے رکھے اور بسم اللہ بھی غسل خانہ کے اندر کپڑے اتارنے سے پہلے سے پڑھے۔

পর্দার মাধ্যমে পৃথক করা গোসলখানায় ওজুর দু'আ পড়া

প্রশ্ন : প্রচলিত গোসলখানা, যেখানে একসাথে পায়খানাও থাকে, এমন গোসলখানায় যদি মাঝখানে পর্দা টানানো হয় তাহলে সেখানে ওজু করলে ওজুর দু'আ পড়া যাবে কি না?

উত্তর : প্রচলিত গোসলখানা, যেখানে গোসলখানা ও পায়খানা একসাথে থাকে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও থাকে–এ ধরনের বাথরুমের মাঝে যদি পর্দা টানানো হয় তাহলে সেখানে ওজু করলে ওজুর দু'আ পড়া আপত্তিকর নয়। (১২/১২৬/৩৭৬৮)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٥٦ : قال الشرنبلالي: ويستحب أن لا يتكلم بكلام مطلقا، أما كلام الناس فلكراهته حال الكشف، وأما الدعاء فلأنه في مصب المستعمل ومحل الأقذار والأوحال -

أقول: قد عد التسمية من سنن الغسل فيشكل على ما ذكره تأمل.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٢/ ٣٧ : اگر غسلخانہ نہایت صاف ستھرا ہو اور اس کے اندر بیت الخلاء نہ ہو تو اس میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت جو پاؤں چاہے پہلے رکھے اور بسم اللہ بھی غسلخانہ کے اندر کپڑے اتانے سے پہلے پڑھے اگر کوئی لنگی وغیرہ باندھ کر غسل کر رہا ہو تو کپڑے اتارنے کے بعد بسم اللہ پڑھے اور حالت غسل میں وضو کی دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے۔

গোসলখানা পৃথক হলে দু'আ পড়া যাবে

প্রশ্ন : প্রশস্ত গোসলখানায় এক পাশে ওজু ও গোসলের ব্যবস্থা এবং অপর পাশে টয়লেটের ব্যবস্থা। উক্ত টয়লেটটি নিচের ফ্লোর থেকে এক বিঘত উঁচু, গোসলখানাটি টাইলসসম্বলিত ও যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জানার বিষয় হলো, বিসমিল্লাহ থেকে শুরু করে ওজুর দু'আসমূহ উক্ত গোসলখানাতে পড়া যাবে কি না?

উত্তর : গোসলখানা পৃথক হলে তাতে বিসমিল্লাহ ও অন্যান্য দু'আ পড়া যাবে। (১৮/৭৯২)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٤٤ :ولو توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل؟ والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر تأمل -

ল্যাট্রিনযুক্ত গোসলখানায় ওজুর দু'আ পাঠ করা

প্রশ্ন: বর্তমানে বাথরুমগুলোতে একই কক্ষের অর্ধেক অংশ প্রস্রাব-পায়খানার স্থান, বাকি অর্ধেক গোসলখানা। ল্যাট্রিন ও গোসলখানার জন্য আলাদা পানির ট্যাপ থাকে। কোনো কোনো গোসলখানায় ল্যাট্রিনের স্থান দেড় ফুট ওপরে থাকে, আবার কোনো কোনো

Scanned by CamScanner

জায়গায় সমতল থাকে। এমতাবস্থায় ওই বাথরুমে ফরয গোসল ও ওজু করার সময় ওজুর দু'আ উচ্চারণ করে পড়া যাবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ল্যাট্রিনযুক্ত গোসলখানায় দু'আ পড়া যাবে না। হ্যাঁ, মাঝে কোনো পর্দা ইত্যাদি হলে গোসলখানা পরিষ্কার থাকা অবস্থায় দু'আ পড়া যাবে। নতুবা প্রবেশের পূর্বে প্রবেশ করার এবং বের হওয়ার পর বের হওয়ার দু'আ পড়ে নেবে। (৭/৮৫৫/১৯২১)

📖احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۳۷ : غسل خانہ میں بالعموم صفائی نہیں ہوتی، اس لئے بیت الخلاء کی طرح غسل خانہ میں بھی داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں نکالے غسل سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے مگر غسل خانہ میں داخل ہونے سے پہلے پڑھے اور فارغ ہونے کے بعد غسل خانہ سے باہر نکل کر وضو کے بعد والی دعا پڑھے اگر غسل خانہ نہایت صاف ستھرا ہو اور اس کے اندر بیت الخلاء نہ ہو تو اس میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت جو پاؤں چاہے پہلے رکھے اور بسم اللہ بھی غسل خانہ کے اندر کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھے۔

হেলান দিয়ে ঘুমালে কি ওজু নষ্ট হবে?

প্রশ্ন : আমরা মক্তবে পড়েছি, চিত বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুমানোর দ্বারা ওজু ভেঙে যায়। একজন মুফতী সাহেব বলেন, 'ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়া' নামক কিতাবে নাকি আছে, হেলান দিয়ে ঘুমানোর সময় নিতম্ব যদি জমিন থেকে পৃথক না হয় তাহলে ওজু ভঙ্গ হবে না- কথাটি কি সঠিক?

উত্তর : হেলান দিয়ে ঘুমানোর সময় যদি নিতম্ব মাটি থেকে পৃথক না হয় তাহলে নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী ওজু ভাঙবে না। (১৭/২৮৪/৭০৩৭)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٢ : ولو نام مستندا إلى ما لو أزيل عنه لسقط إن كانت مقعدته زائلة عن الأرض نقض بالإجماع وإن كانت غير زائلة فالصحيح أن لا ينقض. هكذا في التبيين.

Scanned by CamScanner

📖المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٦٨ : وأما إذا نام قاعداً مسوياً إليتيه على الأرض لا ينتقض وضوءه، وإن نام قاعداً (على) مستوى الجلوس، ولكن مستنداً إلى جدار أو أسطوانة، ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أن ظاهر المذهب أنه لا ينتقض وضوءه.

📖ردالمحتار (سعيد) ١/ ١٤٣ : (قوله: كالنوم) مثال للنوم الذي لا يزيل المسكة ط (قوله: لو أزيل لسقط) أي لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم فالجملة الشرطية صفة لشيء (قوله: على المذهب) أي على ظاهر المذهب عن أبي حنيفة وبه أخذ عامة المشايخ، وهو الأصح كما في البدائع واختار الطحاوي والقدوري وصاحب الهداية النقض، ومشى عليه بعض أصحاب المتون، وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض وإلا نقض اتفاقا كما في البحر وغيره.

📖احسن الفتاوی (سعید) ٢/ ٢٣-٢٢ : نوم قاعد کے ناقض ہونے کی صورتیں:

... ...

اگر پوری مقعد زمین پر قائم ہے اور ٹیک لگا کر اتنی گہری نیند سویا کہ اس چیز کو ہٹادیا جائے تو گر جائے، اس صورت میں اختلاف ہے عدم نقض مفتی بہ ہے ۔

থুথুতে রক্ত দেখা গেলে ওজু ভাঙবে কি?

প্রশ্ন : আমি শুনেছি যে মুখে রক্ত বের হওয়ার পর লালার সাথে মিশ্রিত হয়ে যদি লাল কিংবা গাঢ় লাল কিংবা গাঢ় হলুদ হয় তাহলে সে লালা নাপাক এবং এর দ্বারা ওজু ভেঙে যাবে। এ কথা কি ঠিক?

উত্তর : রক্তমিশ্রিত লালার রং লাল হলে তাকে নাপাক ধরা হবে। এর দ্বারা ওজু ভেঙে যাবে। গাঢ় হলুদ হলে তা নাপাক নয় এবং এর দ্বারা ওজু নষ্ট হবে না। (১৮/৪৪৩/৭৬৫১)

Scanned by CamScanner

📖 تبيين الحقائق (المطبعة الكبرى) ١/ ٨ : وإن خرج من نفس الفم تعتبر الغلبة بينه وبين الريق، وإن تساويا انتقض الوضوء؛ لأن البصاق سائل بقوة نفسه فكذا مساويه بخلاف المغلوب لأنه سائل بقوة الغالب، ويعتبر ذلك من حيث اللون فإن كان أحمر انتقض، وإن كان أصفر لا ينتقض۔

📖 البناية (دارالفكر) ١/ ٢٠٧ : ولو كان لون الريق أحمر نقض وإن كان أصفر لا ينتقض۔

চোখ থেকে পানি বা কেতুর বের হলে ওজুর বিধান

চোখে পানি পড়া বা কেতুর হওয়ার কারণে ওজুর কোনো ক্ষতি হয় কি না?

প্রশ্ন : চোখে পানি পড়া বা কেতুর হওয়ার কারণে ওজুর কোনো ক্ষতি হয় কি না?

উত্তর : সাধারণ কোনো ব্যথার কারণে বা এমনিতেই চোখের পানি পড়লে বা কেতুর বের হলে ওজুর কোনো ক্ষতি হবে না। হ্যাঁ, চোখের ভেতর ফোড়া, ঘা বা আঘাতের দরুন যদি ক্ষত হয়ে তা থেকে পুঁজ বা পানি বের হয় তাহলে ওজু ভেঙে যাবে। এমতাবস্থায় যদি অনবরত পানি বা পুঁজ বেরোতে থাকে এবং ওই ওয়াক্তের নামায পড়ার সময়ও পাওয়া না যায়, তখন শরীয়তের দৃষ্টিতে সে মা'যূর বলে গণ্য হবে। তাই তার ওপর প্রতি ফরয নামাযের পূর্বে ওজু করে নেওয়া জরুরি। আর এ ওজু দিয়ে পরবর্তী ফরয নামাযের ওয়াক্ত আসার পূর্বে ফরয, নফল–সব নামাযই পড়তে পারবে। (৬/২৮/১০৬১)

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ١٤٧– ١٤٨ : وإن خرج (به) أي بوجع (نقض) لأنه دليل الجرح، فدمع من بعينه رمد أو عمش ناقض، فإن استمر صار ذا عذر مجتبى، والناس عنه غافلون.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٤٨ : قال في المنية: وعن محمد إذا كان في عينيه رمد وتسيل الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة لأني أخاف أن يكون ما يسيل منها صديدا فيكون صاحب العذر.

قال في الفتح: وهذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب، فإن الشك والاحتمال لا يوجب الحكم بالنقض، إذ اليقين لا يزول بالشك

Scanned by CamScanner

نعم إذا علم بإخبار الأطباء أو بعلامات تغلب ظن المبتلى، يجب.
اهـ قال في الحلية: ويشهد له قول الزاهدي عقب هذه المسألة:
وعن هشام في جامعه إن كان قيحا فكالمستحاضة وإلا فكالصحيح.
ثم قال في الحلية: وعلى هذا ينبغي أن يحمل على ما إذا كان الخارج من العين متغيرا. ... ...

(قوله المجتبي) عبارته: الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح، وقولهم: العين والأذن لعلة دليل على أن من رمدت عينه فسال منها ماء بسبب الرمد ينتقض وضوءه وهذه مسألة الناس عنها غافلون .

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۳۸ : جواب-دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر آنکھ میں کوئی پھنسی وغیرہ ہو اور اس سے پانی نکلتا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لئے کہ یہ نجس ہے۔

রক্ত ঝরতে না দিয়ে বারবার মুছে ফেললে ওজুর বিধান

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি চুলকানির কারণে বা ব্রণ গলিয়ে দেওয়ার কারণে বারবার রক্ত ঝরছে, আর সে মুছে ফেলছে। এখন তার ওজু ভাঙবে কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি চুলকানি বা ব্রণ গলিয়ে দেওয়ার কারণে একই মজলিসের মধ্যে বারবার যতটুকু রক্ত বের হয়েছে সব রক্ত একত্রিত করা হলে যদি প্রবাহিত হওয়ার পরিমাণ হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তির ওজু ভেঙে যাবে, অন্যথায় ভাঙবে না। (১৮/৪১০/৭৬২২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١٣٥ : (قوله: لو مسح الدم كلما خرج إلخ) وكذا إذا وضع عليه قطنا أو شيئا آخر حتى ينشف ثم وضعه ثانيا وثالثا فإنه يجمع جميع ما نشف، فإن كان بحيث لو تركه سال نقض، وإنما يعرف هذا بالاجتهاد وغالب الظن، وكذا لو ألقى عليه رمادا أو ترابا ثم ظهر ثانيا فتربه ثم وثم فإنه يجمع. قالوا: وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى، فلو في مجالس فلا.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١١ : ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل إذا خرج من الجرح دم قليل فمسحه ثم خرج أيضا ومسحه فإن كان الدم بحال لو ترك ما قد مسح منه سال انتقض وضوءه وإن كان لا يسيل لا ينتقض وضوءه وكذلك إن ألقى عليه رمادا أو ترابا ثم ظهر ثانيا وتربه ثم وثم فهو كذلك يجمع كله. كذا في الذخيرة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲ / ۳۲ : اگر وہ پانی اپنی جگہ سے بہہ جائے تو ناقض وضو بھی ہے اور جس کپڑے پر لگ جائے وہ بھی نجس ہو جائیں گے۔

শ্লেষ্মার সাথে রক্ত দেখা গেলে ওজুর বিধান

প্রশ্ন : একবার আমি ওজু করে নাক ঝাড়ার পর নাকে শ্লেষ্মার সাথে সামান্য পরিমাণ রক্তের চিহ্ন দেখতে পাই, যা শ্লেষ্মার চেয়ে কম ছিল। প্রশ্ন হলো, উক্ত সূরতে আমার ওজু ভেঙে গেছে কি না? আর যদি রক্তের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে কী বিধান?

উত্তর : নাকের শ্লেষ্মার সাথে সামান্য পরিমাণ রক্তের চিহ্ন দেখা গেলে ওজু ভাঙবে না। তবে রক্ত যদি গড়িয়ে পড়ার মতো বেশি পরিমাণ হয় তাহলে ওজু ভেঙে যাবে, আর শ্লেষ্মার সাথে জমাট রক্ত বের হলে ওজু ভাঙে না। (১৯/৫৯১/৮৩৪২)

📖 موطأ الإمام محمد (المكتبة العلمية) ١ / ٤٠ : وأما إذا أدخل الرجل إصبعه في أنفه، فأخرج عليها شيئا من دم، فهذا لا وضوء فيه لأنه غير سائل، ولا قاطر، وإنما الوضوء في الدم، مما سال أو قطر، وهو قول أبي حنيفة.

📖 منية المصلى ص ٥٠ : رجل انتثرت فسقط من أنفه كتلة دم لم ينتقض وضوءه، وإن قطرت انتقض-

📖 بہشتی زیور (فرید بکڈپو) ١ / ٥٠ : اگر کسی نے ناک سنکی اور اس میں جمے ہوئے خون کی پھٹکیاں نکلیں تو وضو نہیں گیا۔ وضو جب ٹوٹتا ہے کہ پتلا خون نکلے اور بہ پڑے، سو اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبہ معلوم ہوا لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں تو ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں تو اس سے وضوء نہیں ٹوٹتا۔

Scanned by CamScanner

দাঁতে দাগ পড়া অবস্থায় ওজু-গোসলের বিধান

প্রশ্ন : দাঁতে কালো দাগ পড়লে ওজু-গোসলে কোনো অসুবিধা হবে কি না? উল্লেখ্য, স্কিলিং করলেও কিছুদিন পর আবার কালো দাগ পড়ে।

উত্তর : দাঁতের কালো দাগ সহজে দূর করা সম্ভব হয় না বিধায় তা না উঠালেও গোসল শুদ্ধ হয়ে যাবে। (১৪/৪৪৩/৫৬২৯)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ١٥٤: (ولا يمنع) الطهارة (ونيم) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه به يفتى.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١٥٤ : (قوله: به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة. قال في شرحها ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن، لكن يرد عليه أن الواجب الغسل وهو إسالة الماء مع التقاطر كما مر في أركان الوضوء. والظاهر أن هذه الأشياء تمنع الإسالة فالأظهر التعليل بالضرورة.

শিশু দুধ পান করলে মায়ের ওজু নষ্ট হয় না

প্রশ্ন : মহিলার নামাযের মধ্যে যদি কোনো শিশু দুধ পান করে তাহলে মহিলার ওজু ভেঙে যাবে কি না?

উত্তর : মহিলাদের নামাযের মধ্যে যদি কোনো শিশু দুধ পান করে নেয়, তাহলে মহিলার ওজু ভঙ্গ হবে না। তবে তার নামায ভেঙে যাবে। (১৭/১১৮/৬৯৫৭)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ٦٢٥ : ... ... أو مص صبي ثديها وخرج اللبن: تفسد صلاتها.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۱/۴۱ : الجواب - دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر نماز میں ہو اور بچہ دودھ پی لے اور دودھ نکل بھی آوے تو نماز جاتی رہے گی اور اگر دودھ نہ نکلے تو نماز نہ جاوے گی۔

চামড়া উঠালে ওজু ভাঙে না

প্রশ্ন : ওজু করার সময় শরীরের যে সকল অঙ্গ ধুতে হয়, নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে সকল অঙ্গের কোনো অংশের গোটা বা এমনিতেই চামড়া উঠালে ওজু ভেঙে যাবে কি না? কারণ চামড়ার ওপরের অংশ ধোয়া হয়েছিল, কিন্তু নিচের অংশ অর্থাৎ চামড়া উঠানোর পর যে অংশ বের হয়েছে তা ধোয়া হয়নি।

উত্তর : এরূপ করার দ্বারা ওজুর কোনো ক্ষতি হবে না। (৬/৪২৭/১২৪৬)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ١/ ٣٣ : ومن توضأ، ثم جز شعره، أو قلم ظفره، أو قص شاربه، أو نتف إبطيه لم يجب عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع عند عامة العلماء.

📖 الخانية بهامش الهندية (زكريا) ١ / ٢٢ : اذا كان على بدن الرجل نفطة يبس ما تحتها من الرطوبة ولم تذهب الجلدة عنها فتوضأ وأمر الماء على الجلدة جاز، وان لم يصب الماء ما تحتها؛ لأن الواجب غسل الظاهر دون الباطن.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥ : ولو كان على أعضاء وضوءه قرحة نحو الدمل عليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء على ظاهر الجلدة ثم نزع الجلدة ولم يغسل ما تحتها وصلى جازت صلاته.

বায়ু দমন করে ওজু ও নামায আদায় করা

প্রশ্ন : ওজু করার সময় বায়ু এলে যদি তা দমন করে রাখে তাহলে ওই ওজু দিয়ে কি নামায পড়া যাবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বায়ু এলে দমন করে রাখা এবং দমনাবস্থায় নামায পড়া অনুচিত। তবে নামায আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বায়ুর বেগ বেশি হয় তা দমন করে নামায আদায় করলে সে নামায মাকরূহে তাহরীমির সাথে আদায় হবে। (১২/৭০৫/৪০৯৮)

📖 ردالمحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٦٤١ : (قوله وصلاته مع مدافعة الأخبثين إلخ) أي البول والغائط. قال في الخزائن: سواء كان بعد شروعه أو قبله، فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت، وإن أتمها أثم لما رواه أبو داود «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف»، أي مدافع البول، ومثله الحاقب: أي مدافع الغائط والحازق: أي مدافعهما وقيل مدافع الريح، وما ذكره من الإثم صرح به في شرح المنية وقال لأدائها مع الكراهة التحريمية.

Scanned by CamScanner

باب الغسل

পরিচ্ছেদ : গোসল

ঘুমের ঘোরে কিছু বের হওয়ার সন্দেহ; কিন্তু আলামত নেই

প্রশ্ন : রাতে ঘুমানোর পর ভোর রাতে বা ফজরের সময় উঠলে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু লুঙ্গিতে নাপাকির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় পরিধেয় লুঙ্গি পাক ধরা হবে কি না?

উত্তর : বর্ণিত অবস্থায় লুঙ্গিতে নাপাকির কোনো আলামত দেখা বা পাওয়া না গেলে পরিধেয় লুঙ্গি পাক বলে গণ্য হবে। (১৭/৯৮৫/৭৪১২)

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ١/ ٥٤ : ولوتذكر الاحتلام والشهوة ولم ير بللا لا يجب اتفاقا -

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ١/ ۴۹ : سوال- بعض اوقات ايسا ہوتا ہے کہ خواب بالکل یاد نہیں رہتا اور کپڑے پر دھبہ پایا جاتا ہے اس وقت میں نہانا فرض ہے یا نہیں؟ ... ...
الجواب- اگر دھبہ نہ ہو تب تو غسل نہیں اگرچہ خواب یاد ہو۔

ফরয গোসলের পদ্ধতি ও দু'আর উচ্চারণ

প্রশ্ন : ফরয গোসল করার সময় পূর্ণ বিসমিল্লাহ ও গোসলের দু'আ এবং ওজুর দু'আ মুখে উচ্চারণ করে পড়া যাবে কি না? মেহেরবানি করে ফরয গোসল করার পদ্ধতি বর্ণনা করলে অনেকের উপকার হবে। 'বেহেশতি জেওরে' উল্লেখ আছে যে নাপাক অবস্থায় দু'আর নিয়্যাতে দরূদ ও কোরআনের আয়াত পড়া যায়।

উত্তর : ফরয গোসল করার সময় দু'আর নিয়্যাতে বিসমিল্লাহ এবং ওজু ও গোসলের দু'আ পড়ার অনুমতি আছে। ফরয গোসলের পদ্ধতি হলো, প্রথমে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করে শরীরের অন্য স্থানে নাপাক থাকলে তা ধৌতকরত সুন্নাত মোতাবেক ওজু করে প্রথমে মাথায় অতঃপর ডান ও বাম পার্শ্বে তিন-তিনবার করে পানি প্রবাহিত করে সমস্ত শরীর ধৌত করে নেবে। (১০/৯৬৪/৩৩৯৬)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ١/ ٧٩ : ولا يجوز للحائض والنفساء والجنب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرأها قرآنا، و يمنع مسها ولا بأس لهولاء بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم على وجه التبرك لا على وجه قراءة القرآن -

📖 البحرالرائق (سعيد) ١/ ٣٢٦ : وفي البدائع أن رجلا سأل عائشة عن قراءة الفاتحة في الأخريين، فقالت: ليكن على وجه الثناء، وقد قدمناه في الحيض أن القرآن يخرج عن القرآنية بالقصد وأن بعضهم لا يرى به في الفاتحة فينبغي كذلك هنا -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢ /٤٨ : غسل کا طریقہ یہ ہے پہلے ہاتھ دھوئے اور استنجاء کرے پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو تو اسے دھو ڈالے، پھر وضو کرے پھر تمام بدن کو تھوڑا سا پانی ڈالکر ملے، پھر سارے بدن پر تین مرتبہ پانی بہائے۔

রোজা অবস্থায় ফরয গোসলে মহিলাদের লজ্জাস্থানের ভেতর পানি পৌঁছানোর বিধান

প্রশ্ন : মহিলাদের জন্য রমাজান মাসে ফরয গোসল করার নিয়ম কী? তাদের গুপ্তাঙ্গে পানি প্রবেশ করাতে হবে কি না?

উত্তর : ফরয গোসলে মহিলারা তাদের গুপ্তাঙ্গের বহিরাংশে পানি পৌঁছালে ফরয গোসল আদায় হয়ে যায়। অভ্যন্তরীণ অংশে পানি পৌঁছানো শর্ত নয়, বরং রোজা অবস্থায় গুপ্তাঙ্গের ভেতরাংশে যেন পানি না পৌঁছে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অতএব রোজা অবস্থায় মহিলারা স্বাভাবিক নিয়মেই ফরয গোসল করবে। (১৪/৫৬৩/৫৬৪৩)

📖 رد المحتار(سعيد) ١ /١٥٢ : يجب اى يفرض غسل كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن و سرة و شارب و حاجب اى بشرة وشعرا وإن كثف بالإجماع وفرج خارج لا نه كالفم لا داخل لانه باطن اى لا يجب غسل فرج داخل ولا تدخل اصبعها اى لا يجب ذلك -

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে

📖 امداد الفتاوی(زکریا) ۱/ ۴۴ : نہ فرض ہے نہ سنت، اور اس کو ضروری کہنا غلط ہے فی الدر المختار ولا تدخل اصبعها فی قبلها به یفتی۔

মযি বের হলে গোসল ফরয হয় না

প্রশ্ন : বিনা উত্তেজনায় স্বাভাবিকভাবে যৌনবিষয়ক কোনো কথাবার্তা বা চিন্তাভাবনার সময় প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে পানিজাতীয় তরল পদার্থ বের হলে গোসল ফরয হবে কি না?

উত্তর : বিনা উত্তেজনায় প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে পানিজাতীয় তরল পদার্থ বের হলে গোসল ফরয হয় না। (১৬/৮৪৭/৬৮০৬)

📖 الفتاوى الهندية(دارالكتب العلمية) ١/ ١٧ :الجنابة وهي تثبت بسببين أحدهما خروج المني على وجه الدفق والشهوة من غير إيلاج باللمس أو النظر أو الاحتلام أو الاستمناء.

📖 الهداية(مكتبة البشرى) ١/ ٤٥ : قال: " والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة "۔

গর্ভাবস্থায় ও সন্তান প্রসব হওয়ার আগমুহূর্তে বের হওয়া ধাতুর বিধান

প্রশ্ন : গর্ভাবস্থায় সন্তান প্রসব হওয়ার আগমুহূর্তে শেষের দিনগুলোতে মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে ধাতু বের হয়ে মহিলাদের শরীর এবং কাপড় নষ্ট হয়ে যায়, এতে কি তার গোসল ফরয হবে? কোনো মহিলা যদি গর্ভাবস্থায় শেষের তিন বা চার মাস ঘুমানোর আগে তুলা বা টিস্যু পেপার ধাতু বের হওয়ার রাস্তায় দিয়ে রাখে এবং ঘুমের মধ্যে ধাতু এসে তুলা বা টিস্যু পেপারে আটকিয়ে থাকে, এতে কি তার ওপর গোসল ফরয হবে? তদ্রূপ কোনো নারী গর্ভবতী নয়; কিন্তু তার ধাতু আসার রোগ আছে, তবে সে ঘুমানোর আগে ধাতু আসার রাস্তায় টিস্যু পেপার বা তুলা দিয়ে ঘুমালে কি তার গোসল ফরয হবে? অথবা কোনো মহিলা গোসল ফরয না হওয়ার জন্য যদি ধাতুর রাস্তায় টয়লেট পেপার বা তুলা দিয়ে ঘুমায় এবং তার ঘুমের মধ্যে স্বপ্নদোষ হয়, কিন্তু তুলা বা টিস্যু পেপারের কারণে শরীর বা কাপড় নষ্ট না হয়, তবে কি তার ওপর গোসল ফরয হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নোক্ত গর্ভবতীর এ জাতীয় ধাতু বের হওয়ার কারণে তার উপর গোসল ফরজ হবে না। তবে ওজু ভেঙ্গে যাবে এবং শরীর ও কাপড় ধুয়ে পাক করতে হবে। যদি কোনো মহিলা ধাতু বের হওয়ার জায়গায় তুলা বা টিস্যু ইত্যাদি ব্যবহার করে তাহলে এর বিধান হলো, যদি যৌনাঙ্গের বহিরাংশে তুলা বা টিস্যু দিয়ে থাকে তাহলে ধাতু বের হয়ে তাতে লাগলেই ওজু ভেঙ্গে যাবে, চাই ধাতু ভেদ করে তুলা বা টিস্যুর বহিরাংশে আসুক বা না আসুক। আর যদি তুলা যৌনাঙ্গের ভিতরাংশে স্থাপন করে তাহলে তুলার ভিতরাংশে ধাতু লাগার কারণে ওজু ভাঙবে না। হ্যাঁ, যদি তুলা ভেদ করে বহিরাংশে ধাতুর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় তাহলে এক্ষেত্রেও ওজু ভেঙ্গে যাবে। তবে সর্বক্ষেত্রেই তুলা বা টিস্যু উক্ত জায়গা থেকে সরানোর পর তাতে ধাতু লাগা থাকলে ওজু ভেঙ্গে যাবে। আর উত্তেজনা বিহীন ধাতুরোগে আক্রান্ত মহিলা তুলা ব্যবহার করলে তার ওজু ভাঙ্গা না ভাঙ্গার বিধানও পূর্বোক্ত বিধানের ন্যায়ই হবে। তবে উত্তেজনার সহিত ধাতু বের হলে সর্বাবস্থায়ই গোসল ফরজ হয়ে যাবে।

আর স্বপ্নদোষের কারণে ধাতু বের হলে গোসল ফরজ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তুলা বা টিস্যু গোসল ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। (১২/৫৫১)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٥٨ : وإذا احتشت المرأة فإن كان الاحتشاء في الفرج الخارج والفرج الخارج بمنزلة الألسن والقلفة، فإذا ابتل داخل الحشو ونفذ إلى خارجه أو لم ينفذ انتقض وضوءها، وإن كان الاحتشاء في الفرج الداخل فابتل داخل الحشو إن لم ينفذ إلى خارجه لا ينتقض وضوءها، وإن نفذ إلى خارجه إن كان الكرسف عالياً عن حرف الفرج الداخل، أو كان محاذياً له ينتقض وضوءها، وإن كان متسفلاً عنه لا ينتقض وضوءها، وإن سقط الحشو إن كان يابساً لا ينتقض وضوءها، وإن كان رطباً ينتقض وضوءها وفي حق هذا الحكم يستوي الفرجان جميعاً والله أعلم.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١/ ١٤٩ : (قوله: والفرج الداخل) أما لو احتشت في الفرج الخارج فابتل داخل الحشو انتقض، سواء نفذ البلل إلى خارج الحشو أو لا للتيقن بالخروج من الفرج الداخل وهو المعتبر في الانتقاض لأن الفرج الخارج بمنزلة القلفة، فكما ينتقض بما يخرج من قصبة الذكر إليها وإن لم يخرج منها كذلك

بما يخرج من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج وإن لم يخرج من الخارج اهـ شرح المنية۔

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ١٥٩ : (وفرض) الغسل (عند) خروج (مني) من العضو وإلا فلا يفرض اتفاقا؛ لأنه في حكم الباطن (منفصل عن مقره) هو صلب الرجل وترائب المرأة۔

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٥٩ : (قوله: من العضو) هو ذكر الرجل وفرج المرأة الداخل احترازا عن خروجه من مقره ولم يخرج من العضو بأن بقي في قصبة الذكر أو الفرج الداخل، أما لو خرج من جرح في الخصية بعد انفصاله عن مقره بشهوة فالظاهر افتراض الغسل. وليراجع.

(قوله: وترائب المرأة) أي عظام صدرها كما في الكشاف.

📖 امداد الفتاوى(زكريا) ١/ ١٢١-١٠٧

প্রসব বেদনা নিশ্চিতকরণে ডাক্তারি পরীক্ষার পর গোসল

প্রশ্ন : মেয়েদের প্রসব বেদনা উঠলে ডাক্তার বা তার সহযোগীরা জরায়ুর ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে তা প্রসব বেদনা কি না, যদি কোনো মেয়েলোকের প্রসব বেদনা হয় এবং ডাক্তার এভাবে পরীক্ষা করে তবে কি তার ওপর গোসল ফরয হবে? এভাবে পরীক্ষা করার পর যদি কোনো নামাযের ওয়াক্ত আসে (বাচ্চা প্রসব হওয়ার আগে) তবে সে মেয়ে কি গোসল করে নামায আদায় করবে নাকি শুধু ওজু করলেই চলবে?

উত্তর : মেয়েদের প্রসব বেদনা উঠলে ডাক্তার বা তার সহযোগীরা প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা করলে তখন তার ওপর গোসল ফরয হবে না বরং ওজু ভেঙে যাবে। এমতাবস্থায় যদি নামাযের ওয়াক্ত এসে যায় তখন ওই মহিলা শুধু ওজু করলেই যথেষ্ট হবে, গোসল করার প্রয়োজন নেই। (১২/৪৭৭/৩৯৬৫)

📖 الفتاوى التاتارخانية (مكتبة زكريا) ١/ ٢٤٠ : المرأة لوادخلت اصبعها فى فرجها ينتقض وضوءها لأنه لا يخلو عن البلة۔

Scanned by CamScanner

শরীরে পানিরোধক বস্তু থাকলে গোসল হয় না

প্রশ্ন : হাতে নেইলপলিশ লাগানো অবস্থায় বা সুপার গ্লু লেগে থাকা অবস্থায় ওজু-গোসল সহীহ হবে কি না?

উত্তর : নেইলপলিশ বা সুপার গ্লু শরীরে পানি পৌছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হওয়ায় হাতে লেগে থাকা অবস্থায় ওজু ও গোসল সহীহ হবে না। (১৮/৭০৫/৭৮২৯)

📖 الفتاوى الهندية(زكريا) ١/ ١٣ : والعجين فى الظفر يمنع تمام الاغتسال... ... والصرام والصاع ما فى ظفرهما يمنع تمام الاغتسال-

অপবিত্র কাপড় পরিহিত অবস্থায় ফরয গোসল

প্রশ্ন : নাপাক কাপড় পরিহিত অবস্থায় গোসল করলে পবিত্রতা অর্জন হবে কি না?

উত্তর : পরিধেয় কাপড়ে নাপাকি লেগে থাকলে নাপাক স্থান তিনবার ধুয়ে এরপর গোসল করা উচিত। তথাপি কোনো ব্যক্তি যদি নাপাক কাপড়সহ গোসল করে এবং এত বেশি পরিমাণ পানি ব্যবহার করে যে নাপাকি দূর হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয় তাহলে গোসল সহীহ হয়ে যাবে এবং কাপড়ও পাক হয়ে যাবে। অন্যথায় কাপড় বা শরীর কোনোটাই পাক হবে না। (১৮/৭০৫/৭৮২৯)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١ / ٣٣٣ : أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير، أو جرى عليه الماء طهر مطلقا بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٣٣٣ : وأن المعتبر غلبة الظن في تطهير غير المرئية بلا عدد على المفتى به أو مع شرط التثليث على ما مر، ولا شك أن الغسل بالماء الجاري وما في حكمه من الغدير أو الصب الكثير الذي يذهب بالنجاسة أصلا ويخلفه غيره مرارا بالجريان أقوى من الغسل في الإجانة التي على خلاف القياس.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۲ / ۹۷ :سوال-آپ نے فرمایا تھا کہ جب ٹوٹی سے پانی ڈالا جائے تو تطہیر کے لئے عصر اور تثلیث کی شرط نہیں ؟ایک مولوی صاحب کو اس میں اشکال ہے لہذا تفصیل سے تحریر فرمائیں۔

الجواب- اس صورت میں عصر اور تثلیث کی شرط نہیں بلکہ اتنا پانی بہادینا کافی ہے جتنا تین دفعہ برتن میں دھونے پر خرچ ہوتا۔

দাঁতে পানের আস্তরণ গোসলের অন্তরায় কি না

প্রশ্ন : পান খাওয়ার ফলে দাঁতে যে আস্তরণ জমে যায়, এতে ওজু-গোসলে কোনো ক্রটি হয় কি না? উদ্ধৃতিসহ জানিয়ে কৃতার্থ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

উত্তর : পান খাওয়ার কারণে দাঁতে যে আস্তরণ জমে যায় গোসলের সময় তা যদি বিনা কষ্টে উঠানো সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই উঠাতে হবে। যদি উঠানো অসম্ভব অথবা অনেক কষ্টের মাধ্যমে উঠাতে হবে, তাহলে না উঠালেও গোসল হয়ে যাবে। (৪/৩৭৪/৭৫৬)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۴۷ : سوال—جو لوگ پان کھانے کے عادی ہیں علی ھذا جو عورتیں مسی کثرت سے لگاتی ہیں ان کے دانتوں میں چونہ یا مسی کی تہ جم جاتی ہے جو آسانی سے چھوٹ نہیں سکتی پس سوال یہ ہے کہ غسل جنابت کرتے وقت (چونکہ اس کے نیچے تک پانی نہیں پہنچ سکتا تاوقتیکہ اس کو چھڑایا نہ جاوے اور جس کا چھڑانا بلا کسی تیز شئ کے کھرچے ہوئے ممکن نہیں اس تہ کو چھڑانا ضروری ہے بلا اس کے چھڑائے غسل درست ہوگا یا نہیں؟ ... ...

الجواب—... کہ آسانی سے چھڑانا ممکن ہو ورنہ اگر چھڑانے میں دشواری ہو تو پھر بدون چھڑائے درست ہے... ... پس چونہ میں یہی تفصیل ہے کہ اگر آسانی سے چونہ کو نکال سکیں تو نکالنا واجب ہے،ورنہ معاف ہے۔

Scanned by CamScanner

নামাযের সময় শেষ হওয়ার উপক্রম হলে অপবিত্রের করণীয়

প্রশ্ন : একজন ব্যক্তির ওপর গোসল ফরয, তিনি নামাযের শেষ সময়ের ১০ মিনিট পূর্বে জাগ্রত হলেন। এখন গোসল করতে গেলে নামাযের ওয়াক্ত বাকি থাকে না। তিনি কিভাবে নামায আদায় করবেন?

অনুরূপ তাঁর হাতে সময় আছে; কিন্তু পুকুরঘাটে তাঁর মা-বোনগণ থাকার কারণে তিনি যেতে পারছেন না। এমতাবস্থায় তাঁর করণীয় কী?

উত্তর : কেবলমাত্র গোসলের ফরযগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নামায পড়ে নেবে। যেমন–কুল্লি করে নাকে পানি দিয়ে পুকুরে একটি ডুব দেওয়ার জন্য আনুমানিক তিন মিনিট সময়ের প্রয়োজন। তারপর ফরয ও ওয়াজিব সহকারে কেবল ফরয নামায আদায় করে নেবে। তবে যদি ততটুকু সময়ও না থাকে তাহলে সময়ের সংকীর্ণতায় তায়াম্মুম করে ফরয নামায আদায় করে নেবে এবং সাথে সাথে গোসল করে ওই নামায পুনরায় পড়ে নেবে।

যেকোনো উপায়ে ফরয গোসল সেরে ওয়াক্তের ভেতরে তাড়াতাড়ি ফরয নামায পড়ে নেবে। (৪/২০১/৬৫৮)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٢٣٤ : الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لايباح له التيمم إجماعا.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٢ / ٥٣ : البتہ بہتر صورت یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور بعد وقت کے وضوء کر کے قضاء کر لے۔

গোসলে বিসমিল্লাহ ও ওজুর দু'আ মুখে উচ্চারণ করে পড়া

প্রশ্ন : ফরয গোসল করার সময় বিসমিল্লাহ এবং ওজু ও গোসলের নিয়্যাত বা দু'আ মুখে উচ্চারণ করে পড়া জরুরি কি না?

উত্তর : ফরয গোসলের শুরুতে অন্তরে নিয়্যাত করা এবং হাত ধৌত করার পূর্বে মুখে উচ্চারণ করে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত। ওজুর দু'আও মুখে পড়া সুন্নাত। (৩/২৫/৪৩৬)

📖 فتح القدير (دار الفكر) ١/ ٢٦٥ : قال بعض الحفاظ: لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا، ولا عن أحد من الصحابة

Scanned by CamScanner

والتابعين، بل المنقول أنه كان – صلى الله عليه وسلم – إذا قام إلى الصلاة كبر وهذه بدعة.

وقد يفهم من قول المصنف لاجتماع عزيمته أنه لا يحسن لغير هذا القصد، وهذا لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره، فإذا ذكره بلسانه كان عونا على جمعه. ثم رأيته في التجنيس قال: والنية بالقلب لأنه عمله، والتكلم لا معتبر به، ومن اختاره اختاره لتجتمع عزيمته.

رد المحتار(سعيد) ١/ ١٠٨ : (قوله: محل) هو القلب، فلا يكفي التلفظ باللسان دونه إلا أن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي به أو يشك في النية فيكفيه اللسان. وهل يستحب التلفظ بها أو يسن أو يكره؟ فيه أقوال اختار في الهداية الأول لمن لا تجتمع عزيمته. وفي الفتح لم ينقل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه التلفظ بها لا في حديث صحيح ولا ضعيف، وزاد ابن أمير الحاج ولا عن الأئمة الأربعة، وتمامه في الأشباه في بحث.

الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ١/ ١٠ : والسنة أن يبدأ بالنية بقلبه ويقول بلسانه نويت الغسل لرفع الجنابة ثم يسمي الله تعالى عند غسل اليدين.

Scanned by CamScanner

باب التيمم

পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুম

শীতের মৌসুমে হাঁপানি রোগীর তায়াম্মুমের বিধান

প্রশ্ন : কোনো হাঁপানি রোগীর শীতকালে শেষ রাতে গোসল ফরয হয়, তবে তার আশঙ্কা হয় যে শীতের মধ্যে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করলে কমপক্ষে এক থেকে দেড় ঘণ্টা শ্বাস-নিঃশ্বাসের কষ্ট পোহাতে হবে, আর তার সাথে গরম পানির ব্যবস্থাও নেই। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জন্য ফরয নামাযের জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ হবে কি না ? এবং ওই তায়াম্মুম দ্বারা ইমামতি করা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : শ্বাসকষ্টের রোগী যদি চেষ্টা সত্ত্বেও কোনোভাবেই গরম পানির ব্যবস্থা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তায়াম্মুম জায়েয হবে এবং তার ইমামতিও সহীহ হবে। (১৮/৩৯/৭৪৭৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٨٦ : ولو خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم بالصعيد، وهذا إذا كان خارج المصر لما بينا، ولو كان في المصر فكذلك يتيمم عند أبي حنيفة خلافا لهما، هما يقولان إن تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر، وله أن العجز ثابت حقيقة، فلا بد من اعتباره.

📖 الفتاوى الهندية (دارالكتب العلمية) ١/ ٢٨ : ويجوز التيمم إذا خاف الجنب إذا اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه هذا إذا كان خارج المصر إجماعا فإن كان في المصر فكذا عند أبي حنيفة خلافا لهما والخلاف فيما إذا لم يجد ما يدخل به الحمام فإن وجد لم يجز إجماعا وفيما إذا لم يقدر على تسخين الماء فإن قدر لم يجز هكذا في السراج الوهاج.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٢٣٣ : (قوله يشتد) أي يزيد في ذاته، وقوله أو يمتد: أي يطول زمنه، وكذا لو كان صحيحا خاف حدوث مرض كما في القهستاني، وهو معلوم من قول المصنف أو برد (قوله

Scanned by CamScanner

بغلبة ظن) أي عن أمارة أو تجربة شرح المنية (قوله أو قول حاذق
مسلم) أي إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق .

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٨٨ : (وصح اقتداء متوضئ) لا
ماء معه (بمتيمم) ولو مع متوضئ بسؤر حمار، مجتبى .

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۱/ ۷۴ : الجواب- فی الدر المختار باب التیمم او
برد يهلك الجنب ... ان عبارات سے معلوم ہوا کہ اگر کہیں شاذ و نادر ایسی
صورت ہو کہ وضو کرنے سے ہلاکت یا مرض کا غالب اندیشہ ہو اور گرم پانی کرنے کا بھی
سامان نہ ہو، نہ ایسا کوئی کپڑا ہو کہ اس میں لپٹ کر بدن گرم کرلیں ایسی صورت میں تیمم
جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۱۱۹ : جواز تیمم کے لئے پانی کے استعمال سے عاجز ہونا شرط
ہے خواہ وہ اس وجہ سے ہو کہ پانی مفقود ہے یا پانی کے استعمال سے مرض کی زیادتی اور
امتداد کا خوف ہو یا سردی کی وجہ سے ہلاکت اور بیماری کا اندیشہ ہو نیز گرم پانی میسر نہ ہو
پس اگر ان امور میں سے کوئی امر ہو تو تیمم جائز ہے ورنہ جائز نہیں، وضو کرنے والے کی
اقتداء تیمم کرنے والے کے پیچھے درست ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۵۲ : اگر گرم پانی میسر نہ ہو یا اس سے بھی ضرر کا ظن
غالب ہو تو تیمم جائز ہے۔

শ্বাসকষ্ট রোগীর গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম

প্রশ্ন : শ্বাসকষ্টে ভুগছে এমন লোক যদি রাত্রে ফরয গোসল করে তাহলে তার রোগ বেড়ে যায় এবং এতে খুব কষ্ট হয়, সে তায়াম্মুম করতে পারবে কি না? কোন ধরনের ওজর হলে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যাবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত শ্বাসকষ্টে ভুগছে এমন ব্যক্তি রাতে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ফরয গোসল করার দ্বারা যদি তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয় তাহলে গরম পানি দ্বারা গোসল করে নেবে। যদি তাতেও রোগ বেড়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয় তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ হবে। (১৯/৫৭৪/৮৩৪৭)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (دارالكتب العلمية) ۱/ ۲۸ : ويجوز التيمم إذا خاف الجنب إذا اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه هذا إذا كان خارج المصر إجماعا فإن كان في المصر فكذا عند أبي حنيفة خلافا لهما والخلاف فيما إذا لم يجد ما يدخل به الحمام فإن وجد لم يجز إجماعا وفيما إذا لم يقدر على تسخين الماء فإن قدر لم يجز هٰكذا في السراج الوهاج -

📖 رد المحتار (سعيد) ۱/ ۲۳۳ : (قوله يشتد) أي يزيد في ذاته، وقوله أو يمتد: أي يطول زمنه، وكذا لو كان صحيحا خاف حدوث مرض كما في القهستاني، وهو معلوم من قول المصنف أو برد (قوله بغلبة ظن) أي عن أمارة أو تجربة شرح المنية (قوله أو قول حاذق مسلم) أي إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق -

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱ /۲۴۴- ۲۴۵ : جواز تیمم کے لئے استعمال آب سے عاجز ہونا شرط ہے خواہ وہ اس وجہ سے ہو کہ پانی مفقود ہے یا اس وجہ سے کہ پانی کے استعمال سے مرض کی زیادتی وامتداد کا خوف ہے یا سردی کی وجہ سے ہلاکی یا بیماری کا اندیشہ ہو اور پانی گرم نہیں مل سکتا پس اگر ان امور میں کوئی امر پایا جاوے تو تیمم جائز ہے ورنہ جائز نہیں صورت مسئولہ میں اگر سرد پانی سے مرض کا اندیشہ ہو تو گرم پانی سے غسل کرنا چاہئے اگر گرم پانی سے بغلبہ ظن یا قول طبیب حاذق مسلم مرض کا اندیشہ ہے تو تیمم جائز ہے ورنہ نہیں۔

অ্যাজমা রোগীর জন্য তায়াম্মুম

প্রশ্ন : আমি ৩-৪ বছর ধরে অ্যাজমা/হাঁপানি রোগে ভুগছি। আমার এ রোগটা শীতকালে, অর্থাৎ ঠাণ্ডা লাগলে বেড়ে যায়। ছোটবেলা থেকে ওজু-গোসল ও পায়খানা-প্রস্রাবে আমার কিছুটা বেশি পানি ব্যবহার করার অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি লক্ষ করেছি, এই রোগটা দেখা দিলে বিশেষ করে শীতকালে বারবার গরম পানি দিয়ে ওজু করলেও বেশি পানি খরচ করার কারণে আমার এই রোগটা বেড়ে যায়। সে সময় ওজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করলে আমার এই রোগের প্রকোপ কিছুটা কম থাকে। এ কারণে চলতি বছর

Scanned by CamScanner

শীতকালে একাধারে প্রায় দুই মাস আমি জোহর ছাড়া বাকি চার ওয়াক্ত নামায তায়াম্মুম করে আদায় করেছি এবং শুধু জোহর নামাযটা ওজু করে আদায় করেছি। এর ফলে রোগের প্রকোপ কিছুটা কমেছিল বলে আমার মনে হয়। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে পড়া আমার উক্ত দুই মাসের নামায শুদ্ধ হয়েছিল কি না? এ ছাড়া উল্লিখিত কারণে শীতকাল ছাড়াও অন্যান্য সময় ওজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তর : ওজু শুদ্ধ হওয়ার জন্য একবার করে প্রতিটি অঙ্গকে ন্যূনতম পানি দিয়ে ধুয়ে নেওয়াই যথেষ্ট। তাই ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য গরম পানি দিয়ে প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সাথে সাথে তা মুছে ফেললে রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। বাস্তবে যদি তা সম্ভব হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করার অনুমতি নেই। আর এমতাবস্থায় তায়াম্মুম দ্বারা আদায়কৃত অতীতের নামাযগুলোও পুনরায় পড়তে হবে। পক্ষান্তরে উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত অনুযায়ী বাস্তবে রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে তাহলে ওজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করার অনুমতি থাকবে। এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম দ্বারা আদায়কৃত নামায পুনরায় পড়ার প্রয়োজন হবে না। (১০/৬০৬/৩২৭৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٢٨ : ويجوز التيمم إذا خاف الجنب إذا اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه هذا إذا كان خارج المصر إجماعا فإن كان في المصر فكذا عند أبي حنيفة خلافا لهما، والخلاف فيما إذا لم يجد ما يدخل به الحمام فإن وجد لم يجز إجماعا وفيما إذا لم يقدر على تسخين الماء فإن قدر لم يجز هكذا في السراج الوهاج -

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ١/ ٢٢ : إذا كان يستضر باستعمال الماء كمن به جدري أو حمى أو جراحة يضره الاستعمال فهذا يجوز له التيمم إجماعا -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٢ /٥٦ : اگر گرم پانی میسر نہ ہو یا اس سے بھی ضرر کا ظن غالب ہو تو تیمم جائز ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢/ ٦٥ : محض وہم کا اعتبار نہیں، اگر کسی شخص کی واقعی حالت ایسی ہو کہ وہ گرم پانی سے بھی غسل کرلے تو بیماری بڑھ جانے یا بیمار پڑ جانے کا غالب گمان ہو تو اس کو غسل کی جگہ تیمم کی اجازت ہے۔

Scanned by CamScanner

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যেসব বিষয়ে তায়াম্মুম বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের খতীব সাহেব বলেন যে যে সমস্ত বিষয়ে ওজু করা মুস্তাহাব, ওই সমস্ত বিষয়ের জন্য পানি ব্যবহারে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা জায়েয এবং সে পবিত্রতার সাওয়াবও পাবে। প্রশ্ন হলো, ওই খতীব সাহেবের বক্তব্য কি সঠিক? এবং কোন কোন বিষয়ে পানি ব্যবহারের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা বৈধ?

উত্তর : যে সমস্ত বিষয়ে ওজু করা মুস্তাহাব, ওই সমস্ত বিষয়ের জন্য পানি ব্যবহারে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা যাবে এবং সে পবিত্রতার সাওয়াবও পাবে, বক্তব্যটি সঠিক। যেমন–ঘুমের আগে ও পরে, মজলিস ত্যাগ করার পর, মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ও বহনের পূর্বে, খাওয়া পান করার পরে, স্ত্রী সহবাসের পূর্বে, ফরয গোসলের পূর্বে, ক্রোধ নিবারণের জন্য, কোরআন তেলাওয়াতের পূর্বে, হাদীস বর্ণনার পূর্বে, খুতবা দেওয়ার পূর্বে, রওজা শরীফ জিয়ারতের পূর্বে, উকূফ ও সায়ী করার পূর্বে, দ্বীনি কিতাব স্পর্শ করার পূর্বে, জিকির, দু'আ-দরূদ পড়ার পূর্বে, কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টিপাতের পর, মিথ্যা গীবত-শেকায়েতের পর ইত্যাদি। (১৫/৪৫/৫৭৭৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٨٨ : وسنة للنوم، ومندوب في نيف وثلاثين موضعا ذكرتها في الخزائن: منها بعد كذب وغيبة وقهقهة وشعر وأكل جزور وبعد كل خطيئة -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٨٨ : ولمداومة عليه، وللوضوء على الوضوء إذا تبدل المجلس، وغسل ميت وحمله، ولوقت كل صلاة، وقبل غسل جنابة، ولجنب عند أكل وشرب ونوم ووطء، ولغضب وقراءة وحديث وروايته، ودراسة علم، وأذان وإقامة، ولخطبة ولو نكاحا، وزيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - ووقوف وسعي شرنبلالي، ومس كتب شرعية تعظيما لها إمداد وسيجيء، ونظر لمحاسن امرأة نهر، ولمطلق الذكر كما يأتي قبيل المياه، وفي ابتداء الغسل كما يأتي في محله ولكل صلاة لو متوضئا؛ لأنه ربما اغتاب أوكذب، فإن لم يمكنه تيمم ونوى به رفع الإثم.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ٢/ ٥٥١ : تلاوت کے لئے طہارت شرط نہیں ہر وہ عبادت جس کے لئے طہارت شرط نہ ہو تو اس کی ادائیگی بلا وضو بھی جائز ہے تاہم اس کے لئے تیمم کرنا مستحب ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ صرف سلام کے جواب کے لئے تیمم فرمایا تھا۔

Scanned by CamScanner

কত ডিগ্রি জ্বর হলে তায়াম্মুম বৈধ

প্রশ্ন : (ক) জ্বর কত ডিগ্রি হলে তায়াম্মুম করা যাবে, এটা শরীয়তের নির্দেশ না অনুমতি? (খ) জ্বর না থাকলেও পানি ব্যবহারে অসুস্থতার কারণে জ্বর আসাটা প্রায় নিশ্চিত, এমতাবস্থায় সে ওজু করে নামায পড়বে, না পরবর্তীতে জ্বর আসার আশঙ্কায় তায়াম্মুম করবে?

(গ) বর্তমানে জ্বর থাকলেও একটু পরে জ্বরের ওষুধ সেবন করলে কিংবা এমনিতেই সেরে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, এমতাবস্থায় সে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার কিংবা জ্বর চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে পরে ওজু করে নামায পড়বে, নাকি এখনই তায়াম্মুম করে জামাআতে শরীক হবে? জামাআতে বর্তমান অবস্থায় না দাঁড়ালেই বা হুকুম কী?

উত্তর : (ক) তায়াম্মুমের বৈধতার বিষয়টি ডিগ্রিনির্ভর নয়। পানি ব্যবহারে রোগের মারাত্মক রূপ ধারণ বা দীর্ঘায়িত হওয়ার অথবা ক্ষতিকারক রোগ সৃষ্টির প্রবল আশঙ্কা হলে ওই অবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায পড়ার অনুমতি আছে।

(খ) অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা হুকুমের পরিবর্তন হয়ে যায়। তায়াম্মুমের বৈধতা কিংবা ব্যবহারের জন্য নিছক ধারণা যথেষ্ট নয় বরং পূর্ব অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের মত যাচাই জরুরি।

(গ) রোগ চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জামাআত ছেড়ে দেওয়া অথবা মাকরূহ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করে নামায পড়া অনুচিত। বরং মূল ওয়াক্তের ভেতরেই তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নিতে হবে। এমতাবস্থায় নামায কাযা হয়ে গেলে মারাত্মক গোনাহ হবে। (৮/১৮১/২০৪৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٢٣٣ : (قوله يشتد) أي يزيد في ذاته، وقوله أو يمتد: أي يطول زمنه، وكذا لو كان صحيحا خاف حدوث مرض كما في القهستاني، وهو معلوم من قول المصنف أو برد (قوله بغلبة ظن) أي عن أمارة أو تجربة شرح المنية (قوله أو قول حاذق مسلم) أي إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٢٤٩ : (وندب لراجيه) رجاء قويا (آخر الوقت) المستحب، ولو لم يؤخر وتيمم وصلى جاز إن كان بينه وبين الماء ميل وإلا لا.

Scanned by CamScanner

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١ /٦٦ : (ويستحب لراجي الماء تأخير الصلاة إلى آخر الوقت) في ظاهر الرواية ليقع الأداء بأكمل الطهارتين لكن لا يبالغ في التأخير لئلا تقع الصلاة في وقت الكراهة. وعن الشيخين في غير رواية الأصول أن التأخير حتم؛ لأن غالب الرأي كالمتحقق وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله، وفيه إشارة إلى أنه بدون الرجاء لا يؤخر هذا هو الصحيح كما في المحيط -

বাচ্চাকে ঠাণ্ডামুক্ত রাখতে মায়ের তায়াম্মুম

প্রশ্ন : শীতের মৌসুমে মহিলা ছোট শিশুকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচানোর জন্য জানাবাতের গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে পারবে কি না? জনৈক মুফতি সাহেব বলেছেন, উক্ত মহিলা তায়াম্মুম করবে।

উত্তর : ছোট শিশুর মা শীতের মৌসুমে গরম পানির দ্বারা জানাবাতের গোসল করে নেবে। আর যদি গরম পানির ব্যবস্থা না থাকে বা থাকা সত্ত্বেও তার বাস্তব অভিজ্ঞতা বা কোনো মুসলমান অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত অনুযায়ী শিশুর সার্বিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে এবং আশঙ্কামুক্ত হওয়ার জন্য অন্য কোনো উপায়ও না থাকে, তাহলে শুধুমাত্র তখনই ছোট শিশুর মা জানাবাতের গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে পারবে। (৫/৪৩৬/১০০৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٢٣٣ : (قوله يشتد) أي يزيد في ذاته، وقوله أو يمتد: أي يطول زمنه، وكذا لو كان صحيحا خاف حدوث مرض كما في القهستاني، وهو معلوم من قول المصنف أو برد (قوله بغلبة ظن) أي عن أمارة أو تجربة شرح المنية (قوله أو قول حاذق مسلم) أي إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٢٣٤ : قال فى البحر : فصار الاصل انه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم اجماعا -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٢٩ : ويجوز التيمم إذا خاف الجنب إذا اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه هذا إذا كان خارج المصر

Scanned by CamScanner

إجماعا فإن كان في المصر فكذا عند أبي حنيفة خلافا لهما،
والخلاف فيما إذا لم يجد ما يدخل به الحمام فإن وجد لم يجز
إجماعا وفيما إذا لم يقدر على تسخين الماء فإن قدر لم يجز هكذا
في السراج الوهاج-

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱/ ۲۴۵ : جواز تیمم کیلئے استعمال آب سے عاجز ہونا شرط ہے خواہ وہ اس وجہ سے کہ پانی مفقود ہے یا اس وجہ سے ہو کہ پانی کے استعمال سے مرض کی زیادتی وامتداد کا خوف ہے یا سردی کی وجہ سے ہلاکی یا بیماری کا اندیشہ ہو اور پانی گرم نہیں مل سکتا، پس اگر ان امور میں سے کوئی امر پایا جاوے تو تیمم جائز ہے ورنہ جائز نہیں، صورت مسئولہ میں اگر سرد پانی سے مرض کا اندیشہ ہو تو گرم پانی سے غسل کرنا چاہئے اگر گرم پانی سے بغلبہ ظن یا قول طبیب حاذق مسلم مرض کا اندیشہ ہے تو تیمم جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔

তায়াম্মুমে নাকফুলের ছিদ্রে মাটি পৌঁছানো

প্রশ্ন : ওজুতে তো ওজুর সমস্ত অঙ্গ পরিপূর্ণভাবে ধুতে হয়, এমনকি মহিলাগণ তাদের নাকফুলের ছিদ্রে পানি পৌঁছাতে হয়, ফরয গোসলেও তাই। প্রশ্ন হলো, তায়াম্মুমের মধ্যে নাকের ছিদ্র ও গহনার ছিদ্রের মধ্যে মাটি পৌঁছানো জরুরি কি না? অনেক মহিলা বলেন যে ছিদ্রের মধ্যে মাটি পৌঁছানো জরুরি বা ফরয। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান কী?

উত্তর : ওজু-গোসলের মতো তায়াম্মুমের মধ্যেও আংটি, নাকফুল ইত্যাদি নাড়া দিয়ে বাহ্যিক ত্বকের ওপর হাত দ্বারা মাসাহ করতে হবে, ছিদ্রের অভ্যন্তরে মাটি পৌঁছানোর কথা কোনো কিতাবে পাওয়া যায় না। বাস্তবে তো তায়াম্মুমে হাতে মাটি মিশ্রিত করাটাই জরুরি নয়, বরং হাত ফেরানো জরুরি। ৫/৩৪৮/৯৭৪

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٥٢ : فيلزمه تخليل الأصابع ونزع الخاتم أو تحريكه ولو ترك لم يجز-

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٩٤ : ويخلل لحيته واصابعه ويحرك الخاتم والقرط كالوضوء والغسل-

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ١/ ٢٣٧ : قال في الخانية: ولو لم يحرك الخاتم، إن كان ضيقا، وكذا المرأة السوار لم يجز. ومثله في الولوالجية. ووجهه أن التحريك مسح لما تحته، إذ الشرط المسح لا وصول التراب فافهم -

সহবাসের পর তায়াম্মুম

প্রশ্ন : সহবাসের পর তায়াম্মুম করা জরুরি কি না?

উত্তর : সহবাসের পর তায়াম্মুম করা জরুরি নয়। তবে যদি সহবাসের পর গোসল না করে ঘুমাতে চায় তখন ওজু করে ঘুমাবে। আর যদি কষ্টকর হয় তাহলে তায়াম্মুম করে ঘুমানো ভালো। (১৪/৫৬৪/৫৬৪৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٢٣٢ : ولنوم وسلام ورده وإن لم تجز الصلاة به. قال في البحر: وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة؛ لما في المبتغى.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٢٣٢ : (قوله ولنوم إلخ) أي عند وجود الماء؛ لأن الكلام فيه، ولما قرره في البحر من أن التيمم عند وجود الماء يجوز لكل عبادة تحل بدون الطهارة ولكل عبادة تفوت لا إلى خلف-

পানি থাকতে তায়াম্মুম

প্রশ্ন : আমার ম্যাডাম গাড়িতে চলাকালীন নামাযের ওয়াক্ত হলে ছোট একটি মাটির টুকরা দিয়ে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে। অথচ আশপাশে দেখলে পানি পাওয়া যাবে। এমতাবস্থায় তায়াম্মুমের সঠিক মাস'আলা কী?

উত্তর : আপনার ম্যাডাম নামাযের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নিয়ে তামাশা করছে। এ ধরনের সব নামায ওজু করে কাযা করতে হবে, সাথে সাথে তাওবাও করতে হবে। কেননা তায়াম্মুম কেবল পানি না পেলে বা ব্যবহারে ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা হলেই করা যায়। (১৪/৯৭১/৫৯০২)

Scanned by CamScanner

📖 المختار على صدر الاختيار (مطبعة الحلبي) ١/ ٢٠ : من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض (ف) أو برد (ف) أو خوف عدو أو عطش أو عدم آلة، يتيمم بما كان من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص.

📖 ملتقى الأبحر (دارالكتب العلمية) ١/ ٥٨ : يتيمم المسافر ومن هو خارج المصر لبعده عن الماء ميلا أو لمرض خاف زيادته أو بطؤ برئه أو لخوف عدو أو سبع أو عطش أو لفقد آلة.

ফরয গোসল বিলম্বে করলে তায়াম্মুম করা

প্রশ্ন : শুনেছি, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর গোসলের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সময়টাতে তায়াম্মুম করতে হবে কথাটা কতটুকু সঠিক? কেউ যদি জরুরি না ভেবে তায়াম্মুম করে, তাহলে কোনো সমস্যা আছে কি?

উত্তর : গোসল ফরয হলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গোসল করে নেওয়া উত্তম, তবে কোনো কারণে বিলম্ব হলে ওজু করে নেওয়া মুস্তাহাব। তবে ওজু কষ্টকর হলে তায়াম্মুমও করা যেতে পারে। (১৯/৫০৪/৮২৮২)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٢٤٢ : وإن احتلم في المسجد تيمم للخروج إذا لم يخف، وإن خاف يجلس مع التيمم ولا يصلي ولا يقرأ.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٢٣٢ : ولنوم وسلام ورده وإن لم تجز الصلاة به. قال في البحر: وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة؛ لما في المبتغى.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٢ / ٣٥ : حالت جنابت مین وضو کرنے سے طہارت تو حاصل نہیں ہوتی مگر حدث میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢/ ٥٥ : جنابت کی حالت میں کھانا پینا اور دوسرے ایسے تصرفات جن میں طہارت شرط نہیں جائز ہیں مگر کھانے پینے سے پہلے استنجاء اور وضو کر لینا اچھا ہے۔

Scanned by CamScanner

শহরে চলা অবস্থায় তায়াম্মুম

প্রশ্ন : এক আলেম বলেন, শহরে কোনো ব্যক্তি যদি তার প্রাইভেট কারে চলা অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তখন সে যদি সহজে পানি না পায় তাহলে তায়াম্মুম করেই নামায পড়বে। কথাটি ঠিক কি না?

উত্তর : এক মাইলের ভেতর পানি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তায়াম্মুম জায়েয হবে না। এমতাবস্থায় নামায কাযা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে তায়াম্মুম করে পড়ে নেওয়া উত্তম এবং পরে ওজু করে তা কাযা করা জরুরি। (১৯/৬২৬/৮৩৫৮)

📖 المبسوط للسرخسي (دار المعرفة) ١/ ١٤١ : قال إذا كان بينه وبين الماء دون ميل لا يجزئه التيمم وإن كان ميلا أو أكثر أجزأه التيمم.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٢٣٢ : (قوله لبعده) الضمير يرجع إلى من ط، وقيد بالبعد لأنه عند عدمه لا يتيمم وإن خاف خروج الوقت في صلاة لها خلف خلافا لزفر، وسيذكر الشارح أن الأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيد -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ١/ ٧٣ : اگر پانی ایک میل شرعی کے اندر ہو جو کہ میل انگریزی سے کچھ زیادہ ہوتا ہے تو تیمم جائز نہیں اگرچہ نماز قضاء ہو جائے پانی تلاش کر کے وضو کرے اور نماز قضاء پڑھے۔

পানি ও তায়াম্মুম করার উপকরণ না পেলে করণীয়

প্রশ্ন : বর্তমানে নিজ পরিবারসহ বিরতিহীন ট্রেনে ভ্রমণের সুব্যবস্থা রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের ওপর যদি গোসল ফরয হয়ে যায়। পানি, তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করারও ব্যবস্থা হচ্ছে না। অথচ তখনই তাদের ওপর পবিত্রতা অর্জন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। যেমন–নামাযের সময় চলে যাচ্ছে। তাহলে ওই অবস্থায় তাদের হুকুম কী?

উত্তর : নামাযের সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত পানি পাওয়া না গেলে এবং তায়াম্মুম করারও কোনো ব্যবস্থা করতে না পারলে নামাযের নিয়্যাত ছাড়াই নামাযীর মতো রুকু-সিজদা

Scanned by CamScanner

ইত্যাদি কাজগুলো করে নেবে। অর্থাৎ নামাযের বাহ্যিক সাদৃশ্য অবলম্বন করবে। অতঃপর পানি পাওয়া গেলে ওই নামাযের কাযা করে নেবে। (৭/৪০৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٢٥٢ : والمحصور فاقد الطهورين يؤخرها عنده وقالا يتشبه بالمصلى به يفتى واليه صح رجوعه أى الإمام۔

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٢٥٣ : سواء كان حدثه اصغر او اكبر ۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۶۷ : سوال- حالیہ دردناک واقعہ میں جب ہائی جیکر نے پاکستان کا جہاز اغواء کر لیا تھا توان پندرہ دنوں میں نمازیں کیسی ادا کی جاسکتی تھی؟
الجواب- اگر وضوءاور تیمم دونوں ممکن نہیں اور کھڑے ہو کر رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے تواس وقت ایسے ہی نماز پڑھ لے اور اگر قیام کی بھی اجازت نہ ہو تو اشارہ سے نماز پڑھ لے، بعد میں ان نمازوں کی قضاء کی جائے۔

পানি ও মাটি না পেলে করণীয়

প্রশ্ন : 'ফাকেদুত তাহুরাইন' অর্থাৎ পানি ও মাটি না পাওয়া অবস্থায় একজন মুসল্লির জন্য করণীয় কী? হানাফী মাযহাব অনুসারে দলিলসহ জানালে বড়ই উপকৃত হতাম।

উত্তর : ওজুর জন্য পানি অথবা তায়াম্মুমের জন্য পবিত্র মাটি পাওয়া না গেলে ওই মুসল্লি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নামাযের সময় নামাযের নিয়্যাত ও কিরাত ব্যতীত শুধুমাত্র রুকু-সিজদা করে নামাযের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে পানি বা মাটি পাওয়া গেলে পুনরায় নামায পড়ে নেবে। (৪/১৬৬/৬১৩)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ٢٥٢ : (والمحصور فاقد الماء والتراب (الطهورين) بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر، وكذا العاجز عنهما لمرض (يؤخرها عنده: وقالا: يتشبه) بالمصلين وجوبا، فيركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا وإلا يومئ قائما ثم يعيد كالصوم (به يفتى وإليه صح رجوعه) أي الإمام كما في الفيض.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٢٥٢ : (قوله وقالا يتشبه بالمصلين) أي احتراما للوقت. قال ط: ولا يقرأ كما في أبي السعود، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر. قلت: وظاهره أنه لا ينوي أيضا؛ لأنه تشبه لا صلاة حقيقية.

তায়াম্মুমকারীর ইমামত

প্রশ্ন : আমি একটি বেসরকারি কলেজের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক। আমি যে এলাকায় লজিং থাকি যতদূর সম্ভব পাঁচ ওয়াক্ত নামায ওখানের মসজিদে গিয়ে আদায় করার চেষ্টা করি, অধিকাংশ সময় ইমাম সাহেব না থাকলে ইমামতি তথা নামায পড়ানোর দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হয়। কিন্তু শীত মৌসুম এলে আমার শারীরিক অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়ে যে অনেক দিন গোসল ফরয হলেও তায়াম্মুম করে মসজিদে না গিয়ে বাসায় নামায আদায় করি। খোদা নাখাস্তা এমন হওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো দিন মসজিদে চলে যাই আর যদি ইমাম সাহেব না থাকেন, তাহলে আমাকে নামায পড়ানোর জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করে ইমামতি দেওয়া হয়। তখন বর্ণিত ওই তায়াম্মুম অবস্থায় নামায পড়লে নামায সহীহ হবে কি না? এবং ইমামতি করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : পানি দ্বারা গোসল করলে যদি অসুস্থ হওয়ার বা অসুস্থতা বাড়ার কিংবা জীবন বা অঙ্গনাশের প্রবল আশঙ্কা হয় তবে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে একাকী নামায পড়া এবং ইমামতি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যদি ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করা আপনার জন্য সত্যিই আশঙ্কাজনক হয়ে থাকে এবং গরম পানির কোনো ব্যবস্থা না থাকে তবে তায়াম্মুম করে একাকী নামায এবং প্রয়োজন হলে ইমামতি করা আপনার জন্য জায়েয হবে। তবে গরম পানির ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে এবং তা ব্যবহারে ক্ষতি না হলে তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। আর তায়াম্মুমকারী ব্যক্তির জন্য জামাতে শরিক হওয়া জরুরী, একাকী নামায পড়া উচিত নয়। (১৩/৮৮৪/৫৪৭৫)

📖 الفتاوى الهندية (دارالكتب العلمية) ١/ ٣١ : ويجوز التيمم إذا خاف الجنب إذا اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه هذا إذا كان خارج المصر إجماعا فإن كان في المصر فكذا عند أبي حنيفة خلافا لهما.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ١/ ٩٣ : ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى -. هكذا في الهداية .

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴/ ۲۶۵ : الجواب—اس صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرے قضاء نہ ہونے دے لیکن جب عذر جاتا رہے تو غسل کر لیوے، اعادہ نماز کی حاجت نہیں۔

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دارالعلوم کراچی) ۱ /۵۴۱ :الجواب-اگر امام نے کسی عذر سے تیمم کیا ہے تو شیخین کے نزدیک اس کی امامت صحیح ہے اور امام محمد کے نزدیک صحیح نہیں، اس لئے بہتر ہے کہ کسی اور شخص متوضی کو امام بنایا جاوے، البتہ اگر اور کوئی شخص امامت کے قابل موجود نہ ہو تو خود ہی پڑھاوے۔

Scanned by CamScanner

باب تطهير الأنجاس

পরিচ্ছেদ : পাক-নাপাক

নিরুপায় হয়ে নাপাক কাপড়ে নামায পড়া

প্রশ্ন : বাজার থেকে ঘরে ফেরার পথে প্রস্রাব দ্বারা আমার কাপড় নষ্ট হয়ে যায়, পথে পানির কোনো ব্যবস্থা নেই এবং ঘরে পৌছতে নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে। এখন আমার করণীয় কী?

উত্তর : যে কাপড়ে প্রস্রাব লেগেছে যদি ওই কাপড়ের চতুর্থাংশ বা তার বেশি অংশ পবিত্র হয় এবং আপনার কাছে কাপড় ধোয়ার কোনো ব্যবস্থা না থাকে এবং ওই কাপড় ছাড়া সঙ্গে অন্য কোনো কাপড়ও না থাকে এবং ব্যবস্থা করাও সম্ভব না হয়। অন্যদিকে নামাযের সময়ও শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে এমতাবস্থায় ওই কাপড় দিয়েই ওয়াক্তের ভেতরে নামায আদায় করে নেবে। পরে পুনরায় নামায পড়ার প্রয়োজন হবে না। (৪/৪৫১/৭৭৬)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٩٧ : (ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عريانا لم يجز) لأن ربع الشيء يقوم مقام كله فصار كما لو كان كله طاهرا قال - رحمه الله - (وخير إن طهر أقل من ربعه) أي إذا كان الطاهر أقل من الربع يخير بين أن يصلي فيه وهو الأفضل -

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ١/ ٩٨ : اگر اس کے پاس اور کوئی کپڑا طاہر نہیں ہے تو اسی میں نماز پڑھے اور اعادہ نہ کرے فی الدر المختار باب شروط الصلاة: (ولو كان (ربعه طاهرا صلى فيه حتما) إذ الربع كالكل -

মাটি ভেদ করে পাক পানির সাথে নাপাক পানির সংমিশ্রণ

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে একটি রিজার্ভ পানির ট্যাংকি তৈরি করা হয়েছে। যা 'দাহদরদাহ' নয়, কিন্তু ট্যাংকির চতুর্পার্শ্বে ঢালাই থাকা সত্ত্বেও নিচে ও পাশ দিয়ে বাহির থেকে কিছু কিছু পানি প্রবেশ করে। আর মসজিদের ট্যাংকির দুই পাশে ৫ ও ২০ হাত দূরে দুটি সেপটিক ট্যাংক রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মসজিদে ও ট্যাংকিতে নাপাক পানি প্রবেশ করে কি না তা সন্দেহজনক, তবে পানিতে কোনো প্রকারের পরিবর্তন দেখা যায় না।

Scanned by CamScanner

অনেক আলেম বলেন, যদি জমিনের ভেতর দিয়ে নাপাক পানি মাটি অতিক্রম করে ট্যাংকিতে প্রবেশ করে তবে ট্যাংকির পানি নাপাক হবে না, জমিন অতিক্রম করার কারণে। আর অন্য একজন আলেম বলেন, নাপাক ও পাক পানি মিশ্রিত হওয়ার কারণে সমস্ত পানিই নাপাক হয়ে যাবে জমিন অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও। এ পানির হুকুম কী? দয়া করে জানাবেন।

উত্তর : উক্ত ট্যাংকির পানির সাথে নাপাক পানির সংমিশ্রণের কারণে যদি পানির গুণ-মান নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। যদিও মাটির ভেতর দিয়ে যাক না কেন, অন্যথায় ওই পানিকে পাক বলা হবে। প্রশ্নের বর্ণনা মতে, উক্ত ট্যাংকির পানিকে নিঃসন্দেহে পাক বলা হবে। (৫/২০১/৮৭০)

📖 المبسوط للسرخسي (دار المعرفة) ١/ ٦١ : قال (وأدنى ما ينبغي أن يكون بين البئر، والبالوعة خمسة أذرع في رواية أبي سليمان، والنوادر، والأمالي)، وفي رواية أبي حفص سبعة أذرع، والحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم بشيء إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة، والبئر شيء، وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة، والرخاوة ألا ترى أنه قال فإن كان بينهما خمسة أذرع فوجد في الماء ريح البول، أو طعمه فلا خير فيه، وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا بأس به، وإن كان بينهما أقل من خمسة أذرع فعرفنا أن المعتبر هو الخلوص.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱/ ۱۲۷ : فقہاے کرام نے کنویں اور پاخانے کے درمیان پانچ گز سات گز وغیرہ فاصلہ اپنے یہاں کی زمین کے اعتبار سے لکھا ہے اصلی مدار اس پر ہے کہ فاصلہ اتنا ہو کہ پیشاب پاخانہ وغیرہ کی ناپاکی کی اثر یعنی رنگ یا بو یا مزہ کنویں کے پانی تک نہ پہونچے ... ... اس کے لئے کوئی خاص اندازہ اور فاصلہ متعین نہیں ہے ہر جگہ کی زمین کی سختی نرمی اور تاثیر کے تفاوت سے فاصلے میں بھی تفاوت ہوگا۔

Scanned by CamScanner

পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা জরুরি হওয়া সত্ত্বেও না করলে তার বিধান

প্রশ্ন : প্রস্রাব-পায়খানার পর এসব নাপাকি নির্গত হওয়ার স্থান থেকে এক দিরহাম পরিমাণের কম বা বেশি ছড়াল। কিন্তু পানির অভাবে বা কোনো কারণে কেউ পানি ব্যবহার করল না, তার শরীর ঘামল এবং এসব স্থান ভিজে গেল এতে কাপড় নাপাক হবে কি? আর পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ সাধারণত জাংগিয়া পরা অবস্থায় অণ্ডকোষের সাথে লেগে থাকে, এতেও শরীর বা কাপড় নাপাক হবে কি না?

উত্তর : নাপাকি নির্গত হওয়ার স্থান থেকে এক দিরহাম বা এর চেয়ে কম ছড়িয়ে পড়লে ঢিলা করার পর ওই স্থান ধৌত করবে, না ধুয়ে নামায পড়া মাকরূহ। আর এক দিরহাম থেকে বেশি হলে তা না ধুয়ে রেখে দেওয়া নাজায়েয। সর্বাবস্থায় ওই স্থান ভিজে কাপড়ে এক দিরহামের চেয়ে বেশি পরিমাণ লেগে থাকলে কাপড়ও নাপাক হয়ে যাবে। (৫/৩৬৩/৯১৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٢٦ : لو استنجى بغير الماء ثم ابتل ذلك الموضع ثم أصاب من ذلك ثوبه أو بدنه فالمختار أنه يتنجس إن كان أكثر من قدر الدرهم. ثم ذكر في الحلية عن الكفاية ما يفيد أن الكلام فيما يرى أثره، ثم قال: وهو المتجه. ويدل عليه ما قدمناه من اختيار أكثر المشايخ عدم اعتبار رءوس الإبر من الجانبين خلافا للهندواني. وقول الخلاصة المار: المختار أنه ينجس إن كان أكثر من قدر الدرهم غير ظاهر؛ لأن الماء ينجسه ما قل وكثر، فإذا لم ينجس بأقل من الدرهم لا ينجس بالأكثر منه.

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ١/ ١٣٩ : الجواب-اگر نجاست مخرج سے متجاوز نہیں ہوئی، تو استنجاء پانی سے سنت ہے، اور اگر متجاوز ہوگئی تو اگر قدر درہم سے زائد نہیں ہوئی، تو دھونا واجب ہے، اور اگر زائد ہوگئی تو دھونا فرض ہے۔

নাপাক জুতা যে স্থানে পড়বে তার বিধান

প্রশ্ন : মানুষ জুতা পায়ে চলাফেরায় প্রায়ই প্রস্রাবের ওপর পা পড়ে বা অন্য নাপাকি জুতার তলায় লাগে। জুতার তলার এসব নাপাকি না ধুয়ে কোনো ভেজা কাপড় বা

Scanned by CamScanner

ফ্লোরে পা ফেললে বা ভেজা জুতা নিয়ে কোনো শুকনো জিনিসে পা ফেললে তা কি নাপাক হবে?

উত্তর : উপরোক্ত অবস্থায় ভেজা কাপড় বা ফ্লোরে নাপাকির গন্ধ বা রং স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ফ্লোর বা ভেজা কাপড় নাপাক হয়েছে বলা যাবে না। তবে প্রস্রাবের দ্বারা ভেজা-নাপাক জুতা নিয়ে শুকনো কাপড়ের ওপর চলার কারণে যদি কাপড় ভিজে যায় তাহলে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে, অন্যথায় নাপাক হবে না। (৫/৪৪০/১০০৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٧٣٣ : (لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبته على ثوب طاهر) كذا النسخ. وعبارة الكنز: على الثوب الطاهر (لكن لا يسيل لو عصر لايتنجس) قدمناه قبيل كتاب الصلاة (كما لو نشر الثوب المبلول على حبل نجس يابس) أو غسل رجله ومشى على أرض نجسة أو قام على فراش نجس فعرق ولم يظهر أثره لا يتنجس. خانية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٧٣٣ :وكذا إذا غسل رجله فمشى على أرض نجسة بغير مكعب فابتل الأرض من بلل رجله واسود وجه الأرض لكن لم يظهر أثر بلل الأرض في رجله فصلى جازت صلاته، وإن كان بلل الماء في رجله كثيرا حتى ابتل وجه الأرض وصار طينا ثم أصاب الطين رجله لا تجوز صلاته. ولو مشى على أرض نجسة رطبة ورجله يابسة تتنجس اه (قوله على أرض نجسة) بأن كانت مطينة بنحو الزبل، أما لو أصابتها نجاسة وجفت لم تبق ولم تعد النجاسة بإصابة الماء على المعتمد.

রাস্তার কাদা ও ময়লা পানির বিধান

প্রশ্ন : রাস্তাঘাট থেকে যে কাদা বা ময়লা পানি গায়ে লাগে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাপাক নয়। কিন্তু আজকাল বিভিন্ন রাস্তাঘাট ও বাজার এলাকাতে দেখা যায় আশপাশের বাড়িঘর, দোকান, কারখানা ইত্যাদি হতে গোসলখানার পানি কাপড় ধোয়ার পানি–এমনকি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য অনেকেই গোয়ালঘরের আবর্জনা, অর্থাৎ গরু-ছাগলের মলমূত্র ইত্যাদিও ড্রেন কেটে বাজার ও রাস্তায় বের করে দেয়। শুকনা রাস্তায়

Scanned by CamScanner

এসব থেকে বাঁচা সহজ হলেও বৃষ্টি পড়লে বা বর্ষাকালে এ থেকে বাঁচা যায় না। এতে শরীয়তের কী হুকুম? এ অবস্থায় যদি উক্ত কাদা বা রাস্তার পানিতে নাপাকির রং বা দুর্গন্ধ অনুভূত না হয়, তাহলে কি তা পাক বলে গণ্য হবে?

উত্তর : বর্ণিত অবস্থায়ও রাস্তাঘাটের আবর্জনাযুক্ত পানি ও কাদায় নাপাকির আলামত পরিলক্ষিত না হলে তা নাপাক বলে গণ্য হবে না এবং উক্ত পানির ছিটা শরীর বা কাপড়ে লাগলে শরীর ও কাপড় কিছুই নাপাক হবে না। (৬/২২৭/১১৬০)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٢٤ : (قوله: وطين شارع) مبتدأ خبره قوله: عفو والشارع الطريق ط. وفي الفيض: طين الشوارع عفو وإن ملأ الثوب للضرورة ولو مختلطا بالعذرات وتجوز الصلاة معه. وقدمنا أن هذا قاسه المشايخ على قول محمد آخرا بطهارة الروث والخثي، ومقتضاه أنه طاهر لكن لم يقبله الإمام الحلواني كما في الخلاصة. قال في الحلية: أي: لا يقبل كونه طاهرا وهو متجه، بل الأشبه المنع بالقدر الفاحش منه إلا لمن ابتلي به بحيث يجيء ويذهب في أيام الأوحال في بلادنا الشامية لعدم انفكاك طرقها من النجاسة غالبا مع عسر الاحتراز، بخلاف من لا يمر بها أصلا في هذه الحالة فلا يعفى في حقه حتى إن هذا لا يصلي في ثوب ذاك.

أقول: والعفو مقيد بما إذا لم يظهر فيه أثر النجاسة كما نقله في الفتح عن التجنيس. وقال القهستاني: إنه الصحيح، لكن حكى في القنية قولين وارتضاهما؛ فحكى عن أبي نصر الدبوسي أنه طاهر إلا إذا رأى عين النجاسة،وقال: وهو صحيح من حيث الرواية وقريب من حيث المنصوص.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٧ : المطر إذا أصاب السقف وفي السقف نجاسة فوكف وأصاب الماء ثوبا فالصحيح أنه إذا كان المطر لم ينقطع بعد فما سال من السقف طاهر. هكذا في المحيط وفي العتابية إذا لم يكن متغيرا. كذا في التتارخانية وأما إذا انقطع المطر وسال من السقف شيء فما سال فهو نجس. كذا في المحيط وفي النوازل قال مشايخنا المتأخرون: هو المختار. كذا في التتارخانية.

Scanned by CamScanner

বাজারের কাদাযুক্ত রাস্তা ও কুকুরের পায়ের মাটি

প্রশ্ন : বাজারের রাস্তা যদি ভেজা থাকে (যেখানে নাপাকি থাকার সম্ভাবনা বেশি) তার ওপর নামায এবং জানাযা পড়া যাবে কি না? আর কুকুর যদি পাক স্থানে চলে এবং পায়ের কাদাযুক্ত দাগ দেখা যায় তা পাক, সন্দেহযুক্ত, নাকি নাপাক?

উত্তর : শরীয়তের বিধানানুসারে কোনো স্থানকে কেবলমাত্র সন্দেহবশত নাপাকির হুকুম দেওয়া যাবে না। নাপাকির ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওই স্থান পাক হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত স্থানে শুধু ভেজা থাকার কারণে নাপাকির সন্দেহ করা ঠিক হবে না। অতএব সেখানে নামায ও জানাযা পড়তে অসুবিধা নেই। কুকুরের পায়ের ভেজা কাদামাটি নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী নাপাক নয়। (৭/৯৩৯/১৯৪৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٢٤ : مطلب في العفو عن طين الشارع

(قوله: وطين شارع) مبتدأ خبره قوله: عفو والشارع الطريق ط. وفي الفيض: طين الشوارع عفو وإن ملأ الثوب للضرورة ولو مختلطا بالعذرات وتجوز الصلاة معه. وقدمنا أن هذا قاسه المشايخ على قول محمد آخرا بطهارة الروث والخثي، ومقتضاه أنه طاهر لكن لم يقبله الإمام الحلواني كما في الخلاصة. قال في الحلية: أي: لا يقبل كونه طاهرا وهو متجه، بل الأشبه المنع بالقدر الفاحش منه إلا لمن ابتلي به بحيث يجيء ويذهب في أيام الأوحال في بلادنا الشامية لعدم انفكاك طرقها من النجاسة غالبا مع عسر الاحتراز، بخلاف من لا يمر بها أصلا في هذه الحالة فلا يعفى في حقه حتى إن هذا لا يصلي في ثوب ذاك.

أقول: والعفو مقيد بما إذا لم يظهر فيه أثر النجاسة كما نقله في الفتح عن التجنيس. وقال القهستاني: إنه الصحيح، لكن حكى في القنية قولين وارتضاهما؛ فحكى عن أبي نصر الدبوسي أنه طاهر إلا إذا رأى عين النجاسة، وقال: وهو صحيح من حيث الرواية وقريب من حيث المنصوص؛ ثم نقل عن غيره فقال: إن غلبت النجاسة لم يجز، وإن غلب الطين فطاهر. ثم قال: وإنه حسن عند المنصف دون المعاند.

Scanned by CamScanner

والقول الثاني مبني على القول بأنه إذا اختلط ماء وتراب وأحدهما نجس فالعبرة للغالب، وفيه أقوال ستأتي في الفروع.

والحاصل أن الذي ينبغي أنه حيث كان العفو للضرورة، وعدم إمكان الاحتراز أن يقال بالعفو وإن غلبت.

📖 فتاوى قاضيخان بهامش الهندية (زكريا) ١/ ٢٠ : فكذا الكلب إذا مشى فى طين او ردغة يتنجس الطين والردغة.

রাস্তার কাদাপানির বিধান

প্রশ্ন : রাস্তার কাদাপানি পাক-নাপাক বোঝার উপায় নেই। এখন ওই কাদাপানির ছিটা কাপড়ে লাগলে কাপড় নাপাক হবে কি না?

উত্তর : রাস্তার কাদাপানিকে সাধারণত নাপাক বলা যায় না, তাই তার ছিটা কাপড়ে বা শরীরে লাগলে তা নাপাক হবে না। তবে নাপাকির রং বা ঘ্রাণ অনুভূত হলে নাপাক বলা হবে। (১৭/৯৬২/৭৪১১)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٣٢٤ : (قوله: وطين شارع) مبتدأ خبره قوله: عفو والشارع الطري وفي الفيض: طين الشوارع عفو وإن ملأ الثوب للضرورة ولو مختلطا بالعذرات وتجوز الصلاة معه. وقدمنا أن هذا قاسه المشايخ على قول محمد آخرا بطهارة الروث والخثي، ومقتضاه أنه طاهر لكن لم يقبله الإمام الحلواني كما في الخلاصة.

অল্প পানিতে সামান্য নাপাকি পড়লেও তা নাপাক

প্রশ্ন : সামান্য 'নাজাসাতে গলীযা' অল্প পানিতে পড়লে ওই পানি নাজাসাতে গলীযা হয়ে যায়, আবার অল্প পরিমাণ নাজাসাতে খফীফা অল্প পানিতে পড়লে ওই পানিও নাজাসাতে খফীফা হয়ে যায়। এই মিশ্রণের ব্যাপারে কি শরীয়তে আনুপাতিক হার নির্দিষ্ট করা আছে? যেমন–এক ড্রাম পানিতে যদি এক-আধ ফোঁটা বা এক ফোঁটার চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ প্রস্রাব পতিত হয়, তাহলে ওই পানিও কি নাপাক হয়ে যায়?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যে পাত্রের মুখ ২২৫ স্কয়ার ফুট থেকে পরিমাণে কম তাতে এক-আধ ফোঁটা বা আরো কম পরিমাণ নাপাকি পড়লেও ওই পাত্রের পানি নাপাক হয়ে যাবে। প্রশ্নে বর্ণিত ড্রামের পানিও নাপাক হয়ে যাবে। (৬/২৯০/১২০২)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٢٣ : وظهر أيضا أن ما لا يدركه الطرف ما كان مثل رءوس الإبر وأرجل الذباب فإنه لا يدركه الطرف المعتدل ما لم يقرب إليه جدا أي: مع مغايرة لون الرشاش للون الثوب، وإلا فقد لا يرى أصلا. وينبغي أنه لو شك أنه يدركه بالطرف أم لا أنه يعفى عنه اتفاقا؛ لأن الأصل طهارة الثوب وشك فيما ينجسه، هذا ما ظهر لي في هذا المحل - والله أعلم -.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٥٣ : وكل ماء وقعت النجاسة فيه لم يجز الوضوء به قليلا كانت النجاسة او كثيرا۔

ভিজা পায়ে শুকনো নাপাক জায়গা অতিক্রম করা

প্রশ্ন: পাকা জায়গায় প্রস্রাব বা তরল নাপাকি লাগলে তা শুকিয়ে চিহ্ন দূর হয়ে গেলে পাক হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, ওজু করে ভিজা পায়ে ওই জায়গা দিয়ে হেঁটে গেলে পা নাপাক হবে কি না?

উত্তর : নাপাক হবে না। (১৬/৯০৩/৬৮৫৬)

📖 البحر الرائق(دارالكتب العلمية) ١/ ٣٩٤-٣٩٣ : ثم اعلم أن ما حكم بطهارته بمطهر غير المائعات إذا أصابه ماء هل يعود نجسا فذكر الشارح الزيلعي أن فيها روايتين وأن أظهرهما أن النجاسة تعود بناء على أن النجاسة قلت ولم تزل ... ... فالحاصل أن التصحيح والاختيار قد اختلف في كل مسألة منها كما ترى فالأولى اعتبار الطهارة في الكل كما يفيده أصحاب المتون حيث صرحوا بالطهارة في كل وملاقاة الماء الطاهر للطاهر لا توجب

Scanned by CamScanner

التنجس، وقد اختاره في فتح القدير فإن من قال بالعود بناه على أن النجاسة لم تزل وإنما قلت -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣١٤ : ثم هل يعود نجسا ببله بعد فركه؟ المعتمد لا، وكذا كل ما حكم بطهارته بغير مائع.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣١٤ : (قوله: بغير مائع) أي: كالدلك في الخف، والجفاف في الأرض، والدباغة الحكمية في الجلد، وغوران الماء في البئر، والمسح في الصقيل. قال في البحر بعد سوق عباراتهم فيها: فالحاصل أن التصحيح والاختيار قد اختلف في كل مسألة منها كما ترى فالأولى اعتبار الطهارة في الكل كما يفيده أصحاب المتون حيث صرحوا بالطهارة في كل واختاره في الفتح.

📖 فيه أيضا ٦/ ٧٣٣ : (قوله على أرض نجسة) بأن كانت مطينة بنحو الزبل، أما لو أصابتها نجاسة وجفت لم تبق ولم تعد النجاسة بإصابة الماء على المعتمد-

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ١٨٩ : وفي «الجامع الأصغر» عن أبي جعفر الكبير: أن الطين إذا جعل فيه السرقين وطُين به شيء ويبس، لا بأس بأن يوضع عليه منديل مبلول.

গোবর দ্বারা লেপা উঠানে ধান শুকানো

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় ধান সিদ্ধ করার প্রচলন আছে এবং গোবর দ্বারা লেপা উঠান বা আঙিনায় সিদ্ধ করা ধান শুকানোর জন্য রোদে দেওয়া হয়। প্রশ্ন হলো, এভাবে গোবর দ্বারা লেপা উঠানে সিদ্ধ ধান শুকালে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা আছে কি না? কারণ সিদ্ধ ধানে গোবর প্রবেশ করা স্বাভাবিক। প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : লেপার কাজে গোবর ব্যবহার না করাই শ্রেয়। তবে গোবর নাপাক হওয়া সত্ত্বেও গোবর দ্বারা লেপা নাজায়েয নয়। আর গোবর দ্বারা লেপা উঠানটি শুকানোর পর পাক হয়ে যায় বিধায় গোবর দ্বারা লেপা শুষ্ক উঠানে সিদ্ধ ধান শুকানোর মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা নেই। (১৫/৪২২/৬১১১)

Scanned by CamScanner

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ١٨٩ : وفي «الجامع الأصغر» عن أبي جعفر الكبير: أن الطين إذا جعل فيه السرقين وطُين به شيء وييبس، لا بأس بأن يوضع عليه منديل مبلول.

📖 البحرالرائق (دار الكتب العلمية) ١/ ٢١٤ : وفي التجنيس إذا نزح الماء النجس من البئر يكره أن يبل به الطين ولا يطين به المسجد أو أرضه لنجاسته بخلاف السرقين إذا جعله في الطين؛ لأن في ذلك ضرورة؛ لأنه لا يتهيأ إلا بذلك.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٧٣٣ : وكذا إذا غسل رجله فمشى على أرض نجسة بغير مكعب فابتل الأرض من بلل رجله واسود وجه الأرض لكن لم يظهر أثر بلل الأرض في رجله فصلى جازت صلاته، وإن كان بلل الماء في رجله كثيرا حتى ابتل وجه الأرض وصار طينا ثم أصاب الطين رجله لا تجوز صلاته. ولو مشى على أرض نجسة رطبة ورجله يابسة تتنجس اهـ(قوله على أرض نجسة) بأن كانت مطينة بنحو الزبل، أما لو أصابتها نجاسة وجفت لم تبق ولم تعد النجاسة بإصابة الماء على المعتمد -

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ١/ ٥٩ : واذاجعل السرقين فى الطين فطين به السقف فيبس فوضع عليه منديل مبلول لا يتنجس -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۹/ ۴۱۰ : گوبر ناپاک ہے گوبر مٹی کے گارے میں ملا کر لیپنا درست ہے جو خشک ہو جانے کے بعد پاک ہو جائے گا۔

ড্রেসিং মেশিনে মুরগি পরিষ্কার করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে ব্রয়লার মুরগির গোশত বিক্রি হয়ে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ব্রয়লার মুরগি জবাই করার পর মেশিনের সাহায্যে পশম ছিলানোর পূর্বে গরম পানিতে চার-পাঁচ মিনিট চুবিয়ে রেখে তারপর মেশিনের সাহায্যে পশম ছিলে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি ফেলানো হয়। এ পদ্ধতিতে মুরগি পরিষ্কার করলে তা হালাল হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে ব্রয়লার মুরগির পশম ছাড়ানোর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং মেশিনে পশম ছিলানোর যে নিয়ম বর্তমানে চালু আছে, তা সাধারণত সঠিক নয়। সঠিক পদ্ধতি হলো, মুরগি জবাই করার পর নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে ভালোভাবে ধুয়ে গরম পাক পানিতে চুবিয়ে রাখবে। যাতে সহজে পশম ছাড়ানোর কাজ সম্ভব হয়। এভাবে করলে নিশ্চিতভাবে মুরগি হালাল বলা যাবে। (৬/৭৬৭/১৪১৪)

📖 فتاوی نظامیہ ص ۴۸۳ : مرغہ کو ذبح کرنے کے بعد پیٹ چاک کر کے اس کی آلائش صاف کرنے کے بعد گرم پانی میں ڈالا جائے، ورنہ مرغہ کے مبرز اور گردن کے راستہ سے پیٹ کی ساری گندگی نکل کر سارے پانی کو ناپاک کر دے گی اور گوشت بھی ناپاک ہو جائے گا، پھر اگر گرم اور کھولتے ہوئے پانی میں رہنے کے بعد مرغہ اس میں سے نکالا جائے گا، تو نجاست وغلاظت کا اثر گوشت میں سرایت کر جائے گا کہ دھونے سے بھی گوشت پاک نہ ہوگا۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۹۷ : اگر کھولتے ہوئے پانی میں مرغی ڈالی، اور اتنی دیر اس کے اندر رکھی کہ اس کے پیٹ کی نجاست گوشت میں سرایت کر جانے کا ظن غالب ہو تو یہ نجس ہو گئی اور اس کے پاک کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں، البتہ اگر پانی گرم ہو مگر کھول نہ رہا ہو اور مرغی اس میں بہت دیر تک نہیں رکھی، یا کھولتے پانی میں ڈال کر فوراً نکال لی، تو اس کا گوشت ناپاک نہ ہوگا۔

হাতি পাক এবং তাতে আরোহণ বৈধ

প্রশ্ন : হাতি নাজাসুল আইন কি না এবং তার ওপর আরোহণ করা বৈধ কি না?

উত্তর : নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী হাতি নাজাসুল আইন নয় এবং হাতির ওপর আরোহণ করাও জায়েয। (৭/৯৭৫/১৯০৬)

📖 مجمع الانهر (مكتبة المنار) ٣/ ٨٦ : (وكذا) يباع (عظم الفيل) عند الشيخين فان الفيل عندهما بمنزلة السباع حتى يباع عظمه وينتفع به، قالوا هذا اذا لم يكن عن العظم واشباهه دسومة اما اذا كانت فهو نجس (خلافا لمحمد) فإنه نجس العين عنده كالخنزير حرمة وصورة، والمختار قولهما۔

Scanned by CamScanner

নাপাকি লাগা লুঙ্গি কতটুকু এবং কোন অংশ ধৌত করতে হবে

প্রশ্ন : লুঙ্গি বা কাপড়ে মজি লাগলে ওই কাপড় পরিধান করে নামায পড়া যাবে, নাকি ধৌত করতে হবে? এবং কতটুকু ধৌত করতে হবে? যদি কেউ মজি লাগার স্থান চিহ্নিত করতে না পারে, তখন কোনো এক কোণ ধৌত করার দ্বারা তা পাক হয়ে যাবে কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : লুঙ্গি বা কাপড়ের মজি এক দিরহাম তথা হাতের তালুর গর্ত হতে বেশি পরিমাণ হলে ওই কাপড় বা লুঙ্গি পরিধান করে নামায পড়তে হলে তা ধুয়ে নিতে হবে, অন্যথায় নামায সহীহ হবে না। আর ওই পরিমাণ থেকে কম হলেও তা ধুয়ে নেবে, তবে না ধুয়ে ওই কাপড় পরিধান করে নামায পড়লে সহীহ হয়ে যাবে। যদি মজি লাগার স্থান জানা না থাকে সতর্কতামূলক পুরো কাপড় ধুয়ে নেওয়া উত্তম। অন্যথায় চিন্তা ও অনুমান করে কোনো এক অংশ ধুয়ে ফেললে হয়ে যাবে। তবে পরবর্তীতে যদি ওই স্থান নিশ্চিতভাবে জানা যায়, আর তা ধোয়া না হয়ে থাকে তাহলে পুনরায় নামায পড়ে নিতে হবে। (১৪/৪৩৪/৫৬৬২)

📖 الفتاوى الهندية (دارالكتب العلمية) ١/ ٥١ : [الفصل الثاني في الأعيان النجسة] وهي نوعان (الأول) المغلظة وعفي منها قدر الدرهم واختلفت الروايات فيه والصحيح أن يعتبر بالوزن في النجاسة المتجسدة وهو أن يكون وزنه قدر الدرهم الكبير المثقال وبالمساحة في غيرها وهو قدر عرض الكف .

📖 مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ٦٨ : وإذا نسي محل النجاسة فغسل طرفا من الثوب بدون تحر حكم بطهارته على المختار ولكن إذا ظهرت في محل آخر أعاد الصلاة -

📖 فتاوی رحیمیہ (زکریا) ۴/ ۵۴ : جواب- مذی ایسی نجاست غلیظہ ہے جو بہنے والی ہے اور نجاست غلیظہ جو بہنے والی ہو، وہ مساحت کف یعنی ہتھیلی کے گڑھے کے برابر (ایک روپیہ کے سکہ کے برابر) معاف ہے لہٰذا مذی مساحت کف کے بقدر یا اس سے کم ہو تو اسے کم مقدار کہا جائے گا اور اگر مساحت کف سے زیادہ ہو تو اسے کثیر مقدار کہا جائے گا اس لئے کہ مذی اگر کپڑے پر لگی ہو اور پھیلاؤ میں مساحت کف سے کم ہے اور کسی وجہ

Scanned by CamScanner

سے اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائیگی دہرانے کی ضرورت نہیں،... ... اور معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھ لی اور بعد میں اس قلیل نجاست کا علم ہوا تو نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اسی نجاست کا علم ہو اور نماز توڑنے میں جماعت فوت ہونے کا خوف ہو تو نماز نہ توڑے، اور اگر جماعت فوت ہونے کا خوف نہ ہو یا تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور قضاء ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو افضل یہ کہ نماز توڑدے اور نجاست زائل کر کے نماز پڑھے، قضاء ہونے کا اندیشہ ہو تو نماز نہ توڑے، معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھونے کو ضروری نہ سمجھے بلکہ اولین فرصت میں اسے دھولینا چاہئے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۱۶۹ : سوال- سڑک سے گزرتے ہوئے نالی کی کچھ چھینٹیں کپڑوں میں پڑ گئی تھیں،... ... توکیا پورے کپڑے کو دھونا ضروری تھا یا کچھ حصہ کو؟
الجواب- بہتر تو یہ ہے کہ سارے کپڑے کو دھولیں، اگر سارے کو نہ دھو سکیں تو سوچ کر کسی ایک حصہ کو دھولیں کپڑا پاک ہو جائے گا۔

নাপাক শুকনা হাতে কোনো কিছু ধরা

প্রশ্ন : হাতে নাপাকি লাগার পর তা শুকিয়ে গেলে ওই হাত দিয়ে কাপড় ধরলে কাপড় নাপাক হবে কি না?

উত্তর : হাতে নাপাকি লাগার পর শুকিয়ে গেলে ওই হাতে শুকনা কাপড় ধরলে তা নাপাক হবে না। (১৭/৯৬২/৭৪১১)

📖 الفتاوي الهندية(زكريا) ١/ ٤٧ : إذا نام الرجل على فراش فأصابه مني ويبس فعرق الرجل وابتل الفراش من عرقه إن لم يظهر أثر البلل في بدنه لا يتنجس وإن كان العرق كثيرا حتى ابتل الفراش ثم أصاب بلل الفراش جسده فظهر أثره في جسده يتنجس بدنه كذا في فتاوى قاضي خان.

Scanned by CamScanner

ঘুমন্ত ব্যক্তির হাত পাক, নাকি নাপাক

প্রশ্ন : রাতে ঘুমানোর পর ভোররাতে বা ফজরের সময় উঠলে তখন হাত নাপাক থাকে কি না? এবং হাত না ধুয়ে কাপড় ধরলে তা নাপাক হবে কি না?

উত্তর : ঘুমানোর পর হাতে কোনো নাপাকি না লাগলে ওই হাত পাক বলে বিবেচিত হবে। ফলে ওই হাতে কাপড় বা অন্য কিছু ধরলে তা নাপাক হবে না। (১৭/৯৬২/৭৪১১)

📖 البناية(دارالفكر) ۱/ ۱۲۹ : وقيل: إنه مستحب للتأكيد في طهارة يده مروي عن مالك، وقوله: إنه واجب على المنتبه من النوم بالليل دون النهار، قاله أحمد لحديث الترمذي وابن ماجه بقوله من الليل، ونحن نقول إن قيد الليل باعتبار الغالب.

النوع الثاني: إن هذا النهي نهي تنزيه لا تحريم حتى لو غمس يده لم يفسد الماء ولم يأثم الغاسل.

যেসব জিনিস নিংড়ানো যায় না তা পাক করার পদ্ধতি

প্রশ্ন: ফিকহের কিতাবগুলোতে আছে, যে সমস্ত জিনিস থেকে চিপে পানি বের করা যায় না যেমন তোশক, পাটি, চাটাই ইত্যাদি এগুলোকে 'নাজাসাতে গাইরে মারঈ' থেকে পাক করার নিয়ম হলো, একবার ধুয়ে এমনভাবে রেখে দেবে, যেন সমস্ত পানি ঝরে যায়। তারপর আবার ধুয়ে রেখে দেবে, এভাবে তিনবার ধুতে হবে। প্রশ্ন হলো, বেশি পানি যেমন নদী বা পুকুরে ধুলে পাক হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত জিনিসগুলো ছোট পুকুরে বা অপ্রবাহমান পানিতে তিনবার নড়াচাড়া করলে অথবা বড় পুকুর বা নদীতে তথা পানিতে একবার কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে পাক হয়ে যাবে। পানি ঝরার জন্য রাখতে হবে না। (১০/৬৭৯/৩২৯৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ۱/ ۳۳۱ : و هذا كله اذا غسل فى اجانة، اما لو غسل فى غدير او صب عليه ماء كثير او جرى عليه طهر بلا شرط عصر وتجفيف و تكرار غمس هو المختار-

Scanned by CamScanner

মাটিতে হাঁটার দ্বারা জুতা পাক হয়ে যায়

প্রশ্ন : জুতা-স্যান্ডেল পরে জমিনের ওপর চলাচলের দ্বারা জুতা 'নাজাসাতে গাইরে মারঈ' থেকে পাক হবে কি না?

উত্তর : জুতা-স্যান্ডেলের নিচে নাপাকি থাকলে তা মাটি বা বালুতে হাঁটার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেলে পাক হয়ে যায়। (১০/৬৭৯/৩২৯৫)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٠٢ : إذا أصابت النجاسة خُفاً أو نعلاً لم يكن لها جرم كالبول والخمر فلا بُدّ من الغسل رطباً كان أو يابساً. وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله إذا أصاب نعله بول أو خمر ثم مشى على التراب أو الرمل ولزق به بعض التراب وجف ومسحه بالأرض يطهر عند أبي حنيفة رحمه الله وهكذا ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة رحمه الله. وعن أبي يوسف رحمه الله مثل ذلك إلا أنه لم يشترط الجفاف.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣١٠ : (وإلا) جرم لها كبول (فيغسل و) يطهر (صقيل) لا مسام له (كمرآة) وظفر وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو خراطي وصفائح فضة غير منقوشة بمسح يزول به أثرها مطلقا به يفتى.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣١٠ : بأن ابتل الخف بخمر فمشى به على رمل أو رماد فاستجسد فمسحه بالأرض حتى تناثر طهر، وهو الصحيح بحر عن الزيلعي.

أقول: ومفاده أن الخمر والبول ليس بذي جرم مع أنه قد يرى أثره بعد الجفاف، فالمراد بذي الجرم ما تكون ذاته مشاهدة بحس البصر، وبغيره ما لا تكون كذلك -

Scanned by CamScanner

অল্প নাপাক ছড়িয়ে পড়লে...

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তির কাপড়ে এ পরিমাণ সামান্য নাপাকি লাগে, যে পরিমাণ লাগলে নামায পড়া যায়। উক্ত নাপাক স্থানে যদি পানি লাগার দ্বারা আরো ছড়িয়ে পড়ে তাহলে ওই কাপড় নিয়ে নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : পানি লাগার কারণে নাপাকি যদি এক দিরহাম তথা হাতের তালুর গর্তের পরিমাণের চেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়ে যায়, এমতাবস্থায় ওই কাপড়ে নামায পড়া যাবে না। (১৮/৪১১/৭৬৫০)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٢٤ : (قوله لو اتصل و انبسط) اى ما يصيب الثوب مثل رؤوس الابر كما هو عبارة القينة و نقلها فى البحر فافهم (قوله ينبغى ان يكون كالدهن الخ) اى فيكون مانعا للصلاة۔

📖 الفتاوى الهندية (دارالكتب العلمية) ١/ ٥٢ : ولو اصاب الثوب دهن نجس اقل من قدر الدرهم ثم انبسط فصار اكثر من قدر الدرهم قال بعضهم: يمنع جواز الصلاة، وبه اخذ الأكثرون هكذا فى السراج الوهاج وبه يؤخذ۔

নাপাকি ধোয়া পানি কাপড়ে লাগার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি পাক পাত্রে নাপাক কাপড় ধৌত করে এবং ধৌত করার সময় বালতি থেকে ব্যবহৃত পানির ছিটা উক্ত কাপড়ে লাগে তাহলে ওই কাপড় নাপাক হবে কি না?

উত্তর : নাপাক কাপড় তিনবার ধৌত করার পর পাক হয়ে যাবে। ধৌত করার সময় ব্যবহৃত পানির ছিটা উক্ত কাপড়ে লাগলে কোনো অসুবিধা নেই। (১৮/৪১২/৭৬৫০)

📖 المحيط البرهانى (دارالكتب العلمية) ١/ ٢٢٣ : والمسألة في «الجامع»، وصورتها: إذا غسل الثوب النجس في إجانة ماء وعصر، ثم غسل في إجانة أخرى وعصر، ثم غسل في إجانة أخرى، وعصر فقد طهر الثوب والمياه كلها نجسة.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٤٢ : ثوب نجس غسل في ثلاث جفان أو في واحدة ثلاثا وعصر في كل مرة طهر لجريان العادة بالغسل. هكذا فلو لم يطهر لضاق على الناس.

মশার রক্ত পাক

প্রশ্ন : আমি একবার নামায অবস্থায় দেখি যে পাঞ্জাবিতে কয়েক জায়গায় মশার রক্ত, সব মিলালে এক দিরহাম থেকে বেশি হবে। এমতাবস্থায় নামায হবে কি না? যদি না হয় তাহলে সে নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : মশার রক্ত পাক। তাই আপনার পাঞ্জাবিতে কয়েক জায়গায় লাগা রক্ত মিলে এক দিরহাম পরিমাণ বা এর চেয়ে বেশি হলেও আপনার নামায সহীহ হয়ে গেছে। (১৮/৬৫৬/৭৮০২)

📖 بدائع الصنائع (دارالكتب العلمية) ١/ ٣٦٤ : ودم البق والبراغيث ليس بنجس عندنا، حتى لو وقع في الماء القليل لا ينجسه، ولو أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة. وقال الشافعي: هو نجس لكنه معفو عنه في الثوب للضرورة -

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ١/ ١٠ : ودم البق والبعوض و البرغوث لا يفسد عندنا -

📖 بہشتی زیور ٢/ ١٠٣ : (مسئلہ ١٠)... ... اسی طرح مکھی کھٹمل مچھر کا خون بھی نجس نہیں ہے-

বালতিতে রয়ে যাওয়া কয়েক ফোঁটা নাপাক পানির সাথে নতুন পানির মিশ্রণ

প্রশ্ন : আমি জানি যে এক বালতি পানিতে এক ফোঁটা নাপাকি পড়লে ওই পানি নাপাক হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, আমি নাপাক কাপড় এক বালতি পানিতে ডুবিয়ে ধৌত করার পর ওই পানি ফেলে দিয়ে দ্বিতীয়বার বালতি ভরে পানি নিই। এরপর আবার তাতে কাপড় ডুবাই; কিন্তু প্রথমে যে পানি ফেলে দিয়েছি ওই পানি থেকে দু-এক ফোঁটা রয়ে গিয়েছিল। তাহলে দ্বিতীয়বারের পানি নাপাক হবে কি না? এভাবে তিনবার ওই কাপড় ধৌত করলে তা পাক হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নাপাক কাপড় তিনবার ধৌত করা হলে এবং প্রতিবার খুব ভালো করে নিংড়ানো হলে কাপড় পাক হয়ে যায়। এভাবে কাপড় ধৌত করার সময় বালতিতে লেগে থাকা পানির সাথে নতুন পানি মেশার দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই। শরীয়তে এ বিষয়ে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। (১৮/৬৬৫/৭৮১৮)

📖 الفتاوى الهندية (دارالكتب العلمية) ١/ ٤٧ : ثوب نجس غسل في ثلاث جفان أو في واحدة ثلاثا وعصر في كل مرة طهر لجريان العادة بالغسل. هكذا فلو لم يطهر لضاق على الناس.

মজি নাজাসাতে গলীযা

প্রশ্ন : মজি নাজাসাতে গলীযা না খফীফা?

উত্তর : মজি নাজাসাতে গলীযা। (১৮/৭৬৬/৭৮৫৬)

📖 البحر الرائق (دارالكتب العلمية) ١/ ٣٩٩ : أن كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل فهو مغلظ كالغائط والبول والمني والمذي -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣١٨ : (وعرض مقعر الكف) وهو داخل مفاصل أصابع اليد (في رقيق من مغلظة كعذرة) آدمي، وكذا كل ما خرج منه موجبا لوضوء أو غسل مغلظ-
(وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم) إلا بول الخفاش وخرأه-

মজি লেগে থাকা কাপড়ে নামায

প্রশ্ন : মজি কাপড়ে লাগার পর ওই কাপড় দিয়ে নামায পড়া যাবে কি না? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব?

উত্তর : কাপড়ে লাগা মজি এক দিরহাম তথা হাতের তালুর গর্ত পরিমাণ বা এর চেয়ে কম হলে ওই কাপড় দ্বারা নামায পড়া জায়েয হলেও তা মাকরূহ। পক্ষান্তরে এক দিরহামের

Scanned by CamScanner

চেয়ে বেশি হলে নাপাকি ধৌত করার পূর্বে ওই কাপড় দ্বারা নামায সহীহ হবে না। (১৮/৭৬৬/৭৮৫৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣١٦ : (وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تحريما، فيجب غسله، وما دونه تنزيها فيسن، وفوقه مبطل فيفرض، والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر نهر (وهو مثقال) عشرون قيراطا (في) نجس (كثيف) له جرم (وعرض مقعر الكف) وهو داخل مفاصل أصابع اليد (في رقيق من مغلظة كعذرة) آدمي-

📖 كنز الدقائق (المطبع المجتبائى) ص ١٥ : وعفي قدرالدرهم كعرض الكف من نجس مغلظ كالدم والبول-

📖 البحرالرائق (دارالكتب العلمية) ١/ ٣٩٩ : وأشار بالبول إلى أن كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل فهو مغلظ كالغائط والبول والمني والمذي والودي -

📖 فتاوى رحيميه (دارالاشاعت) ۴/ ۲۶۳ : سوال- ... ... مذی لگے ہوئے جسم یا کپڑے میں نماز جائز ہو سکتی ہے یا نہیں؟

الجواب- مذی ناپاک ہے کپڑے اور بدن پر لگنے سے کپڑا اور بدن ناپاک ہو جاتا ہے اس کی مقدار کم ہو تو دھونا واجب نہیں بہتر ہے، مقدار زیادہ ہو تو دھونا ضروری ہو جاتا ہے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

পাকা মেঝে ভেজা কাপড় দ্বারা মুছলেও পাক হয়

প্রশ্ন : পাকা ঘরের মেঝেতে বাচ্চারা প্রস্রাব করলে ভেজা কাপড় দ্বারা ফ্লোর মুছলে তা পাক হবে কি না? এবং ওই মেঝেতে নামায পড়া বৈধ হবে? নাকি তাতে পানি ঢেলে পবিত্র করতে হবে?

উত্তর : পাকা ঘরের মেঝেতে বাচ্চারা প্রস্রাব করলে উক্ত জায়গা ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলার দ্বারা প্রস্রাবের চিহ্ন ও দুর্গন্ধ দূর হয়ে গেলে তা পাক হয়ে যাবে, পানি ঢেলে ধৌত করার প্রয়োজন নেই। এতে নামায পড়া বৈধ হবে। (১৫/৫৯৭)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣١١ : (و) تطهر (أرض) بخلاف نحو بساط (بيبسها) أي: جفافها ولو بريح (وذهاب أثرها كلون) وريح (ل) أجل (صلاة) عليها (لا لتيمم) بها؛ لأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية. (و) حكم (آجر) ونحوه كلبن (مفروش وخص) بالخاء تحجيرة سطح.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/۸۸ : جب فرش خشک ہو جائے اور اس پر نجاست کا اثر اور بدبو نہ رہے تو اس پر نماز درست ہے لیکن تیمم صحیح نہیں۔

গোসলের ছিটা নাপাক নয়

প্রশ্ন : গোসল করার সময় নাপাক শরীর ও কাপড়ের পানি ছিটে পবিত্র কাপড়ে পড়লে পবিত্র কাপড় নাপাক হবে কি না? গোসলখানায় গোসল করলে অনেক সময় এমন অবস্থা হয়ে যায়, পানির ছিটা থেকে বাঁচাও কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। উক্ত মাস'আলার সমাধান দেওয়ার অনুরোধ রইল।

উত্তর : গোসল করার সময় নাপাক শরীর ও কাপড়ের সামান্য পানি ছিটে পাক কাপড়ে পড়লে পাক কাপড় নাপাক হবে না। (১৫/৫৯৭)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١ /٧٥ : وأما البول المنتضح قدر رءوس الإبر فمعفو للضرورة وإن امتلأ الثوب وعن أبي يوسف وجوب غسله؛ لأنه نجس حقيقة قلنا: لا يستطاع الامتناع عنه فسقط حكمه وقوله قدر رءوس الإبر يشير إلى أنه إذا كان قدر جانبها الآخر يعتبر والحكم أنه لا يعتبر للضرورة.

পানির ট্যাংকিতে কাক পড়ে মরে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : মসজিদে মুসল্লিদের ওজু-গোসলের সুবিধার জন্য দুটি ট্যাংকির ব্যবস্থা আছে। একটি ট্যাংকি ৫+৩+৩ হাত, যার অবস্থান পাঁচতলার ওপর। অপর ট্যাংকি ৮+৭+৩ হাত, যার অবস্থান তিনতলার ওপর। নিচের হাউজ থেকে মেশিনের সাহায্যে পানি উঠিয়ে ট্যাংকিগুলো ভর্তি করে তা ব্যবহারের জন্য সাপ্লাই দেওয়া হয়। একটি ট্যাংকির

Scanned by CamScanner

সাথে অপর ট্যাংকির এমনভাবে সংযোগ রয়েছে যে নিচের ট্যাংকির পানি কমে গেলে ওপরের ট্যাংকি হতে পানি এসে তাতে পড়ে। উক্ত ট্যাংকিদ্বয়ের ওপরের ট্যাংকিতে সবার অজান্তে একটি কাক পড়ে মারা যায় এবং কাকটির শরীর হতে কিছু অংশ গলে পানির সাথে আসতে থাকলে বিষয়টি জানা যায়। অতঃপর কাকটি বের করে ট্যাংকি ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। উল্লেখ্য, অধিকাংশ সময় ট্যাংকিতে পানি সরবরাহ এবং প্রায় সর্ব সময়ই পানির ব্যবহার চালু থাকে।

এখন প্রশ্ন : (ক) ট্যাংকিগুলোর পানি দ্বারা ওজু-গোসল করে যেসব ইবাদত-বন্দেগি করা হয়েছে, তা সহীহ হয়েছে কি না?

(খ) কাকটি পড়ার দরুন পানি নাপাক হয়ে থাকলে উভয় ট্যাংকির পানি নাপাক হয়েছে কি না?

(গ) উল্লিখিত তরীকায় পরিষ্কার করার দ্বারা ট্যাংকি পাক হয়েছে কি না?

উত্তর : মেশিনের সাহায্যে ট্যাংকিতে পানি সরবরাহ ও ব্যবহারের সময় কোনো নাপাক বস্তু দ্বারা পানি নাপাক হবে না। যদিও ট্যাংকি ১০০ বর্গহাত থেকে ছোট হয়। আর সরবরাহ বা ব্যবহার বন্ধ থাকাবস্থায় নাপাক বস্তু দ্বারা পানি নাপাক হওয়া নিয়ে ফিকাহবিদগণের মাঝে যদিও মতবিরোধ আছে। তথাপি সমস্যা জটিল হয়ে পড়লে পানি পাক বলে ধরে নেওয়ার অবকাশ আছে। তাই ট্যাংকির পানি উভয় অবস্থায় পাক বলে ধরে নেওয়া যাবে, যদি পানির রং, ঘ্রাণ ও স্বাদ কোনো একটির পরিবর্তন না হয়ে থাকে। ওই পানি দ্বারা অর্জিত সব ধরনের পবিত্রতা ও তদ্বারা কৃত ইবাদত-বন্দেগী সহীহ হয়েছে। এরপরও কারো মনে খটকা লাগলে পূর্ববর্তী তিন দিনের ফরয ও ওয়াজিব নামায পুনরায় পড়ে নেবে। (৪/৪২৮/৭৮৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ١٩٥ : ثم المختار طهارة المتنجس بمجرد جريانه وكذا البئر وحوض الحمام. (قوله: بمجرد جريانه) أي بأن يدخل من جانب ويخرج من آخر حال دخوله وإن قل الخارج بحر. قال ابن الشحنة: لأنه صار جاريا حقيقة، وبخروج بعضه رفع الشك في بقاء النجاسة فلا تبقى مع الشك.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ١٨٩ : قد اعتيد في بلادنا إلقاء زبل الدواب في مجاري الماء إلى البيوت لسد خلل تلك المجاري المسماة بالقساطل فيرسب فيها الزبل ويجري الماء فوقها فهو مثل مسألة الجيفة، وفي ذلك حرج عظيم إذا قلنا بالنجاسة، والحرج مدفوع بالنص وبالقاعدة المشهورة من أن المشقة تجلب التيسير، وبما

Scanned by CamScanner

فرعوا عليها فإذا منعوا من الانتفاع بتلك الحياض لما فيها من الزبل يلزمهم الحرج الشديد كما هو مشاهد، فاحتياجهم إلى التوسعة أشد من احتياج أرباب الدواب.

وقد قال في شرح المنية: المعلوم من قواعد أئمتنا التسهيل في مواضع الضرورة والبلوى العامة كما في مسألة آبار الفلوات ونحوها.

মজি ক্ষয়রোগে আক্রান্তের পবিত্রতার বিধান

প্রশ্ন : আমি এমবিবিএস ডাক্তারি পড়ি। আমার বয়স ২৩ বছর। চার মাস ধরে আমার অত্যধিক মজি নির্গত হচ্ছে। দিনেরবেলা অনেক সময় তিন- চারবারও নির্গত হয়। প্রায় প্রতিবারই প্রস্রাব করতে গেলে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে শুকনা মজি দেখা যায়। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, কাপড়ে লাগার ব্যাপারটি। কাপড়ে কোথায় লেগেছে তা বের করতে খুব খোঁজাখুঁজি করতে হয়, শুকিয়ে গেলে কাপড়ের কোথাও কোনো দাগ পাওয়া যায় না। কখনো পুরুষাঙ্গের মাথায় শুকনা মজি আছে; কিন্তু জাংগিয়ায় দাগ বোঝা যায় না। লুঙ্গিতে ভেজা মজি থাকলেও খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর। আবার একটি ছোট বইতে আবু দাউদ শরীফ তিরমিযী শরীফ এসব হাদীসগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা আছে যে কাপড়ে মজি লাগলে তা নাকি ধুতে হয় না, শুধু উক্ত স্থানে পানি ছিটিয়ে দিলেই চলে। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু সম্ভব পবিত্র ও সৎ থাকি। এমতাবস্থায় আমাকে বারবার কাপড় ধুয়ে পবিত্রতা হাসিল করা খুব কষ্টকর হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তর : মজি শরয়ী বিধানের দিক থেকে প্রস্রাবেরই মতো। কাপড়ের যেখানে লাগে শুধুমাত্র ওই জায়গা ভালোভাবে ধুলেই পাক হয়ে যাবে। যদি কোথায় লেগেছে তা নির্দিষ্ট করে বলা না যায় তখন সম্ভব হলে পুরা কাপড়টি ধুয়ে ফেলা ভালো। আর তা কষ্টকর হলে ভালোভাবে সন্ধান করে যেকোনো একটি কোণ ধুলেও চলবে। এ ছাড়া নাপাকির পরিমাণ হিসেবে মাস'আলার কিছু তারতম্য হয়। নাপাকির পরিমাণ হাতের তালুর গহ্বরের চেয়ে বেশি হলে ধুয়ে পরিষ্কার করা জরুরি। কম বা সমান হলে প্রয়োজনে না ধুয়েও নামায পড়ার অনুমতি আছে। বিনা প্রয়োজনে এ রকম কাপড় দ্বারা নামায মাকরূহ হবে। (৫/৩৫৩/৯৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٦٠ : (وأما) أنواع الأنجاس فمنها ما ذكره الكرخي في مختصره: أن كل ما يخرج من بدن الإنسان مما

Scanned by CamScanner

يجب بخروجه الوضوء أو الغسل فهو نجس، من البول والغائط والودي والمذي والمني.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣١٢ : وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تحريما، فيجب غسله، وما دونه تنزيها فيسن، وفوقه مبطل -

📖 مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ٦٨ : وإذا نسي محل النجاسة فغسل طرفا من الثوب بدون تحر حكم بطهارته على المختار ولكن إذا ظهرت في محل آخر أعاد الصلاة -

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۱۲۹ :سوال- سڑک سے گزرتے ہوئے نالی کی کچھ چھینٹیں کپڑوں میں پڑ گئی تھیں،... ... تو کیا پورے کپڑے کو دھونا ضروری تھا یا کچھ حصہ کو؟
الجواب- بہتر تو یہ ہے کہ سارے کپڑے کو دھولیں، اگر سارے کو نہ دھو سکیں تو سوچ کر کسی ایک حصہ کو دھولیں کپڑا پاک ہو جائے گا۔

স্থল ও জলের ব্যাঙের প্রস্রাবের হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, ঘরের কোণে যে সমস্ত ব্যাঙ থাকে যেগুলো কখনো পানিতে নামে না এগুলোর প্রস্রাব নাপাক, আর পানির ব্যাঙের প্রস্রাব পাক, এ কথাটি কি সত্য? এবং পার্থক্য হওয়ার কারণ কী? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : যে সমস্ত জন্তুর গোশত খাওয়া হারাম এবং তার মধ্যে প্রবাহিত রক্ত বিদ্যমান, সে সমস্ত প্রাণীর প্রস্রাব নাপাক বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত স্থলে অবস্থানকারী ব্যাঙের প্রস্রাব নাপাক। পক্ষান্তরে পানিতে অবস্থানকারী ব্যাঙের মধ্যে প্রবাহিত রক্ত থাকে না, তাই তার প্রস্রাবকে নাপাক বলা যাবে না। (১২/৬৪৩/৪০৯১)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٤٤ : وموت الضفدع والسرطان في الماء لا يفسده الا إذا كان الضفدع بريا وهو كبيرفإن كان صغيرا لا، وبول الضفدع لا يفسد الماء -

Scanned by CamScanner

ব্যাঙের প্রস্রাব-পায়খানার হুকুম

প্রশ্ন : ব্যাঙের প্রস্রাব-পায়খানা পাক কি না? নাপাক হলে কতটুকু পরিমাণ কাপড়ে লাগলে সে কাপড় দ্বারা নামায হবে না?

উত্তর : যে সমস্ত ব্যাঙ শুধু স্থলেই থাকে, সে ধরনের ব্যাঙের প্রস্রাব-পায়খানা নাজাসাতে গলীযা। এক দিরহামের পরিমাণ থেকে বেশি কাপড়ে লেগে থাকলে ওই কাপড়ে নামায পড়া সহীহ হবে না। আর যে ব্যাঙ স্থল ও পানি উভয় স্থানে থাকে বা শুধু পানিতে থাকে, তার প্রস্রাব-পায়খানা নাপাক নয়। (৭/৬৬৮)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ /۱۲۱ : سوال- بول غوک پاک است یانہ، اگر ناپاک کدام ناپاک؟

الجواب- فی الدر المختار فی النجاسة الغليظة وبول غير ماكول...
ہیں، بنابریں قاعدہ بول غوک نجس غلیظ است، البتہ در غوکے کہ در آب می ماند حکم نجاست نکردہ شود للضرورۃ كمافى الدر المختار مسائل البير (ولا نزح) في بول فأرة في الأصح، في رد المحتار ولعلهم رجحوا القول بالعفو للضرورة-

চিকা ও ব্যাঙের পায়খানা নাজাসাতে গলীযা

প্রশ্ন : চিকা ও ব্যাঙের পায়খানা নাজাসাতে গলীযা নাকি খফীফা?

উত্তর : চিকা ও স্থলে অবস্থানকারী ব্যাঙের পায়খানা নাজাসাতে গলীযা। (৯/৬৮৪/২৮০৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٦٢ : وخرء الفأرة نجس؛ لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٧٣٢ : أقول: وفي الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ /۱۲۱ : سوال- بول غوک پاک است یانہ، اگر ناپاک کدام ناپاک؟

Scanned by CamScanner

الجواب- فى الدر المختار فى النجاسة الغليظة وبول غير ماكول...
الخ، بنابریں قاعدہ بول غوک نجس غلیظ است،البتہ در غوکے کہ در آب می ماند حکم
نجاست نکردہ شود للضرورۃ كمافى الدر المختار مسائل البير (ولا نزح) في
بول فأرة في الأصح، في رد المحتار ولعلهم رجحوا القول بالعفو
للضرورة -

বালতিতে নাপাক কাপড় ধৌত করলে প্রতিবার বালতি ধোয়া লাগে না

প্রশ্ন : নাপাক লুঙ্গি বা কাপড় বালতিতে ধৌত করা হয়। অতঃপর ওই পানি ফেলে দিয়ে আবার নতুন পানি নিয়ে এভাবে দ্বিতীয় তৃতীয়বার ধৌত করা হয়। আমাদের এলাকার এক বড় আলেম বলেছেন যে এভাবে বালতিতে কাপড় ধুলে কাপড় পাক হয় না। কারণ বালতির সাথে নাপাক পানি থাকতে আবার পানি দিলে ওই পানি নাপাক হয়ে যায়, যার কারণে কাপড় পাক হয় না। হ্যাঁ, যদি প্রতিবার বালতি ধোয়া হয় তাহলে পাক হবে। উক্ত আলেমের কথা কতটুকু সত্য? দলিলসহ জানালে খুশি হব।

উত্তর : নাপাক কাপড় পবিত্র করার নিয়ম হলো, কাপড়কে তিনবার ধৌত করা এবং প্রতিবার নিংড়ানো। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কাপড় ধৌত করলে কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। বালতি তিন-তিনবার ধুয়ে পানি নেওয়া জরুরি নয়, বরং প্রতিবার কাপড় ধোয়ার পর ব্যবহৃত পানি ফেলে দিয়ে নতুন পানি নিলেই যথেষ্ট হবে। তৃতীয়বার কাপড় ধোয়ার পর বালতি একবার ধুয়ে নেবে। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত আলেমের উক্তি সহীহ নয়। (১৬/২২১/৬৪৮৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣٣٣ : (قوله: في إجانة) بالكسر والتشديد: إناء تغسل فيه الثياب والجمع أجاجين مصباح أي: إن هذا المذكور إنما هو إذا غسل ثلاثا في إجانة واحدة أو في ثلاث إجانات. قال في الإمداد: والمياه الثلاثة متفاوتة في النجاسة، فالأولى يطهر ما أصابته بالغسل ثلاثا، والثانية بثنتين والثالثة بواحدة، وكذا الأواني الثلاثة التي غسل فيها واحدة بعد واحدة، وقيل يطهر الإناء الثالث بمجرد الإراقة والثاني بواحدة، والأول بثنتين.

Scanned by CamScanner

بقي لو غسل في إجانة واحدة قال في الفيض: تغسل الإجانة بعد الثلاث مرة۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۵/ ۲۵۷ : اسی طرح تین مرتبہ کرنے سے بھی کپڑا پاک ہو جائے گا اور نچوڑنے میں اپنی طاقت کا اعتبار ہے اس سے زیادہ کا آدمی مکلف نہیں۔

কার্পেট নাপাক হলে পাক করার উপায়

প্রশ্ন : মসজিদের কার্পেটের অংশ বিশেষ বয়স্ক মানুষের প্রস্রাব দ্বারা নাপাক হলে শুধু অংশ বিশেষ নাপাক হবে, নাকি পুরো কার্পেট নাপাক হবে? নাপাকি শুকানোর পর প্রস্রাবের দুর্গন্ধ ও চিহ্ন না থাকলে কার্পেট নাপাক হবে কি না? যদি ৮-১০টি কার্পেটে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব লেগে শুকিয়ে যাওয়ার পর প্রস্রাবের চিহ্ন দেখা না যায়, তাহলে কার্পেটগুলো কিভাবে পাক করতে হবে?

উত্তর : মসজিদের কার্পেটের অংশ বিশেষ প্রস্রাব দ্বারা নাপাক হলে শুধু অংশ বিশেষ নাপাক হবে, পুরো কার্পেট নাপাক হবে না। শুকানোর পর দুর্গন্ধ ও চিহ্ন না থাকলেও ধোয়া ছাড়া পাক হবে না। যদি ৮-১০টি কার্পেটে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়ে এবং শুকিয়ে যাওয়ার কারণে প্রস্রাব পড়ার স্থান বোঝা না যায়। তখন অনুমান করে প্রতিটি কার্পেটের সন্দেহযুক্ত অংশ ধুয়ে ফেললে কার্পেটগুলো পাক হয়ে যাবে। তবে সম্ভব হলে প্রতিটি কার্পেট পুরো ধোয়া উত্তম। (১৮/১৭৩/৭৪৩০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣٢٨ : (وكذا يطهر محل نجاسة) أما عينها فلا تقبل الطهارة (مرئية) بعد جفاف كدم (بقلعها) أي: بزوال عينها وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح۔

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٢٨ : (قوله: ولو بمرة) يعني إن زال عين النجاسة بمرة واحدة تطهر، سواء كانت تلك الغسلة الواحدة في ماء جار أو راكد كثير أو بالصب أو في إجانة، أما الثلاثة الأول فظاهر، وأما الإجانة فقد نص عليها في الدرر حيث قال: غسل المرئية عن الثوب في إجانة حتى زالت طهر. ح. (قوله: أو بما فوق

Scanned by CamScanner

ثلاث) أي: إن لم تزل العين والأثر بالثلاث يزيد عليها إلى أن تزول ما لم يشق زوال الأثر. (قوله: في الأصح) قيد لقوله ولو بمرة. قال القهستاني: وهذا ظاهر الرواية، وقيل: يغسل بعد زوالها مرة، وقيل: مرتين، وقيل: ثلاثا كما في الكافي.

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ٦٨ : وإذا نسي محل النجاسة فغسل طرفا من الثوب بدون تحر حكم بطهارته على المختار ولكن إذا ظهرت في محل آخر أعاد الصلاة -

📖 حاشية الطحطاوي علي المراقي (قديمی کتبخانہ) ص ١٦٢ : قوله: "على المختار" وفي الظهيرية يغسله كله قال الكمال وهو الاحتياط وبه جزم المصنف في حاشية الدرر قال في النهر وينبغي أن يكون البدن كالثوب -

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دارالعلوم کراچی) ۱/ ۳۹۳ : جس کپڑے کے ایک حصہ پر نجاست لگی ہو تو اس کا بقیہ حصہ پاک ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۸۸ : ناپاک کپڑا دھوپ میں سکھانے سے پاک نہیں ہوتے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۱۶۹ : سوال- سڑک سے گزرتے ہوئے نالی کی کچھ چھینٹیں کپڑوں پر پڑ گئی تھیں، تو کیا پورے کپڑے کو دھونا ضروري تھا یا کچھ حصہ کو؟

الجواب- بہتر تو یہ ہے کہ سارے کپڑے کو دھولیں، اگر سارے کو نہ دھو سکیں تو سوچ کر کسی ایک حصہ کو دھولیں کپڑا پاک ہو جائے گا۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۹۲ : قالین تین دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا اس طرح کہ ہر تقاطر موقوف ہو جائے، اگر نچوڑنا دشوار ہو، اور اگر نچوڑنا دشوار نہ ہو تو تین بار نچوڑنا بھی ضروری ہے، یہ تفصیل اس وقت ہے جبکہ کسی برتن یا چھوٹے حوض میں ڈال کر دھویا جائے، اگر اوپر سے پانی ڈالا یا بہتے پانی میں ڈال دیا تو نہ تثلیث شرط ہے اور نہ عصر، بلکہ یوں اندازہ لگایا جائے کہ اگر برتن میں پانی بھر کر اس میں کپڑا ڈالا جاتا تو جتنے پانی میں کپڑا ڈوب جاتا، اس سے تین گنا پانی بہا دینے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔

Scanned by CamScanner

পশমের গোড়ার চর্বি নাপাক

প্রশ্ন : গোড়াসহ পশম উপড়ালে তার গোড়ায় যে চর্বি থাকে তা কি নাপাক? সামান্য চর্বি গায়ে বা কাপড়ে লাগলে তা ধুতে হবে কি? তা ছাড়া অনেক সময় নাক, মাথা বা ভ্রু থেকে চুল ঝরে গেলে তার গোড়া কোথাও লাগলে ধুতে হবে কি না?

উত্তর : পশমের গোড়ার চর্বি নিঃসন্দেহে নাপাক, কিন্তু এটি কাপড় বা শরীরে লাগলে কাপড় বা শরীর ধৌত করতে হবে না। (৫/৩৬২/৯৭১)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٢٠٧ : (قوله غير المنتوف) أما المنتوف فنجس بحر، والمراد رءوسه التي فيها الدسومة.
أقول: وعليه فما يبقى بين أسنان المشط ينجس الماء القليل إذا بل فيه وقت التسريح، لكن يؤخذ من المسألة الآتية كما قال ط أن ما خرج من الجلد مع الشعر إن لم يبلغ مقدار الظفر لا يفسد الماء تأمل.

সাবান পাক

প্রশ্ন : বর্তমানে সাবান যেভাবে তৈরি হয়ে আমাদের হাতে আসে তা পাক নাকি নাপাক? তার ফেনা গায়ে বা কাপড়ে লাগলে তা ধুয়ে নিতে হবে কি?

উত্তর : প্রচলিত সাবান যা আমাদের হাতে আসে তাতে হারাম দ্রব্য থাকা নিশ্চিত নয়, যদি থাকেও তার প্রকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় ফিকাহবিদগণ তা পাক বলেছেন। তাই তার ফেনা গায়ে বা কাপড়ে লাগলে অসুবিধা নেই। (১৯/২৮৭/৮১৫৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣١٦ : وعبارة المجتبى: جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى. وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال هو خاص بالنجس؛ لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل، ثم رأيت في شرح المنية ما

Scanned by CamScanner

يؤيد الأول حيث قال: وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لتبدل الحقيقة.
ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة -

📖 البحر الرائق (دارالكتب العلمية) ١/ ٣٩٤- ٣٩٥ : وعلي قول محمد فدعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس وفي المجتبي جعل الدهن النجس في صابون يفتي بطهارته لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد و يفتي به للبلوى -

নাপাকির চিহ্ন না থাকলে হোগলা-পাটি পাক

প্রশ্ন : ইজতেমার মাঠে বা মসজিদে নামায পড়ার জন্য হোগলার বিছানা বা পাটি বিছানো থাকে, যা পাক-নাপাক বোঝা যায় না। এমতাবস্থায় উক্ত বিছানায় নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : যদি হোগলা বা পাটি ইত্যাদিতে নাপাকির চিহ্ন না থাকে তাহলে নামায পড়া যাবে। অহেতুক সন্দেহের প্রয়োজন নেই। (১৭/৮২৯/৭৩৪১)

📖 الأشباه والنظائر (دارالكتب العلمية) ١/ ٤٧ : القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك، ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا {إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا} "، وفي فتح القدير من باب الأنجاس ما يوضحها فنسوق عبارته بتمامها.

📖 فتح القدير (دار الفكر) ١/ ٢١١ : وقال بعض المشايخ: تكره الصلاة في ثياب الفسقة لأنهم لا يتقون الخمور .

Scanned by CamScanner

قال المصنف: الأصح أنه لا يكره لأنه لم يكره من ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع استحلالهم الخمر فهذا أولى انتهى. بخلاف ما إذا ثبت بخبر موجب في التنجيس، ولا تجوز الصلاة في الديباج الذي ينسجه أهل فارس لأنه بلغنا أنهم يستعملون فيه البول ويزعمون أنه يزيد في بريقه.

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۱۹۳ : سوال- فی زمانہ جو صف بوریہ وچٹائی وغیرہ یہاں کے چماران تیار کرتے ہیں، بلا پاک کئے ان پر نماز جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- وہ بوریہ اور صف پاک ہیں، نماز ان پر جائز ہے، کچھ وہم نہ کرنا چاہئے۔

শরীরে লোশন মেখে নামায পড়া

প্রশ্ন : শরীরে লোশন মেখে নামায পড়া যাবে কি না? উল্লেখ্য, লোশনে অ্যালকোহল থাকে।

উত্তর : লোশনে নাপাক মিশ্রিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তা মেখে নামায পড়া জায়েয। (১৯/৫৫৩/৭৩১৩)

📖 نظام الفتاوی (تاج پبلشنگ) ۵/ ۱۷۳ جزء(۲) : (۱) سینٹ کا استعمال شرعا درست ہے (۲) اگر اسپرٹ کے اندر کسی ناپاک چیز کا آمیزش یقینی نہ ہو تو اس کے ساتھ نماز درست ہے۔

📖 کفایت المفتی (ادارۃ الفاروق) ۳/ ۴۳۰ : قاعدۂ مذکورہ کی بناء پر ان چیزوں کا حکم بھی یہی ہے کہ جب تک یقینی طور پر یا گمان غالب یہ ثابت نہ ہو کہ کوئی ناپاک چیز ملائی جاتی ہے، ناپاکی کا حکم نہیں دیا جاسکتا۔

মজি নাপাক, ধৌত করা জরুরি

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির অধিক যৌন উত্তেজনার কারণে মাঝে মাঝে মজি বের হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, মজি শরীর বা কাপড়ের যে অংশে লাগে তা ধৌত করা জরুরি কি না? যদি কেউ ধৌত করা ছাড়াই নামায আদায় করে তাহলে তার নামায আদায় হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মজি নাপাক হওয়ায় শরীর বা কাপড়ের যে স্থানে লাগবে তা ধৌত করা জরুরি। তবে যদি নাপাকির স্থান এক দিরহাম বা তার চেয়ে কম পরিমাণ হয় এবং ধৌত করা ব্যতীত যদি কেউ নামায আদায় করে নেয় তবে তার নামায আদায় হয়ে গেলেও ইচ্ছাকৃতভাবে না ধোয়ার কারণে মাকরূহ হবে। এর চেয়ে বেশি হলে ধোয়া ছাড়া নামায হবে না। (১২/৭২৫/৪০৯৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣١٦ : (وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تحريما، فيجب غسله، وما دونه تنزيها فيسن، وفوقه مبطل فيفرض، والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر نهر (وهو مثقال) عشرون قيراطا (في) نجس (كثيف) له جرم (وعرض مقعر الكف) وهو داخل مفاصل أصابع اليد (في رقيق من مغلظة كعذرة) آدمي، وكذا كل ما خرج منه موجبا لوضوء أو غسل مغلظ -

📖 فتاوی رحیمیہ (زکریا) ۴/ ۲۳ : الجواب - پیشاب کی راہ سے جو سفید پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہے اور نجاست غلیظہ اور ناقض وضو ہے بدن اور کپڑے پر لگ جائے تو بدن اور کپڑا ناپاک ہو جائے گا لیکن ایک درہم کی مقدار یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر معاف ہے اگر دھونے کا وقت نہ مل سکا اور اس کو پہنکر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، بعد میں دھو لینا چاہئے۔

দুধের বাচ্চার বমির হুকুম

প্রশ্ন : দুধ পানকারী ছোট বাচ্চাদের আদর করে কোলে নিলে অনেক সময় বমি করে কাপড় নষ্ট করে ফেলে, উক্ত বমি পাক না নাপাক?

উত্তর : দুধ পানকারী ছোট বাচ্চা মুখ ভরে বমি করলে তা নাপাক হবে এবং ধৌত করতে হবে। মুখ ভরে না করলে তা নাপাক হবে না বিধায় ধোয়া লাগবে না। (১৮/২৬২/৭৫৭০)

📖 الدر المختار على صدر الرد (سعيد) ١/ ١٣٧ : (و) ينقضه (قيء ملأ فاه) بأن يضبط بتكلف (من مرة) بالكسر: أي صفراء (أو علق)

Scanned by CamScanner

أي سوداء؛ وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض (أو طعام أو ماء) إذا وصل إلى معدته وإن لم يستقر، وهو نجس مغلظ، ولو من صبي ساعة ارتضاعه هو الصحيح لمخالطة النجاسة ذكره الحلبي

তেলাপোকার শরীর ও পায়খানা পাক

প্রশ্ন : তেলাপোকার পায়খানা এবং আঘাতের কারণে তার শরীর থেকে নির্গত রস ও তার গলিত দেহ নাপাক কি না? জীবিত বা মৃত অবস্থায় দেহের বাইরের অংশ ভিজা কোনো কিছুতে লাগলে তা কি নাপাক হয়ে যায়?

উত্তর : তেলাপোকার পায়খানা এবং আঘাতের পর তার শরীর হতে নির্গত আঠাযুক্ত রস ও তার গলিত দেহ পাক। তার জীবিত বা মৃতদেহের বাইরের দিক ভিজা কোনো কিছুতে লাগলে নাপাক হবে না। (৬/২০৪/১১৪৮)

📖 سنن الدارقطني (مؤسسة الرسالة) ١ / ٤١: (٦٧) : عن إبراهيم أنه كان يقول: «كل نفس سائلة لا يتوضأ منها، ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد إذا وقعن في الركاء فلا بأس بها». قال شعبة: وأظنه قد ذكر الوزغة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٥ / ٥١ : أن هذه الدودة إن لم يكن لها نفس سائلة تكون ميتتها طاهرة كالذباب والبعوض وإن لم يجز أكلها.

কেঁচো ও তার উত্তোলিত মাটি পাক

প্রশ্ন : কেঁচো বা অন্যান্য কিছু পোকা মাটির নিচে বা ওপরে বাস করে, কিন্তু এরা মাটির ওপরে এক ধরনের মাটি তুলে রাখে তা কি নাপাক? গ্রামের অনেক মসজিদের বিছানায় এ ধরনের মাটি লাগানো থাকে। এগুলোর পায়খানা কি পাক?

উত্তর : কেঁচো এবং তার উত্তোলিত মাটি নাপাক নয়। প্রবাহমান রক্তবিহীন এরূপ পোকা এবং এসবের পায়খানাও নাপাক নয়। (৬/২০৪/১১৪৮)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٥/ ٥١ : أن هذه الدودة إن لم يكن لها نفس سائلة تكون ميتتها طاهرة كالذباب والبعوض وإن لم يجز أكلها.

শ্লেষ্মা ও থুথু পাক

প্রশ্ন : নাকের সর্দি (শ্লেষ্মা) মুখের থুথু অনেক সময় হাতের আঙুল বা কাপড় দ্বারা পরিষ্কার করতে হয়। এমতাবস্থায় আঙুল বা কাপড় পানি দ্বারা না ধুয়ে ইবাদত করলে তাতে কোনো অসুবিধা আছে কি না?

উত্তর : ইবাদতে কোনো অসুবিধা হবে না। (৬/৪২৮/১২৩৪৬)

📖 النتف للسغدي (مؤسسة الرسالة) ص ٣٥ : ما يخرج من الانسان : فأما الانسان فان ما يخرج منه على ثلاثة اقسام:

قسم منه طاهر وبخروجه لا ينتقض الوضوء وان اصاب شيئا لا ينجسه وهو عشرة اشياء

١ - وسخ الاذان

٢ - ودموع العين

٣- والمخاط

٤ - والبزاق

٥ - والبلغم

٦ - واللبن

٧ - والعرق

٨ - ووسخ جميع البدن

٩ - والرمص

Scanned by CamScanner

١٠ - واللعاب وكذلك هذه الاشياء من البهائم المأكول لحمها وغير المأكولة لحمها طاهر كله.

কেরোসিন তেল লেগে যাওয়া কাপড় নিয়ে মসজিদে গমন

প্রশ্ন : আমি একজন ইমাম সাহেব, আমার জামায় একদিন কেরোসিন তেল লেগে যায়, আলেমদের জানালাম, তাঁরা সকলেই বললেন, পাক। তবে গন্ধের কারণে মসজিদে যাওয়া মাকরূহ হবে। একজন মুফতী সাহেবকে জানালে তিনি বললেন, আমি দেখে বলব, এ ব্যাপারে আমি সমস্যায় আছি। সমাধান জানালে ভালো হবে।

উত্তর : কেরোসিন তেল পাক, তবে কেরোসিন তেলে যেহেতু দুর্গন্ধ থাকে, তাই তা নিয়ে মসজিদে আসা মাকরূহ। তবে যদি তা এ পর্যায়ের হয়, যা দ্বারা দুর্গন্ধ ছড়ায় না, তাহলে কোনো আপত্তি নেই। (১৩/৫৯৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/٦٦١ : (قوله وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد. قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري قلت: علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين ولا يختص بمسجده - عليه الصلاة والسلام -، بل الكل سواء لرواية مساجدنا بالجمع.

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ٣/ ١٧٠ : روغن میں اگر ناگوار بدبو ہو تو اس سے مسجد کو محفوظ رکھنا چاہئے، البتہ اگر ناگوار بدبو نہ ہو تو جائز ہوگا۔

Scanned by CamScanner

باب الحيض والنفاس

পরিচ্ছেদ : হায়েয-নেফাস

হায়েয চলাকালীন স্ত্রীর কোনো অঙ্গ দ্বারা তৃপ্তি লাভ করা

প্রশ্ন : হায়েয অবস্থায় হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত অঙ্গগুলো থেকে (পর্দা অর্থাৎ কাপড়চোপড় ব্যতীত) ফায়দা উঠানো নাকি জায়েয নেই। কেউ কেউ বলেন, হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর নির্দিষ্ট লজ্জাস্থানকে যৌন মিলন থেকে বাঁচিয়ে রাখাই উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হলো, হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর লজ্জাস্থান বাদ দিয়ে হাঁটু থেকে নাভির মাঝখানের অন্য অঙ্গগুলো (যেমন–দুই রানের ফাঁক ইত্যাদি) থেকে পর্দা ছাড়াই ফায়দা উঠানো শরীয়তে জায়েয আছে কি না?

উত্তর : যৌনাঙ্গ বাদ দিয়ে অন্যান্য অঙ্গ (হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত) দ্বারা তৃপ্তিলাভের একটি মত থাকলেও গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী তা নিষিদ্ধ। (৪/২৮৭/৬৯৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٢٩٢ : (وقربان ما تحت إزار) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة، وحل ما عداه مطلقا-

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٢٩٢ : (قوله وقربان ما تحت إزار) من إضافة المصدر إلى مفعوله، والتقدير: ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها كما في البحر (قوله يعني ما بين سرة وركبة) فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو بلا حائل، وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما-

হায়েয অবস্থায় সহবাস হারাম তবে স্ত্রী তালাক হয় না

প্রশ্ন : হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করার বিধান কী? হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে স্ত্রী তালাক হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম তথা কবিরা গোনাহ। এ ধরনের হারাম কাজে লিপ্ত হলে তাওবা করা জরুরি। তবে এর দ্বারা স্ত্রীর ওপর কোনো তালাক পড়ে না। (৮/৪৮৬/২২২২)

📖المبسوط للسرخسي (دار المعرفة) ١٠/ ١٥٨ : فأما جماع الحائض في الفرج حرام بالنص يكفر مستحله ويفسق مباشره لقوله تعالى {فاعتزلوا النساء في المحيض} وفي قوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} دليل على أن الحرمة تمتد إلى الطهر وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى امرأة في غير مأتاها أو أتاها في حالة الحيض أو أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم -» ولكن لا يلزمه بالوطء سوى التوبة والاستغفار.

হায়েযের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ

প্রশ্ন : নিফাসের মুদ্দতের পর দ্বিতীয় রমাজানে ইফতারের সময় প্রথম হায়েয শুরু হয়ে ৯ দিন থাকে, অর্থাৎ ১১ রমাজান হতে পাক হয়ে যায় এবং শাওয়াল মাসের আনুমানিক ৯-১০ তারিখে আবার হায়েয শুরু হয়ে সাত-আট দিন থাকে। তারপর ১৬-১৭ তারিখ হতে ১৯-২০ তারিখ পর্যন্ত পাক থাকার পর মাটি রঙের কফের মতো দু-একবার দেখা যায়। এরপর ২৩-২৪ দিন পাক থাকার পর ১৬ জিলকদ হায়েয শুরু হয়ে ৭-৮ দিন রক্ত জারি থাকার পর বন্ধ হয়ে যায়। ৫-৬ দিন সাদা থেকে সামান্য জমাট বাঁধা গোলাপি বা মাটি রঙের কফের মতো বের হয়, আর এটা দিনে দু-একবার করে ২ দিন দেখা যায়। তারপর ১২-১৩ দিন পাক থাকে তারপর স্বাভাবিকভাবে রক্তস্রাব শুরু হয়ে ৭-৮ দিন জারি থাকার পর ৪-৬ দিন পাক থাকে। এরপর আবার পূর্বের ন্যায় কফের মতো দেখা যায়, এভাবে কয়েক বছর যাবৎ চলতে থাকে। অবশ্য বছরে কোনো কোনো মাসে এমন হয় যে ১৬-১৭ দিন পাক থাকে তবে কখনো পাশাপাশি ২ মাস এমন হয় না। আবার পূর্বের ন্যায় অনিয়মে চলতে থাকে। এক মুফতী সাহেব বলেছেন যে প্রতি মাসের ১৬ তারিখ থেকে ৯ দিন হায়েয গণনা করতে হবে এবং বাকি দিনগুলো ইস্তেহাজা ধরতে হবে। অনিয়মের ভেতরে কোনো সময় ১৫ দিন বা তার অধিক পবিত্র থাকলে ও পবিত্রতা ধর্তব্য নয়। কমপক্ষে পাশাপাশি ২ মাস যদি দুই রক্ত জারির মাঝে কমপক্ষে ১৫ দিন পাক থাকে, তবে পূর্বের অভ্যাস বাদ যাবে।

Scanned by CamScanner

অন্য এক মুফতী বলেন, জিলকদ মাসের ১৫ তারিখ হতে প্রথম ৯ দিন হায়েয ধরতে হবে। সমস্ত বছর এভাবে গণনা করে নামায-রোজা আদায় করতে হবে। উপরোক্ত সমস্যার সঠিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরীয়তে মহিলাদের রক্তস্রাবের ওপর শরয়ী আহকাম জারি হওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নে তিন দিন আর ঊর্ধ্বে ১০ দিন হতে হয়। আর এটিই তার শরয়ী সীমারেখা। সুতরাং উল্লিখিত দুই সংখ্যার প্রথমটির কম হলে কিংবা দ্বিতীয়টির বেশি হলে তখন তা শরীয়তে হায়েয হিসাবে পরিগণিত হয় না বরং ইস্তেহাজা হিসেবে ধর্তব্য হয়। আর দুই হায়েযের মাঝখানে ১৫ দিন পবিত্র থাকা আবশ্যক। আর কোনো মেয়েলোকের যদি হায়েযের নির্দিষ্ট আদত তথা অভ্যাস থাকে, আর সে কোনো মাসে অভ্যাসের বিপরীত ১০ দিনের পরও রক্ত দেখতে পায়, তাহলে আদতের ভেতরে আসা রক্তকে হায়েয ধরতে হবে এবং অতিরিক্তগুলোকে ইস্তেহাজা।

অনুরূপ কোনো মেয়েলোকের যদি এক হায়েয শেষ হওয়ার পর ১৫ দিনের আগেই আবার রক্ত দেখা দেয়। আর এভাবে কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে, তাহলে তার এই অনিয়ম চালু হওয়ার পূর্বের হায়েযের আদত নির্ধারণ করে ঠিক তার ১৫ দিন পরই দ্বিতীয় হায়েযের সময় শুরু হবে, মাঝে আসা রক্তকে ইস্তেহাজা ধরতে হবে। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত মহিলার জন্যও উপরোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

আর প্রশ্নে বর্ণিত ২ রমাজান থেকে থেকে ১১ রমাজান পর্যন্ত আসা রক্তকে ইস্তেহাজা ধরতে হবে। যদি নিফাসের ৪০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরপরই এসে থাকে। কেননা নেফাস বন্ধ হওয়ার পর হায়েয শুরু হওয়ার আগে ১৫ দিন পবিত্র থাকা আবশ্যক।

(১৬/৭৫৪/৬৭৫৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٢٨٣- ٢٨٥ : و (أقله ثلاثة بلياليها) الثلاث، فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا للاختصاص، فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام؛ وكذا قوله (وأكثره عشرة) بعشر ليال، كذا رواه الدارقطني وغيره. (والناقص) عن أقله (والزائد) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوز أكثرهما. (وما تراه) صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب (حامل) ولو قبل خروج أكثر الولد (استحاضة) .

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣٠٠- ٣٠١ : (والزائد) على أكثره (استحاضة) لو مبتدأة؛ أما المعتادة فترد لعادتها وكذا الحيض، فإن انقطع على أكثرهما أو قبله فالكل نفاس. وكذا حيض إن وليه طهر

Scanned by CamScanner

تام وإلا فعادتها وهي تثبت وتنتقل بمرة به يفتى، وتمامه فيما علقناه على الملتقى-

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٢٨٩- ٢٩٠ : (قوله المعتادة) احتراز عما زاد على العادة وجاوز العشرة فإنه ليس بحيض،

(قوله ولو المرئي طهرا إلخ) مرادهم بالطهر هنا النقاء بالمد: أي عدم الدم.

ثم اعلم أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر يكون فاصلا بين الدمين في الحيض اتفاقا فما بلغ من كل من الدمين نصابا جعل حيضا، وأنه إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا وإن كان أكثر من الدمين اتفاقا. واختلفوا فيما بين ذلك على ستة أقوال كلها رويت عن الإمام أشهرها ثلاثة:

الأولى – قول أبي يوسف: إن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل، بل يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل، فيجوز بداية الحيض بالطهر وختمه به أيضا، فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما فالعشرة الأولى حيض، ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض إن كانت عادتها وإلا ردت إلى أيام عادتها ... ... وفي الهداية الأخذ بقول أبي يوسف أيسر، وكثير من المتأخرين أفتوا به؛ لأنه أسهل على المفتي والمستفتي سراج، وهو الأولى فتح، وهو قول أبي حنيفة الآخر نهاية .

রেহেমের রক্ত অপারেশনের স্থান দিয়ে বের হলেও নিফাসের অন্তর্ভুক্ত

প্রশ্ন : মহিলাদের অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের পর বিশেষ অঙ্গের পরিবর্তে ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত এলে তা নিফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : সন্তান প্রসবের পর রেহেম থেকে ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত এলে তা নিফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে, অন্যথায় তা যখমের রক্ত হবে। ১০/৫৪২

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٧٨ : فإنها لو ولدت من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء وتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد ولو علق طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط، كذا في الفتاوى الظهيرية إلا إذا سال الدم من الأسفل فإنها تصير نفساء ولو ولدت من السرة؛ لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة، كذا في المحيط -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٧ : ولو ولدت من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء. هكذا في الظهيرية والتبيين إلا إذا خرج من الفرج دم عقيب خروج الولد من السرة فإنه حينئذ يكون نفاسا. هكذا في التبيين.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٢٩٩ : (والنفاس) لغة: ولادة المرأة. وشرعا (دم) فلو لم تره هل تكون نفساء؟ المعتمد نعم (ويخرج) من رحمها فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٢٩٩ : (قوله من سرتها) عبارة البحر: من قبل سرتها، بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها. (قوله فنفساء)؛ لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة بحر (قوله وإلا) أي بأن سال الدم من السرة -

পূর্বাভ্যাস খেয়াল না থাকা অবস্থায় ১০ দিনের বেশি রক্ত দেখা দিলে করণীয়

প্রশ্ন : জনৈকা মহিলার অনিয়মিত মাসিক হয়, কোনো কারণে পূর্ব মাসের আদত খেয়াল না থাকলে দশের অধিকের ক্ষেত্রে কী করবে? শরীয়তসম্মত সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : যেহেতু হায়েযের শেষ সীমা ১০ দিন, তাই ১০ দিনের পর নিয়মিত নামায-রোজা আরম্ভ করবে। এ ক্ষেত্রে আগের মাসের আদত খেয়াল না থাকলে খুব

Scanned by CamScanner

চিন্তাভাবনার পর প্রবল ধারণা অনুযায়ী যত দিনের আদত খেয়াল হবে, তত দিনই হায়েয হিসাবে গণ্য করা হবে। আর যদি প্রবল ধারণা না হয় তবে উক্ত মহিলা যখন নিজেকে হায়েয অবস্থায় মনে করবে তখন নামায বন্ধ রাখবে আর যখন পবিত্র মনে করবে তখন গোসল করে নামায পড়বে। (৮/৫১৩/২২৩৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٢٨٦: ومن نسيت عادتها وتسمى المحيرة والمضلة؛ وإضلالها إما بعدد أو بمكان أو بهما، كما بسط في البحر والحاوي وحاصله أنها تتحرى، ومتى ترددت بين حيض ودخول فيه وطهر تتوضأ لكل صلاة، وإن بينهما والدخول فيه تغتسل لكل صلاة.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٢٨٧ : (قوله أو بهما) أي العدد والمكان، بأن لم تعلم عدد أيامها ولا مكانها من الشهر، وحكمها ما ذكره بعده (قوله وحاصله إلخ) أي حاصل حكم المضلة بأنواعها فقد صرح البركوي بأنه حكم الإضلال العام (قوله أنها تتحرى) أي إن وقع تحريها على طهر تعطى حكم الطاهرات، وإن كان على حيض تعطى حكمه. اهـ أي لأن غلبة الظن من الأدلة الشرعية درر (قوله ومتى ترددت) أي إن لم يغلب ظنها على شيء فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام بركوي (قوله بين حيض إلخ) أي لم يترجح عندها أنها متلبسة بالحيض أو أنها داخلة فيه أو أنها طاهرة بل تساوت الثلاثة في ظنها.

والظاهر أن قوله: ودخول فيه لا فائدة فيه، لذا لم يذكره في البحر (قوله تتوضأ لكل صلاة) ؛ لأنها لما احتمل أنها طاهرة وأنها حائض فقد استوى فعل الصلاة وتركها في الحل والحرمة والباب باب العبادة، فيحتاط فيها وتصلي؛ لأنها إن صلتها وليست عليها يكون خيرا من أن تتركها وهي عليها تتارخانية، ثم إن عبارة البحر والتتارخانية والبركوية تتوضأ لوقت كل صلاة فتنبه (قوله وإن بينهما) أي بين الحيض والطهر كما في البحر، قوله والدخول فيه: أي في الطهر، وعبر في البحر بالخروج عن الحيض وهو بمعناه.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱/۸۵: سوال-ایک عورت کو دس دن سے زیادہ خون آیا اور اس کو اپنی پہلی عادت بالکل یاد نہیں کہ پہلے مہینے میں کے دن خون آیا تھا تو اب اس عورت کو کتنے روز نماز قضاء کرنی چاہئے؟

الجواب- وہ تحری یعنی اٹکل کرے یعنی یاد کرے کہ کے دن ماہ سابق میں حیض آیا تھا جے دن غالب گمان سے حیض یاد آوے اتنے دنوں اپنے کو حائضہ سمجھے اور اس کی نمازیں قضانہ کرے اور جے دن غالب گمان سے طہر یاد آوے اسی قدر طاہر سمجھے اور ان کی نمازیں قضا کرے اور جس میں دونوں جانب برابر ہوں احتیاط پر عمل کرے یعنی ان کی بھی نمازیں قضا کرے اور آئندہ ماہ میں بھی اگر عادت مظنونہ سے بڑھنے لگے تو بھی نمازوں کے اوقات میں اٹکل پر عمل کرے یعنی اس اٹکل سے جو وقت غالب ظن سے حیض کا معلوم ہو اس میں احکام حیض پر عمل کرے یعنی نماز وغیرہ نہ پڑھے اور جو وقت طہر کا معلوم ہو اس میں غسل کر کے نماز وغیرہ پڑھے اور جس میں کوئی عمل غالب ظن سے سمجھ میں نہ آوے اس میں احتیاط پر عمل کرے یعنی جس وقت یہ شبہ ہو کہ میں حائضہ ہوں یعنی ابھی میرا حیض منقطع نہیں ہوا یا طاہرہ ہوں یعنی حیض سابق میرا منقطع ہو گیا تو غسل کر کے نماز پڑھے،اور اس صورت میں احتیاط یہ بھی ہے کہ اگلے وقت میں بھی غسل کر کے وقتیہ سے پہلے اس کا اعادہ کرے پھر وقتیہ پڑھے اور جس وقت یہ شبہ ہو کہ میں طاہر ہوں یعنی طہارت سابقہ میری مستمر ہے حیض شروع نہیں ہوا یا حائضہ ہوں یعنی حیض شروع ہو گیا تو وضو کر کے نماز پڑھے۔

ওষুধের মাধ্যমে ঋতুস্রাব বন্ধ করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি স্ত্রীকে নিয়ে হজে যাচ্ছেন। হজের জন্য যখন রওনা হলেন তখন স্ত্রীর হায়েয হওয়ার সময়। তাই তাকে ওষুধ খাইয়ে নেন, যাতে হজের আহকামগুলো পুরোপুরি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে। প্রশ্ন হলো, উক্ত কারণে হায়েযকে মাসখানেকের জন্য এভাবে পিছিয়ে দেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার যদি বলে যে এ ধরনের ওষুধ ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। তাহলে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে, অন্যথায় ব্যবহার করা যাবে না। (৫/১৮)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۲/۴۰۴ : سوال- یہاں برطانیہ میں ماہواری (حیض) کو روکنے کے لئے گولیاں ملتی ہیں، بعض عورتیں رمضان المبارک میں اور ایام حج میں ان گولیوں کو استعمال کرتی ہے تاکہ روزہ قضا نہ ہو اور حج کے تمام ارکان ادا کر سکے تو اس نیت سے ان گولیوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- ماہواری حیض فطری چیز ہے اس کے روکنے سے صحت پر برا اثر پڑھنے کا اندیشہ ہے اس لئے رمضان میں گولیاں استعمال نہ کرے، بعد میں روزوں کی قضا کر لے حج میں بھی استعمال نہ کرنا چاہئے، طواف زیارت کے سوا تمام افعال ادا کر سکتی ہے اور حیض سے پاک ہونے کے بعد طواف زیارت بھی کر سکتی ہے، البتہ اگر وقت کم ہو اور طواف زیارت کا وقت نہ مل سکتا ہو اور باوجود کوشش کے حکومت سے مہلت ملنے کا امکان نہ ہو تو استعمال کی گنجائش ہے مگر صحت پر برا اثر پڑھنے کا اندیشہ ہے اور اس کا مشاہدہ بھی ہے اس لئے حتی الامکان استعمال نہ کرے، الا یہ کہ بالکل ہی مجبور ہو جائے۔

তিন দিন পর দুই দিন রক্তশূন্য, এরপর পুনরায় রক্ত

প্রশ্ন : জনৈক মহিলার কোনো মাসে ৪ দিন হায়েয এসেছিল, কিন্তু পরের মাসে ৩ দিন হায়েয আসার পর রক্ত দেখা যায়নি, তাই সে গোসল করে নামায আদায় করে, কিন্তু ২ দিন পরে আবার রক্ত দেখা দিল। এখন ওই মহিলার কয় দিন হায়েয ধরা হবে এবং আদায়কৃত নামাযের হুকুম কী হবে?

উত্তর : উল্লিখিত মহিলার দ্বিতীয়বার যে রক্ত দেখা দিল তা আগের তিন দিনসহ ১০ দিন অতিক্রম না করলে ওই রক্তশূন্য অবস্থার দুই দিনও হায়েয বলে বিবেচিত হবে এবং আদায়কৃত নামায সহীহ হিসেবে বিবেচিত হবে। (১২/৭৮১)

📖 الفتاوى الهندية (دارالكتب العلمية) ١/ ٣٦- ٣٧ : الطهر المتخلل بين الدمين والدماء في مدة الحيض يكون حيضا ... ... فإن لم يجاوز العشرة فالطهر والدم كلاهما حيض سواء كانت مبتدأة أو معتادة وإن جاوز العشرة ففي المبتدأة حيضها عشرة أيام وفي المعتادة معروفتها في الحيض حيض والطهر طهر. هكذا في السراج الوهاج.

Scanned by CamScanner

পূর্ণ ১৫ দিন পবিত্রতার পূর্বে রক্ত এলে করণীয়

প্রশ্ন : একজন মহিলার ৪ দিন হায়েয হওয়ার পর ১২ অথবা ১৪ দিন পবিত্র থাকল, তারপর আবার ১ দিন হায়েয দেখা গেল। তাহলে এই দিনটি হায়েয হিসেবে গণ্য হবে? এমতাবস্থায় সে শরীয়তের সব হুকুম-আহকাম অব্যাহত রাখবে, নাকি বিরত থাকবে?

উত্তর : একবার হায়েয আসার পর কমপক্ষে ১৫ দিন পবিত্র থাকার পূর্বে যদি আবার রক্ত দেখা দেয় তাহলে তা ইস্তিহাজা বা রোগ সাব্যস্ত হয়। তাই যদি পূর্বে কোনো আদত বা অভ্যাস না থাকে তাহলে ১০ দিন ব্যতীত বাকি দিনগুলো ইস্তিহাজা হবে। ইস্তিহাজা অবস্থায় শরীয়তের হুকুম-আহকাম যথা–নামায-রোজা ইত্যাদি পূর্ণরূপে পালন করতে হবে এবং স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলনে কোনো অসুবিধা হবে না। (১২/৫৩৮/৪০৩৯)

📖 المبسوط للسرخسي (دار المعرفة) ٣/ ١٥٤ – ١٥٥ : الأصل عند أبي يوسف، وهو قول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى الآخر أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يصير فاصلا بل يجعل كالدم المتوالي ومن أصله أنه يجوز بداية الحيض بالطهر، ويجوز ختمه به بشرط أن يكون قبله وبعده دم فإن كان بعده دم، ولم يكن قبله دم يجوز ختم الحيض بالطهر-

📖 الفتاوى الهندية (دارالكتب العلمية) ١/ ٤١ : وإن جاوز العشرة ففي المبتدأة حيضها عشرة أيام وفي المعتادة معروفتها في الحيض حيض والطهر طهر. هكذا في السراج الوهاج .

নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ বাদ দিয়ে যৌন স্পৃহা নিবারণ করা

প্রশ্ন : হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত অঙ্গটুকু বাদ দিয়ে বাকি অঙ্গগুলোর (যেমন–হাঁটুর ভাঁজ বা হাতের কনুইয়ের ভাঁজের) মধ্যে যৌন কাজ করে বীর্যস্খলন করা জায়েয কি না?

উত্তর : হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা একান্ত অপরিহার্য। তবে অপারগতাবশত গোনাহ থেকে বাঁচার মানসে হাঁটু থেকে নাভির মধ্যবর্তী অংশ বাদ দিয়ে অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা যৌন স্পৃহা নিবারণ করা যায়। ৪/২৮৬/৬৯৫

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٢٩٢ : وحل ما عداه مطلقا .
📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٢٩٢ : فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو بلا حائل .
📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١٧/ ٢٨٢ : سوال- جماع کی سخت ضرورت ہو اور منکوحہ حیض میں ہو تو سرین یا مقام دبر کے اوپر رگڑ کر منی اخراج کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ جبکہ اپنے اوپر مکمل اعتماد ہو کہ مقام خاص میں داخل نہ کریں گے یا اور کوئی صورت ہو؟
الجواب- یہ صورت ناجائز ہے البتہ پنڈلی یا پیٹ یا ہاتھ پر رکھ کر اگر انزال کرنے سے تسکین ہو جائے معصیت سے بچ جائے تو درست ہے۔

হায়েয চলাকালীন কোরআনে কারীম স্পর্শ করা নিষিদ্ধ

প্রশ্ন : মেয়ে যখন নিয়মিত কোরআনে কারীমের হেফজ সবক পড়ে তখন হায়েয অবস্থায় কোরআন শরীফ ইয়াদ করা বা পড়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মেয়েদের মাসিক চলা অবস্থায় কোরআন শরীফ হাতে স্পর্শ করা বা মুখস্থ পাঠ করা দুরস্ত নয়। বেশি দিন বিরতির কারণে হেফজে ব্যাঘাত হওয়ার আশংকা বোধ করলে পাক-পবিত্র কাপড়ের সাহায্যে পাতা উল্টিয়ে মনে মনে মুখে উচ্চারণ ছাড়া পড়বে, অথবা অন্যের দ্বারা পড়িয়ে নিজে শুনবে। ২/২০৩/৪১৭

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ /٤٤ : أما حكم الحيض والنفاس فمنع جواز الصلاة والصوم وقراءة ومس المصحف الا بغلاف الخ .
📖 فتاوی رحیمیہ (زکریا) ۴ /۴۹ : ایام کے زمانہ میں مذکورہ عذر کی وجہ سے قران شریف کی تلاوت کی اجازت نہیں ہو سکتی، یاد کیا ہوا بھول نہ جائے اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں
(۱) کپڑے وغیرہ سے قرآن شریف کھول کر بیٹھے اور قلم وغیرہ کسی چیز سے ورق پلٹائے، اور قرآن میں دیکھ کر دل دل میں پڑھے، زبان نہ ہلائے۔
(۲) کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس کے پاس بیٹھ جائے اور سنتی رہے۔

হায়েয চলাকালীন নূরানী নিসাবের বই স্পর্শ করা

প্রশ্ন : নূরানী নিসাবের বই যাতে আরবী হরফ, চারটি সূরা ও নামাযের দু'আ এবং তাজবীদ রয়েছে, উক্ত কিতাবটি মহিলাগণ মাসিক অবস্থায় ধরতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বই-পুস্তক বা দ্বীনি কিতাবাদি, যেখানে কোরআন শরীফের আয়াতও লেখা থাকে মাসিক অবস্থায় মহিলাদের জন্য পড়া বা স্পর্শ করা জায়েয। তবে কোরআনের আয়াত পড়া বা স্পর্শ করা যাবে না। (৫/১৭৬/৮৬৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٧٦ : وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن -

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٥٠ : وفي شرح الدرر والغرر ورخص المس باليد في الكتب الشرعية إلا التفسير ذكره في مجمع الفتاوى وغيره.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٢/ ٧١ : حالت حیض میں دینی کتب کو ہاتھ لگانا جائز ہے مگر جہاں آیات قرآنی لکھی ہو اس پر ہاتھ نہ لگائیں۔

হায়েয চলাকালীন দু'আর নিয়্যাতে আয়াতুল কুরসি ইত্যাদি পড়া

প্রশ্ন : মহিলাদের হায়েয নিফাসের সময় আয়াতুল কুরসি অথবা (معوذتين) অর্থাৎ সূরায়ে নাস বা ফালাক পড়ে শরীরে দম দেওয়া জায়েয আছে কি না? দলিল-প্রমাণের সাথে জানালে খুশি হব।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলাদের হায়েয নেফাস চলাকালীন সময়ে দু'আর অর্থবহ আয়াত বা সূরা দু'আর নিয়্যাতে পড়া জায়েয বিধায় ওই অবস্থায় দু'আর নিয়্যাতে আয়াতুল কুরসি বা সূরায়ে নাস ও ফালাক পড়ে শরীরে দম করা জায়েয হবে। ১৪/৮৮৭/৫৮৭০

📖 حاشية الشلبي على التبيين (امداديه) ١/ ٥٧ : (قوله: وأما إذا قرأه على قصد الذكر) قال الكاكي -رحمه الله- وفي العيون لو قرأ الجنب الفاتحة على سبيل الدعاء لا بأس به، وكذا شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء، ثم قال الكاكي وذكر الحلواني عن أبي حنيفة رحمهما الله لا بأس للجنب أن يقرأ الفاتحة على وجه الدعاء، قال الهنداوي لا أفتي بهذا الذكر ذكره التمرتاشي.

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (دار الفكر) ١/ ١٦٨ : أما قراءة ما دون الآية نحو (بسم الله) و (الحمد لله) إن كانت قاصدة قراءة القرآن يكره، وإن كانت قاصدة شكر النعمة والثناء لا يكره، ولا يكره التهجي وقراءة القنوت انتهى وغيره لم يقيد عند قصد الثناء والدعاء بما دون الآية، فصرح بجواز قراءة الفاتحة على وجه الثناء والدعاء.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ١٧٢ : (قوله: فلو قصد الدعاء) قال في العيون لأبي الليث: قرأ الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد القراءة لا بأس به. وفي الغاية: أنه المختار واختاره الحلواني، لكن قال الهندواني: لا أفتي به وإن روي عن الإمام واستظهره في البحر تبعا للحلية في نحو الفاتحة؛ لأنه لم يزل قرآنا لفظا ومعنى معجزا متحدى به، بخلاف نحو - الحمد لله - ونازعه في النهر بأن كونه قرآنا في الأصل لا يمنع من إخراجه عن القرآنية بالقصد، نعم ظاهر التقييد بالآيات التي فيها معنى الدعاء يفهم أن ما ليس كذلك كسورة أبي لهب لا يؤثر فيها قصد غير القرآنية، لكن لم أر التصريح به في كلامهم. مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء، أقول: وقد صرحوا بأن مفاهيم الكتب حجة، والظاهر أن المراد بالدعاء ما يشمل الثناء؛ لأن الفاتحة نصفها ثناء ونصفها الآخر دعاء، فقول الشارح أو الثناء من عطف الخاص على العام.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٢/ ٧١ :سوال - اگر کسی کو رات کو سوتے وقت پنج کلمہ آیۃ الکرسی اور چاروں قل اور الحمد شریف پڑھنے کی عادت ہے تو حیض کی دنوں میں کیا کیا جائے؟

الجواب -دعاء کی نیت سے پڑھ لے، تلاوت کی نیت نہ کرے۔

Scanned by CamScanner

হায়েয চলাকালীন কোরআন শিক্ষাদান

প্রশ্ন : আমি একজন মহিলা। আমি আমার বাসায় বয়স্কা মহিলাদের কোরআন শিক্ষা দিই। এখন আমার প্রশ্ন, আমার মাসিক থাকাকালীন আমি শিক্ষার্থীদের কোরআন কিভাবে শিক্ষা দেব এবং তাদের পড়া আমি শুনতে পারব কি না? আমি নাপাক থাকাকালীন পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি বিস্তারিত জানালে বাধিত থাকব।

উত্তর : মহিলাদের বিশেষ দিনগুলোতে কোরআন শরীফ পড়া এবং স্পর্শ করা জায়েয নেই। ওই সময় শিক্ষার্থীদের কোরআন শিক্ষা না দেওয়াই শরীয়তের আসল বিধান। তথাপি প্রয়োজনবশত এক এক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন করে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। যেমন: الحمد، لله، رب، العالمين। তবে ওই অবস্থায় তাদের কোরআন পড়া শোনা যাবে। ১০/৭২৫/৩৩৬৩

📖 فتح القدير (دار الفكر) ١/ ١٦٨ : فكما لا يعد قارئا بما دون الآية حتى لا تصح بها الصلاة كذا لا يعد بها قارئا فلا يحرم على الجنب والحائض، وقالوا: إذا حاضت المعلمة تعلم كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين وعلى قول الطحاوي نصف آية.

وفي الخلاصة في عد حرمات الحيض وحرمة القرآن إلا إذا كانت آية قصيرة تجري على اللسان عند الكلام كقوله ثم نظر ولم يولد، أما قراءة ما دون الآية نحو (بسم الله) و (الحمد لله) إن كانت قاصدة قراءة القرآن يكره، وإن كانت قاصدة شكر النعمة والثناء لا يكره، ولا يكره التهجي.

📖 حاشية الشلبي على التبيين (امداديه) ١/ ٥٧ : فكما لا يعد قارئا بما دون الآية حتى لا تصح بها الصلاة كذا لا يعد بها قارئا فلا تحرم على الجنب والحائض وقالوا إذا حاضت المعلمة تعلم كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين وعلى قول الطحاوي نصف آية نصف آية اهـ كمال .

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٧٢ : (قوله: ولو دون آية) أي من المركبات لا المفردات؛ لأنه جوز للحائض المعلمة تعليمه كلمة كلمة يعقوب باشا.

Scanned by CamScanner

(قوله: على المختار) أي من قولين مصححين ثانيهما أنه لا يحرم ما دون آية، ورجحه ابن الهمام بأنه لا يعد قارئا بما دون آية في حق جواز الصلاة فكذا هنا.

জানাবাত ও হায়েয চলাকালীন তেলাওয়াত

প্রশ্ন : মহিলারা মাসিক অবস্থায় বিভিন্ন দু'আ, দরূদ ইত্যাদি পড়তে পারে (বেহেশতী জেওর)। কিন্তু পুরুষদের যখন গোসল ফরয হয় তখন ফরয গোসল না করা পর্যন্ত বিভিন্ন দু'আ, দরূদ, সূরা কালাম পড়তে পারবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় পুরুষের জন্য জিকির, দু'আ, দরূদ, ইত্যাদি পড়ার অনুমতি আছে। অনুরূপ দু'আ হিসেবে কোরআন শরীফের আয়াতও পড়তে পারবে। তবে তেলাওয়াতের নিয়্যাতে কোরআন শরীফের কোন অংশ পড়তে পারবে না। এ ব্যাপারে পুরুষ-মহিলার হুকুম অভিন্ন। (৬/৪২৮)

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٨٠ : ولا يباح للجنب قراءة القرآن عند عامة العلماء ... ... ويستوي في الكراهة الآية التامة، وما دون الآية عند عامة المشايخ وقال الطحاوي: لا بأس بقراءة ما دون الآية، والصحيح قول العامة لما روينا من الحديثين من غير فصل بين القليل، والكثير، ولأن المنع من القراءة لتعظيم القرآن، ومحافظة على حرمته، وهذا لا يوجب الفصل بين القليل، والكثير فيكره ذلك كله لكن إذا قصد التلاوة.

فأما إذا لم يقصد بأن قال: باسم الله لافتتاح الأعمال تبركا، أو قال: الحمد لله للشكر لا بأس به لأنه من باب ذكر اسم الله تعالى، والجنب غير ممنوع عن ذلك.

Scanned by CamScanner

ধাতু ক্ষয়রোধে যোনিপথে টিস্যু বা তুলা রাখা

প্রশ্ন : মেয়েদের প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে ধাতু বের হলে ওজু নষ্ট হয়ে যায়, কোনো মেয়ে যদি ওজু নষ্ট না হওয়ার জন্য টিস্যু পেপার বা তুলা গোল করে ধাতু বের হওয়ার রাস্তায় দিয়ে রাখে এবং ওজু করে তবে ধাতু এসে টিস্যু পেপার অথবা তুলায় আটকিয়ে বের না হলে কি তার ওজু নষ্ট হবে? এবং এমতাবস্থায় নামায, রোজা, তাওয়াফ শুদ্ধ হবে?

উত্তর : যে সমস্ত মহিলা ধাতু রোগে আক্রান্ত প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিটি তাদের ওজু নষ্ট না হওয়ার এবং পবিত্রতার সাথে ইবাদত করার একটি ব্যবস্থা।

সুতরাং যদি কোনো মহিলা টয়লেট পেপার বা তুলা ধাতু আসার রাস্তায় এমনভাবে রাখে, যাতে ধাতু বাইরে আসতে না পারে। তাহলে তার নামায, রোজা, হজ ইত্যাদি ইবাদত আদায় করতে কোনো অসুবিধা হবে না। বরং এটাই রোগীর জন্য উত্তম পন্থা বলে বিবেচিত। হ্যাঁ, তুলা বা টিস্যু পেপারের বহিরাংশ যদি ভিজে যায় তাহলে ওজু নষ্ট হয়ে যাবে। ১২/৪০০/৩৯৬৮

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٠ : إذا خاف الرجل خروج البول فحشا إحليله بقطنة ولولا القطنة يخرج منه البول فلا بأس به ولا ينتقض وضوءه حتى يظهر البول على القطنة.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٧ : وإن حشا إحليله بقطن فخروجه بابتلال خارجه، وإن حشت المرأة فرجها به فإن كان داخل الفرج فلا وضوء عليها -

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ١/ ٢٩٩ : الجواب - اس صورت میں جس وقت قطرہ کرسف سے تجاوز کر کے باہر آجاوے اس وقت وضو ٹوٹے گا۔

📖 احسن الفتاوى (ایچ ایم سعید) ٢/ ٨٠ : الجواب - جب نماز کے اندر وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو نماز ہو جائیگی ایسی مریضہ شرمگاہ کے اندر اسفنج رکھ لیا کرے یہ پانی کو جذب کرتا رہے گا جب تک اسفنج کے اس حصہ پر رطوبت نہیں آئیگی جو شرمگاہ کے گول سوراخ سے باہر ہے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔

Scanned by CamScanner

متفرقات الطهارة

পবিত্রতার বিবিধ বিষয়

ওজুবিহীন বাংলা মাআরিফুল কোরআন স্পর্শ করা

প্রশ্ন : বাংলা মাআরিফুল কোরআন শরীফ ওজুবিহীন ধরা জায়েয হবে কি না? প্রকাশ থাকে যে বাংলা মাআরিফুল কোরআন আরবী পৃষ্ঠার তুলনায় অনেক বেশি।

উত্তর : তাফসীরের কিতাবে কোরআনে পাকের আয়াত লিখিত স্থানে বিনা ওজুতে হাত লাগানো জায়েয নেই। এ ছাড়া অন্য স্থানে ওজু ছাড়া হাত লাগানো জায়েয হলেও সম্মান প্রকাশের লক্ষ্যে ওজুর সহিত ধরাই শ্রেয়। তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন ধরার হুকুমও অনুরূপ। (৭/৮২৩/১৮৯৪)

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ١/ ٣٩ : وكذا كتب التفسير لا يجوز مس القرآن منها وله أن يمس غيره بخلاف المصحف؛ لأن جميع ذلك تبع له.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ١٧٧ : وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا قلت: لكنه يخالف ما مر فتدبر.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٧٦ : وفي السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها، وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن، بخلاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآن.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٢/ ٢٧ : تفسیر میں غیر قرآن زیادہ ہو تو اس کو بلاوضو ہاتھ لگانا جائز ہے مگر جہاں قرآن لکھا ہو وہاں ہاتھ نہ لگائے۔

Scanned by CamScanner

বই-পুস্তকের ওপর অঙ্কিত আয়াত স্পর্শ করা

প্রশ্ন : বর্তমানে কিছু লেখক তাদের কিতাবের মলাট বা বাইন্ডিংয়ের ওপর কোরআন খোলা আছে–এমন ছবি দিয়ে থাকে, যাতে আয়াত লেখা থাকে। জানার বিষয় হলো, উক্ত কিতাব বাংলা, আরবী, উর্দু যা-ই হোক না কেন, তা যদি স্পর্শ করে, অর্থাৎ কিতাব রাখতে বা উঠাতে উক্ত আয়াতে হাত লাগে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে হুকুম কী?

উত্তর : কিতাবের মলাটে কোরআন শরীফের আয়াত লেখা থাকলে লিখিত স্থানটুকু ওজু ছাড়া স্পর্শ করা জায়েয হবে না। লিখিত স্থান ছাড়া বাকি অংশ স্পর্শ করা যাবে। তবে পূর্ণ আয়াত না হয়ে আয়াতের অংশবিশেষ ছয় হরফের কম হলে কারো কারো মতে স্পর্শ করলে অসুবিধা হবে না। উল্লেখ্য, অসতর্কতার কারণে হাত লেগে গেলে তাওবা করতে হবে, আর ভুলে লেগে গেলে গোনাহ হবে না। (১৭/৯১৮/৭৩৮৮)

📖 الدر المختارمع الرد (ايج ايم سعيد) ١/ ١٧٣ : (و) يحرم (به) أي بالأكبر (وبالأصغر) مس مصحف: أي ما فيه آية كدرهم وجدار

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ١٧٣ : ح: لكن لا يحرم في غير المصحف إلا بالمكتوب: أي موضع الكتابة .

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٢ / ١٨ : سوال- اخبار کے جس صفحہ پر آیت قرآنی لکھی ہو اس کو بے وضو ہاتھ لگانا کیسا ہے۔

الجواب- جہاں آیت قرآنی لکھی ہو اس جگہ بے وضو ہاتھ لگانا منع ہے، دوسرے مواضع کو ہاتھ لگانا جائز ہے، البتہ اگر چھوٹی سے چھوٹی آیت یعنی چھ حروف سے بھی کم ہو تو ایک قول کے مطابق اس پر ہاتھ لگانے کی گنجائش ہے۔

অজগরের চামড়ার জায়নামায

প্রশ্ন : অজগর সাপের চামড়া শুকিয়ে জায়নামায বানানো হলে তাতে নামায আদায় করা যাবে কি না? উল্লেখ্য, চামড়াটি ডোরাকাটা ও চকচকে।

উত্তর : বড় সাপের চামড়া যদি 'দাবাগাত' করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ কোনো মেডিসিন প্রয়োগের মাধ্যমে বা শুকিয়ে দুর্গন্ধমুক্ত ও পচনরোধ করে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়,

Scanned by CamScanner

তাহলে তা পাক বলে বিবেচিত হবে। তবে যদি এতে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয় তাহলে জায়নামায হিসেবে ব্যবহার করা অনুচিত। (১৬/৯৯০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٢٠٣ : (وكل إهاب) ومثله المثانة والكرش. قال القهستاني: فالأولى وما (دبغ) ولو بشمس (وهو يحتملها طهر) فيصلى به ويتوضأ منه (وما لا) يحتملها (فلا) وعليه (فلا يطهر جلد حية) صغيرة ذكره الزيلعي، أما قميصها فطاهر -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٢٠٣ : (قوله وعليه) أي وبناء على ما ذكر من أن ما لا يحتمل الدباغة لا يطهر (قوله جلد حية صغيرة) أي لها دم، أما ما لا دم لها فهي طاهرة، لما تقدم أنها لو وقعت في الماء لا تفسده أفاده ح (قوله أما قميصها) أي الحية كما في البحر عن السراج، وظاهره ولو كبيرة. قال الرحمتي: لأنه لا تحله الحياة، فهو كالشعر والعظم -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٦٥٨ : ولا باس بنقشه خلا محرابه فإنه يكره لأنه يلهى المصلى -

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبہ دار العلوم) ۱/ ۳۰۵ : یہ امر تو ظاهر ہے کہ دباغت سے کل کھالیں سوائے انسان وخنزیر کے پاک ہو جاتی ہیں، رہا سانپ وچوہے کی کھال کا دباغت سے پاک نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان میں بسبب صغر کے دباغت ممکن نہیں ہے قال فی الدرالمختار وما لا يحتملها فلا، وعليه فلا يطهر جلد حية صغيرة وفارة یعنی جب اثر دباغت حقیقی وحکمی بوجہ صغیر قبول نہیں کرتیں تو پاک نہیں ہوتیں پس پاک نہ ہو گی چھوٹے سانپ اور چوہے کی کھال۔

Scanned by CamScanner

كتاب الصلاة

অধ্যায় : নামায

باب أوقات الصلاة

পরিচ্ছেদ : নামাযের ওয়াক্ত

জামাআতের ওয়াক্তে পরিবর্তনের নিয়ম

প্রশ্ন : আমি এক মসজিদে প্রতিবছর তারাবীহর নামায পড়াই, মসজিদের ইমাম সাহেব একজন মুফতী। কমিটির সদস্যদের মধ্যে একজন প্রভাবশালী সদস্য রয়েছেন। ঘটনা হলো, ইমাম সাহেব আসরের নামাযের সময় পূর্বনির্ধারিত সময় থেকে ১৫ মিনিট কমিয়ে দেন, যার দরুন ওই ব্যক্তি জামাআত পাননি, তাই নামাযের পর খুব গণ্ডগোল বেধে যায়। একপর্যায়ে তিনি বলে ওঠেন যে নামাযের সময় ১৫ মিনিট করে না কমিয়ে ৫ মিনিট কমালে সমস্যা কী? ইমাম সাহেব বলেন যে যোহর, আসর ও এশার ওয়াক্ত ১৫ মিনিট করে কমাতে হয়, একপর্যায়ে ইমাম সাহেবের চাকরি নিয়ে সমস্যা হয়ে যায়। এই তিন ওয়াক্তে ১৫ মিনিট এবং ফজরের নামাযে ৫ মিনিট করে কমানো-বাড়ানোর শরয়ী দিকনির্দেশনা জানালে বাধিত হব।

উত্তর : রাত-দিন বাড়তে থাকে ও কমতে থাকে, সে হিসাবে কোন সময় ওয়াক্ত বাড়াতে-কমাতে হয়, যা স্থায়ী ক্যালেন্ডার দেখে করলে ভালো হয়। তবে ফজরের নামায সূর্যোদয়ের ২৫-৩০ মিনিট পূর্বে পড়া, যোহরের নামায শীতকালে সূর্য ঢলার সাথে সাথে আর গরমকালে খুব দেরি করে পড়া, আসরের নামায সূর্যাস্তের এক থেকে সোয়া ঘণ্টা পূর্বে, আর মাগরিব সূর্যাস্তের সাথে সাথে, এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশের পর পড়া মুস্তাহাব। কোনো কারণে নিয়মিত নামাযীগণ পরামর্শক্রমে নামাযের ওয়াক্তে বেশকম করতে পারবে এবং তা সকলের অবগতির জন্য পূর্বেই ঘোষণা করে দেবে। (১৪/৭৩২/৫৭৩০)

📖 المبسوط للسرخسي (دار المعرفة) ١/ ١٤٦ : قال (والتنوير بصلاة الفجر أفضل من التغليس بها عندنا) وقال الشافعي التغليس بها أفضل وذكر الطحاوي إن كان من عزمه تطويل القراءة فالأفضل

Scanned by CamScanner

أن يبدأ بالتغليس ويختم بالإسفار وإن لم يكن من عزمه تطويل القراءة فالإسفار أفضل من التغليس۔

📖 الدر المختارمع الرد (سعيد) ١/ ٣٦٦ : (والمستحب) للرجل (الابتداء) في الفجر (بإسفار والختم به) هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد. وقيل يؤخر حدا؛ لأن الفساد موهوم (إلا لحاج بمزدلفة) فالتغليس أفضل كمرأة مطلقا. وفي غير الفجر الأفضل لها انتظار فراغ الجماعة (وتأخير ظهر الصيف) بحيث يمشي في الظل (مطلقا) كذا في المجمع وغيره: أي بلا اشتراط شدة حر وحرارة بلد وقصد جماعة، وما في الجوهرة وغيرها من اشتراط ذلك منظور فيه (وجمعة كظهر أصلا واستحبابا) في الزمانين؛ لأنها خلفه،

(و) تأخير (عصر) صيفا وشتاء توسعة للنوافل (ما لم يتغير ذكاء) بأن لا تحار العين فيها في الأصح،

(و) تأخير (عشاء إلى ثلث الليل) قيده في الخانية وغيرها بالشتاء، أما الصيف فيندب تعجيلها (فإن أخرها إلى ما زاد على النصف) كره لتقليل الجماعة، أما إليه فمباح.

(و) أخر (العصر إلى اصفرار ذكاء) فلو شرع فيه قبل التغير فمده إليه لا يكره.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ /۱۵۵ : اول: باوجود وسیع ہونے اوقات صلوۃ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اکثر اوقات معینہ پر نماز پڑھنے کا تھا اور اس کے خلاف کسی عارض سے ہوتا تھا،

دوم: مدار تعیین فضل وقت اور مقتدیوں کی حال کی رعایت تھا،

سوم: صحابہ میں بھی اسی طرح تعیین معمول بہ تھی۔ پس اب جو مساجد میں تعیین ہوتی ہے اس کا محصل یہی ہے... ... رہا گھنٹہ گھڑی یعنی انضباط اوقات سے کام لینا سو وہ خود مقصود نہیں، بلکہ مقصود اوقات مخصوصہ ہیں اور وہ محض شناخت اوقات کا ایک آلہ

Scanned by CamScanner

ہے جو سہولت کے لئے معتبر سمجھا جاتا ہے۔... پس یہ طریقہ متعارف بلا تکلف وبلا تردد جائز بلکہ مستحسن وموافق سنت ہے۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۲ /۳۵ : مختلف موسموں میں حکم مختلف ہوتا رہتا ہے، زوال سے پہلے ظہر اور جمعہ کا وقت نہیں ہوتا اور گرمیوں میں ظہر میں تاخیر مستحب ہے۔

ফজরের মুস্তাহাব ওয়াক্ত

প্রশ্ন : ফজরের নামায মুস্তাহাব সময়ে আদায় করতে হলে সূর্যোদয়ের কত মিনিট পূর্বে নামায আরম্ভ করতে হবে? শরীয়তের দৃষ্টিতে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : সূর্যোদয়ের এতটুকু পূর্বে ফজরের নামায আরম্ভ করা মুস্তাহাব, যাতে একবার সুন্নাত তরীকায় নামায আদায় করার পর কোনো কারণে নামায দোহরাতে হলে যেন আবারও সুন্নাত তরীকায় পড়ে নিতে পারে। মুফতিয়ানে কেরামের ভাষ্য মতে, এর জন্য সূর্যোদয়ের ২৫-৩০ মিনিট পূর্বে নামায আরম্ভ করবে। (১৮/৬৪৩/৭৮০৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٣٦٦ : (والمستحب) للرجل (الابتداء) في الفجر (بإسفار والختم به) هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد .

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٣٦٦ :(قوله: بإسفاره) أي في وقت ظهور النور وانكشاف الظلمة، ... (قوله: ثم يعيده بطهارة) أي يعيد الفجر: أي صلاته مع ترتيل القراءة المذكورة ويعيد الطهارة لو فسد بفسادها أو ظهر فساده بعدمها ناسيا.

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ١ /٥٨ : يستحب تأخير الفجر ولا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع الشمس بل يسفر بها بحيث لو ظهر فساد صلاته يمكنه أن يعيدها في الوقت بقراءة مستحبة .

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۴/ ۲۸۳ : فقہاء رحمہم اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز اجالے میں ادا کی جائے یعنی طلوع آفتاب سے اس قدر پہلے شروع کی جائے کہ سنت کے مطابق (کم از کم چالیس پچاس آیت) پڑھ کر نماز پوری کر سکیں اور اگر نماز میں فساد آجائے تو مسنون قراءت کے ساتھ نماز کا اعادہ کر سکیں (اس کے لئے پچیس تیس منٹ کافی ہے)۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۱۴۱ : نماز ایسے وقت شروع کی جائے کہ اس میں قراءت مسنونہ کرنے کے بعد اگر فساد کی صورت پیش آجائے تو بطریقۂ مسنونہ اعادہ کر سکیں تجربہ سے ثابت ہوا کہ طلوع آفتاب سے تقریبا آدھا گھنٹہ قبل قاعدۂ مذکورہ کے مطابق نماز ہو سکتی ہے۔

সাহরীর শেষ ও ফজরের শুরু সময়ের মধ্যে ব্যবধান

প্রশ্ন : ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত নামায ও সাহরী ইফতারের চিরস্থায়ী সময়সূচির ক্যালেন্ডারে সাহরীর শেষ সময় ও ফজর শুরুর সময় আলাদা কলামে লেখা হয়েছে, যাতে সময়ের ব্যবধান পাঁচ মিনিট। অথচ প্রকৃতপক্ষে সাহরীর শেষ সময় ও ফজরের শুরু সময় আলাদা নয়। উক্ত পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ কী? হযরত আবরারুল হক (রহ.)-এর একজন খলীফা, যিনি ঢাকার একজন অতি পরিচিত মুফতী তিনি এ ব্যাপারে বলেছেন যে আগের প্রকাশিত ক্যালেন্ডারে সাহরীর শেষ ও ফজরের শুরু একই সময় উল্লেখ আছে। যাতে সতর্কতামূলক ফজর শুরু হওয়ার চার-পাঁচ মিনিট পূর্বের সময় লেখা, অর্থাৎ এ সময় ফজর শুরু হয়নি। তবে রোজার হেফাজতের জন্য সতর্কতা হিসেবে এ সময় কিছু খাওয়া যাবে না। কিন্তু এ সময় আযান দিয়ে দিলে তা ওয়াক্ত শুরুর আগে হবে। ফলে আযান বরবাদ হয়ে যাবে এবং এই আযানের সাথে সাথে ঘরে কোনো মহিলা নামায শুরু করে দিলে সেই নামাযও ওয়াক্তের আগে হওয়ার কারণে বরবাদ হবে। তিনি আরো বলেন, আযান না হওয়ার জন্য ও এই মহিলাদের নামায বরবাদ হওয়ার জন্য মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন ভাই গোনাহগার হবেন। মুফতী সাহেবের কথা কতটুকু সঠিক? এ ক্ষেত্রে সাধারণ মুসল্লিদের করণীয় কী?

উত্তর : ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত সময়সূচিতে সতর্কতামূলক সাহরীর শেষ ও ফজর শুরুর সময় আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশ্নে উল্লিখিত

Scanned by CamScanner

মুফতী সাহেবের বক্তব্য সঠিক। তাই মুসল্লিদের জন্য উক্ত সময়সূচিতে প্রদত্ত সময়ের অনুসরণ করে চলা জরুরি। (১২/১৪২/৩৮৫০)

📖 الفتاوى الهندية (دارالكتب العلمية) ١/ ٦٠ : تقديم الأذان على الوقت في غير الصبح لا يجوز اتفاقا وكذا في الصبح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن قدم يعاد في الوقت .

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٨٥ :(قوله: خلافا للثاني) هذا راجع إلى الأذان فقط، فإن أبا يوسف يجوز الأذان قبل الفجر بعد نصف الليل ح.

📖 احسن الفتاوی(سعید) ٢ /٢٩٠: اگر اذان کا ایک کلمہ بھی وقت سے پہلے ہو گیا تو پوری اذان کالوٹانا ضروری ہے۔

ফজর ও এশার সময় শুরু ১৫° নাকি ১৮° থেকে?

প্রশ্ন : জনাব সবিনয় নিবেদন এই যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন নামাযের চিরস্থায়ী সময়সূচি ক্যালেন্ডারে সূর্যোদয়ের ১৮ ডিগ্রি পূর্বে, আর ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকার ক্যালেন্ডারে উক্ত সময়ের ৫ মিনিট পরে ফজর শুরু দেখানো হয়েছে। অথচ 'আহসানুল ফাতাওয়া' নামক ফতওয়া গ্রন্থের রচয়িতা ১৫ ডিগ্রি পূর্বে ফজরের ওয়াক্ত শুরু না হওয়াটা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণ করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো :

১. সূর্যোদয়ের ১৫° পূর্বে ফজরের নামায আদায় করে নিলে তা সহীহ হবে কি না? এবং ১৫° পর্যন্ত কেউ ইচ্ছাকৃত সাহরী খেলে তার রোজা সহীহ হবে কি না?
২. তদ্রূপ সূর্য ১৫° নিচে নেমে গেলে ১৮°-এর পূর্বে এশার নামায আদায় করলে তা সহীহ হবে? নাকি ১৮° পরে পুনরায় তা পড়তে হবে?
৩. সব সময় ফজরের আযান সূর্যোদয়ের ১৫° পূর্বে দেওয়া কতটুকু শরীয়তসম্মত? দলিলসহ জানালে খুশি হব।

বি: দ্র:. ফজরের আযান ফজরের ওয়াক্তের পূর্বে দেওয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে 'বাদায়েউস সানায়ে'সহ কয়েকটি ফতওয়ার কিতাবে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মত থাকলেও 'তাবঈনুল হাক্বায়েক্ব'সহ বেশ কয়েকটি ফতওয়ার

Scanned by CamScanner

নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে বোঝা যায় উক্ত মতটি غیر مفتی بہ ফতওয়াযোগ্য নয়। বরং
জায়েয না হওয়াই مفتی بہ তথা ফতওয়াযোগ্য মত।

উত্তর : ১. মহাকাশ বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের মতে, সুবহে সাদিক ১৮°-এর ওপর হয়।
তাই এ উক্তি মতে ১৫°-এর সময়, অর্থাৎ ১৮°-এর পর ফজরের নামায আদায় করলে
অবশ্যই সহীহ হবে এবং সাহরী ১৮°-এর পরে খেলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু কারো
কারো মতে ১৫°-এর ওপর সুবহে সাদিক হয়। এ দৃষ্টিকোণে ১৫°-এর পূর্বে ফজরের
নামায সহীহ হবে না, সাহরীও ১৫° পর্যন্ত খাওয়া যাবে। উভয় মতের দিকে লক্ষ রেখে
সতর্কতামূলক ১৮° পর সাহরী খাওয়া নিষেধ এবং ১৫° পূর্বে ফজর নামায আদায় না
করা উচিত বলে আমরা ফতওয়া দিয়ে থাকি এবং এখান থেকে প্রকাশিত ক্যালেন্ডারেও
তাই বলা হয়েছে।

২. পশ্চিমাকাশের সূর্য ১৫° নিচে নেমে গেলে شفق احمر শেষ হয়ে যায়। ইমাম আবু
ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর নিকট তখন এশার নামাযের সময় শুরু হয়। পক্ষান্তরে
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নিকট شفق ابیض তথা ১৮° শেষ হলে এশার সময় শুরু
হয়। সুতরাং সূর্য ১৮° নিচে নামার পূর্বে এশার নামায আদায় করা মোটেই সমীচীন
নয়। এ ক্ষেত্রে সতর্কতা হলো ১৫°-১৮° পর্যন্ত না মাগরিব পড়া উচিত না এশা পড়া।

৩. রমাজান মাস ছাড়া অন্য মাসে মতানৈক্য থেকে বাঁচার জন্য ১৫°-এর সময় ফজরের
আযান দেওয়াই উত্তম। তবে ১৮°-এর সময় আযান দিলে হয়ে যাবে, কেননা মহাকাশ
বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই বলেছেন যে সূর্য ১৮° তে এলে সুবহে সাদিক হয়ে যায়।
(১৬/৪৩০/৬৫৫৫)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲ /۱۲۵ : إن انحطاط الشمس تحت الافق متى
كان ثمانية عشر جزءًا كان ذلك وقت طلوع الفجر فى المشرق
ووقت مغيب الشفق فى المغرب، ولما لم يكن شيئا معينا بل
بالأول مختلطا اختلف فى هذا القانون فرآه بعضهم سبعة عشر
جزءا- (القانون المسعودى لابى ريحان البيرونى ۲ /۹۴۹)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱ /۴۰۱ : صبح صادق طلوع آفتاب سے ۱۸°
درجہ پہلے ہوتی ہے، جس کی مقدار گھنٹوں کے حساب سے ایک گھنٹہ ۱۵ منٹ ہوتی ہے،
اور صبح کاذب وصادق میں تین درجہ کا تفاوت ہے، یعنی صبح کاذب صبح صادق سے ۱۲ منٹ

Scanned by CamScanner

پہلے ہوتی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ سحری طلوع آفتاب سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ترک کردی جائے۔

📖 نوادر الفقہ (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱/ ۲۲۰ : موسم گرما کے وہ ایام جن میں شفق ابیض بہت تاخیر سے غائب ہوتی ہے اور آفتاب کے اٹھارہ درجے زیر افق پہنچنے تک اسکے انتظار کرنے سے واقعۃ حرج لازم ہوتا ہے تو ان ایام میں حضرات صاحبین اور ائمہ ثلاثہؒ کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عشاء کا وقت غروب شفق احمر سے شروع ہوجاتا ہے اور اہل ریاضی کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ شفق احمر کا غروب اس وقت ہوتا ہے جب آفتاب پندرہ درجہ زیر افق پہنچ جائے۔

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۱/ ۳۵۲

সূর্যোদয়ের সময় আদায়কৃত নামায কাযা করতে হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করার সময় মনে করেছিল ওয়াক্ত আছে। নামায আদায় করার পর ঘড়ি ও ক্যালেন্ডারের সাথে মিলিয়ে দেখে যে যখন সে নামায আদায় করেছে তখন সূর্য উদিত অবস্থা, শরীয়তে তখন নামায পড়া নিষেধ। যেমন কেউ ১২ জুলাই পটুয়াখালীতে ৫টা ২৫ মিনিটে ফজরের নামায আদায় করেছে। এখন উক্ত নামায পুনরায় কাযা আদায় করতে হবে কি না? যদি কাযা আদায় করতে হয় তবে সুন্নাতের কাযাও আদায় করতে হবে কি না?

উত্তর : সূর্যোদয়ের সূচনা থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত নামায পড়া নিষিদ্ধ। ভুলবশত ফজরের ফরয বা সুন্নাত ওই সময়ের কোনো অংশে পড়লে তা পুনরায় কাযা করতে হয়। সুন্নাত সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়া হলে শুধু ফরয কাযা করতে হবে। আর সুন্নাত ওই নিষিদ্ধ সময়ের ভেতরে পড়া হলে যাওয়ালের পূর্ব পর্যন্ত সুন্নাতসহ কাযা করবে। উল্লেখ্য, সঠিক হিসাব মতে, ১২ জুলাই পটুয়াখালী সূর্যোদয়ের সূচনা ৫টা ২৩ মিনিট থেকে হয়। (৮/২৮৬/২১২৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٢٥١ : وأشار إلى أن فجر يومه يبطل بالطلوع والفرق بينهما أن السبب في العصر آخر الوقت وهو وقت التغير وهو ناقص فإذا أداها فيه أداها كما وجبت ووقت الفجر كله كامل فوجبت كاملة فتبطل بطرو الطلوع الذي هو وقت فساد لعدم الملاءمة بينهما .

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٣٧٣ : (قوله: بخلاف الفجر إلخ) أي فإنه لا يؤدي فجر يومه وقت الطلوع؛ لأن وقت الفجر كله كامل فوجبت كاملة، فتبطل بطرو الطلوع الذي هو وقت فساد.

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ١ / ٤٧٢ : (قوله وإنما تقضى) أي سنة الفجر تبعا له: أي الفجر: أي صلاة الصبح إذا كانت معها وهو يصلي: أي يقضي صلاة الصبح بجماعة أو وحده على الخلاف إلى وقت الزوال فلو لم يقضها حتى زالت الشمس ففي قضائها اختلاف المشايخ .

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কখন থেকে গণ্য হবে

প্রশ্ন : সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কখন থেকে ধরা হবে–সূর্য পুরোপুরি উঠে গেলে বা পুরো ডুবে গেলে, নাকি সূর্য ওঠা এবং ডোবা শুরু হলে?

উত্তর : সূর্য ওঠা এবং ডোবা শুরু হলেই সূর্যের উদয় হয়েছে বা সূর্য অস্ত গেছে গণ্য করা হবে। (১৪/৯১৫/৫৭৯১)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٣٧١ : وما دامت العين لا تحار فيها في حكم الشروق كما تقدم في الغروب أنه لا يصح كما في البحر. أقول: ينبغي تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع.

ইশরাক সূর্যোদয়ের ২৩ মিনিট পর নাকি ১০ মিনিট পর

প্রশ্ন : ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত এবং বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে প্রচারিত নামায-রোজার চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডারে ফজরের নামাযের পর সূর্য ওঠার ২৩ মিনিট পর ইশরাকের নামায পড়তে বলা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বসুন্ধরা থেকে নামাযের যে চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ইশরাকের নামায ১০ মিনিট পর আদায় করার কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই জানার বিষয় হলো, ২৩ মিনিট এবং ১০

Scanned by CamScanner

মিনিটের মাঝে ব্যবধান কী? তার মাঝে কোনটি বেশি শুদ্ধ এবং আপনাদের ১০ মিনিট বলার ব্যাপারে শরীয়তের দিকনির্দেশনা কী? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : সূর্যোদয়ের কত সময় পর ইশরাক নামাযের সময় আরম্ভ হয় এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। কিছু ফকীহর মতে, সূর্য দুই বর্শা সমপরিমাণ ওপরে উঠলে ইশরাক নামাযের সময় আরম্ভ হবে, তবে অধিকাংশ ফকীহগণ এক বর্শা পরিমাণ বলেছেন। এ ব্যাপারে আসল মাসআলা হলো, আকাশ পরিষ্কার থাকাবস্থায় সূর্যোদয়ের পর যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের দিকে খোলা চোখে স্বাভাবিকভাবে তাকানো যায় ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়া নিষেধ। আর সূর্য কিরণ ছড়ানোর সাথে সাথে যখন তার প্রতি স্বাভাবিকভাবে তাকানো সম্ভব হয় না তখন থেকে ইশরাকের সময় শুরু হয়। উল্লেখ্য, সূর্যোদয়ের সময়কে উপমহাদেশের মুফতীয়ানে কেরাম বিভিন্ন স্থানে বারবার প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণ করার পর এ কথায় একমত হয়েছেন যে সূর্যোদয়ের ১০ মিনিট পর হতে তার দিকে তাকালে তেজ/কিরণ পরিলক্ষিত হয়, যাকে কিতাবের ভাষায় এক বর্শার সমপরিমাণ ওপরে ওঠার পর বলা হয়েছে। যার পরিমাণ ১০ মিনিট ধরা হয়েছে। তাই ওই সময় হতে ইশরাকের সময় আরম্ভ হয়ে যাবে। তবে কেউ ২০-২৩ মিনিট অপেক্ষা করে ইশরাক নামায পড়লেও কোনো আপত্তি নেই। (১২/৬৬১)

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ٥/ ٦٢ (٧٨٨٦) : عن علي: أنه رآهم يصلون الضحى عند طلوع الشمس، فقال: «هلا تركوها حتى إذا كانت الشمس قدر رمح أو رمحين صلوها، فتلك صلاة الأوابين» -

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٧٧ : بقي الكلام في الوقت الذي تباح فيه الصلاة: إذا طلعت الشمس، والمذكور في «الأصل» : إذا طلعت حتى ارتفعت قدر رمحين أو قدر رمح تباح الصلاة، وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس، فالشمس في الطلوع لا تباح فيه الصلاة، فإذا عجز عن النظر تباح فيه الصلاة، وقال الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله بن الفضل ما دامت الشمس محمرة أو مصفرة على رؤوس الحيطان والجبال

Scanned by CamScanner

والأشجار فهي في الطلوع، فلا تحل الصلاة. فإذا ابيضت فقد طلعت وحلّت الصلاة.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٣٧١ : (قوله: مع شروق) وما دامت العين لا تحار فيها في حكم الشروق كما تقدم في الغروب أنه لا يصح كما في البحر ح. أقول: ينبغي تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع؛ لأن أصحاب المتون مشوا عليه في صلاة العيد حيث جعلوا أول أوقاتها من الارتفاع ولذا جزم به هنا في الفيض ونور الإيضاح.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ١/ ٤٠٧ : طلوع آفتاب سے دس منٹ کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٢/ ١٤٣ : چنانچہ حسب ہدایت مشاہدات سے ثابت ہوا کہ طلوع سے نو منٹ بعد آفتاب میں معہود تمازت آگئی اور غروب سے تیرہ منٹ قبل مکروہ وقت شروع ہوا، یہ فیصلہ بہت احتیاط سے کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مکروہ وقت دونوں جانب اس سے بھی کچھ کم تھا۔

সূর্যোদয়ের পর নিষিদ্ধ সময়ের পরিমাণ

প্রশ্ন : ফজরের পর সূর্য ওঠা আরম্ভ হওয়ার পর কত মিনিট পর্যন্ত নামায পড়া নিষেধ? প্রচলিত ক্যালেন্ডারে ২৩ মিনিট বিলম্ব করার কথা আছে, বসুন্ধরার ক্যালেন্ডারে ১০ মিনিটের কথা আছে, কোনটি সঠিক?

মুফতী মানসুরুল হক সাহেব তাঁর ফতওয়ায়ে রাহমানিয়ায় বলেছেন, "ফজরের পরে সূর্য ওঠা আরম্ভ হওয়ার পর থেকে এক তীর পরিমাণ (যার পরিমাণ নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী ৯ মিনিট) নামায পড়া নিষেধ। তবে প্রচলিত ক্যালেন্ডারে সতর্কতার জন্য কিছু বেশি বিলম্বের কথা লেখা হয়েছে। হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব হারদূয়ী দাঃ বাঃ ১৫ মিনিট বিলম্বের কথা বলে থাকেন। আমলের জন্য এটাই উত্তম।"

প্রশ্ন হলো, যদি এক তীর পরিমাণ ৯ মিনিট হয় তাহলে বসুন্ধরা ক্যালেন্ডারে ১০ মিনিট বলা হয়েছে কেন? অথচ হারদূয়ী (রহ.) ১৫ মিনিট বিলম্বের কথা আমলের জন্য উত্তম বলেছেন এর কারণ কী?

Scanned by CamScanner

প্রচলিত ক্যালেন্ডার যা মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী সাহেব (রহ.) কর্তৃক প্রণীত, তাতে ২৩ মিনিটের কথা আছে। এখন প্রশ্ন, যদি হারদূয়ী হযরতের কথামতো সতর্কতামূলক আমরা ১৫ মিনিট বিলম্ব করতে পারি তাহলে সতর্কতামূলক ২৩ মিনিট বিলম্ব করলে অসুবিধা কোথায়?

সূর্যোদয়ের পর যে ১০ মিনিট বিলম্বের কথা আছে তা কি বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশে (যেমন–আরব, মিসর) পালিত হয়?

উত্তর : সূর্যোদয়ের সূচনা থেকে কতক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়া নিষিদ্ধ, এটা ঘড়িনির্ভর নয়। বরং এর সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে মুশাহাদা ও স্বচক্ষে সূর্য দেখার সাথে। সূর্য যখন এমন আলোকিত হয়, যার দরুন তার প্রতি সাধারণত স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা কষ্ট হয়, তখন নামায পড়া সহীহ হয়; এর পূর্বে নয়। মৌসুম এবং পরিবেশের কারণে সব সময় ওই স্তরটা বোঝা কষ্টসাধ্য। তাই ফুকাহায়ে কেরাম আরো একটি সহজ পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তা হলো সূর্য দিগন্ত থেকে এক বর্শা (প্রায় ৯ ফুট) পরিমাণ উঁচু হয়ে যাওয়ার পর নামায পড়া সহীহ হবে। প্রতিদিন ওই উচ্চতা দেখাও সম্ভব নয় বিধায় উলামায়ে কেরাম অনেক তাহকীক ও বারবার স্বচক্ষে দেখার পর সূর্য এক বর্শা উঁচু হওয়ার পরিমাণ মিনিটের হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এখন মিনিটের হিসাব বর্ণনায় যেসব মতামত পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে কোনটা সঠিক তা নির্ণয় করার সহজ উপায় হলো স্বচক্ষে বারবার সূর্যের উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করা এবং কত মিনিটে সূর্য দিগন্ত থেকে এক বর্শা পরিমাণ উঁচু হয় তা যাচাই করা। যদি ৯-১০ মিনিটে হয়ে যায় তাহলে এরপর নামায নিষিদ্ধ বলার অবকাশ থাকে না। সুতরাং আপনি দেখে এ বিষয়ের সত্যতা যাচাই করতে পারেন। (৯/৮০২/২৮৩০)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٧٧ : بقي الكلام في الوقت الذي تباح فيه الصلاة: إذا طلعت الشمس، والمذكور في «الأصل» : إذا طلعت حتى ارتفعت قدر رمحين أو قدر رمح تباح الصلاة، وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس، فالشمس في الطلوع لا تباح فيه الصلاة، فإذا عجز عن النظر تباح فيه الصلاة، وقال الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله بن الفضل ما دامت الشمس محمرة أو مصفرة على رؤوس الحيطان والجبال والأشجار فهي في الطلوع، فلا تحل الصلاة. فإذا ابيضت فقد طلعت وحلّت الصلاة -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٣٧١ : (قوله: مع شروق) وما دامت العين لا تحار فيها في حكم الشروق كما تقدم في الغروب أنه لا يصح كما في البحر ح. أقول: ينبغي تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع؛ لأن أصحاب المتون مشوا عليه في صلاة العيد حيث جعلوا أول أوقاتها من الارتفاع ولذا جزم به هنا في الفيض ونور الإيضاح .

📖 امدادالاحکام (دارالعلوم کراچی) ۱/ ۴۰۷ : طلوع آفتاب سے دس منٹ کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲ / ۱۴۱ : طلوع آفتاب سے کتنی دیر بعد اور غروب آفتاب سے کتنی دیر پہلے نماز پڑھنا جائز ہے اور کیا وقت کی کوئی ایسی مقدار مقرر ہے؟

الجواب-اس بارہ میں اصل ضابطہ جو پوری دنیا کیلئے کارآمد ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آفتاب طلوع کے بعد اس کیفیت پر رہے کہ اس کو دیر تک دیکھنے میں آنکھوں کو دشواری اور خیرگی نہ ہو اسوقت تک نماز پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح عصر میں جب یہ کیفیت ہو جائے تو نماز مکروہ ہے الا عصر یومہ، ایک دوسرا معیار بھی فقہاء نے تحریر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب آفتاب طلوع کے بعد افق سے ایک رمح کی مقدار بلند ہو جائے تو نماز پڑھنا درست ہے، اسی طرح عصر کے بعد جب آفتاب کی بلندی افق سے ایک رمح کی مقدار سے کم ہونے لگے تو نماز درست نہیں الا عصر یومہ، رمح کی مقدار بارہ بالشت ہے۔

📖 فیہ ایضا ۲/ ۱۴۳ : چنانچہ حسب ہدایت مشاہدات سے ثابت ہوا کہ طلوع سے نو منٹ بعد آفتاب میں معہود تمازت آگئی اور غروب سے تیرہ منٹ قبل مکروہ وقت شروع ہوا، یہ فیصلہ بہت احتیاط سے کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مکروہ وقت دونوں جانب اس سے بھی کچھ کم تھا۔

মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তের পূর্বে মাকরূহ ওয়াক্তের পরিমাণ

প্রশ্ন : সিলেট ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় নামাযের সময়সূচি নির্ধারণ দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত একটি ক্যালেন্ডারের অনুপাতে করা হয়, ক্যালেন্ডারের প্রণেতা হলেন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন সিলেট আলিয়ার সাবেক মুদাররিস মাওলানা মুছাদ্দির আলী কাসেমী (রহ.)। উক্ত ক্যালেন্ডারের নিম্নাংশে লিখিত রয়েছে যে তিনটি সময়ে নামায পড়া

Scanned by CamScanner

মাকরূহ। ১. সূর্যোদয়ের সময় হতে ২৩ মিনিট পর্যন্ত, ২. সূর্য বরাবর মাথার ওপর হওয়ার সময় হতে পরবর্তী ২৩ মিনিট পর্যন্ত। কিন্তু জনৈক মাওলানা সাহেবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা বুঝতে পারলাম যে উক্ত ক্যালেন্ডারে লিখিত মাকরূহ ওয়াক্তের সীমা নির্ধারণ ঠিক নয়। বরং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ১০ মিনিটের মধ্যেই কারাহাত দূর হয়ে যায় এবং দ্বিপ্রহরের সময় মাত্র ৫ মিনিটের প্রয়োজন হয়। বিস্তারিত প্রমাণাদি সহকারে জানার ইচ্ছা পোষণ করলে মাওলানা সাহেব ঐতিহ্যবাহী মারকাযুল ফিকরিল ইসলামীর তাহক্বীকাতে আলিয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করার পরামর্শ দেন।

উত্তর : প্রত্যক্ষ দেখাই নামাযের সময় জানার মূল ভিত্তি; কিন্তু দেখে সময় ঠিক করা সকলের জন্য এবং সব সময় সম্ভব হয় না বিধায় সঠিক হিসাবের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত সময়সূচির ওপর আমলের সুযোগ রয়েছে, তবে এর জন্য জরুরি শর্ত হলো হিসাবের ফর্মুলা এবং অংক সহীহ হয়েছে কি না, তা নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞ আলেমের মাধ্যমে যাচাই করে সঠিক প্রমাণিত করা। এরূপ সঠিক প্রমাণিত সময়সূচিতে প্রদত্ত সূর্যোদয়ের সময় থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত, দ্বিপ্রহরের সময় ৬ মিনিট পর্যন্ত এবং সূর্যাস্তের পূর্বে ১০ মিনিট নামায মাকরূহ তথা নিষিদ্ধ। দ্বিপ্রহরের সময় মূলত মাকরূহ ওয়াক্ত হলো মধ্য আকাশে সূর্য স্থির থাকাকালীন মাত্র, কিন্তু সতর্কতামূলক মূল সময়ের পূর্বে ও পরে ৩ মিনিট করে ৬ মিনিট নামায পড়তে নিষেধ করা হয়। (৮/৪৪৬/২১৪৫)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٧٧ : بقي الكلام في الوقت الذي تباح فيه الصلاة: إذا طلعت الشمس، والمذكور في «الأصل» : إذا طلعت حتى ارتفعت قدر رمحين أو قدر رمح تباح الصلاة، وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس، فالشمس في الطلوع لا تباح فيه الصلاة، فإذا عجز عن النظر تباح فيه الصلاة، وقال الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله بن الفضل ما دامت الشمس محمرة أو مصفرة على رؤوس الحيطان والجبال والأشجار فهي في الطلوع، فلا تحل الصلاة. فإذا ابيضت فقد طلعت وحلّت الصلاة-

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٣٧١ : (قوله: مع شروق) وما دامت العين لا تحار فيها في حكم الشروق كما تقدم في الغروب أنه لا يصح كما في البحر ح. أقول: ينبغي تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام

Scanned by CamScanner

محمد من أنه ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع؛ لأن أصحاب المتون مشوا عليه في صلاة العيد حيث جعلوا أول أوقاتها من الارتفاع ولذا جزم به هنا في الفيض ونور الإيضاح .

📖 وفيه أيضا ١ /٣٧١ : (قوله: واستواء) التعبير به أولى من التعبير بوقت الزوال؛ لأن وقت الزوال لا تكره فيه الصلاة إجماعا بحر عن الحلية: أي لأنه يدخل به وقت الظهر كما مر. وفي شرح النقاية للبرجندي: وقد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند انتصاف النهار إلى أن تزول الشمس ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب انتصاف النهار بلا فصل، وفي هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه، فلعل أنه لا تجوز الصلاة بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان، أو المراد بالنهار هو النهار الشرعي وهو من أول طلوع الصبح إلى غروب الشمس، وعلى هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان يعتد به. اهـ إسماعيل ونوح وحموي.

وفي القنية: واختلف في وقت الكراهة عند الزوال، فقيل من نصف النهار إلى الزوال لرواية أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس») قال ركن الدين الصباغي: وما أحسن هذا؛ لأن النهي عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيه اهـوعزا في القهستاني القول بأن المراد انتصاف النهار العرفي إلى أئمة ما رواه النهر، وبأن المراد انتصاف النهار الشرعي وهو الضحوة الكبرى إلى الزوال إلى أئمة خوارزم .

Scanned by CamScanner

হারামাইনে মিছলে আউয়্যালে আসর পড়া

প্রশ্ন : হারামাইনে আসরের নামায যে সময় হয় তা হানাফী মাযহাব মতে সময়ের অনেক আগে হয়ে থাকে। এ জামাআতে হানাফীদের নামায আদায় সহীহ হয় কি না? যদি কেউ হজের মৌসুমে নামায আদায় করে থাকে, তার নামায দোহরাতে হবে কি না?

উত্তর : হানাফীদের জন্য হারামাইনের আসরের জামাআতে শরীক হওয়া সহীহ হবে ওই নামায দোহরানের প্রয়োজন নেই। (৯/৭৮৬/২৮৫৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١٢٢ : وأما آخره فلم يذكر في ظاهر الرواية نصا، واختلفت الرواية عن أبي حنيفة، روى محمد عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، والمذكور في الأصل ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولم يتعرض لآخر وقت الظهر، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن والشافعي، وروى أسد بن عمرو وعنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه، فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الفجر والظهر، والصحيح رواية محمد عنه، فإنه روي في خبر أبي هريرة، وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر وهذا ينفي الوقت المهمل -

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبه دار العلوم) ٢/ ٥٤ : سوال- فى بلدة كثير الأحناف ودونهم الشوافع وإمام أهل المذهبين حنفى، ففى هذه الصورة هل يعين وقت الظهر وإنتهائه وشروع وقت العصر على مذهب الحنفى أو على مذهب الشافعى وكيف الفتوى ؟

الجواب – ينبغى أن يراعى الإمام فى أوقات الصلاة مذهب الإمام الأعظم رضى الله عنه فإن الاحتياط فى صلاة الظهر والعصر فى مذهبه رضى الله عنه كما فى رد المحتار، والأحسن ما فى السراج

Scanned by CamScanner

من شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لايصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع -

হানাফী ব্যক্তি মিছলে আউয়ালে আসরের ইমামতি করা

প্রশ্ন : আমি মালয়েশিয়ায় থাকি, সেখানে বেশির ভাগ মানুষ শাফেয়ী, হানাফীর সংখ্যা খুব কম, ফলে নামায তাদের নিয়মে পড়তে হয়। কিন্তু আসরের নামাযের সময় নিয়ে সমস্যা হয়। কারণ মালয়েশিয়ায় হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আসরের সময় হয় ৫টা ৩০ মিনিটে, আর শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী সময় হয় ৪টা ৪৫ মিনিটে, আযান হয় ৫টায়, নামায শুরু হয় ৫টা ১৫ মিনিটে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, যদি কোনো হানাফী ব্যক্তি শাফেয়ী মাযহাব মতে সময় হওয়ার পর আযান দিয়ে নামাযের ইমামতি করে তাহলে তার ইমামতি সহীহ হবে কি না? বা কোনো হানাফী ব্যক্তি যদি শাফেয়ী ইমামের পেছনে এক্তেদা করে, তাহলে তার নামায হবে কি না?

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা আসরের আযান ও নামায হানাফী মতে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর আদায় করবে। অপারগতাবশত কোনো সময় হানাফী হয়ে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী আসরের সময়ে আসরের নামায পড়ে নিলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে, পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অপারগতা ছাড়া সব সময় হানাফীদের জন্য শাফেয়ী মতানুযায়ী আসরের ওয়াক্তে আসরের নামায পড়ার অনুমতি নেই। বরং হানাফী মতানুসারে ওয়াক্ত শুরু হলে আযান দিয়ে নামায আদায় করতে হবে। (১৪/২০৪/৫৫৯০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١٢٢ : وأما آخره فلم يذكر في ظاهر الرواية نصا، واختلفت الرواية عن أبي حنيفة، روى محمد عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، والمذكور في الأصل ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولم يتعرض لآخر وقت الظهر، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن والشافعي، وروى أسد بن عمرو وعنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر، ولا يدخل

Scanned by CamScanner

وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه، فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الفجر والظهر، والصحيح رواية محمد عنه، فإنه روي في خبر أبي هريرة، وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر وهذا ينفي الوقت المهمل -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ /۳۲۹ : مستقلا ہمیشہ مثل واحد پر نماز عصر ادا کرنا گویا امام ابو حنیفہ کے مذہب کو ترک کرنا ہے اس لئے ایسا نہ کیا جائے کبھی اتفاقیہ ایسی نوبت آجائے تو امر آخر ہے اگر مثلین پر نماز ادا کی جائے تو امام ابو حنیفہ وامام شافعی دونوں حضرات کے نزدیک بالاتفاق نماز ہو جائے گی اگر مصالح سمجھ کر یہ صورت اختیار کرلی جائے کہ مثلین پر سب آمادہ ہو جائے تو اعلی بات ہے، لیکن اس کی خاطر مجبور نہ کیا جائے نہ خلفشار، اگر یہ صورت نہ ہو سکے تو حنفی حضرات دوسری مسجد میں جاکر مثلین پر جما عت کر لیا کریں، یہ بھی نہ ہو سکے تو مدرسہ کے ایک کمرہ میں مثلین پر جماعت کر لیا کریں، اذان زیادہ بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں اتنی آواز کافی ہے کہ مدرسہ کے مدرسین و طلباء سن لیں جن کو نماز مثلین پر پڑھنی ہے جہاں تک ہو سکے خلفشار اور فتنہ سے پورا پرہیز کیا جائے۔

আওয়াবীনের সময়

প্রশ্ন : আওয়াবীন নামাযের সময় মাগরিবের সুন্নাতের পর, নাকি মাগরিবের দুই রাক'আত নফল নামাযের পর? এতে কি কোনো বিশেষ সূরা আছে?

উত্তর : কিছু উলামার মতে, ফরযের পরই আওয়াবীনের সময় শুরু হয়। অতএব, দুই রাক'আত সুন্নাতসহ সর্বমোট ছয় রাক'আত পড়ার দ্বারা আওয়াবীন পড়ার সাওয়াব অবশ্যই পেয়ে যাবে। কিন্তু দুই রাক'আত সুন্নাত পড়ার পর ছয় রাক'আত আওয়াবীন পড়াই শ্রেয়। উল্লেখ্য, হাদীস শরীফে আওয়াবীনের নামায ঊর্ধ্বে ২০ রাক'আত পর্যন্ত পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে বিশেষ কোনো সূরা নেই। (৬/৪০/১০৬৫)

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١ / ١٩٥ : (والست بعد المغرب) تسمى صلاة الأوابين قال - عليه الصلاة والسلام - «من صلى بعد

Scanned by CamScanner

المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بشيء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة» هذا يدل على أن ركعتي المغرب محسوبة من الست لكن في الأشباه خلافه تتبع .

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٢/ ٢٣٠ (٤٣٥) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة».

📖 الزهد والرقائق لابن المبارك (دارالكتب العلمية) ص ٤٤٥ : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «صلاة الأوابين الخلوة التي بين المغرب والعشاء، حتى يثوب الناس إلى الصلاة» -

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٣/ ٢٤٩ : المفهوم أن الركعتين الراتبتين داخلتانِ فى الست، وكذا في العشرين المذكورة فى الحديث الآتي .

📖 مصباح الزجاجة (قديمي كتب خانه) ص ١/ ٨١ : ست ركعات المفهوم ان الركعتين الراتبتين داخلتان في الست قاله الطيبي فيصلي المؤكدتين بتسليمة وفي الباقي الخيار-

তাহাজ্জুদ কখন ফজরের সুন্নাত গণ্য হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তাহাজ্জুদের সময় আছে মনে করে তাহাজ্জুদের নিয়্যাত করে নামায শুরু করে, দ্বিতীয় রাক'আতের সিজদায় থাকাবস্থায় ফজরের আযান শুরু হয়ে গেল। এমতাবস্থায় তার নামায তাহাজ্জুদ গণ্য হবে কি না? এবং ফজরের সুন্নাত পুনরায় পড়তে হবে, নাকি উক্ত নামাযই সুন্নাত হিসেবে বিবেচিত হবে?

উত্তর : সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার পর যেকোনো নফলের নিয়্যাতেই নামায পড়া হোক না কেন, তাতে ফজরের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। তবে সুবহে সাদিকের পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়্যাতে নামায শুরু করলে পরক্ষণে নামাযরত অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে

Scanned by CamScanner

গেলে তা তাহাজ্জুদের-নামায হিসেবে গণ্য হবে, ফজরের সুন্নাত পুনরায় পড়তে হবে। (৬/৫৬২/১৩৪১)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٤٤٧ : ولو صلى ركعتين بنية التطوع وهو يظن أن الليل باقٍ، فإذا تبين أن الفجر قد كان طلع ذكر القاضي الإمام علاء الدين محمود المفتي في «شرح المخلفات» أنه لا رواية في هذه المسألة، وقال المتأخرون تجزئه عن ركعتي الفجر، وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في «شرح كتاب الصلاة» : ظاهر الجواب أنه يجزئه عن ركعتي الفجر؛ لأن الأداء أصل في الوقت، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله بهذا، وهذه الرواية تشهد أن السنة تحتاج إلى النية، وفي بعض الروايات أن على قول أبي حنيفة: لا يجزئه عن ركعتي الفجر، وعلى قولهما تجزئة.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ١ / ٢٥٣ : ولو شرع في التطوع قبل طلوع الفجر فلما صلى ركعة طلع الفجر قيل يقطع الصلاة وقيل يتمها والأصح أنه يتمها ولا تنوب عن سنة الفجر على الأصح -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٣٧٥ : لو صلى تطوعا في آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر فإن الأفضل إتمامها؛ لأن وقوعه في التطوع بعد الفجر لا عن قصد ولا ينوبان عن سنة الفجر على الأصح -

📖 فيه ايضا ٢/ ٨٨ : أنه لو صلى ركعتين من التهجد فظهر وقوعهما بعد طلوع الفجر أجزأتاه عن سنة الفجر في الصحيح -

📖 فتاوى رحيميه (دار الاشاعت) ١ /١٨٧ : سوال- مجھے تہجد کا شوق ہے ایک دن تہجد کی دو رکعت کی نیت کی اسی اثناء میں اذان ہوئی میں نے دو رکعت پوری کی، تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اذان بر وقت ہوئی ہے اور دو رکعت جو پڑھی گئی ہے وہ صبح صادق کے بعد ادا ہوئی ہے، اب سنت فجر پڑھی جائے یا نہیں؟ اس سوچ میں جماعت کھڑی ہو گئی اور سنت پڑھے بغیر جماعت میں شامل ہو گیا تو اب کیا کروں؟ سنت فجر کی قضا ہے یا نہیں؟

جواب- صورت مسئولہ میں جب یقین ہے کہ دو رکعت صبح صادق کے بعد ادا کی گئی ہے تو یہ دو رکعات سنت فجر کے قائم مقام ہو گئی یعنی سنت فجر پڑھنے کی ضرورت نہیں.

Scanned by CamScanner

ছোট দিনে মাগরিবের সময়ের পরিমাণ

প্রশ্ন : ছোট দিনে মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত কতক্ষণ থাকে?

উত্তর : মাগরিবের ওয়াক্ত সূর্যাস্ত থেকে পশ্চিম আকাশের সাদা রেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত। তার আনুমানিক সময় বড় দিনে সর্বোচ্চ ১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট আর ছোট দিনে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। কিন্তু বিনা ওজরে মাগরিবের নামায দেরি করে আদায় করা মাকরূহ। (১১/৪৩৬/৩৫৯১)

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ١/ ٢٥٨ : (قوله: والمغرب منه إلى غروب الشفق) أي وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق لرواية مسلم «وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق» وضبطه الشمني بالثاء المثلثة المفتوحة وهو ثوران حمرته. (قوله: وهو البياض) أي الشفق هو البياض عند الإمام وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر ومعاذ وعائشة - رضي الله عنهم -

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبہ دار العلوم) ٢/ ٤٧ : الجواب- غروب سے شفق ابیض کے غائب ہونے تک امام ابو حنیفہ رح کے نزدیک وقت مغرب کا رہتا ہے جس کی مقدار تقریبا سوا گھنٹہ یا کچھ منٹ زیادہ ہے اور صاحبین کے نزدیک شفق احمر کے غائب ہونے تک وقت مغرب کا رہتا ہے جو پہلی مقدار سے کم ہے۔

মাগরিবের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে বয়ান করা

প্রশ্ন : মাগরিবের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে মুসল্লিদের সমাগমের জন্য কিছু সময় উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশে দ্বীনি আলোচনা বা মাস'আলা-মাসায়েল বয়ান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : মাগরিবের নামাযের সময় হলে আযান দিয়ে বিলম্ব না করে নামায আদায় করা শরীয়তের বিধান। তবে আযানের পর দরূদ শরীফ, দু'আ এবং ইমামের যথাস্থানে উপস্থিতি, কাতার সোজাকরণ ইত্যাদির সুবিধার্থে তিন আয়াত পড়া পরিমাণ সময় বিলম্ব করা মুস্তাহাব। এ সময় ওয়াজ-নসীহত করে অতিরিক্ত বিলম্ব করা ঠিক নয়। তাই

Scanned by CamScanner

মাগরিবের নামায বেশি বিলম্ব না করে যথা সময়ে আদায় করে নেওয়াই শরীয়তের নির্দেশ। (১৫/৫২৫/৬১৩৮)

📖 الفتاوي الهندية (دار الكتب العلمية) ١ /٦٣ : وأما إذا كان في المغرب فالمستحب يفصل بينهما بسكتة يسكت قائما مقدار ما يتمكن من قراءة ثلاث آيات قصار. هكذا في النهاية فقد اتفقوا على أن الفصل لا بد منه فيه أيضا. كذا في العتابية. واختلفوا في مقدار الفصل فعند أبي حنيفة - رحمه الله - المستحب أن يفصل بينهما بسكتة يسكت قائما ساعة ثم يقيم، ومقدار السكتة عنده قدر ما يمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وعندهما يفصل بينهما بجلسة خفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين وذكر الإمام الحلواني الخلاف في الأفضلية حتى إن عند أبي حنيفة - رحمه الله - إن جلس جاز والأفضل أن لا يجلس وعندهما على العكس. كذا في النهاية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷ /۵۳ : اتنا وقفہ کرلینا چاہیے کہ مؤذن اذان سے فارغ ہو کر صف میں پہونچ جائے اور اذان کے بعد دعا بھی پوری ہو جائے جب مؤذن موجود ہو تو بہتر ہے کہ وہی تکبیر کہے یا دوسرے کو اجازت دیدے۔

নিয়মিত কয়েক মিনিট দেরি করে মাগরিব শুরু করা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব মাগরিবের আযান হওয়ার ২-৩ মিনিট পর নামায শুরু করেন এবং যদি নামাযের পর কোনো দিন দ্বীনি আলোচনা থাকে তবে ইমাম সাহেব ওই ২-৩ মিনিট সময়ে নামাযের পর মুসল্লিগণকে বসার জন্য কিছু উৎসাহমূলক কথা বলেন। জানার বিষয় হলো, ওই সময় উৎসাহমূলক কথা বলা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মাগরিবের আযানের পর ২-৩ মিনিট নিয়মিত প্রতিদিন দেরি করা অনুচিত। প্রয়োজনে কখনো কোনো কথা বলতে হলে ২-৩ মিনিট পরিমাণ বলতে পারেন। (১১/৪০২/৩৫৮০)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٣٦٩ : (قوله: يكره تنزيها) أفاد أن المراد بالتعجيل أن لا يفصل بين الأذان والإقامة بغير جلسة أو سكتة على الخلاف. وأن ما في القنية من استثناء التأخير القليل محمول على ما دون الركعتين، وأن الزائد على القليل إلى اشتباك النجوم مكروه تنزيها.

নিয়মিত ১৫-২০ মিনিট দেরি করে মাগরিব শুরু করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক মসজিদে নিয়মিত মাগরিবের আযানের পর চাঁদা উঠায়, যার দরুন নামায ১৫-২০ মিনিট দেরিতে শুরু হয়। প্রশ্ন হলো, এভাবে চাঁদা তোলা এবং দেরি করে নামায পড়ার শরয়ী বিধান কী? দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে জানালে খুশি হব।

উত্তর : মসজিদের প্রয়োজনে মসজিদের ভেতরে চাঁদা উঠানো জায়েয থাকলেও এভাবে মাগরিবের নামায দেরি করে চাঁদা উঠানো ঠিক নয়। যেহেতু মাগরিবের নামায ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে দেরি না করে পড়া সুন্নাত, বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া দেরি করা মাকরূহ। তাই ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর চাঁদা তোলার বাহানায় ১৫-২০ মিনিট দেরি করে মাগরিবের নামায আদায় করার দ্বারা নামায হয়ে গেলেও মাকরূহ হবে। (১৭/৫৬৮/৭১৯৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣٦٨ : (و) أخر (المغرب إلى اشتباك النجوم) أي كثرتها (كره) أي التأخير لا الفعل لأنه مأمور به (تحريما) إلا بعذر كسفر، وكونه على أكل.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٦٨ : (قوله: إلى اشتباك النجوم) هو الأصح. وفي رواية لا يكره ما لم يغب الشفق بحر أي الشفق الأحمر؛ لأنه وقت مختلف فيه فيقع الشك. وفي الحلية بعد كلام: والظاهر أن السنة فعل المغرب فورا وبعده مباح إلى اشتباك النجوم فيكره بلا

Scanned by CamScanner

عذر اهـ قلت أي يكره تحريما، والظاهر أنه أراد المباح ما لا يمنع

فلا ينافي كراهة التنزيه -

📖 فيه أيضا ١ / ٣٦٩ : (قوله: يكره تنزيها) أفاد أن المراد بالتعجيل أن لا يفصل بين الأذان والإقامة بغير جلسة أو سكتة على الخلاف. وأن ما في القنية من استثناء التأخير القليل محمول على ما دون الركعتين، وأن الزائد على القليل إلى اشتباك النجوم مكروه تنزيها.

রমাজান ছাড়া মাগরিব দেরিতে শুরু করা মাকরূহ

প্রশ্ন : রমাজান ব্যতীত মাগরিবের আযানের পর ৫-৭ মিনিট মুসল্লিদের জন্য অপেক্ষা করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : রমাজান ব্যতীত মাগরিবের আযানের পর নামায বেশি বিলম্ব শুরু করা মাকরূহ। তবে দুই রাক'আত নফল নামাযের সমপরিমাণ বা তার কম বিলম্ব করা মাকরূহ হবে না। (১০/৯৭৭/৩৩৭৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٢٥٣ : أما ثبوت الكراهة فلا إلا أن يدل دليل آخر وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا عن القنية استثناء القليل والركعتان لا تزيد على القليل إذ تجوز فيهما

.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٣٦٩ : (قوله: يكره تنزيها) أفاد أن المراد بالتعجيل أن لا يفصل بين الأذان والإقامة بغير جلسة أو سكتة على الخلاف. وأن ما في القنية من استثناء التأخير القليل محمول على ما دون الركعتين، وأن الزائد على القليل إلى اشتباك النجوم مكروه تنزيها، وما بعده تحريما إلا بعذر كما مر-

Scanned by CamScanner

সূর্য ওঠে না বা ডোবে না, এমন স্থানে নামায-রোজার বিধান

প্রশ্ন : যেসব দেশে সূর্য ছয় মাস দেখা যায় এবং ছয় মাস দেখা যায় না অথবা ১২ মাস দেখা যায় বা ১২ মাসই দেখা যায় না, সেসব দেশের মুসলমানদের নামায-রোজার হুকুম কী? তারা যদি মক্কা শরীফের সময় অনুযায়ী নামায-রোজা আদায় করে তাহলে কি আদায় হবে?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা মুসলমান বান্দার ওপর ২৪ ঘণ্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তাই যেসব এলাকার ছয় মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় সূর্য দেখা যায় না ওই সব এলাকায় পার্শ্ববর্তী নিকটতম দেশের নামাযের ওয়াক্ত অনুযায়ী আঞ্চলিক সময় ভাগ করে অনুমান করে নামায আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে হিসাব করে রমাজান মাসে রোজা রাখবে। মক্কা শরীফের সময়কে অনুকরণ করার শরয়ী কোনো দলিল পাওয়া যায় না। (১৭/২২৭/৬৯৯৯)

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) صـ ١٧٨ : قوله: "في أقصر ليالي السنة" وهو أربعون ليلة في أول الصيف عند حلول الشمس رأس السرطان فإن الشمس تمكث عندهم على وجه الأرض ثلاثا وعشرين ساعة وتغرب ساعة واحدة على حسب عرض البلد قوله: "وليس مثل اليوم الخ" روى مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدجال ولبثه في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم" قلنا فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم قال: "لا قدروا له قدره". قال الأسنوي ويقاس عليه اليومان التاليان واستظهر الكمال وجوب القضاء استدلالا بحديث الدجال وتبعه ابن الشحنة فصححه في ألغازه وذكر في المنح أنه المذهب ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء وفرق في النهر بأن الوقت موجود حقيقة في يوم الدجال والمفقود. العلامة فقط بخلاف ما نحن فيه فإن الوقت لا وجود له أصلا ورد بأن الوقت موجود قطعا والمفقود هو العلامة فقط فإذن لا فرق وتمامه فى تحفة الأخيار .

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱/ ۱۷۳ : جس موسم میں دن یارات بہت ہی بڑی ہو جاوے، اس وقت یہ حکم ہے کہ اس علاقہ سے قریب ترین علاقہ جس میں معمولی طور پر غروب ہوتا ہو، اس کے اوقات معلوم کئے جاویں اور نماز روزہ سب اسی حساب سے رکھیں۔ ..... یہ قول ہے بعض علماء کا، اور میرے نزدیک اس میں سخت دشواری ہے، اس لئے دوسرے بعض علماء کے قول کو ترجیح دیتا ہوں، یعنی جس موسم میں جتنا بڑا دن اور رات ہو اس دن رات کے مجموعہ میں پانچ ہی نمازیں فرض ہیں، یعنی صبح صادق اور طلوع شمس کے درمیان فجر کی نماز، پھر دن ڈھلے ظہر، وعلی ھذا البقیہ نمازیں۔

যেখানে ২৪ ঘণ্টাই সূর্য দেখা যায় সেখানে নামাযের বিধান

প্রশ্ন : পৃথিবীর যে সমস্ত স্থানে ছয় মাস দিন এবং ছয় মাস রাত এবং ২৪ ঘণ্টা দিন ২৪ ঘণ্টা রাত, সে সমস্ত স্থানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কিভাবে আদায় করবে? তার সঠিক বিবরণ জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত স্থানসমূহে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় হিসাব করে সময় ভাগ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে, অথবা এ ক্ষেত্রে নিকটবর্তী দেশ যেখানে নিয়মিত সূর্য উদয়-অস্ত হয়, সেখানের নামাযের সময় হিসাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে। (১৫/৮৯৯/৬৩১৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣٦٢ : وفاقد وقتهما) كبلغار، فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق في أربعينية الشتاء (مكلف بهما فيقدر لهما).

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٦٢ : ولم أر من سبقه إليه سوى صاحب الفيض، حيث قال: ولو كانوا في بلدة يطلع فيها الفجر قبل غيبوبة الشفق لا يجب عليهم صلاة العشاء لعدم السبب، وقيل يجب ويقدر الوقت. بقي الكلام في معنى التقدير، والذي يظهر من عبارة الفيض أن المراد أنه يجب قضاء العشاء، بأن يقدر أن الوقت أعني سبب الوجوب قد وجد كما يقدر وجوده في أيام الدجال على ما

Scanned by CamScanner

يأتي؛ لأنه لا يجب بدون السبب، فيكون قوله ويقدر الوقت جوابا عن قوله في الأول لعدم السبب.

وحاصله أنا لا نسلم لزوم وجود السبب حقيقة بل يكفي تقديره كما في أيام الدجال. ويحتمل أن المراد بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافعية من أنه يكون وقت العشاء في حقهم بقدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم، والمعنى الأول أظهر، كما يظهر لك من كلام الفتح الآتي۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱/ ۱۷۳ : جس موسم میں دن یا رات بہت ہی بڑی ہو جاوے، اس وقت یہ حکم ہے کہ اس علاقہ سے قریب ترین علاقہ جس میں معمولی طور پر غروب ہوتا ہو، اس کے اوقات معلوم کئے جاویں اور نماز روزہ سب اسی حساب سے رکھیں... ... یہ قول ہے بعض علماء کا، اور میرے نزدیک اس میں سخت دشواری ہے، اس لئے دوسرے بعض علماء کے قول کو ترجیح دیتا ہوں، یعنی جس موسم میں جتنا بڑا دن اور رات ہو اس دن رات کے مجموعہ میں پانچ ہی نمازیں فرض ہیں، یعنی صبح صادق اور طلوع شمس کے درمیان فجر کی نماز، پھر دن ڈھلے ظہر، وعلی ھذا البقیہ نمازیں۔

আহলে হাদীস এলাকায় হানাফীদের আসর

প্রশ্ন : কখনো আমাদের সফর এমন এলাকায় হয়, যেখানে অধিকাংশ মানুষ আহলে হাদীস, তারা আসরের নামায পড়ে.এমন সময় যখন আমাদের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ওয়াক্তই আরম্ভ হয় না। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী? আর নামায তাদের সাথে পড়ে নিলে তার হুকুম কী?

উত্তর : পারতপক্ষে দুই মিছিলের পূর্বে আসর পড়বে না। বিশেষ কারণে পড়তে হলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। (১৪/৯০২)

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۲/ ۳۶ : قال فی الدر المختار : ووقت الظهر من زواله الی بلوغ الظل مثليه وعنه مثله وهو قولهما الخ ... ... فالحاصل أن وقت الظهر يبقى الى المثلين والإمام ابو

Scanned by CamScanner

حنيفة ما رجع فى هذا إلى قول الصاحبين بل يروى عنه كقولهما
ولكن ظاهرالرواية خلافه فما يؤدى بعد المثل فهو أداء والأحسن
الأحوط ما فى السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لايؤخر
الظهر إلى المثل وان لايصلى العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا
للصلاتين فى وقتهما بالإجماع الخ، وفى اقتداء غيرالمقلد قيل وقال
وتفصيل وإجمال، فالأحوط تركه إلا بضرورة داعية -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱/ ۲۵۳ : نماز حسب قواعد فقہیہ صحیح ہوگئی مگر احتیاط اعادہ میں

যেখানে সূর্য ডোবে না সেখানে নামাযের সময় নির্ধারণের পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমাদের এক বন্ধু কিছুদিন আগে কানাডাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। কানাডার সরকার তাঁকে মেহমান বানিয়ে ১০ দিনের জন্য উত্তর মেরুর খুব কাছে বেড়াতে নিয়ে যায়। রাষ্ট্রদূত বন্ধু বলেন, ওই ১০ দিনে সেখানে একবারও সূর্যাস্ত হয়নি। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, কিভাবে সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে? আমি জানি না বলে উত্তর দিতে পারিনি। নিজেকে বাঁচানোর জন্য ওই রাষ্ট্রদূত বন্ধুকে পাল্টা প্রশ্ন করি, ওই ১০ দিনে নৈশ ভোজ বা ডিনার কবার খেয়েছেন এবং কোন সময় খেয়েছেন? ৬৫° উত্তর অক্ষাংশ থেকে উত্তরে গেলে অবস্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জন্য এক নাগাড়ে সূর্যোদয় হয় না। এ সময় ওই অঞ্চলের জন্য শরীয়তে নামায পড়ার কী বিধান রেখেছে?

উত্তর : যেসব দেশে সূর্যোদয় ও অস্ত অস্বাভাবিক সে সব দেশে বসবাসকারী লোকেরা পার্শ্ববর্তী স্বাভাবিক দেশের সময়ের অনুসরণে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। অথবা প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা সময়কে এক দিন এক রাত ধরে সময়হারে ভাগ করে দিন ও রাতের নামায পাঁচবারে আদায় করবে। (৯/৩৩৯/২৬৪০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٣٦٢ : (وفاقد وقتهما) كبلغار،
فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق في أربعينية الشتاء
(مكلف بهما فيقدر لهما) ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء به

Scanned by CamScanner

أفتى البرهان الكبير واختاره الكمال، وتبعه ابن الشحنة في ألغازه فصححه.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٣٦٤ : وما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر الدجال، قلنا: ما لبثه في الأرض؟ قال أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له» رواه مسلم.

📖 خير الفتاوى (زكريا) ٢ / ١٨٢ : ایسے مقامات پر جہاں چھ چھ مہینوں کے دن اور رات ہوتے ہیں اندازہ کر کے چوبیس گھنٹوں میں پانچ نمازیں پڑھی جائینگی..... قریبی علاقہ جہاں طلوع وغروب ہوتا ہے اس علاقے کے دنوں اور راتوں کو معیار بنایا جائے.

বিমানে যাত্রাকালে সূর্যাস্ত না হলে করণীয়

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি আসরের পর বিমানে আরোহণ করল, বিমান যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছে ততই সূর্য দেখা যাচ্ছে, এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি নামায-রোজা কিভাবে আদায় করবে? অথবা ইফতার ও নামায পড়ে বিমানে আরোহণ করল অতঃপর উপরোল্লিখিত অবস্থায় কিভাবে নামায-রোজা আদায় করবে?

উত্তর : ইফতার ও মাগরিবের নামাযের সময় নির্ভর করে সূর্যাস্তের ওপর, তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যাস্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইফতার ও নামায পড়া যাবে না। এমনিভাবে ইফতার ও নামায পড়ে বিমানে আরোহণ করার পর পুনরায় সূর্য দেখা গেলে দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে না এবং রোজাও সহীহ হয়ে যাবে। তবে দ্বিতীয়বার সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকবে। (১৭/২২৭/৬৯৯৯)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٥٠ (١٩٥٤) : عن عمر بن الخطاب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» .

Scanned by CamScanner

📖 فيض الباري (دار الكتب العلمية) ٣ / ٣٥٥ : قوله: (إذا أقبل الليل من ههنا إلى قوله: فقد أفطر الصائم)، وفي كتب الفقه: أن رجلين كان أحدهما عل رأس المنارة يرى الشمس، والآخر على سطح الأرض، وقد غابت عن نظره أنه يصح الإفطار للثاني، دون الأول. وظاهر اللفظ أنه أفطر بعد غروب الشمس أكل شيئا أو لا، فيكون حكما من قبل الشارع. فإن أمسك بعده، لا شيء ولا أجر فيه.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴/ ۱۵۵ : جواب — قاعدہ یہ ہے کہ روزہ اور نماز میں اس مقام کا وقت معتبر ہوگا جہاں پر آدمی ہو.

সূর্যোদয়ের পাঁচ মিনিট পর জানাযা পড়া যাবে কি না

প্রশ্ন : মহল্লার মসজিদে জানাযার নামায সূর্য ওঠার পাঁচ মিনিট পর আসলে সাথে সাথে পড়া ঠিক হবে নাকি দেরি করে পড়বে? কোনটা সঠিক?

উত্তর : হাদীস শরীফে জানাযা উপস্থিত হওয়া মাত্রই নামায আদায় করে নেওয়ার হুকুম এসেছে। তাই যদি মাকরূহ ওয়াক্তেও জানাযা উপস্থিত হয় বিলম্ব না করে নামায পড়ে নেওয়া উত্তম। (২/১৩০)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ١ /٣٣٥ (١٧١) : عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئا ".

📖 البحرالرائق (سعيد) ٢ /٢٥٠ : أما إذا تلاها فيها أو حضرت الجنازة فيها فأداها فإنه يصبح من غير كراهة إذ الوجوب بالتلاوة والحضور لكن الأفضل التأخير فيهما وفي التحفة الأفضل أن يصلي على الجنازة إذا حضرت في الأوقات الثلاثة ولا يؤخرها -

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣٧٤ : (قوله: وفي التحفة إلخ) هو كالاستدراك على مفهوم قوله أي تحريما، فإنه إذا كان الأفضل عدم التأخير في الجنازة فلا كراهة أصلا، وما في التحفة أقره في البحر والنهر والفتح والمعراج حضرت " وقال في شرح المنية: والفرق بينها وبين سجدة التلاوة ظاهر؛ لأن تعجيل فيها مطلوب مطلقا إلا لمانع، وحضورها في وقت مباح مانع من الصلاة عليها في وقت مكروه، بخلاف حضورها في وقت مكروه وبخلاف سجدة التلاوة؛ لأن التعجيل لا يستحب فيها مطلقا اهأي بل يستحب في وقت مباح فقط فثبتت كراهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة -

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ١/ ٥٨ : أما لو وجبتا في هذا الوقت وأديتا فيه جاز؛ لأنها أديت ناقصة كما وجبت. كذا في السراج الوهاج وهكذا في الكافي والتبيين لكن الأفضل في سجدة التلاوة تأخيرها وفي صلاة الجنازة التأخيرمكروه.

📖 وكذا فى فتاوى رحيميه ١/ ٣٧٠

আসরের পর জানাযা পড়ার বিধান

প্রশ্ন : আসরের নামাযের পর সূর্যাস্তের পূর্বে জানাযার নামায পড়া এবং ফজরের ফরয নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে কি না? বুখারীসহ সহীহ হাদীসের কিতাবে এ সময়গুলোতে নামায পড়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ দলিল-প্রমাণ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত দলিলের জবাবসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : শরীয়তের বিধানানুযায়ী আসরের নামাযের পর মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু (অর্থাৎ সূর্যের আলো হলুদ বর্ণ) হওয়ার পূর্বে এবং ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে জানাযার নামায পড়া জায়েয ও বৈধ। সূর্যের কিরণ হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর যদি

Scanned by CamScanner

জানাযা উপস্থিত হয়, এ অবস্থায়ও বিলম্ব না করে নামায পড়ে নেওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয। হ্যাঁ, যদি জানাযা মাকরূহ ওয়াক্তের পূর্বে উপস্থিত হয় কিন্তু নামায বিলম্ব করে মাকরূহ ওয়াক্তে নিয়ে পড়া হয় তাহলে ফিকাহবিদগণ এই জানাযার নামায মাকরূহ বলে ফতওয়া দিয়েছেন।

প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটিকে হাদীস বিশারদগণ সুন্নাত ও নফল নামাযের বেলায় প্রযোজ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। কাযা ও জানাযার নামায এ হাদীসের আওতাভুক্ত নয়। কারণ এ ব্যাপারে অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে : يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت তাই জানাযা তাৎক্ষণিক সময়ে উপস্থিত হলে বিলম্ব করা ঠিক নয়। আর পূর্ব থেকে আসা জানাযাকে বিলম্ব করে মাকরূহ ওয়াক্তে জানাযার নামায আদায় করাও সঠিক নয়। আরো অনেক ব্যাখ্যা হাদীসের গ্রন্থে পাওয়া যায়, বিস্তারিত জানার জন্য হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ দেখতে পারেন। (৬/৯২৭/১৫০০)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ١ /٣٣٥ (١٧١) : عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئا " .

📖 عمدة القاری (دار إحياء التراث) ٥/ ٨١ : ذكر معناه: قوله: (لا صلاة) ، كلمة: لا، لنفي الجنس أي: لا صلاة حاصلة بعد الصبح، أي: بعد صلاة الصبح، ويقال: هذا نفي بمعنى النهي، والتقدير: لا تصلوا. ثم قيل: إن النهي للتحريم، والأصح أنه للكراهة. وبالنظر إلى صورة نفي الجنس قال أبو طلحة: المراد بذلك كل صلاة، ولا يثبت ذلك عنه. وقال أصحابنا: ولا بأس أن يصلي في هذين الوقتين الفائتة، ويسجد للتلاوة، ويصلي على الجنازة.

📖 فيض الباری (دار الكتب العلمية) ٢/ ١٧٩ : واعلم أن الأوقات المكروهة عندنا خمسة:

الطلوع، والغروب، والاستواء. وهذه الثلاثة لا تجوز فيها الصلاة مطلقا، لا صلاة جنازة، ولا سجدة تلاوة إلا عصر يومه، وأما بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فيكره فيهما التنفل، ولا بأس بأن يصلى في هذين الفوائت وسجدة

Scanned by CamScanner

التلاوة، والصلاة على الجنازة. وإنما فرقنا بين حكمها لوضوح معنى الكراهة، فإنها في الثلاثة الأول لمعنى في الوقت وهو مقارنة الشيطان، فاستوى فيها الفرائض وغيرها، وأما في الأخيرين فقد ظهر أن لا كراهة في الوقت.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٣١٧ : ولا تكره الصلاة على الجنازة بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر قبل تغير الشمس؛ لأن الكراهة في هذه الأوقات ليست لمعنى في الوقت فلا يظهر في حق الفرائض لما بينا فيما تقدم.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ١٥٥ : " ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب " لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك " ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة " لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت فلم تظهر في حق الفرائض وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة.

আরাফায় যোহর-আসর একসাথে পড়ার শর্ত

প্রশ্ন : মাসিক আল কাউসার পত্রিকার নভেম্বর ২০০৮ ইং সংখ্যায় বলা হয়েছে, আরাফায় যোহর ও আসর একত্রে যোহরের সময় পড়ার জন্য শর্ত হলো আমীরে হজ্জের ইমামতিতে নামায আদায় করা। অথচ হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবের (বসুন্ধরা) সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ইফতা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেটে বলা হয়েছে, মুকীম ইমাম যদি আরাফাতে যোহর ও আসরের নামাযে কসর করেন তখন তাঁর পেছনে আমাদের নামায হবে না। এমতাবস্থায় যোহর ও আসরের নামায স্ব স্ব ওয়াক্তে নিজের তাঁবুতে পড়তে হবে। এ ব্যাপারে অন্যত্র 'ফাতাওয়ায়ে শামী' ২/৫০৫-এর উদ্ধৃতি দিয়ে একই কথা বলা হয়েছে। সহীহ মাস'আলা জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : আল কাউসার ও বাংলাদেশ ইফতা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত দুটি ফতওয়ার মধ্যে মূলত কোনো বিরোধ নেই। কারণ আল কাউসারে বলা হয়েছে, আরাফায় যোহর ও আসর একত্রে পড়ার জন্য শর্ত হলো আমীরে হজ্জের ইমামতি। আমীরে হজ্জ মুকিম না

Scanned by CamScanner

মুসাফির এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ ইফতা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ফতওয়ায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (১৮/৩৬৩/৭৬২৫)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٤/ ١٥ : (قال) وإن لم يدرك الجمع مع الإمام، وأراد أن يصلي وحده صلى كل صلاة لوقتها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى -

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ٣/ ١٣١ : ثم إن كان الإمام مقيما من أهل مكة يتم كل واحدة من الصلاتين أربعا أربعا، والقوم يتمون معه، وإن كانوا مسافرين؛ لأن المسافر إذا اقتدى بالمقيم في الوقت يلزمه الإتمام؛ لأنه بالاقتداء بالإمام صار تابعا له في هذه الصلاة، وإن كان الإمام مسافرا يصلي كل واحدة من الصلاتين ركعتين ركعتين، فإذا سلم يقول لهم: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر.

📖 فيه أيضا ٣/ ١٣٣ : ومنها أن يكون أداء الصلاتين بإمام، وهو الخليفة أو نائبه في قول أبي حنيفة، حتى لو صلى الظهر بجماعة لكن لا مع الإمام، والعصر مع الإمام لم تجز العصر عنده -

মাকরূহ সময়ের পরিমাণ

প্রশ্ন : সূর্যোদয়ের পর ও দুপুরে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে প্রকৃত মাকরূহ ওয়াক্ত কতক্ষণ? দুপুরের মাকরূহ ওয়াক্ত ঠিক দুপুরের পূর্বে, না অর্ধেক পূর্বে ও অর্ধেক পরে? প্রকৃত সময় জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী সূর্যোদয় এবং তারপর ১০ মিনিট, দ্বিপ্রহর এবং তার আগে-পরে ৬ মিনিট এবং সূর্যাস্ত ও তার পূর্বে ১০ মিনিট মাকরূহ ওয়াক্ত বলে গণ্য হবে। এ সময়গুলোতে নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে, তবে ওই দিনের আসরের নামায মাকরূহ সময়ের পূর্বে পড়তে না পারলে উক্ত সময়ে তা আদায় করে নিলে আদায় হয়ে যাবে। (১৮/৩৬৩/৭৬২৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ / ٣٨ : (قوله: مع شروق) وما دامت العين لا تحار فيها في حكم الشروق كما تقدم في الغروب أنه لا يصح كما في البحر ح. أقول: ينبغي تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع؛ لأن أصحاب المتون مشوا عليه في صلاة العيد حيث

Scanned by CamScanner

جعلوا أول أوقاتها من الارتفاع ولذا جزم به هنا في الفيض ونور الإيضاح.

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) ص ١٨٦ : وفي الإيضاح حد الأول والثالث أن لا تحار العين في العين هو الصحيح والمراد بالثالث وقت الغروب قوله: "والثاني عند استوائها" وعلامته أن يمتنع الظل عن القصر ولا يأخذ في الطول فإذا صادف أنه شرع في ذلك الوقت بفرض قضاء أو قبله وقارن هذا الجزء اللطيف شيئا من الصلاة قبل القعود قدر التشهد فسدت قوله: "وان نقبر موتانا" أي فيها قوله: "وعند زوالها" أي قرب زوالها وهو وقت الاستواء فالمعنى عند استوائها حتى تزول قوله: "وحين تضيف للغروب" معنى تضيف تميل.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲ / ۱۴۱ : طلوع آفتاب سے کتنی دیر بعد اور غروب آفتاب سے کتنی دیر پہلے نماز پڑھنا جائز ہے اور کیا وقت کی کوئی ایسی مقدار مقرر ہے؟

الجواب- اس بارہ میں اصل ضابطہ جو پوری دنیا کیلئے کارآمد ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آفتاب طلوع کے بعد اس کیفیت پر رہے کہ اس کو دیر تک دیکھنے میں آنکھوں کو دشواری اور خیرگی نہ ہو اس وقت تک نماز پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح عصر میں جب یہ کیفیت ہو جائے تو نماز مکروہ ہے الا عصر یومہ، ایک دوسرا معیار بھی فقہاء نے تحریر فرمایا ہے وہ یہ کہ جب آفتاب طلوع کے بعد افق سے ایک رمح کی مقدار بلند ہو جائے تو نماز پڑھنا درست ہے، اسی طرح عصر کے بعد جب آفتاب کی بلندی افق سے ایک رمح (نیزہ) کی مقدار سے کم ہونے لگے تو نماز درست نہیں الا عصر یومہ، رمح کی مقدار بارہ بالشت ہے۔

📖 فیہ ایضا ۲/ ۱۴۳ : چنانچہ حسب ہدایت مشاہدات سے ثابت ہوا کہ طلوع سے نو منٹ بعد آفتاب میں معہود تمازت آگئی اور غروب سے تیرہ منٹ قبل مکروہ وقت شروع ہوا، یہ فیصلہ بہت احتیاط سے کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مکروہ وقت دونوں جانب اس سے بھی کچھ کم تھا۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۳ / ۴۰ : نصف النہار سے چند منٹ قبل اور چند منٹ بعد نماز پڑھنے سے توقف کرنا چاہئے۔

Scanned by CamScanner

باب الأذان والإقامة

পরিচ্ছেদ : আযান-ইকামত

আযানের আগে দরূদ ও ইস্তেগফার

প্রশ্ন : একটি দল আযান দেওয়ার পূর্বে দরূদ শরীফ ও ইস্তেগফার পড়ে, অতঃপর আযান দেয় এবং বলে, এ কাজটি সুন্নাত। আমার জানার বিষয় হলো, এটি শরয়ী বিধান অনুযায়ী কতটুকু বৈধ বা এর বাস্তবতা কোনো হাদীসে উল্লেখ আছে কি না?

উত্তর : দরূদ ও ইস্তেগফার পাঠ করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তবে আযানের পূর্বে দরূদ ইস্তেগফার পড়া ও তাকে সুন্নাত মনে করা কোনোটাই সঠিক নয়। বরং ইসলামী শরীয়তে তার কোনো প্রমাণ না থাকায় তা বর্জনীয়। তবে আযানের পর দরূদ পাঠ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ১৭/২৭৮/৭০২৮

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٤ / ٧٣ (٣٨٤) : عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة».

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٤ / ٥٠٠ (٢٧٣٨) : عن نافع، أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر، فقال: الحمد لله، والسلام على رسول الله قال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول: «الحمد لله على كل حال».

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱ / ۳۶۹ : الجواب- درود شریف کا موقع شریعت مطہرہ نے اذان کے بعد بتایا ہے نہ کہ اذان سے پہلے لہذا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا خواہ بلند آواز سے یا آہستہ بہر کیف ناجائز اور بدعت ہے اور دین میں اپنی طرف سے زیادتی

Scanned by CamScanner

ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نماز کے آخر کی بجائے نماز شروع کرتے ہی سبحانك اللهم الخ کی بجائے درود پڑھنے لگے اور روکنے والے کو درود شریف کا منکر بتائے۔

আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম

প্রশ্ন : বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিভাগে আযানের আগে 'সালাত-সালাম' পড়ার রেওয়াজ হতে চলছে, এটা কতটুকু শরীয়তসম্মত? এক শ্রেণীর আলেম সম্প্রদায় এটাকে দলিল দ্বারা প্রমাণ করে থাকে। তাদের সাথে আমাদের তর্ক-বিতর্ক পর্যন্ত হয়। তারা দলিলের মধ্যে كتاب الفقه على المذاهب الاربعة এর একটা ইবারতও উপস্থাপন করে থাকে। ইবারতটা হচ্ছে এই :

الصلاة على النبي قبل الاذان، الصلاة على النبي عقبه مشروعة بلاخلاف سواء كانت من المؤذن او من غيره لما رواه مسلم، من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فقوله ثم صلوا على عام يشمل المؤذن وغيره من السامعين ولم ينص الحديث على ان تكون الصلوٰة سرا فاذا رفع المؤذن صوته بالصلاة بتذكير الناس بهذا الحديث ليصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا إنما الذى يجب الالتفات اليه هوالخروج بالصلاة والسلام على معنى التعبد الى التغنى والاتيان بأناشيد تقتضى الانسلاخ من التعبد الى التطريب كما يفعله بعض المؤذنين فى زماننا فإن ذلك من أسوء البدع التى ينبغى تركها وقد صرح الشافعية والحنابلة بانها سنة ولعلهم أرادوا المعنى الذى ذكرناه.

উল্লিখিত ইবারতটির অনুবাদ ও মর্মার্থ লিখে দিলে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : আযান দেওয়ার বিষয়টি ইসলামে নতুন কোনো বিষয় নয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আযান দেওয়ার বিধান প্রবর্তিত হয়ে যুগ যুগ ধরে তা চলে আসছে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনের আযানের রূপ ও পদ্ধতি কী ছিল তার স্পষ্ট বর্ণনা হাদীস শরীফ ও বিভিন্ন প্রামাণ্য কিতাবে রয়েছে। ওই নিয়ম ও পদ্ধতিতে আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পড়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য আযানের পর আযানের দু'আর পূর্বে দরূদ শরীফ পড়ার হুকুম হাদীস শরীফে থাকায় কিতাবসমূহে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। প্রশ্নোল্লিখিত কিতাবكتاب الفقه على المذاهب الاربعة এর প্রথম খণ্ডের ৩২৬ নং পৃষ্ঠায়

Scanned by CamScanner

লেখকالصلاة على النبى قبل الاذان শিরোনাম (অর্থাৎ আযানের পূর্বে দরূদ পাঠ) দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে আযানের পূর্বে দরূদ পাঠের কোনো প্রমাণ বা ভিত্তি আছে কি না? এরপর বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, الصلاة على النبى عقبه مشروعة بلاخلاف (অর্থাৎ আযানের পর দরূদ পাঠের বিষয়টি মুয়াজ্জিন ও অন্যদের জন্য সর্বজনগ্রাহ্য)। তারপর এ প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফের হাদীসের বরাত দিয়ে তিনি আযানের অন্যান্য আদাব ও সুন্নাত সম্পর্কে আলোচনা করে এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানেন। এই বিস্তারিত আলোচনায় আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করার ব্যাপারে কোনো আলোচনা না করে শিরোনাম দ্বারা যে প্রশ্ন জন্মেছিল তার উত্তর দিলেন যে আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করার কোনো ভিত্তি নেই। এটি একটি নব আবিষ্কৃত বিদ'আত। (৬/১১২/১০৯৩)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٤/ ٧٤ (٣٨٤) : عن عبد الله بن عمروبن العاص ﷺ أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول ثم صلوا على، فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلواالله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون انا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١٤٧ : واما بيان كيفية الأذان فهو على الكيفية المعروفة المتواترة من غير زيادة ولا نقصان عند عامة العلماء -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٩٨ : (قوله: ويدعو إلخ) أي بعد أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رواه مسلم وغيره «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة ... ...

📖 المدخل لابن الحاج (دارالفكر) ٢/ ٢٥٠ : والصلاة والتسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشك مسلم أنها من أكبر العبادات وأجلها وإن كان ذكر الله تعالى والصلاة والسلام على النبي- صلى الله عليه وسلم - حسنا سرا وعلنا لكن ليس لنا أن نضع العبادات إلا في مواضعها التي وضعها الشارع فيها ومضى عليها سلف الأمة .

Scanned by CamScanner

আযানের আগে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া

প্রশ্ন : কোনো কোনো এলাকায় আযানের পূর্বে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও দরূদ শরীফ পড়া হয়, শরীয়তে এর কোনো প্রমাণ আছে কি না?

উত্তর : আযানের পূর্বে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও দরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়ার কোনো প্রমাণ শরীয়তে নেই। (১১/৪৩৬/৩৫৯১)

📖 المدخل لابن الحاج (دارالفكر) ٢/٢٥٠ : والصلاة والتسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشك مسلم أنها من أكبر العبادات وأجلها وإن كان ذكر الله تعالى والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - حسنا سرا وعلنا لكن ليس لنا أن نضع العبادات إلا في مواضعها التي وضعها الشارع فيها ومضى عليها سلف الأمة.

ألا ترى إلى قول عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - إن الله قد بعث إلينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل.

📖 فيه أيضاً ٢ / ٢٤٩ : وكذلك ينبغي أن ينهاهم عما أحدثوه من صفة الصلاة والتسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند طلوع الفجر وإن كانت الصلاة والتسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم - من أكبر العبادات وأجلها فينبغي أن يسلك بها مسلكها فلا توضع إلا في مواضعها التي جعلت لها... ... فالصلاة والتسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدثوها في أربعة مواضع لم تكن تفعل فيها في عهد من مضى والخير كله في الاتباع لهم - رضي الله عنهم - مع أنها قريبة العهد بالحدوث جدا أقرب مما تقدم ذكره فيما أحدثه بعض الأمراء من التغني بالأذان كما تقدم.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱ / ۳۶۹ : الجواب-درود شریف کا موقع شریعت
مطہرہ نے اذان کے بعد بتایا ہے نہ کہ اذان سے پہلے لہذا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا
خواہ بلند آواز سے یا آہستہ بہرکیف ناجائز اور بدعت ہے اور دین میں اپنی طرف سے زیادتی
ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نماز کے آخر کی بجائے نماز شروع کرتے ہی
سبحانك اللهم الخ کی بجائے درود پڑھنے لگے اور روکنے والے کو درود شریف کا
منکر بتائے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۱۶۱ : جواب-اذان تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے بابرکت زمانہ سے چلی آتی ہے، مگر اذان سے پہلے صلاۃ وسلام پڑھنے کا رواج
ابھی چند برسوں سے شروع ہوا، اگر یہ دین کی بات ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ضرور اس کی تعلیم فرماتے اور صحابہ کرامؓ تابعین عظامؒ اور بزرگان دین اس پر عمل
کرتے، جب سلف صالحین نے اسپر عمل نہیں کیا نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی
تعلیم فرمائی تو اذان سے پہلے صلوۃ وسلام پڑھنا بدعت ہوا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جو ہمارے دین میں نئی بات نکالے وہ مردود ہے، تمام اعمال سے مقصود
رضائے الہی ہے اور رضائے الہی اس عمل پر مرتب ہوتی ہے، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے ارشاد فرمودہ طریقے کے مطابق ہو، البتہ شریعت نے اذان کے بعد درود
شریف پڑھنے اور اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

আযানের পূর্বে বিশেষ দরূদ

প্রশ্ন : বহু বছর হতে দেখে আসছি, কিছুসংখ্যক লোক আযানের পূর্বে

الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع المذنبين

এ ধরনের বিভিন্ন শব্দ বলে থাকে। জানার বিষয় হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো জায়েয নাকি বিদ'আত? যদি বিদ'আত হয় তাহলে এর প্রচলন কে কখন কোথায় কিভাবে শুরু করেছিল?

Scanned by CamScanner

ছিল না। ৭৮১ হিজরী রবিউস সানী মাসে সোমবার দিবাগত রাতে এশার আযানের পরে সালাম পড়ার প্রচলন সর্বপ্রথম বাদশা সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর নির্দেশে কিছু সরকারি কর্মকর্তারা চালু করেন। অতঃপর শুক্রবার দিন জুমু'আর আযানের পর এর প্রচলন হয়। পরবর্তীতে এই সালাত ও সালাম পড়ার প্রথা আযানের পূর্বেও কিছু কিছু সমাজে চালু হয়ে যায়। তাই আযানের পূর্বে সালাত ও সালামের প্রথা নব আবিষ্কৃত হওয়ায় নবীপ্রেমিক উম্মতের জন্য এ প্রথা পরিহার করা ঈমানী দায়িত্ব। (১৮/২৫/৭৪৬২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣٩٠ : [فائدة] التسليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخر سنة سبعمائة وإحدى وثمانين في عشاء ليلة الاثنين، ثم يوم الجمعة، ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا المغرب، ثم فيها مرتين، وهو بدعة حسنة.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٩٠ : (قوله: سنة ٧٨١) كذا في النهر عن حسن المحاضرة للسيوطي، ثم نقل عن القول البديع للسخاوي أنه في سنة ٧٩١ وأن ابتداءه كان في أيام السلطان الناصر صلاح الدين بأمره.

(قوله: ثم فيها مرتين) أي في المغرب كما صرح به في الخزائن، لكن لم ينقله في النهر، ولم أره في غيره، وكأن ذلك كان موجودا في زمن الشارح، أو المراد به ما يفعل عقب أذان المغرب ثم بعده بين العشاءين ليلة الجمعة والاثنين، وهو المسمى في دمشق تذكيرا كالذي يفعل قبل أذان الظهر يوم الجمعة، ولم أر من ذكره أيضا.

(قوله: وهو بدعة حسنة) قال في النهر عن القول البديع: والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة. وحكى بعض المالكية الخلاف أيضا في تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل وأن بعضهم منع من ذلك، وفيه نظر اهـ ملخصا. مطلب في أذان الجوق

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ١٠/ ٢٣٤ : سوال- کچھ دنوں پہلے میری ایک شخص سے اس بات پر تکرار ہوئی کہ اذان سے قبل مروجہ صلوۃ وسلام جس کا رواج آج کل عام ہو گیا ہے یہ بدعت ہے یا نہیں، میرا موقف یہ تھا کہ اذان سے قبل مروجہ صلوۃ وسلام چونکہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں لہذا یہ بدعت ہے اور

Scanned by CamScanner

سنت کے خلاف ہے جب کہ اس شخص کا کہنا تھا کہ مروجہ صلوۃ وسلام بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے اور اس کے کرنے والے کو اجر وثواب ملے گا اور اپنے موقف کی وضاحت کے لئے اس نے در مختار اور چند اور فقہ کی کتابوں اور بعض علمائے دیوبند کی عبارتوں سے مثلا مولانا عبدالشکور لکھنوی فاروقی کی کتاب 'علم الفقہ' کے حوالے سے کہا کہ ان بزرگوں نے بھی مروجہ صلوۃ وسلام قبل الاذان کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے اور اس کے کرنے کو باعث اجر وثواب لکھا ہے، مزید اس نے یہ بھی کہا کہ مدارس عربیہ وغیرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے دور میں نہیں تھے، لہذا یہ بھی بدعت ہیں پھر تم مدارس وغیرہ کیوں بناتے ہو؟ از راہ کرم آپ ان چند امور کا جواب باصواب عنایت فرماکر میرا اور میرے چند ساتھی دوستوں کا خلجان دور فرمائیں۔

جواب- در مختار میں صلوۃ وسلام قبل الاذان کو ذکر نہیں کیا بلکہ بعد الاذان کو ذکر کیا ہے در مختار کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے: فائدہ: اذان کے بعد سلام کہنا ربیع الآخر ۷۸۱ھ میں سوموار کی رات کو عشاء کی اذان میں ایجاد ہوا پھر جمعہ کے دن، پھر دس سال بعد مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں، پھر مغرب میں دو مرتبہ اور یہ بدعت حسنہ ہے، لیکن محشی نے اس کو ناقابل التفات کہا ہے جو چیز آنحضرت ﷺ کے اٹھ سو سال بعد ایجاد ہوتی ہو اس کو دین میں کیسے داخل کیا جاسکتا ہے الغرض در مختار کا حوالہ تو اس نے بالکل غلط دیا۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۲۲۹ : سوال- آج کل بعض لوگ اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت حنفی بھی کہتے ہیں اور اذان سے پہلے صلوۃ وسلام بھی پڑھتے ہیں، کیا حنفی مذہب میں اس کی گنجائش ہے؟ نیز یہ بھی واضح کریں کہ یہ رسم کسی اہل سنت عالم نے جاری کیا یا شیعہ شنیعہ نے؟

جواب: آنحضرت ﷺ صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں مروجہ صلوۃ وسلام نہ اذان کے پہلے ہوتا تھا اور نہ بعد میں بلکہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی تھی، ۷۸۱ھ میں کچھ سرکاری لوگوں نے اسے اذان کے بعد پڑھنا شروع کیا، پھر مختلف ادوار میں کسی نہ کسی شکل میں اسے اذان کے ساتھ پڑھتے رہے، اب اذان سے پہلے پڑھنے کا رواج ہو گیا ہے، اس کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

সালাত ও সালাম পড়ে আযান দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক মসজিদে আযানের পূর্বে মাইকে সালাত ও সালাম পড়া হয়। এক ব্যক্তি মুয়াজ্জিনকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, আমি তো কোনো খারাপ কাজ করছি না। জানার বিষয় হলো, আযানের পূর্বে মাইকে সালাত ও সালাম পড়ার অনুমতি আছে কি না?

উত্তর : মূলত সালাত ও সালাম বরকতপূর্ণ একটি সাওয়াবের আমল হলেও আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম পড়ার প্রচলিত প্রথা শরীয়তে প্রমাণিত নয় বিধায় তার অনুমতি দেওয়া যাবে না।১৮/৪৮/৭৪৫৭

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١٤٧ : وأما بيان كيفية الأذان : فهو على الكيفية المعروفة المتواترة، من غير زيادة ولا نقصان عند عامة العلماء.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٥/ ٨٢ : سوال-ہمارے یہاں ہر اذان سے پہلے یارسول اللہ ﷺ کا درود شریف پڑھتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟
الجواب-حامدا ومصلیا: اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ثابت نہیں خلاف سنت ہے، البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا مانگنا حدیث شریف سے ثابت ہے، ہر کام حضرت نبی کریم ﷺ کی سنت کے مطابق کیا جائے۔

আযানে الصلاة خير من النوم এর সংযোজন

প্রশ্ন : ফজরের আযানে الصلاة خير من النوم -এ বাক্যটি সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর স্বপ্নের মধ্যে ছিল কি না? নাকি পরে সংযোজন করা হয়েছে? সংযোজিত হলে কখন করা হয়েছে এবং কেন?

উত্তর : এ বাক্যটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের স্বপ্নের মধ্যে ছিল না। বরং পরবর্তীতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে হযরত বেলাল (রা.) সর্বপ্রথম সংযোজন করেছিলেন। তার ঘটনাটি এরূপ, বেলাল (রা.) একদা ফজরের আযান দিতে এসে রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে বলে

Scanned by CamScanner

উঠলেন,الصلاة خير من النوم (ঘুম থেকে নামায ভালো), কথাটি তিনি দু'বার বললেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা শুনে তাঁকে বললেন, বেলাল! তোমার কথাটি অনেক সুন্দর হয়েছে, আজ থেকে তুমি তা তোমার আযানে সংযোজন করে নাও। (১৬/৩১/৬৩৮২)

📖 المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية) ١/ ٣٥٥ (١٠٨١) : عن حفص بن عمر، عن بلال، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصبح فوجده راقدا، فقال: الصلاة خير من النوم مرتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذانك» -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ١٥٩ : ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين " لأن بلالا رضي الله عنه قال الصلاة خير من النوم مرتين حين وجد النبي عليه الصلاة والسلام راقدا فقال عليه الصلاة والسلام " ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذانك " وخص الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة " -

বৃদ্ধাঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখে মোছা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কোনো কোনো পীরের মুরীদগণ আযানের সময় যখন اشهد ان محمدا رسول الله বলা হয় তখন তারা বৃদ্ধাঙ্গুলে ফুঁ দিয়ে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করে এবং এই দু'আ পড়ে قرت عيني- এর কোনো প্রমাণ ইসলামী শরীয়তে আছে কি না?

উত্তর : উল্লিখিত পদ্ধতিতে বৃদ্ধাঙ্গুলে চুমু খাওয়ার কোনো প্রমাণ শরীয়তে নেই বিধায় তা বর্জনীয়। (১১/৫৮৮/৩৬৬০)

📖 المقاصد الحسنة (دارالكتاب العربي) ص ٦٠٦ : وروي عن الفقيه محمد بن سعيد الخولاني قال: أخبرني الفقيه العالم أبو الحسن علي ابن محمد بن حديد الحسيني أخبرني الفقيه الزاهد البلالي عن الحسن عليه السلام أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله: مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد

Scanned by CamScanner

الله صلى الله عليه وسلم ويقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد، وقال الطاوسي: إنه سمع من الشمس محمد ابن أبي نصر البخاري خواجه حديث: من قبل عند سماعه من المؤذن كلمة الشهادة ظفري إبهاميه ومسهما على عينيه وقال عند المس: اللّٰهُمَّ احفظ حدقتي ونورهما ببركة حدقتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونورهما لم يعم، ولا يصح في المرفوع من كل هذا شيء.

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۵/ ۲۵۹ : اول تو اذان ہی میں انگوٹھے چومنا کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں اور جو کچھ بعضے لوگوں نے اس بارہ میں روایت کیا ہے وہ محققین کے نزدیک ثابت نہیں چنانچہ شامی بعد نقل عبارت کے لکھتے ہیں وذکر ذلك الجراحی واطال ثم قال ولم یصح فی المرفوع من کل هذا شيء انتهى.

আঙুলে চুমু খেয়ে চোখ মোছা

প্রশ্ন : আযান ও ইকামতের সময় যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম মুবারক শুনে দরূদ শরীফ পড়ে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে ফুঁ দিয়ে চুমু খেয়ে চোখে লাগানো কতটুকু শরীয়ত সমর্থিত? এ সম্বন্ধে যে সমস্ত হাদীস পাওয়া যায় এগুলো কতটুকু সহীহ?

উত্তর : আযান ও ইকামতের সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম মোবারক শুনে দরূদ শরীফ পড়ে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ফুঁ দিয়ে চোখে লাগানোর বিষয়টি শরীয়ত সমর্থিত নয়। কোনো সহীহ হাদীসে এর প্রমাণ মেলে না এবং নির্ভরযোগ্য কোনো ফিকাহর কিতাবেও এর স্বীকৃতি নেই। এ সম্পর্কে কথিত হাদীসসমূহ জাল ও সূত্রের বিচারে অগ্রহণযোগ্য। সার্বিক বিবেচনায় এ কাজ বর্জনীয়। (৬/৭০৯/১৩৭৫

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۱ / ۳۹۸ : وفي كتاب الفردوس «من قبل ظفري إبهامه عند سماع أشهد أن محمدا رسول الله في الأذان أنا قائده ومدخله في صفوف الجنة» وتمامه في حواشي البحر للرملي

Scanned by CamScanner

عن المقاصد الحسنة للسخاوي، وذكر ذلك الجراحي وأطال، ثم قال: ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء .

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱/ ۳۷۹ : علامہ شامی نے قہستانی وغیرہ کے حوالہ سے اس تقبیل کا استحباب نقل کرنے کے بعد جراحی سے نقل کیا ہے کہ کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں لہذا اس کی سنیت پر کوئی دلیل نہیں، اور چونکہ عوام اس کو سنت سے بھی بڑھ کر ضروری سمجھ کر تارک تقبیل کو ملامت کرتے ہیں لہذا اس کا ترک ضروری ہو گیا۔

মসজিদ বা মেহরাবে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদের ভেতরে দাঁড়িয়ে বা মেহরাবে দাঁড়িয়ে মাইকে আযান দেওয়া সম্পর্কে শরীয়তের মাস'আলা কী?

উত্তর : মুসল্লিদের নামাযের দিকে আহ্বান করাই আযানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য মাইক দ্বারা অতি সহজে পুরা হয়। তাই মসজিদের ভেতরে বা মেহরাবে দাঁড়িয়ে মাইক দ্বারা আযান দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। (৫/৪০৮/১০০২)

📖 الطبقات الكبرى (دار الكتب العلمية) ٨/ ٣٠٩ : عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: أخبرني من سمع النوار أم زيد بن ثابت تقول: كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله مسجده. فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١٤٩ : ولهذا كان الأفضل أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران كالمئذنة ونحوها .

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ١/٥١٥ : وينبغى ان يأذن على المئذنة أو خارج المسجد ولا يأذن فى المسجد .

📖 إعلاءالسنن (إدارة القرآن) ٨/ ٦٩ : قال الشيخ: فقوله فى المسجد صريح فى عدم كراهة الأذان فى داخل المسجد وانما هو خلاف

Scanned by CamScanner

الاولى إذا مست الحاجة إلى الإعلام البالغ وهوالمراد بالكراهة المنقول في بعض الكتب فافهم.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۲۹۴ : کیونکہ اذان سے مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے کہ جماعت قائم ہونے والی ہے ... ... آجکل عام طور پر لاؤڈ اسپیکر پر اذان ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسجد میں اذان دی جائے یا کسی دوسری نیچی جگہ پر رفع صوت بہر حال ہو جاتا ہے اس لئے لاؤڈ اسپیکر پر مسجد کے اندر اذان دینے میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں معلوم ہوتی۔

জুমু'আ ব্যতীত অন্য সময় মসজিদে আযান

প্রশ্ন : জুমু'আ ব্যতীত অন্যান্য আযান মসজিদের ভেতরে দেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : জায়েয আছে।৫/১৮৩/৮৬৫

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٢٥٥ : ويسن الأذان في موضع عال... ... وينبغي للمؤذن أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران ويرفع صوته ولا يجهد نفسه؛ لأنه يتضرر بذلك وفي الخلاصة ولا يؤذن في المسجد -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٨٤ : وفي السراج: وينبغي للمؤذن أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران، ويرفع صوته، ولا يجهد نفسه؛ لأنه يتضرر. بحر.

قلت: والظاهر أن هذا في مؤذن الحي، أما من أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين فالظاهر أنه لا يسن له المكان العالي لعدم الحاجة تأمل.

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ٨/ ٦٩ : لكن في الجلابي: انه يؤذن في المسجد او ما في حكمه لا في البعيد منه ،

Scanned by CamScanner

قال الشيخ : فقوله 'فی المسجد' صريح فی عدم كراهة الأذان فی داخل المسجد وانما هو خلاف الأولى إذا مست الحاجة إلى الإعلام البالغ وهوالمراد بالكراهة المنقول فی بعض الكتب فافهم.

📖 فتاوی دارالعلوم دیوبند (مکتبہ دارالعلوم) ۲/ ۱۰۰ : سوائے خطبہ کی اذان کے باقی پنجگانہ نمازوں کے لئے اذان کسی بلند جگہ پر کہنا افضل ہے اور مسجد سے خارج بہتر ہے اگرچہ مسجد میں بھی جائز ہے۔

নাবালেগের আযান

প্রশ্ন : ৯-১০ বছরের একটি ছেলে কোরআন শরীফ সহীহ করে পড়তে পারে এবং নামাযও পড়তে পারে। সে যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান দেয় তাহলে তার কী হুকুম?

উত্তর : নাবালেগ ছেলের বোধশক্তি পাকাপোক্ত হলে এবং আযান সহীহভাবে দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন হলে তার আযান সহীহ হবে। (৭/৬৮৩/১৭৩১)

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ١/ ١١١ : فإن أذان الصبي العاقل صحيح من غير كراهية كذا ذكر في ظاهر الرواية ولكن أذان البالغ أفضل.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٤ : أذان الصبي العاقل صحيح من غير كراهة في ظاهر الرواية ولكن أذان البالغ أفضل وأذان الصبي الذي لا يعقل لا يجوز ويعاد.

Scanned by CamScanner

বাড়ির আযান মসজিদের জন্য কখন ধর্তব্য হবে

প্রশ্ন : আমরা গ্রামবাসী মিলে একটি নতুন মসজিদ দিয়েছি। এই মসজিদে আযান দেওয়ার জন্য একটি মাইক কেনা হয়েছে এবং মসজিদের কোনো দরজা-জানালা নেই। যার কারণে মাইক মসজিদে রাখা সম্ভব নয়। তাই মসজিদ থেকে ১০০ গজ দূরে একটি বাড়িতে মাইক রেখে বাড়িতেই আযান দেওয়া হয়। এখন মাস'আলা হলো, ওই বাড়িতে মাইক রেখে বাড়িতে আযান দিলে মসজিদের আযান আদায় হবে কি না?

উত্তর : যে স্থানে আযান হচ্ছে যদি মসজিদের আশপাশের লোক ওই মসজিদের আযান বলে মনে করে তাহলে মসজিদের আযানের অন্তর্ভুক্ত হবে, নতুবা মসজিদের আযান বলে গণ্য হবে না। ১/১৯৪

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٥ : والسنة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لجيرانه ويرفع صوته ولا يجهد نفسه. كذا في البحر الرائق.

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ٨/ ٦٩ : لكن فى الجلابى: انه يؤذن فى المسجد أو ما فى حكمه لا فى البعيد منه.

আযানে الله শব্দে মদের পরিমাণ

প্রশ্ন : 'আল্লাহু আকবার' আযানের একটি অংশ। অনেক উলামায়ে কেরাম বলেন যে এর মধ্যে যে 'আল্লাহ' শব্দ আছে তার আলিফ এক আলিফের অধিক টানা ভুল। অথচ বলা হয় যে, الاذان مدّ والاقامة جزم সুতরাং আযানের আল্লাহু আকবারের আলিফকে অধিক টানা যাবে। তা ছাড়া ফিকহের কোনো কিতাবেই এ কথা বলা হয়নি যে উক্ত আল্লাহ শব্দের আলিফকে এক আলিফ টানতে হবে, বেশি টানা যাবে না। সাথে সাথে এ কথা মাসিক মঈনুল ইসলাম আগস্ট ২০০২ ইং সংখ্যায় 'আল মিনাহুল ফিকরিয়্যাহ', পৃ. ৫৬-৫৭ 'ফাতহুল মালিকিল মুতাআল শরহে তুহফাতুল আতফাল', পৃ. ২৫ কিতাবদ্বয়ের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে আল্লাহু শব্দের লামে মদ্দে তা'যীমী এবং মুবালাগা ফিন্ নাফি হিসেবে ৫ আলিফ পর্যন্ত মদ করা যাবে। আর تعامل امة- اجماع سكوتى এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় দলিল। অতএব হুজুর সমীপে আমার আকুল আরজ এই যে উক্ত বিষয়ে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ও হুকুম কী? বিস্তারিত ও প্রামাণ্য ফতওয়া জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : আল্লাহু আকবারের লামের মদকে এক আলিফের অধিক টানা ভুল, এ বিষয়টি ফিকহের নির্ভরযোগ্য অনেক কিতাবে উল্লেখ আছে। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত ফিকহের কোনো কিতাবেই বলা হয়নি যে এক আলিফ টানতে হবে, বেশি টানা যাবে না–কথাটি ভিত্তিহীন। আর الاذان مد والإقامة جزم বাক্যটির কোনো ভিত্তি নেই।

মাসিক মঈনুল ইসলাম ২০০২ ইং আগস্ট সংখ্যায় যে কিতাবের বরাত দিয়ে ৫ আলিফ পর্যন্ত মদ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার উত্তরে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান কারী মাওলানা আবুল হাসান আ'যমী (দা:বা:) তাঁর 'কালিমাতে আযান মে মদ কী তাহকীক' কিতাবে লেখেন যে, মাওলানা মুহা. হানীফ বলেন, কারী ফাতহ মুহাম্মদ সাহেবের কিতাবের সূত্র ও উক্তি অনেক সন্ধানের পরেও পাওয়া যায়নি এবং এ ব্যাপারে কোনো নির্ভরযোগ্য ফকীহের ফতওয়াও পাওয়া যায়নি। যারা মদের কারণসমূহের মধ্য থেকে একটা দুর্বল কারণ سبب معنوى অর্থগত কারণ এর আশ্রয় নিয়ে আল্লাহু শব্দের মদে ৫ আলিফকে জায়েয বলেছেন, তাদের কথা বহু দলিলের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনুরূপ মদ্দে তা'জীম বলে পাঁচ আলিফ পরিমাণ টানা জায়েয বলে যে মত ব্যক্ত করা হয়েছে তাও সঠিক নয়। কারণ নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী আল্লাহ শব্দের মধ্যে মদ্দে তা'জীম বলতে কোনো মদ নেই। তাই تعامل امّت - اجماع سكوتى এর যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ اجماع ও تعامل এর خاص গ্রহণযোগ্য, عوام এর নয়, তাই যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞ হক্কানী উলামায়ে কেরাম এক আলিফের চেয়ে বেশি মদ করাকে সঠিক নয় বলে মত ব্যক্ত করে আসছেন এবং জমহুর উম্মত এক আলিফ পরিমাণ মদকেই সঠিক বলে আসছেন। সুতরাং আল্লাহ শব্দের লামকে এক আলিফ পর্যন্ত টানা যাবে, এর অধিক টানা ভুল। (৮/৯২৪/২৪৩৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٨٠ : اعلم أن المد إن كان في الله، فإما في أوله أو وسطه أو آخره، فإن كان في أوله لم يصر به شارعا وأفسد الصلاة لو في أثنائها، ولا يكفر إن كان جاهلا لأنه جازم والإكفار للشك في مضمون الجملة؛ وإن كان في وسطه، فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بين اللام والهاء كره-

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ١/ ١٤١ : وفى المبسوط الكبرى : ويكره للمؤمن ان يقول الله اكبر يطول ذلك-

Scanned by CamScanner

📖 كتاب الفقه على المذاهب الاربعة (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٩١ :
التغني والترنم في الأذان بالطريقة المعروفة عند الناس في زماننا هذا لا يقرها الشرع، لأنه عبادة يقصد منها الخشوع لله تعالى، على أن في حكم ذلك تفصيل في المذاهب ذكرناه تحت الخط.
وفى الحاشية: الحنفية قالوا: التغني بالأذان حسن، إلا إذا أدى إلى تغيير الكلمات بزيادة حركة أو حرف، فإنه يحرم فعله، ولا يحل سماعه.

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٢/ ٣٣٩ : وإطلاق مد ألف الله وما بعده غير صحيح، لأنه يجوز قصره وتوسطه ومده قدر ثلاث ألفات حالة الوقف -

📖 کلمات اذان میں مد کی تحقیق ص ١١ : وأما السبب المعنوى فهو قصد المبالغة فى النهى-

📖 نهاية القول المفيد فى علم التجويد بحوالۂ کلمات اذان میں مد کی تحقیق ص ١١ : وحده مقدار الف وصلًا ووقفًا، ونقصه عن الف حرام شرعا، فيعاقب على فعله ويثاب على تركه، فما يفعله بعض ائمة المساجد واكثر المؤذنين من الزياده فى المد الطبعى عن حده العرفى اى عرف القراء فمن اقبح البدعة واشد الكراهة لاسيما وقد يقتدى بهم بعض الجهلة من القراء -

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٢/ ٢٩٠ : اللہ اور الہ کے لام کو ایک الف کی مقدار سے زیادہ کھینچنا غلط ہے۔

📖 کلمات اذان میں مد کی تحقیق ص ٢٧ : بعض حضرات مد کئے جانے کے سلسلے میں المقری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ کی کتاب مفتاح الکمال شرح تحفۃ الاطفال کے حوالے سے مفید الاقوال اور فتح المتعال کی عبارت پیش کرتے ہیں: وله سبب معنوى كالتعظيم، ولأجله أجاز الفقهاء مد الف الجلالة اربع عشرة حركة فى الله اكبر، حضرت مولانا محمد حنیف صاحب مدظلہ العالی اس عبارت کے

Scanned by CamScanner

سلسلے میں فرماتے ہیں، مفید الاقوال اور فتح الملک المتعال جو تحفۃ الاطفال کی شرحیں ہے ان سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کے اسم جلالہ میں فقہاء نے سات الف کے برابر مد کرنے کی اجازت دی ہے تو اب تک باوجود تلاش بسیار کے کسی فقیہ کا قول اس طرح کا نہیں ملا،... ... ...

جیسا کہ اوپر گزرا، بعض حضرات اسباب مد میں سے ایک ضعیف سبب معنوی کا سہارا لیتے ہوئے لفظ اللہ میں وصلاً مد کو جائز کہتے ہیں، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ

اولا: یہ سبب سبب ضعیف ہے

ثانیا: یہ لائے نفی جنس میں ہے، نفی میں مبالغہ کرنے کیلئے ہے، جیسے لا الہ الا انت اور لا مرد وغیرہ، اسی کو مد تعظیمی کہتے ہیں، محقق ابن الجزری نے مد تعظیمی کو لفظ اللہ میں نہیں کہا ہے،

ثالثا: یہ بطریق شاطبیا اور جمہور قراء کے نزدیک معمول بہا نہیں ہے،

رابعا: یہ جمہور کا خلاف ہے،

خامسا: یہ قراء سبعہ میں امام سادس حضرت امام حمزہ کوفی کے لئے ہے، امام عاصم کوفی وغیرہ کے لئے نہیں ہے،

سادسا: اس میں امام حمزہ کے لئے توسط ہے، طول و تطویل نہیں،

سابعا: لفظ اللہ پر (وصلا) اکثر حضرات بصراحت نہ صرف عدم جواز کے قائل ہیں بلکہ اسے اقبح البدعۃ واشد الکراھۃ قرار دیتے ہیں،... ...

ثامنا: ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ لفظ اللہ (وصلا) میں مد غلط ہوتا تو امت کا اجماع اس پر نہ ہوتا، کیونکہ کسی غلط امر پر امت کا اجماع نہیں ہو سکتا ہے، واضح ہو کہ اجماع خواص کا معتبر ہوتا ہے نہ کہ عوام کا، اور طبقۂ خواص لفظ اللہ پر مد طول و تطویل کے سلسلے میں بالکل مجتمع نہیں ہے، ہر دور اور ہر دائرہ میں عرب ہو یا عجم ہر جگہ اس کے خلاف ہمیشہ لکھا گیا ہے، اس کے خلاف برابر نکیر کی جاتی رہی ہے۔

Scanned by CamScanner

আযানে اللہ। শব্দে মাদ্দে তাবয়ী ও মাদ্দে আরেযী

প্রশ্ন : (১) আযানের তাকবীর 'আল্লাহু' শব্দটি বাক্যের প্রথমে এবং মাঝে আসলে মাদ্দে তাবায়ী হয় কি না? হলে কয় আলিফ টানতে হবে? অধিক টানা জায়েয কি না?

(২) আযানে তাকবীর ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটি বাক্যের শেষে 'আল্লা-হ' শব্দের ওপর যেহেতু ওয়াক্ফ করা হয় তাই তখন মাদ্দে আরযী হয় কি না? হলে কয় আলিফ টানতে হবে?

উত্তর : আযানের মধ্যে 'আল্লাহু' শব্দেটি বাক্যের শুরুতে ও মাঝে আসলে 'আল্লাহু' শব্দের লামকে টেনে পড়তে হয়, যাকে ইলমে তাজবীদের পরিভাষায় মাদ্দে তাবায়ী বা আসলী বলে। মাদ্দে তাবায়ী বা আসলী উলামায়ে কেরাআতের সর্বসম্মতিতে এক আলিফ পরিমাণ টানতে হবে। এর অধিক টানা ভুল। মাদ্দে আসলীর উপরোক্ত নীতিমালা আযান ছাড়া অন্য জায়গায় যেমন উলামায়ে কেরামের মতানুযায়ী আমলযোগ্য, আযানের বেলায়ও উলামায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী তা প্রযোজ্য। আযানের তাকবীর এক আলিফের অধিক পরিমাণ টানার যে প্রথা দেশে প্রচলিত তা নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী সম্পূর্ণ ভুল হওয়ায় পরিহারযোগ্য। আযানের তাকবীর ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটি বাক্যের শেষে আল্লাহ শব্দের ওপর ওয়াক্ফ করার দরুন পূর্বের মদটি মাদ্দে আরেযীতে পরিণত হয় এবং মাদ্দে আরেযীর পরিমাণ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য থাকলেও বিশুদ্ধ ফয়সালা মতে পাঁচ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়ার অনুমতি পাওয়া যায়, এর অধিক নয়। (৬/৭৩৯/১৪০৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٨٠ : اعلم أن المد إن كان في الله، فإما في أوله أو وسطه أو آخره، فإن كان في أوله لم يصر به شارعا وأفسد الصلاة لو في أثنائها، ولا يكفر إن كان جاهلا لأنه جازم والإكفار للشك في مضمون الجملة؛ وإن كان في وسطه، فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بين اللام والهاء كره، قيل والمختار أنها لا تفسد، وليس ببعيد وإن كان في آخره فهو خطأ ولا يفسد أيضا -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲ /۲۹۰ : اللہ اور الہ کے لام کو ایک الف کی مقدار سے زیادہ کھینچنا غلط ہے، قال ابن عابدین رح : ان المد إن كان فى الله فإما فى أوله أو وسطه أو آخره (إلى قوله) وان كان فى وسطه، فإن بالغ حتى حدث الف ثانية بين اللام والهاء كره، قيل : والمختار أنها لا تفسد وليس ببعيد -

Scanned by CamScanner

আযানের শব্দসমূহে অধিক মদ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় আরবী লাহানে আযান দেওয়া হয়। আযান দেওয়ার সময় আযানের শব্দ-অক্ষর বহু লম্বা করে। মাদ্দে তাবায়ী এক আলিফের জায়গায় ৪ আলিফ, ৪ আলিফের জায়গায় ৮-১০ আলিফ পরিমাণ লম্বা করে, যেমন اشهد ان لا اله الا الله এর মধ্যে ৪ আলিফের জায়গায় ৮-১০ আলিফ পরিমাণ লম্বা করে। এভাবে رسول الله এর মধ্যে ৮-১০ আলিফ পরিমাণ লম্বা করা হয়, যা তাজবীদের নিয়মের বিপরীত। এভাবে আযান দেওয়া জায়েয আছে কি না? বা সুন্নাতের খেলাফ হয় কি না? নামাযের তাকবীরসমূহের মধ্যে অনুরূপ সমান ও লম্বা করা সুন্নাত কি না?

উত্তর : এ কথা সকল আহলে ইলমের জানা যে, কোনো আমলের আলোচনা ও তার আমলী চর্চার মাঝে পার্থক্য আছে, আমলী মশক তথা চর্চা ছাড়া কোনো আলোচনা সাধারণত পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয় না। আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে আল্‌হামদুলিল্লাহ অনেক মূল্যবান আলোচনার প্রচলন থাকলেও আমলী মশকের ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। অল্প-বিস্তর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কুরআন কারীমের তেলাওয়াতে, কাওয়াইদে তাজবীদের আলোচনার পাশাপাশি এর আমলী মশকের প্রতি সামান্য হলেও গুরুত্ব দেওয়া হয়, যার ফলে তাজবীদ সহকারে তেলাওয়াতের প্রচলন আহলে ইলমের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে আমলী মশকের গুরুত্বের অভাবে সেগুলোর অস্তিত্ব আজ শুধু নকল আর অন্যের অনুকরণের মাঝেই রয়ে গেছে। অথচ বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতানুযায়ী কোনো আমল কিতাবের খেলাফ হলে তা বর্জন করা অপরিহার্য।

আযান আমাদের এমনই আমলের অন্যতম, যা দীর্ঘদিন ধরে কিতাবের সাথে না মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে মারাত্মক ভুল হলো, আযানের আওয়াজের মাঝে ওঠানামা বা তরঙ্গের সৃষ্টি করা, যা গানের আওয়াজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে ফুকাহেয়ে কেরামের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী নাজায়েয।

📖 الفتاوى الهندية (دارالكتب العلمية) ١/ ٦٣ : ويكره التلحين وهو التغني بحيث يؤدي إلى تغير كلماته. كذا في شرح المجمع لابن الملك، وتحسين الصوت للأذان حسن ما لم يكن لحنا كذا في السراجية وهكذا في شرح الوقاية.

📖 خلاصةالفتاوى (رشيديه) ١/ ٤٩ : ولابأس بتحسين الصوت من غيرتغن، فان تغنى بلحن او مد او ماأشبه ذلك يكره .

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় ভুলটি হলো : 'মদ' এর ব্যাপারে। 'মদ' এর জন্য যে কায়দা বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআন তেলাওয়াতের বেলায় তো সেটাকে জরুরি মনে করা হয়। আযানের বেলায় সেগুলো আমলে পরিণত করা জরুরি মনে করা হয় না। অথচ উলামাগণ লেখেন যে কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে যে সকল কাওয়াইদের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি, তদ্রূপ আযান, ইকামত ও তাকবীরের বেলায়ও সে সকল ক্বায়দার প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি।

📖 حق التلاوة صـ ١٦٣ : تجويد الأذان والإقامة؛ "ينبغى للمؤذن أن يترسل ويتمهل فى الاذان ويربع فى الإقامة ويحدرها كما ينبغى للمؤذن أن يجود الأذان والإقامة فيطبق فى الأذان مايطبق فى تجويد القرآن سواء بسواء.

আযানে মদের মধ্য থেকে 'আল্লাহ'-এর লামের মদের ক্ষেত্রে ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাবে ১ আলিফের অধিক টানাকে মাকরূহ বলা হয়েছে এবং মাদ্দে মুনফাসিলে ৪ আলিফের অধিক ও মাদ্দে আরযীতে ৫ আলিফের উর্ধ্বে টানাকে মাকরূহ বলা হয়েছে। তাজবীদের কিতাবগুলোতে অনুরূপ হুকুম রয়েছে।

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٤٨٠ : (قوله إذ مد أحد الهمزتين مفسد إلخ) اعلم أن المد إن كان في الله، فإما في أوله أو وسطه أو آخره، فإن كان في أوله لم يصر به شارعا وأفسد الصلاة لو في أثنائها، ولا يكفر إن كان جاهلا لأنه جازم والإكفار للشك في مضمون الجملة؛ وإن كان في وسطه، فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بين اللام والهاء كره.

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٢ / ٣٣٩ : وإطلاق مد ألف الله وما بعده غير صحيح.

এ কারণেই দারুল উলূম দেওবন্দ ও পাকিস্তানের মুফতিয়ানে কেরাম আযান-ইকামতের ভ্রান্তিগুলোর সংশোধনের জন্য ফতওয়া প্রদান করেছেন। (৫/১১১/৮৫২)

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٢/ ٢٩٠ : جواب— "الله" اور "اله" كے لام كو ايك الف كى مقدار سے زيادہ كھينچنا غلط ہے قال ابن عابدين رحمه الله تعالى "ان المد ان كان فى الله" فاما فى اوله او وسطه او اخره (الى قوله) ... وان كان فى وسطه فان بالغ حتى حدث الف ثانية بين اللام والهاء كره

Scanned by CamScanner

قیل والمختار انها لا تفسد ولیس ببعید (رد المحتار) اسی طرح

الصلاة خیر من النوم میں الصلاۃ کے لام کو ایک الف سے زیادہ کھینچنا غلط ہے۔

ওজু ছাড়া আযান দেওয়া

প্রশ্ন : মুয়াজ্জিন সাহেব যদি অধিকাংশ সময় বিশেষত ফজরের সময় আযান ওজু ছাড়া দিয়ে থাকেন—তাহলে এ ধরনের মুয়াজ্জিনের আযানের হুকুম কী?

উত্তর : ওজু অবস্থায় আযান দেওয়া মুস্তাহাব। ওজু ছাড়া দিলেও সহীহ হয়ে যায়। তবে ওজুবিহীন আযানে অভ্যস্ত হওয়া উচিত নয়। (৯/৬৮৪/২৮০৪)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ١٦٧ : " وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز " لأنه ذكر وليس بصلاة فكان الوضوء فيه استحبابا كما في القراءة.

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ١/ ٧٧ : (ويؤذن ويقيم على طهر) ؛ لأنه ذكر فيستحب فيه الطهارة كالقرآن كما في الاختيار والمراد من الطهارة الطهارة من الحدث سواء كان الأصغر أو الأكبر لا أكبر فقط كما توهم البعض.

(وجاز أذان المحدث) لحصول المقصود، ولا يكره في الصحيح وقيل: يكره؛ لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه وداخلا تحت قوله تعالى {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} كما في الفرائد أقول: وفيه كلام؛ لأن الوضوء للأذان مندوب كما تقرر آنفا فحينئذ ينبغي أن لا يكون تركه مكروها، ولا نسلم عدم الإجابة؛ لأنه يمكن الوضوء بعده فيكون مجيبا حكما.

Scanned by CamScanner

আযান ও ইকামতে حيعلتين এর সময় ডানে-বামে মুখ ফেরানো

প্রশ্ন : আযান ও ইকামতের মধ্যে (حى على الصلاة، حى على الفلاح) বলার সময় যথাক্রমে ডানে-বামে মাথা ঘোরানো কি সুন্নাত?

উত্তর : আযানের মধ্যে উক্ত জায়গায় যথাক্রমে ডানে-বামে চেহারা ফেরানো সুন্নাত। তবে ইকামতের ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য থাকলেও ইকামতে চেহারা ফেরানো সুন্নাত হওয়ার মতটি অগ্রগণ্য। (৬/৬৬৬/১৩৬৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/٣٨٧ : (ويلتفت فيه) وكذا فيها مطلقا، وقيل إن المحل متسعا (يمينا ويسارا) فقط.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٨٧ : (قوله: وكذا فيها مطلقا) أي في الإقامة سواء كان المحل متسعا أو لا.

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ /٢٥٨ : وأطلق في الالتفات ولم يقيده بالأذان وقدمنا عن الغنية أنه يحول في الإقامة أيضا وفي السراج الوهاج لا يحول فيها؛ لأنها لإعلام الحاضرين بخلاف الأذان فإنه إعلام للغائبين، وقيل يحول إذا كان الموضع متسعا.

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ١/ ١٢٢ : التفات يمين ويسار جيسا اذان ميں مسنون ہے ويسا ہى اقامت ميں۔

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ١/ ٢٩٣

তাহাজ্জুদের আযান সুন্নাহসম্মত নয়

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য আযান দেওয়ার প্রথা চালু আছে। এমতাবস্থায় আমার জানার বিষয় হলো, তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য আযান দেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত পরিপন্থী। (১৯/৪৮৭)

📖 شرح معانى الآثار (عالم الكتب) ١/ ١٠٦ : عن إبراهيم، قال: شيعنا علقمة إلى مكة، فخرج بليل فسمع مؤذنا يؤذن بليل فقال: «أما

Scanned by CamScanner

هذا فقد خالف سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان نائما كان خيرا له فإذا طلع الفجر، أذن» فأخبر علقمة أن التأذين قبل طلوع الفجر، خلاف لسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

📖 كتاب الأصل (إدارة القرآن) ١/ ١٣٣ : قلت : أرأيت الاذان والاقامة هل يجب فى شئ من صلاة الطلوع ؟ قال : لا : انما الاذان والاقامة فى الصلوات الخمس المفروضة -

📖 الاختيار (دارالكتب العلمية) ١/ ٤٧ : (وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة)؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- واظب عليهما فيها، ولأن لها أوقاتا معلومة، وتؤدى في الجماعات فتحتاج إلى الإعلام ولا كذلك غيرها.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٢/ ٢٩١ : سوال: نماز تہجد کیلئے اذان مسنون ہے یا نہیں؟
الجواب- حضرت بلال ؓ صبح صادق سے کچھ قبل اذان دیا کرتے تھے تاکہ تہجد میں مشغول حضرات ذرا آرام کرلیں اور سوتے ہوئے لوگ اٹھ کر فجر کی تیاری کرے، مگر بعد میں یہ اذان منسوخ ہوگئی، اسی لئے حضرات صحابہ کرام ؓ نے اس پر عمل نہیں فرمایا -

ফজরের আযানের পর তাসবীব

প্রশ্ন : আমাদের জামে মসজিদে ১০ বছর ধরে 'তাসবীব' অর্থাৎ ফজরের আযান ও ইকামতের মাঝে মুসল্লিদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এলানের প্রথা জারি ছিল। দীর্ঘ ১০ বছর এর কারণে মুসল্লিদের সংখ্যাও বেশি ছিল। ইদানীং এক নতুন ইমাম সাহেব নিয়োগ হওয়ায় ওই প্রথা সম্পূর্ণ উঠে যায়। ফলে বর্তমানে মুসল্লিদের সংখ্যাও আগের চেয়ে অধিক হ্রাস পায়। এলাকার বৃদ্ধ আলেমগণ পুনরায় তাসবীবের প্রথা শুরু করতে চান বলে উক্ত ইমাম সাহেবের সাথে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। তাই আপনাদের কাছে এর সঠিক সমাধান চাই।

উত্তর : যে ওয়াক্তের নামাযে নামাযীদের গাফিলতির আশঙ্কা হয় সে ক্ষেত্রে আযান-ইকামতের মাঝখানে গাফিলতি দূর করার জন্য ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) হতে শুরু

Scanned by CamScanner

করে যুগে যুগে উলামায়ে কেরাম তাসবীবের অনুমতি দিয়ে আসছেন। তাই এই তাসবীব নিষেধ না করা উচিত। এর দ্বারা নামাযীর সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায়, যা প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে তখন তাসবীব করাই উত্তম বলা হবে। তবে এটাকে নিয়মিত প্রথা বানিয়ে নেওয়া উচিত নয়। (১৬/৬২/৬৩৯১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١٤٨ : (وأما) التثويب المحدث فمحله صلاة الفجر أيضا، ووقته ما بين الأذان والإقامة، وتفسيره أن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح على ما بين في الجامع الصغير، غير أن مشايخنا قالوا: لا بأس بالتثويب المحدث في سائر الصلوات لفرط غلبة الغفلة على الناس في زماننا، وشدة ركونهم إلى الدنيا، وتهاونهم بأمور الدين، فصار سائر الصلوات في زماننا مثل الفجر في زمانهم، فكان زيادة الإعلام من باب التعاون على البر والتقوى، فكان مستحسنا ـ

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١/ ٣٨٩ : (قوله: في الكل) أي كل الصلوات لظهور التواني في الأمور الدينية. قال في العناية: أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب مع إبقاء الأول يعنى الأصل وهو تثويب الفجر وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٦ : والتثويب حسن عند المتأخرين فى كل صلاة إلا فى المغرب هكذا فى شرح النقاية للشيخ ابى المكارم، وهو رجوع المؤذن الى الإعلام بالصلاة بين الأذان والإقامة ـ

📖 امداد المفتين (دارالاشاعت) ص ٢٦٩ : جو لوگ احاطہ مسجد سے باہر ہیں ان کے بلانے کے لئے اذان کافی ہے اور جو احاطہ مسجد کے اندر ہیں خواہ متفرق ہوں کوئی صحن میں کوئی اندر ان کے بلانے کے لئے اقامت کافی ہے ان کے علحدہ بلانے کی کوئی ضرورت نہیں اذان واقامت کی غرض تو بلانا ہی ہے، اس لئے پیش امام کے ذمہ نہیں کہ وہ لوگوں کو بلاتا پھرے، البتہ اگر بلالے تو گناہ بھی لازم نہیں آتا، جس کسی نے ایسا کہا غلط ہے لیکن اس کو بلانے کی عادت ڈال لینے کو علماء نے مکروہ کہا ہے

Scanned by CamScanner

আযানের পর الصلاة الصلاة বলে আহ্বান করা

প্রশ্ন : আযানের পর পুনরায় মসজিদের মাইকে মুসল্লিদের 'আস্‌সলাত, আস্‌সলাত' বলে আহ্বান করাকে কেন্দ্র করে আমাদের এলাকায় উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে গ্রামবাসীর মধ্যে কলহ-বিবাদ চলছে। আপনাদের কাছে সঠিক সমাধান জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : নামাযের প্রতি লোকজনকে আহ্বান করার জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে আযান, যা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে বিদ্যমান, ভিন্ন কোনো পন্থা অবলম্বন করে মুসল্লিদের আহ্বান করার প্রথা সোনালি যুগে ছিল না। উপরন্তু এর দ্বারা প্রকারান্তরে আযানের গুরুত্ব হ্রাস পায়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত প্রথা নিয়মিত চালু রাখা মাকরূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্জনীয়। তবে বর্তমান যুগে নামাযের প্রতি মানুষের অনীহা ও অনাগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মাঝেমধ্যে বিশেষ করে ঘুমের সময় ও ব্যস্ত সময়ে মাইকে ডাকা হলে তা অবৈধ বলা যাবে না। (১৬/৬৮১)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١/ ٢١٤ : (قوله وخصوا الفجر به) فكرهوه في غيره. وعن ابن عمر أنه سمع مؤذنا يثوب في غير الفجر وهو في المسجد فقال لصاحبه: قم حتى تخرج من عند هذا المبتدع. وعن علي - رضي الله عنه - إنكاره(قوله وأبو يوسف خصهم) أخر ذكر وجه أبي يوسف - رحمه الله - لإفادة اختياره، وكذا يظهر من كلام قاضي خان وغيره اختيار قول أبي يوسف -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٦٩ : (قوله: في الكل) أي كل الصلوات لظهور التواني في الأمور الدينية. قال في العناية: أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب مع إبقاء الأول يعني الأصل وهو تثويب الفجر وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن .

📖 خير الفتاوی (زکریا) ٢/ ١٩٩ : الجواب-اعلام بعد الاذان کو جسے تثویب بھی کہتے ہیں علماء متقدمین نے مکروہ اور بدعت کہا ہے اور علماء متاخرین نے بوجہ تساہل اسے جائز رکھا ہے پس بر بناء مذہب متاخرین اگر کوئی صورت جماعت کے انتظام کی نہ ہو تو گھنٹی یا نقارہ

Scanned by CamScanner

کے ساتھ اعلام جائز ہے ... لیکن اگر اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے تو بلا ضرورت نقارہ بجانے سے بچنا چاہئے فقط۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۳۰۴ : اگر احیانا کسی کو بعد اذان بوجہ ضرورت بلوالیں، تو درست ہے، مگر اس کی عادت ڈالنی اور ہمیشہ کا التزام نادرست ہے۔

নামাযের জন্য ডাকাডাকি করা

প্রশ্ন : কিছু কিছু মসজিদে দেখা যায় যে ইমাম সাহেব বা অন্য লোক ফজরের আযানের পর মুসল্লিদের হাজির হওয়ার জন্য ডাকাডাকি করে, যাতে মানুষ ঘুম থেকে উঠে মসজিদমুখী হয় এবং জামাআতে লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শরীয়ত মতে এই কাজ জায়েয আছে কি না?

উত্তর : বিশেষত ফজরের সময় ঘুমের কারণে মানুষের অবহেলা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন অন্যের ক্ষতি না হয়–এমন স্বাভাবিকভাবে নামাযের জন্য ডাকাডাকি করা যায়। অবশ্য এটাকে নিয়মে পরিণত করা ও বাধ্যতামূলক মনে করা অনুচিত। (৬/২৫২/১১৯২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٦ : والتثويب حسن عندالمتأخرين فى كل صلاة الا فى المغرب، هكذا فى شرح النقاية للشيخ ابى المكارم ، وهو رجوع المؤذن الى الإعلام بالصلاة بين الأذان والإقامة -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۴/ ۲۹۱ : بلاشبہ صبح کا وقت غفلت کا وقت ہے غافلوں کو بیدار کرنے اور نماز باجماعت کا عادی بنانے کیلئے باہمت لوگ جگانے کیلئے نکلتے ہوں تو ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ضرورت ہو یہ عمل جاری رکھا جاسکتا ہے مگر کام سلیقہ سے ہونا چاہئے تماشہ نہ بنالیا جائے اور باعث ایذاء مسلمین نہ ہو، مستورات اور معذورین مکانوں میں نماز اور ذکر اللہ میں مشغول ہوں تو ان کا لحاظ رکھا جائے، لوگوں کو چاہئے کہ غافلین میں اپنا شمار نہ کرائیں اور لوگوں کو اٹھانے کی زحمت سے بچائیں

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۳۰۴ : الجواب- اگر احیانا کسی کو بعد اذان بوجہ ضرورت بلوالیں تو درست ہے، مگر اس کی عادت ڈالنی اور ہمیشہ کا التزام نادرست ہے۔

Scanned by CamScanner

ফজরের আযানের পূর্বে মাইকে যিকির, তেলাওয়াত ও ডাকাডাকি করা

প্রশ্ন : আমি এক মসজিদের মুয়াজ্জিন। ভোররাতে প্রথমে আউযুবিল্লাহ- বিসমিল্লাহ পড়ে সূরায়ে ফাতেহা পড়ি। তারপর কিছু সময় যিকির করি ও এলাকার মুসল্লিদের ঘুম থেকে উঠে মসজিদে এসে নামায পড়ার প্রতি ডাকি, তারপর আযান দিয়ে থাকি। আর ওই কাজগুলো আমাদের প্রায় সব মসজিদের মুয়াজ্জিনরাই করে থাকেন। প্রশ্ন হলো, আমি যে কাজগুলো করে আসছি, তা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : নামাযের ওয়াক্তের অবগতির জন্য শরীয়ত একমাত্র আযানকে নির্দিষ্ট করেছে। সুতরাং মানুষকে জাগানোর উদ্দেশ্যে বা নামাযের অবগতির জন্য আযানের পূর্বে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ বা অন্য কোনো যিকির করা শরীয়তসম্মত না হওয়ায় প্রশ্নে বর্ণিত কাজগুলো পরিহার করা অপরিহার্য। (১৫/১৮৮/৫৯৯৮)

📖 الدر المختارمع الرد (سعيد) ١/ ٣٨٣ : الأذان (هو) لغة الإعلام. وشرعا (إعلام مخصوص) لم يقل بدخول الوقت ليعم الفائتة وبين يدي الخطيب (على وجه مخصوص بألفاظ كذلك) أي مخصوصة -

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ٢/ ١٤٢ : وفى فتاوى الحجة : يكره للمؤذن أن يقول صلاه صلاه ، ثم يؤذن؛ لأنه خلاف السنة .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧/ ٥٣ : اذان تو اسی مقصد کیلئے دی جاتی ہے قبل اذان مستقلا لاؤڈ اسپیکر پر الصلاۃ کی پابندی کرنے سے نفس اذان کا خاص فائدہ نہیں رہے گا اور لوگ اس کو اذان کی طرح مستقل شرعی حکم سمجھ لیں گے اس لئے اس سے پرہیز کرنا چاہئے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢/ ١٥٦ : سوال- مسنون کام کے شروع میں برکت کے لئے تسمیہ پڑھتے ہیں کیا اذان کے شروع یا نماز کی نیت باندھتے وقت تسمیہ پڑھنی چاہئے؟

الجواب- صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین وغیرہم سے منقول نہیں نہ ائمہ فقہاء اس کو ذکر کرتے ہیں لہذا متوارث عمل نہ پڑھنے کا ہے۔

Scanned by CamScanner

নামাযের দিকে আহ্বানের জন্য দল গঠন করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মানুষ প্রায় দিনই ফজরের জামাআতে শরীক হতে পারে না। যার কারণে তাদের অনুরোধে ইমাম সাহেব ৫-৬ জনের একটি দল গঠন করেছেন। যারা প্রতিদিন ফজরের আযানের পর গ্রামবাসীকে ডেকে ডেকে জাগিয়ে দেয়, ফলে মসজিদেও এখন নামাযে অনেক মুসল্লি হয়। কিন্তু অত্র এলাকার আরেকজন আলেম বলছেন যে এই কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ। এখন আমার জানার বিষয় হলো, আসলে কাজটি শরীয়তসম্মত কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : আনুষ্ঠানিকতার সাথে সব সময়ের জন্য বর্ণিত পন্থা অবলম্বন করা শরীয়তসম্মত নয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে কোনো কোনো সময় আযানের পর জামাআতের পূর্বে এ ধরনের ডাকাডাকি করা আপত্তিকর নয়। (১৭/৬৫৫/৭২৩১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ٢٦٠ : (قوله: ويثوب) أي المؤذن والتثويب العود إلى الإعلام بعد الإعلام ومنه الشيب؛ لأن مصيبها عائد إليها والثواب؛ لأن منفعة عمله تعود إليه والمثابة؛ لأن الناس يعودون إليه ووقته بعد الأذان على الصحيح كما ذكره قاضي خان وفسره في رواية الحسن بأن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية، ثم يثوب، ثم يمكث كذلك، ثم يقيم وهو نوعان قديم وحادث فالأول الصلاة خير من النوم وكان بعد الأذان إلا أن علماء الكوفة ألحقوه بالأذان والثاني .

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١٤٨ : (وأما) التثويب المحدث فمحله صلاة الفجر أيضا، ووقته ما بين الأذان والإقامة .

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٢/ ١٢٦ : جواب— تثویب احداث متأخرین سے ہے اور امام ابو یوسف نے اس کو قاضی و مفتی کے واسطے خاص کیا ہے پس اجتناب اس سے بہتر ہے اور کوئی ضرورت خاصہ ہو تو جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

যিকির, তেলাওয়াত ও দরস তাদরীসে রত অবস্থায় আযানের জবাব প্রদান

প্রশ্ন : মসজিদে বা মসজিদের বাইরে কোরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায়, ফিকাহ হাদীস বা অন্যান্য দ্বীনি শিক্ষাদান অবস্থায়, দ্বীনি কিতাবাদি পাঠ, লেখালেখি, দ্বীনি জরুরি আলোচনা ও পানাহার অবস্থায় আযানের জবাব প্রদানের বিধান কী?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত কাজসমূহে মশগুল থাকাকালীন আযানের জবাব না দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। কাজ শেষ করে অল্প সময় অতিবাহিত হয়ে থাকলে আযানের জবাব দিতে পারবে। তবে উত্তম হলো, এসব আমল আযানের সময় মওকুফ রেখে আযানের জবাব দিয়ে পুনরায় কাজ শুরু করবে। কেননা আযানের জবাব নির্দিষ্ট সময়ের একটি আমল, আর প্রশ্নোক্ত আমলগুলো আযানের পরও করা যাবে। (১৬/৩১/৬৩৮২)

📖 البحر الرائق (دارالكتب العلمية) ١/ ٢٥٩ : فمعناه الإجابة بالقدم لا باللسان فقط، وفي المحيط يجب على السامع للأذان الإجابة ويقول مكان حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ومكان حي على الفلاح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ لأن إعادة ذلك يشبه الاستهزاء؛ لأنه ليس بتسبيح ولا تهليل وكذا إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول صدقت وبررت ولا يقرأ السامع ولا يسلم ولا يرد السلام ولا يشتغل بشيء سوى الإجابة ولو كان السامع يقرأ يقطع القراءة ويجيب وقال الحلواني الإجابة بالقدم لا باللسان حتى لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيبا ولو كان في المسجد حين سمع الأذان ليس عليه الإجابة وفي الظهيرية ولو كان الرجل في المسجد يقرأ القرآن فسمع الأذان لا يترك القراءة؛ لأنه أجابه بالحضور ولو كان في منزله يترك القراءة ويجيب لعله متفرع على قول الحلواني والظاهر أن الإجابة باللسان واجبة لظاهر الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» إذ لا تظهر قرينة تصرف عنه بل ربما يظهر استنكار تركه؛ لأنه يشبه عدم الالتفات إليه والتشاغل عنه.

📖 وفيه ايضا ١/ ٢٦٠ : وفي تعلم العلم وتعليمه والجماع والمستراح وقضاء الحاجة والتغوط، قال أبو حنيفة لا يثني بلسانه.

Scanned by CamScanner

আযানে রাসূল (সা.)-এর নাম শুনলে করণীয়

প্রশ্ন : আযানের মধ্যে রাসূল (সা.)-এর নাম শুনলে করণীয় কী? অনেকে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলে। আবার অনেকে হুবহু আযানের শব্দটি বলে। কোনটি সঠিক?

উত্তর : اشهد ان محمدا رسول الله এর জবাবে দরূদ শরীফ না পড়ে হুবহু ওই বাক্য বলাই সুন্নাত। অতঃপর আযান শেষে দরূদ শরীফ ও দু'আ পড়া সুন্নাত।
(১৯/৫০৪/৮২৮২)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ١/ ١٦٠ (٦١١، ٦١٢) : عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن»-

وفى رواية : عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، قال: حدثني عيسى بن طلحة، أنه سمع معاوية يوما، فقال مثله، إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله -

📖 السعاية (المكتبة الأشرفية) ٢/ ٤٦ : ومنها ان يقول عند سماع الاولى من شهادتى الرسالة- صلى الله عليك يارسول الله- وعند الثانية منها- قرة عينى بك يارسول الله- لم يصح فى المرفوع من كل ذلك شئ -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٢/ ٢٧٨ : سوال-اذان واقامت میں جب لفظ اشھد ان محمدا رسول اللہ سے تو درود شریف سامع پر واجب ہوگا یا مستحب؟

جواب-اذان واقامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کیساتھ درود شریف نہ منقول ہے اور نہ معمول، بلکہ اس کے برعکس حضور کا ارشاد ہے کہ تم بھی وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے پھر اذان کے بعد پہلے درور شریف پڑھو پھر دعا۔

Scanned by CamScanner

রেডিও-টিভির আযানের জবাব

প্রশ্ন : টেলিভিশন ও রেডিওর মধ্যে যে আযান দেওয়া হয়, তার জবাব দেওয়া সুন্নাত কি না?

উত্তর : মুয়াজ্জিনের আযান টেলিভিশন-রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচার করা হলে মুখে উচ্চারণ করে তার জবাব দেওয়া সুন্নাত, অন্যথায় সুন্নাত নয়। (১৯/ ৫৫৭/৮২৯৭)

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١/ ٦٤٦ : وأما أذان الصبي الذي لا يعقل فلا يجزئ ويعاد؛ لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢/ ١٧٠ : سوال- ٹیلیویژن اور ریڈیو پر جو اذانیں ہوتی ہیں تو کیا ان کو سن کر اذان کا جواب دیا سکتا ہے؟
جواب- ٹیوی اور ریڈیو پر ہونے والی اذان اذان نہیں، بلکہ اذان کی آواز ہے جسے ٹیپ کر لیا جاتا ہے اور اذان کے وقت وہی ٹیپ لگا دی جاتی ہے، اس لئے اس کا حکم اذان کا نہیں، لہذا اس کا جواب بھی مسنون نہیں۔

আযানের জবাবে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ

প্রশ্ন : কোনো কোনো জায়গায় আযানের জবাবে কালেমায়ে শাহাদাতও পড়তে দেখা যায়, আবার আযানের জবাবের ব্যাপারে নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহ দেখা যায়। তবে এসবের মধ্যে আমলের ক্ষেত্রে সমন্বয় কিভাবে সম্ভব? অর্থাৎ আমরা এখন সুন্নাত মোতাবেক উত্তমরূপে কিভাবে আযানের জবাব দিতে পারি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী قولوا مثل ما يقول -এর উপর আমল কিভাবে করতে পারি?

হাদীসসমূহ যথা :

(١) عن سعد بن أبي وقاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من قال: حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له " (سنن ابی داود/١ ٨٥: باب ما يقول اذاسمع المؤذن)-

Scanned by CamScanner

(২) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة .» (صحيح مسلم (٣٨٤)

এ ছাড়া দ্বিতীয় হাদীসে ثم শব্দটির দ্বারা তারতীব বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের ওপর আমল করতে গেলে তারতীব কিভাবে হবে?

উত্তর : আযানের শেষ বাক্য أشهد أن لا إله إلا الله এর জবাব দুই ধরনের দেওয়া যায়। ১. শুধু أشهد أن لا إله إلا الله বলা। প্রথম তরীকায় জবাব দিলে মূল জবাব আদায় হবে, তবে বাড়তি ফজীলত পাওয়া যায় না। আর দ্বিতীয় তরীকায় জবাবের দ্বারা অতিরিক্ত ফজীলতও হাসিল করা যায়, দ্বিতীয়টি প্রথমটির সম্পূরক জবাব, দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রথমটিও আছে। তাই দ্বিতীয় তরীকায় জবাবের দ্বারা প্রথমটির ওপরও আমল হয়ে যায়। ২. رضيت بالله الخ ... বলা,

আর এরূপ পরিপূর্ণ জবাবের পর দরূদ শরীফ পাঠকরতঃ দু'আ পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে। অতএব হাদীসে উল্লিখিত ثم শব্দের দ্বারা যে তারতীব বোঝা যায়, তাতে কোনো ব্যতিক্রম হয় না। ৬/৩৭৪/১২১৫

📖مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٢/ ٣٥٥ : («من قال حين يسمع المؤذن») أي صوته أو أذانه أو قوله، وهو الأظهر، وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع تشهده الأول أو الأخير، وهو قوله آخر الأذان: لا إله إلا الله، وهو أنسب، ويمكن أن يكون معنى يسمع: يجيب، فيكون صريحا في المقصود وأن الظاهر أن الثواب المذكور مترتب على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة، ولأن قوله كهذه الشهادة في أثناء الأذان ربما يفوته الإجابة في بعض الكلمات الآتية.

আযানের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করা

প্রশ্ন : আযানের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করা সুন্নাত নাকি বিদ'আত?

উত্তর : আযানের পর দরূদ শরীফ পড়ে একটি দু'আ পড়ার কথা হাদীস শরীফে আছে। আযানের দু'আ পড়ার সময় হাত তোলার কথা হাদীসে নেই। (৮/৮৩৩/২৩৬৯)

Scanned by CamScanner

📖 فيض الباری (ربانی بکڈپو) ۲/ ۱٦۷ : والمسنون في هذا الدعاء ألا ترفع الأيدي، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعها، والتشبث فيه بالعمومات بعدما ورد فيه خصوص فعله صلى الله عليه وسلم لغو، فإنه لو لم يرد فيه خصوص عادته صلى الله عليه وسلم لنفعنا التمسك بها، وأما إذا نقل إلينا خصوص الفعل، فهو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۰۸ : سوال- اذان کی جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے لئے ہاتھ اٹھانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- کتب حدیث وفقہ میں اس دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ کہیں نہیں دیکھا-

একই ব্যক্তি ইমাম ও মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন

প্রশ্ন : একজন ব্যক্তি কি একাই ইমাম-মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন করতে পারেন?

উত্তর : একই ব্যক্তি আযান, ইকামত ও ইমামতের দায়িত্ব পালন করার মধ্যে শরীয়তের আপত্তি নেই। সুবিধার জন্য ইমাম-মুয়াজ্জিন আলাদা হওয়া ভালো। (৯/৫১১/২৭১৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ۱/ ٤۰۱ : (قوله: الأفضل إلخ) أي لقول عمر - رضي الله عنه -: لولا الخلافة لأذنت: أي مع الإمامة كما قدمناه. وفي السراج أن أبا حنيفة كان يباشر الأذان والإقامة بنفسه .

জুমু'আর দ্বিতীয় আযান কোথায় দাঁড়িয়ে দেবে

প্রশ্ন : জুমু'আর দ্বিতীয় আযান কোন জায়গায় দাড়িয়ে দেওয়া সুন্নাত? ইমামের সামনে নাকি মসজিদের দরজায় দাড়িয়ে, না উভয় জায়গায় দেওয়া জায়েয হবে?

উত্তর : খুতবার পূর্বে যে আযান দেওয়া হয় তা মিম্বরের সোজা সামনে ও নিকটে দেওয়াই সুন্নাত। তাই মুয়াজ্জিন প্রথম কাতারে ইমামের সামনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে। কোনো অসুবিধা থাকলে সোজা সামনে দূরে দাঁড়ালেও কোনো অসুবিধা নেই। দরজা

Scanned by CamScanner

ইমামের সোজা সামনে হওয়া অবস্থায় দরজায় দাঁড়িয়ে আযান দেওয়াও জায়েয। এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। (৯/৩৮১)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٣٨٣ : وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث.

📖 تبيين الحقائق (مكتبة امداديه) ١/ ٢٢٣ : قال - رحمه الله - (فإن جلس على المنبر أذن بين يديه وأقيم بعد تمام الخطبة) بذلك جرى التوارث - والله أعلم -.

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١/٢٥٤ : (فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه ثانيا) وبذلك جرى التوارث.

📖 إعلاءالسنن (إدارة القرآن) ٨ /٦٩ : فحاصل هذاالكلام ان الأذان كان بين يدى رسول اللهﷺ فى باب المسجد داخله، وهوبين يدى المنبرمحاذيا له فلم يلزم كون الأذان خارج المسجد، وان سلّمنا على ان 'على' بمعناه، وكان الأذان خارج المسجد، فنقول: إن الأذان كان على عهد رسول الله ﷺ على الباب للإعلان المطلق، فلماكان عثمان زاد الأذان الاول للإعلان العام جعل الثانى عندالمنبر قريبا منه للإنصات كمافى فتح البارى ناظرافى ماقال المهلب:الحكمة فى جعل الاذان فى هذا المحل (اى قريبا من المنبر) ليعرف بجلوس الإمام على المنبر، فينصتون له اذاخطب ... ...

জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের স্থান

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জুমু'আর জামাআতে দ্বিতীয় আযান খতীব সাহেবের সম্মুখে দিতে হবে নাকি মসজিদের দরজায় বা দরজার বাইরে দিতে হবে- এ নিয়ে গোলযোগ দেখা দিয়েছে। তাই মেহেরবানিপূর্বক দলিলাদিসহ লিখিত ফয়সালা জানালে কৃতজ্ঞ থাকব, ইনশাআল্লাহ।

উত্তর : রাসূল (সা.)-এর যুগ থেকে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত মসজিদের দরজায় আযান দেওয়া হতো, যাতে বাইরের লোকও শুনতে পায় যে জুমু'আর খুতবা

Scanned by CamScanner

হচ্ছে। আর যখন হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগে মুসলমানদের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন ওসমান (রা.) দুটি আযানের ব্যবস্থা করলেন। একটি মসজিদের বাইরে এলানের জন্য এবং অপর আযান মসজিদের ভেতর ইমামের সামনে খুতবার জন্য নির্ধারণ করেন, যা সাহাবা (রা.)-এর যুগ থেকে এ পর্যন্ত চলে আসছে। (৫/৩১৬/৯৬০)

📖 موطأ الإمام مالك (دار إحياء التراث) ١/ ١٧٣ : عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي؛ أنه أخبره: أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة، حتى يخرج عمر. فإذا خرج عمر، وجلس على المنبر، وأذن المؤذن قال ثعلبة: وجلسنا نتحدث. فإذا سكت المؤذن ، وقام عمر بن الخطاب يخطب، أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٨٤ : وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث .

📖 فيض البارى (دار الكتب العلمية) ٢/ ٤٣٢ : كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه واحدا، ولعله كان خارج المسجد كما عند أبي داود، فإذا كثر الناس زاد عثمان أذانا آخر على الزوراء خارج المسجد، ليمتنع الناس عن البيع والشراء.
والظاهر أن الأذان الثاني وهو الأول انتقل إلى داخل المسجد، ثم الأمة أخذت بفعله وتعاملوا به واحدا بعد واحد -

📖 إعلاءالسنن (إدارة القرآن) ٨ /٦٩ : فحاصل هذاالكلام ان الأذان كان بين يدى رسول اللهﷺ فى باب المسجد داخله، وهوبين يدى المنبرمحاذيا له فلم يلزم كون الأذان خارج المسجد، وان سلّمنا على ان 'على' بمعناه، وكان الأذان خارج المسجد، فنقول: إن الأذان كان على عهد رسول الله ﷺ على الباب للإعلان المطلق، فلماكان عثمان زاد الأذان الاول للإعلان العام جعل الثانى عندالمنبر قريبا منه للإنصات كمافى فتح البارى ناظرافى ماقال المهلب:الحكمة فى جعل الاذان فى هذا المحل (اى قريبا من المنبر) ليعرف بجلوس الإمام على المنبر، فينصتون له اذاخطب ... ...

Scanned by CamScanner

امداد الفتاوی (زکریا) ۱/ ۷۰۰-۷۰۱ : ان عبارات میں علی المنبر، عند المنبر، امام المنبر، بین یدی المنبر یہ سب الفاظ اس کو ظاہر کرتا ہیں کہ اذان ثانی منبر کے سامنے اور اس کے نزدیک ہونا چاہئے۔ باقی اس قرب کو صف اول کے ساتھ محدود کرنا صحیح نہیں، قال فی جامع الرموز: واذا جلس الامام علی المنبر اذن اذانا ثانیا بین یدیه أی بین الجهتين المسامتتين ليمين المنبر اوالامام ويساره قريبا منه ووسطهما بالسكون، فيشتمل ما إذا أذن فی زاوية قائمة أو حادة أو منفرجة آه، من التنشيط (ص ۱۰) اس میں قریبا منه کی توقید تو ہے، لیکن صف اول کی قید نہیں۔

জুমু'আর দ্বিতীয় আযান মসজিদের ভেতরে দেবে

প্রশ্ন : জুমু'আর সানী আযান মসজিদের ভেতরে দেবে নাকি বাইরে দেবে? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : হাদীস ও ফিকাহের আলোকে জুমু'আর দ্বিতীয় আযান যেহেতু উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশে দেওয়া হয়, তাই মসজিদের ভেতরে ইমামের সামনে দেবে। (৬/৭/১০৪৩)

الدر المختار مع الرد (سعيد) ۲/ ۱۶۱ : ويؤذن ثانيا بين يديه ای الخطيب-

امداد الفتاوی (زکریا) ۱/ ۷۰۱ : اذان ثانی منبر کے سامنے اور اس کے نزدیک ہونا چاہئے۔

فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۶/ ۲۲۲ : جمعہ کی اذان ثانی اعلام غائبین کے لئے نہیں ہے، بلکہ اعلام حاضرین کے لئے ہے کہ جو لوگ مسجد میں آچکے ہیں اور انتظار صلوۃ میں بیٹھے ہوئے تلاوت و تسبیح میں مشغول ہیں وہ سب فارغ ہو کر خطبہ سننے کے لئے آمادہ ہو جائیں۔

Scanned by CamScanner

জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব প্রদান

প্রশ্ন : জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মৌখিক দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতানৈক্য থাকলেও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী মৌখিক না দেওয়াটাই সঠিক। তা সত্ত্বেও কেউ দিতে চাইলে মনে মনে উত্তর দিতে পারে। (১৮/৪০৫/৭৬৩৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٢٩٩ : وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا في الأذان بين يدي الخطيب -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٢/ ٥٨ : سوال-جمعہ میں جو خطبہ کی اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا کیسا ہے اور اذان خطبہ کے بعد دعا پڑھنا کیسا ہے؟
الجواب-دل میں جواب دے اور دل میں ہی دعا پڑھ لے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٣/ ٢٦٦ : الجواب-اذان ثانیہ کے بعد دعائے اذان نہیں پڑھنی چاہئے لیکن اگر کوئی شخص دل ہی دل میں بغیر ہاتھ اٹھائے امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے پڑھ لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اگرچہ نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔

জুমু'আর সানী আযানের মৌখিক জবাব প্রদান নিষিদ্ধ

প্রশ্ন : জুমু'আর সানী আযানের জবাব দেওয়া হয় না কেন?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে জুমু'আর দিন ইমাম সাহেব খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে ওঠার সাথে সাথে নামায পড়া, কথা বলা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষেধ। তাই আযানের মৌখিক জবাব দেওয়াও নিষেধ। (১৯/৫০৪/৮২৮২)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١/ ٣٥٢ (١١١١) : عن أبي بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قرأ يوم الجمعة تبارك، وهو قائم، فذكرنا بأيام الله» ، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني، فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه، أن اسكت، فلما انصرفوا، قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت،

Scanned by CamScanner

فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدق أبي» -

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ٤/ ١٠٣ (٥٣٤٠) : عن ابن عباس، وابن عمر «أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج الإمام» -

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) صـ ٢٠٢ : وينبغى ان لايقال : لايجيب يعنى بالقول بالاجماع للاذان بين يدى الخطيب -

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۳۰۴ : سوال- جو اذان کہ خطبۂ جمعہ کے واسطے کہی جاتی ہے اس کا جواب دینا اور ہاتھ اٹھا کر اللھم رب ھذہ الدعوۃ پڑھنا چاہئے یا نہیں؟
جواب- جائز نہیں اور جب امام اپنے جگہ سے اٹھے اسی وقت سے سکوت واجب ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۱۳۵ : خطبہ کی اذان کا جواب زبان سے دینا جائز نہیں ہاں دل ہی دل میں جواب دیا جاسکتا ہے لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام -

জুমু'আর সানী আযান সুন্নাত

প্রশ্ন : জুমু'আর দ্বিতীয় আযান দেওয়া কি সুন্নাত না মুস্তাহাব এবং কোথায় দাঁড়িয়ে দেবে?

উত্তর : যে সমস্ত স্থানে বা সময়ে আযান দেওয়া সুন্নাত তন্মধ্যে জুমু'আর দ্বিতীয় আযানও অন্তর্ভুক্ত। ওই আযান খতীব সাহেবের বরাবর যেকোনো কাতারে দেওয়া যাবে। (২/৭২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ١٦١ : (قوله: ويؤذن ثانيا بين يديه) أي على سبيل السنية كما يظهر من كلامهم رملي -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٢٨٣ : وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث -

Scanned by CamScanner

ঝড়-তুফানের সময় আযান

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় ঝড়-তুফানের সময় আযান দেওয়া হয়–এর হুকুম কী? আর এই আযানের মধ্যে حیّ علی الصلاۃ ، حیّ علی الفلاح বলা হবে কি না?

উত্তর : ঝড়-তুফানের সময় একাকী নামায পড়ার কথা কিতাবে আছে। আযান দেওয়ার কথা নেই। (৮/২০৮/২০৭০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ١٨٣ : وإن لم يحضر الإمام) للجمعة (صلى الناس فرادى) في منازلهم تحرزا عن الفتنة (كالخسوف) للقمر (والريح) الشديدة (والظلمة) القوية نهارا والضوء القوي ليلا (والفزع) الغالب ونحو ذلك من الآيات المخوفة كالزلازل والصواعق والثلج والمطر الدائمين وعموم الأمراض، ومنه الدعاء برفع الطاعون .

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ١٨٣ : (قوله: والفزع) أي الخوف الغالب من العدو بحر ودرر (قوله: ومنه الدعاء برفع الطاعون) أي من عموم الأمراض وأراد بالدعاء الصلاة لأجل الدعاء قال في النهر: فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه، وهذه المسألة من حوادث الفتوى .

'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' শুনে দরূদ পাঠ করা

প্রশ্ন : 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বাক্য বলার পর মুক্তাদীগণ দরূদ শরীফ পড়বে কি না?

উত্তর : আযান ও ইকামতের সময় 'আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলার পর মুক্তাদীদের জন্য দরূদ শরীফ পড়ার নির্দেশ শরিয়তে নেই। বরং ওই বাক্যই মুক্তাদীরাও দোহরাবে। (৪/৪৬৪/৭৮৯)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٧٣ : وفي فتح القدير إن إجابة الإقامة مستحبة وفي غيره أنه يقول إذا سمع قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها -

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۲/ ۲۷۸ : الجواب-اذان واقامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود شریف نہ منقول ہے اور نہ معمول۔

জুমু'আর সানী আযানের উত্তর না দেওয়া উত্তম

প্রশ্ন : জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের উত্তর দেওয়া বৈধ কি না?

উত্তর : জুমু'আর সানী আযানের জবাব মুখে দেওয়ার পরিবর্তে মনে মনে দেওয়ার অবকাশ আছে। (১৭/১২৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣٩٩ : وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا في الأذان بين يدي الخطيب.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۵۸ : سوال-جمعہ میں جو خطبہ کی اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا کیسا ہے اور اذان خطبہ کے بعد دعا پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب-دل میں جواب دے اور دل میں ہی دعا پڑھ لے۔

দাড়ি কাটা বা ছাঁটা ব্যক্তির আযান-ইকামত

প্রশ্ন : দাড়ি কর্তনকৃত বা মুণ্ডানো ব্যক্তির আযান-ইকামতের হুকুম কী?

উত্তর : এক মুষ্টির ভেতর দাড়ি কর্তন করে বা মুণ্ডায়—এমন ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসেকের অন্তর্ভুক্ত, যার আযান ও ইকামত মাকরূহে তাহরীমি। তাই দাড়ি কাটা ব্যক্তি আযান দিলে তা দোহরানো মুস্তাহাব। কিন্তু ইকামত দোহরানোর প্রয়োজন নেই। (১৭/৫২১/৭১৪৬)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١/ ٤٦٠ : وصرحوا بكراهة أذان الفاسق من غير تقييد بكونه عالما أو غيره.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣٩٢ : (ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه) على المذهب (و) أذان (امرأة) وخنثى (وفاسق) ولو عالما، لكنه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقي.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲ /۲۸۷ :الجواب-ڈاڑھی منڈانے یا کترانے والا اور انگریزی بال رکھنے والا فاسق ہے اس لئے اس کی اذان واقامت مکروہ تحریمی ہے اس کی اذان کا اعادہ مستحب ہے اقامت کا نہیں۔

জুতা পায়ে আযান দেওয়া

প্রশ্ন : জুতা, স্যান্ডেল ইত্যাদি পায়ে দিয়ে বা এসবের ওপর পা রেখে আযান দিলে আযান শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর : জুতা, স্যান্ডেল ইত্যাদি পায়ে দিয়ে কিংবা এগুলোর ওপরে পা রেখে আযান দেওয়া জায়েয। তবে জুতায় নাপাকি লেগে থাকলে জুতা খুলে আযান দেওয়া উত্তম। (৬/২৬১/১১৭১)

📖 فتاوی دارالعلوم دیوبند (مکتبۂ دارالعلوم) ۲/ ۱۲۱: سوال-اذان جوتے سمیت جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- جائز ہے۔

মসজিদের কোথায় দাঁড়িয়ে আযান দেবে?

প্রশ্ন : আযান মসজিদের কোন পাশে দাঁড়িয়ে দিতে হয়?

উত্তর : আযান মসজিদের যেকোনো পাশ থেকে দেওয়া যায়। নির্দিষ্ট কোনো দিকের বাধ্যবাধকতা শরীয়তে নেই।৬/২৬১/১১৭১

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۲۸۲ : اسی طرح اذان کیلئے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں، مسجد سے باہر خواہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف۔

Scanned by CamScanner

হেঁটে হেঁটে ইকামত দেওয়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ইকামত প্রদানকালে দ্বিতীয় কাতার থেকে প্রথম কাতারে চলে আসেন তথা হেঁটে হেঁটে ইকামত দেন। এমতাবস্থায় তাঁর ইকামত সহীহ হলো কি না? না হলে পুনরায় ইকামত দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না?

উত্তর : ইকামত দেওয়া অবস্থায় চলাচল করা অনুচিত। এতদসত্ত্বেও ইকামত সহীহ হয়ে যায়–তাই দ্বিতীয়বার দিতে হবে না। (৬/২৬১/১১৭১)

📖 المحيط البرهاني (دارالكتب العلمية) ١/ ٣٤٥ : ولا تعاد إقامته؛ لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة كما في صلاة الجمعة، فأما تكرار الإقامة، فغير مشروع أصلاً.

📖 فتاوى قاضيخان (مكتبه اشرفيه) ١/ ٣٨ : ولا ينبغى للمؤذن أن يتكلم فى الاذان أو فى الإقامة أو يمشي؛ لأنه شبيه بالصلاة -

📖 البحرالرائق (سعيد) ١/ ٢٥٧ : وفى روضة الناطفى أكره للمؤذن أن يمشي فى إقامته -

ইকামতের জবাবের বিধান ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : ইকামতের জবাব দেওয়ার বিধান কী? এবং 'ক্বাদক্বামাতিস সলাহ'-এর উত্তর কিভাবে দিতে হবে?

উত্তর : আযানের মতো ইকামতের জবাব দেওয়াও মুস্তাহাব। قد قامت الصلاة জবাবে ইমাম, মুক্তাদী সকলেই أقامها الله وأدامها বলবে। (৮/৪৮৫/২২২২)

📖 سنن أبي داود (دارالحديث) ١/ ٢٠٩ (٥٢٨) : عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال: النبي صلى الله عليه وسلم: «أقامها الله وأدامها» وقال: في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان-

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٧ : واجابة الإقامة مستحبة هكذا في فتح القدير-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٤٠٠ : (ويجيب الإقامة) ندبا إجماعا (كالأذان) ويقول عند: قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها -

মাইকে আযান

প্রশ্ন : মাইকে আযান সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : আযানের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের নামাযের সময় সম্পর্কে অবগত করা। মাইক ব্যবহারে এ উদ্দেশ্যে সহায়তা হওয়ায় মাইকে আযান দেওয়ার মধ্যে কোনো আপত্তি নেই। (৫/১৮৪/৮৬৫)

📖 جدید فقہی مسائل ١/ ٦٥ : اذان کا مقصد نماز کا اعلان اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے اطلاع دینا... لاؤڈ اسپیکر چونکہ اس مقصد کیلئے بہت مفید اور کارآمد ہے، اور کسی شرعی ممانعت کے بغیر نہایت آسانی اور سہولت کے ساتھ دور تک اس کے ذریعہ آواز پہنچائی جاسکتی ہے اس لئے اس کا استعمال بہتر اور مستحسن ہوگا۔

ইকামতে حيعلتين এর সময় ডানে-বামে মুখ ফেরানো

প্রশ্ন : আমি একটি সমস্যায় পড়েছি। সমস্যাটি হলো, ইকামতের মধ্যে حي على الصلاة، حي على الفلاح বলার সময় ডানে-বামে মুখ ফেরানো সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন রকমের বিধান পাওয়া যাচ্ছে। ফলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি না। অতএব এ ব্যাপারে আপনার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত দলিলসহ দেওয়ার জন্য একান্ত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিঃ দ্রঃ নিম্নে বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করা হলো :

○ بدائع الصنائع ١/ ١٤٩ : (ومنها) أن يأتي بالأذان والإقامة مستقبل القبلة؛ لأن النازل من السماء هكذا فعل، وعليه إجماع الأمة، ولو ترك الاستقبال يجزيه لحصول المقصود وهو الإعلام، لكنه يكره لتركه السنة المتواترة، إلا أنه إذا انتهى إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا، كذا

Scanned by CamScanner

فعل النازل من السماء، ولأن هذا خطاب للقوم فيقبل بوجهه إليهم إعلاما لهم، كالسلام في الصلاة.

٥ الجوهرة النيرة ١/ ٥٨ : وهل يحول في الإقامة قيل لا؛ لأنها إعلام للحاضرين بخلاف الأذان فإنه إعلام للغائبين، وقيل يحول إذا كان الموضع متسعا.

٥ البحر الرائق ١/ ٢٧٢ : (قوله: ويلتفت يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح) ... ... وأطلق في الالتفات ولم يقيده بالأذان وقدمنا عن الغنية أنه يحول في الإقامة أيضا وفي السراج الوهاج لا يحول فيها؛ لأنها لإعلام الحاضرين بخلاف الأذان فإنه إعلام للغائبين، وقيل يحول إذا كان الموضع متسعا.

٥ منحة الخالق ١ / ٢٥٨ : (قوله: وفي السراج الوهاج لا يحول إلخ) قال في النهر الثاني أعدل الأقوال.

٥ حاشية الطحطاوى على المراقى ١ / ١٩٧ : ويحول في الإقامة إذا كان المكان متسعا وهو أعدل الأقوال كما في النهر

٥ حاشية الطحطاوى على الدر ١ / ١٨٩ : (قوله وكذا فيها) اى فى الاقامة (قولة مطلقا) كان المحل متسعا اولا بدليل مابعد.

٥ الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٣٨٥ : (ويلتفت فيه) وكذا فيها مطلقا، وقيل إن المحل متسعا.

٥ رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٣٨٧ : (قوله: وكذا فيها مطلقا) أي في الإقامة سواء كان المحل متسعا أو لا.

٥ امداد الفتاوی ۱/ ۱۶۶ : التفات یمین ویسار جیسا اذان میں مسنون ہے، ویسا ہی اقامت میں۔

٥ کفایت المفتی (امدادیہ) ۳/ ۷ : ہاں اقامت میں بھی مثل اذان حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت منہ پھیرنا چاہئے کیونکہ تحول وجہ سنت ہے ویتحول فيه وكذا فيها مطلقا.

٥ حلبی کبیر ص ۳۷۴

٥ الدر المنتقی فی شرح الملتقی ۱ /۷۶

٥ نفع المفتی والسائل ص ۱۷

٥ امداد الفتاوی ۱/ ۱۶۶

٥ فتاوی دار العلوم دیوبند ۲/ ۸۹

٥ فتاوی محمودیہ ۱۲ / ۲۱۰

٥ فتاوی محمودیہ ۱۶ / ۲۱۴

٥ احسن الفتاوی ۲ / ۲۹۳

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইকামতের মধ্যে حى على الصلاة এবং حى على الفلاح এর উচ্চারণকালে মুখ ফেরানোর ব্যাপারে বিভিন্ন কিতাবে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন ধরনের মতামত রয়েছে। কোনো কোনো কিতাবে ফেরানোর মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর কোনো কোনো কিতাবে না ফেরানোর মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহবিদগণ ফেরানোকে সুন্নাত বলে উল্লেখ করেছেন। যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম না ফেরানোর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাঁরাও ফেরানোকে মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বলেননি। আর اثبات এবং نفى এর মধ্যে সংঘর্ষ হলে اثبات-এর দিক প্রাধান্য পায়।

ইকামতের মধ্যে যেমন উপস্থিত মুসল্লিদের সম্বোধন করা হয়, তেমনিভাবে সালামের মধ্যেও উপস্থিত মুসল্লিদের সম্বোধন করা হয়। তাই সালামের মধ্যে যেমন মুখ ফেরানো সুন্নাত, তেমনি ইকামতের মধ্যেও সুন্নাত হবে।

তদুপরি আমাদের আকাবিরীনে দেওবন্দের মধ্যে হাদীস এবং ফিকাহের দক্ষ হযরত থানভী (রহ.), হযরত মুফতিয়ে আজম আযীযুর রহমান (রহ.) ও মুফতী কিফায়েতুল্লাহ (রহ.)সহ অনেকেই ফেরানোকে সুন্নাত বলেছেন। তা সত্ত্বেও এটি এমন সুন্নাত নয়, যাকে মুআক্কাদা বলা যায়। (৭/৩১০/১৬৩১)

আযান মিনারের ওপরে হবে নাকি নিচে

প্রশ্ন : মসজিদে যে মিনার তৈরি করা হয় তা কেন করা হয়? আমরা জানি, মিনার বানানো হয় উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার জন্য–তা কি সঠিক? যদি না হয় তাহলে বিদ্যুৎ না থাকাবস্থায় আযান মিনারে দেবে নাকি নিচে?

উত্তর : আযান এমন স্থানে দাঁড়িয়ে দেওয়া উচিত, যেখান থেকে আশপাশের মুসল্লিরা ভালোভাবে শুনতে পায়। তাই উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া সুন্নাত। মিনার যেহেতু সাধারণত অন্যান্য স্থান থেকে উঁচু থাকে। তাই আযান মিনারে দেওয়াই উত্তম। তেমনিভাবে বিদ্যুৎ না থাকা অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম করে তবে কোনো গোনাহ হবে না, আযান হয়ে যাবে। (১৪/৬০/৫৫২৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ١ / ٣٨٤ : وهو سنة) للرجال في مكان عال.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٣٨٤ : ويسن الأذان في موضع عال والإقامة على الأرض، وفي أذان المغرب اختلاف المشايخ، والظاهر أنه يسن المكان العالي في المغرب أيضا كما سيأتي. وفي السراج: وينبغي

Scanned by CamScanner

للمؤذن أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران، ويرفع صوته، ولا يجهد نفسه؛ لأنه يتضرر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٥ : ومن السنة أن يأتي بالأذان والإقامة جهرا رافعا بهما صوته إلا أن الإقامة أخفض منه. هكذا في النهاية والبدائع. وينبغي أن يؤذن على المئذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد كذا في فتاوى قاضيخان. والسنة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لجيرانه ويرفع صوته ولا يجهد نفسه.

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱/ ۴۱۸ : بہر حال اس میں شک نہیں کہ اذان کا بلند جگہ میں ہونا مسنون ہے، مگر بلند جگہ میں ہونا سنت موکدہ نہیں بلکہ سنن زوائد سے ہے، جس کا کرنا موجب ثواب ہے اور ترک سے گناہ نہیں۔

আযান চলাকালে তেলাওয়াত, যিকির ও বাথরুমে গমন

প্রশ্ন : আযানের সময় তেলাওয়াত, যিকির কি বন্ধ রাখতে হবে? এবং আযানের সময় বাথরুমে যাওয়া কি ঠিক হবে?

উত্তর : আযানের সময় যদি কোরআন তেলাওয়াত বা অন্যান্য যিকিরে থাকে, তবে মুস্তাহাব হলো তেলাওয়াত ও যিকির বন্ধ করে আযানের উত্তর দেওয়া। যদি কেউ বন্ধ না করে তবে তার কোনো গোনাহ না হলেও অনুত্তম। আযানের সময় বাথরুমে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই। কিন্তু বাথরুমে গিয়ে আযানের উত্তর দেওয়া নিষেধ। তাই যদি নামাযের সময় বেশি থাকে এবং বাথরুমে যাওয়ার বেশি প্রয়োজন না হয় তখন আযানের উত্তর দিয়ে বাথরুমে যাওয়া উত্তম হবে। (১৪/৬০/৫৫২৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ١٥٥ : ولا ينبغي أن يتكلم السامع في حال الأذان والإقامة، ولا يشتغل بقراءة القرآن، ولا بشيء من الأعمال سوى الإجابة، ولو كان في القراءة ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع والإجابة.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ١/ ٦١١ : ويستحب لمن كان يقرأ ولو قرآنا أن يقطع القراءة، ليقول مثلما يقول المؤذن أو المقيم، لأنه

Scanned by CamScanner

يفوت، والقراءة لا تفوت، لكن إن سمعه في الصلاة، لم يقل مثل قوله، لئلا يشتغل عن الصلاة بما ليس منها، وقد روي «إن في الصلاة لشغلا» وعلى هذا ينبغي عند الحنفية ألا يتكلم ولا يشتغل بشيء حال الأذان أو الإقامة.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۲/ ۹۳ : الجواب-اذان کا جواب دینا مستحب ہے اگر قرآن شریف کو بند کر کے جواب اذان کا دے تو اچھا ہے اور اگر قرآن شریف ہی پڑھتا رہے اور جواب نہ دے تو کچھ گناہ نہیں ہے۔

মেহরাবে দাঁড়িয়ে জুমু'আর সানী আযান

প্রশ্ন : আমরা জানি, জুমু'আর দ্বিতীয় খুতবার আযান ইমামের সামনে দাঁড়িয়ে দিতে হয়। কিন্তু আমাদের এলাকার কিছু মসজিদে দেখা যায় ইমাম সাহেব খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে বসেন আর মুয়াজ্জিন সাহেব সরাসরি মেহরাবের ওই স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেন, যেখানে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব নামায পড়ান। যদি তাঁদেরকে বলা হয় এটা তো সঠিক নয়, তাহলে বলে এভাবেও জায়েয আছে। এখন প্রশ্ন হলো, তাঁদের এই কথাটি কি সঠিক? যদি সঠিক না হয় তাহলে সঠিক পদ্ধতি কী? দলিলসহ জানানোর আবেদন রইল।

উত্তর : ইমাম সাহেব খুতবা প্রদানের জন্য মিম্বরে বসার পর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চাই ইমাম সাহেবের একেবারে সন্নিকটে হোক বা একটু দূরে হোক এবং নাক বরাবর সামনে হোক অথবা একটু ডানে বা বামে হোক মুয়াজ্জিন সাহেবের দ্বিতীয় আযান দেওয়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে উপরোক্ত পন্থায় না দাঁড়িয়ে মেহরাবে ইমামের নামাযের স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার প্রথা যেমন প্রশ্নে উল্লিখিত হয়েছে সুন্নাতবহির্ভূত হওয়ায় তা বর্জনীয়।
(১৪/৫৭৬/৫৭২৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ۲/ ۱٦۱ : (ويؤذن) ثانيا (بين يديه) أي الخطيب.

📖 رد المحتار (سعيد) ۲/ ۱٦۱ : (قوله: ويؤذن ثانيا بين يديه) أي على سبيل السنية كما يظهر من كلامهم.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ١ / ١٦٤ : وإذا جلس على المنبر أذن بين يديه وأقيم بعد تمام الخطبة بذلك جرى التوارث.

📖 خير الفتاوى (زكريا) ٣ / ٤٩ : الجواب — مؤذن كو صف اول ميں خطيب كے آگے اذان كہنا سنت ہے در مختار ميں ہے ويؤذن ثانيا بين يديه أى الخطيب، أى على سبيل السنية.

একই জামাআতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সম্মিলিত আযান

প্রশ্ন : এক জামাআতের জন্য একাধিক ব্যক্তির সম্মিলিত আযান খায়রুলকুরূনে ছিল কি না? যদি না থাকে তবে তার হুকুম কী? যদি নাজায়েয হয়ে থাকে তবে ইজতেমার মাঠে এক জামাআতের জন্য একাধিক আযান দেওয়া হয় তার হুকুম কী হবে?

উত্তর : এক জামাআতের জন্য একাধিক ব্যক্তির সম্মিলিত আযান খায়রুলকুরূনেও ছিল। প্রয়োজনের সময় এভাবে আযান দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে। সুতরাং ইজতেমার ময়দানের সম্মিলিত আযান শরীয়তসম্মত। (১৩/৮০৩/৫৪২১)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٣٩٠ : ذكر السيوطي أن أول من أحدث أذان اثنين معا بنو أمية. قال الرملي في حاشية البحر: ولم أر نصا صريحا في جماعة الأذان المسمى في ديارنا بأذان الجوق هل هو بدعة حسنة أو سيئة؟ وذكره الشافعية بين يدي الخطيب: واختلفوا في استحبابه وكراهته. وأما الأذان الأول فقد صرح في النهاية بأنه المتوارث حيث قال في شرح قوله وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع، ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجا للكلام مخرج العادة، فإن المتوارث فيه اجتماعهم لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع. ففيه دليل على أنه غير مكروه؛ لأن المتوارث لا يكون مكروها، وكذلك نقول في الأذان بين يدي الخطيب فيكون بدعة حسنة إذ ما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن -

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ١/ ٥٩٩ : أما اجتماع جماعة على الأذان، بحيث يأتي كل واحد بأذان كامل، فهو صحيح. وأضاف

المالكية: أنه يكره اجتماع مؤذنين بحيث يبني بعضهم على ما يقول الآخر. ويكره تعدد الأذان لصلاة واحدة. ويلاحظ أن أول من أحدث أذانين اثنين معا هم بنو أمية، والأذان الجماعي غير مكروه كما حقق ابن عابدين .

📖 بہشتی زیور ۱۱/ ۲۸ : مسئلہ—کئی مؤذنوں کا ایک ساتھ اذان کہنا جائز ہے۔

মাহফিলের আযান মসজিদের জন্য যথেষ্ট কিনা

প্রশ্ন : যদি মসজিদসংলগ্ন কোথাও ধর্মীয় মাহফিল হয় তাহলে মসজিদে আযান না দিয়ে মাহফিলে আযান দিলে মসজিদের আযানের জন্য যথেষ্ট হবে কি না? এবং কতটুকু দূরত্ব হলে মসজিদেও আযান দিতে হবে। দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : মসজিদসংলগ্ন মাঠে মাহফিল হলে মসজিদের আযান মাঠের জন্য যথেষ্ট হবে। প্রথমে মসজিদে পরে মাঠে জামাআত করা যাবে। তবে মাঠের জামাআতে শুধু ইকামত দিলেই চলবে, আযানের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে মাহফিলের মাঠ মসজিদসংলগ্ন না হলে উভয় জায়গায় আযান-ইকামত দিয়ে জামাআত করবে। (১২/৭০৮/৫০৭০)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٣٩١ : أي فيما يتعلق بالبلد من الدار والكرم وغيرهما قهستاني. وفي التفاريق: وإن كان في كرم أو ضيعة يكتفي بأذان القرية أو البلدة إن كان قريبا وإلا فلا. وحد القرب أن يبلغ الأذان إليه منها .

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۴۴۶ : الجواب—مسجد کی بجلی مسجد ہی کے لئے خاص ہے کسی ایسی کام کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں جو مصالح مسجد میں داخل نہیں گو کہ وہ کام اپنی جگہ کتنی ہی نیکی کا ہو جب مسجد کی اشیاء کا استعمال دوسرے مسجد میں بھی جائز نہیں تو عام جگہوں کے لئے کیوں کر روا ہوگا، منتظمہ کی ایسی بے موقع بلکہ خلاف شرع اجازت کا کچھ اعتبار نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۶۱ : دونوں مسجدوں میں علیحدہ علیحدہ اذان مسنون ہے صرف ایک پر اکتفاء کرنا خلاف مسنون ہے جو لوگ ایسا کریں گے وہ تارک سنت ہونگے۔

Scanned by CamScanner

আযানের কোনো বাক্য ছুটে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : যদি ভুলবশত আযানের কোনো বাক্য ছুটে যায় ও আযান শেষ হওয়ার পর স্মরণ হয় তাহলে এর হুকুম কী? আযান দোহরাতে হবে কি না? এবং حى على الصلاة، حى على الفلاح বা الصلاة خير من النوم ইত্যাদি বাক্য ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃত বাদ পড়লে বিধানগত কোনো পার্থক্য হবে কি না?

উত্তর : আযানের প্রতিটি বাক্য উচ্চারণ করা সুন্নাত। এর কোনো একটি বাক্য ইচ্ছাকৃত না বলা মাকরূহ। ভুলবশত কোনো একটি বাদ পড়ে গেলে আযান শেষ হওয়ার পূর্বে বা শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্মরণ আসা অবস্থায় বাদ পড়া বাক্যগুলো পুনরায় উচ্চারণ করে নেবে। অল্প সময় পার হলে পুনরায় আযান দেবে, দীর্ঘ সময় চলে গেলে পুনরায় আযান দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ফজরের আযানে الصلاة خير من النوم বাক্যটি মুস্তাহাবের পর্যায়ভুক্ত, তাই তা বাদ পড়লে আযান মাকরূহ হয় না। এতদসত্ত্বেও সাথে সাথে স্মরণ আসলে তা থেকে শেষ পর্যন্ত বাক্যগুলো উচ্চারণ করে দেওয়া ভালো। (৭/৫৪৩/১৭৫১)

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ١/ ١١١ : ومنها أين يرتب بين كلمات الأذان والإقامة كما شرع حتى إذا قدم البعض وأخر البعض فالأفضل أن يعيد مراعاة للترتيب ومنها أن يوالي ويتابع بين كلمات الأذان والإقامة كما يوالي في الوضوء حتى لو ترك الموالاة فالسنة أن يعيد الأذان -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٦ : ويرتب بين كلمات الأذان والإقامة كما شرع. كذا في محيط السرخسي. وإذا قدم في أذانه أو في إقامته بعض الكلمات على بعض نحو أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله قبل قوله: أشهد أن لا إله إلا الله فالأفضل في هذا أن ما سبق على أوانه لا يعتد به حتى يعيده في أوانه وموضعه وإن مضى على ذلك جازت صلاته كذا في المحيط.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٣٩ : المكروه تنزيها، ومرجعه إلى ما تركه أولى، وكثيرا ما يطلقونه كما ذكره في الحلية، فحينئذ إذا ذكروا

Scanned by CamScanner

مكروها فلا بد من النظر في دليله، فإن كان نهيا ظنيا يحكم
بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب، وإن
لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۲۸۵ : اگر اذان واقامت کے فورا بعد یاد آگیا تو جو کلمہ
چھوٹ گیا تھا وہاں سے اعادہ کرے اور اگر کچھ دیر کے بعد یاد آئے تو شروع سے لوٹائے.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۴/ ۲۹۷

ভুলে 'ক্বাদক্বামাতিস সলাহ' না বলা

প্রশ্ন : ইকামতের মধ্যে ভুলে 'ক্বাদক্বামাতিস সলাহ' না বললে নামায সঠিক হবে কি না?

উত্তর : ইকামতের মধ্যে ভুলে قد قامت الصلاة না বললে ইকামতের শেষে সাথে সাথে স্মরণ হলে قد قامت الصلاة হতে পুনরায় দোহরিয়ে নেবে। তবে না দোহরিয়ে নামায পড়ে নিলে নামায আদায় হয়ে যাবে। (১১/৭৯০/৩৭২৮)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۲۸۵ : اگر اذان واقامت کے فورا بعد یاد آگیا تو جو کلمہ
چھوٹ گیا تھا وہاں سے اعادہ کرے اور اگر کچھ دیر کے بعد یاد آیا تو شروع سے لوٹائے۔
قال فی العلائية : ... ... ان عبارات میں نقص صفت سے حکم اعادہ مذکور ہے
پس نقص ذات سے بطریق اولی اعادہ ہوگا۔

ইকামতের সময় حی علی الفلاح বলা পর্যন্ত বসে থাকার বিধান

প্রশ্ন : ইকামতের সময় 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' বলার পূর্ব পর্যন্ত বসে থাকা কি সুন্নাত না মুস্তাহাব? ইমাম যদি ওই সময় বসা কিংবা দাঁড়ানো অবস্থায় থাকেন তার বিধান কী?

উত্তর : মুয়াজ্জিন حی علی الفلاح বলার সময় নামাযীরা দাঁড়াবে মর্মে কিতাবে যা উল্লেখ রয়েছে, তা বাধ্যতামূলক বিষয় নয়। নামাযীদের সুবিধার্থে এরূপ করতে বলা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

এর পূর্বে দাঁড়ালে কোনো প্রকারের আপত্তি নেই এবং নিষেধও করা হয়নি। বরং কাতার সোজাকরণের উদ্দেশ্যে ইকামতের শুরুতে দাঁড়ানো উত্তম। ৮/৩০১

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١٠ / ٤٧٨ : (ولها آداب) تركه لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل ... ... (والقيام) لإمام ومؤتم (حين قيل حي على الفلاح) خلافا لزفر؛ فعنده عند حي على الصلاة ابن كمال (إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صف ينتهي إليه الإمام على الأظهر وإن) دخل من قدام حين يقع بصرهم عليه إلا إذا أقام الإمام بنفسه في مسجد فلا يقفوا حتى يتم إقامته ظهيرية، وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه بحر (وشروع الإمام) في الصلاة (مذ قيل قد قامت الصلاة) ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعا، وهو قول الثاني والثلاثة؛ وهو أعدل المذاهب كما في شرح المجمع لمصنفه. وفي القهستاني معزيا للخلاصة أنه الأصح.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ١/ ١٨٦ : منجملہ آداب کے قد قامت الصلوٰۃ کے کہنے کے وقت امام کا نماز شروع کردینا ہے، مگر باوجود اس کے ایک عارض سے تاخیر کو اعدل واصح کہا ہے جو مستلزم ہے افضل ہونے کو اور وہ عارض شروع مع الامام پر مؤذن کی اعانت ہے ایسے ہی اس میں بھی ایک عارض ہے کہ وہ عامۂ ناس کے اعتبار کی وجہ سے مثل لازم کے ہوگیا ہے گنجائش ہے کہ قبل اقامت کے قیام کو افضل کہا جاوے اور عارض تسویہ ہے صفوف کا جو نہایت مؤکد ہے اس لئے کہ عامۂ ناس کے عدم اہتمام و قلت مبالات کی وجہ سے مشاہد ہے کہ حی علی الصلوٰۃ پر کھڑے ہونے سے امام کی تحریمہ کی وقت تک صفوف کا تسویہ نہیں ہوسکتا بلکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پہلے سے کھڑے ہوجانے پر بھی اگر تسویۂ صفوف کا انتظار کیا جاوے تو اقامت اور تحریمۂ امام میں فصل کی ضرورت ہوتی ہے۔

Scanned by CamScanner

حي على الفلاح বলা পর্যন্ত বসে থাকা

প্রশ্ন : একটি প্রশ্ন, প্রশ্নটি সংগ্রহ করা হয়েছে 'তাবলীগ' নামক পত্রিকা থেকে। এটা ছাপা হয় ছারছিনা থেকে ৪১ বর্ষ ১৭০০ সংখ্যা : ১৫ শ্রাবণ ১৩৯৭ বাং ৩ জুলাই ১৯৯০ ইং। প্রশ্ন হচ্ছে, "আমাদের দেশের কোনো কোনো মসজিদে দেখা যায় যে ইকামত আরম্ভ হওয়ার পূর্বক্ষণে কাতার সোজা করার জন্য ইমাম বা মুয়াজ্জিন বা অন্য কোনো মুসল্লি উঠে দাঁড়ায় এবং উপস্থিত সকল মুসল্লিকে ইকামতের শুরুতে দাঁড়িয়ে কাতার সোজার করার জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো মসজিদে দেখা যায় সকলেই 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলার সময় দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?"

এ প্রশ্নের উত্তরে লেখেন, "ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই ইকামতের 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার সময় দাঁড়াবেন (মুস্তাহাব)।

অতএব কোনো মুসল্লি মসজিদে প্রবেশ করে যথারীতি কাতারে গিয়ে বসে পড়বে, ইকামতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে না (মাকরূহ)। অথবা যদি সে মনে করে ইকামত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দু-চার রাক'আত নফল নামায পড়তে পারবে, তাহলে সে তাই করতে পারে।"

এরপর কিছুদূর গিয়ে লেখেন, "যদি নফল নামায পড়তে ইচ্ছা না হয় অথবা ইকামতের সময় ঘনিয়ে আসে তাহলে যথারীতি কাতারে গিয়ে বসে থাকবে। এমনকি 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পূর্বেও যদি মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে কাতারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না, বরং বসে পড়বে এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে (মুস্তাহাব)। এ নিয়মের বিপরীত করা মাকরূহ তথা সাওয়াবে কম হবে।"

আরো কিছু পরে লেখেন, "এ সময় ইকামতের জবাব দেওয়া হলো মুস্তাহাব, আর মুস্তাহাব তরক করা নিঃসন্দেহে মাকরূহ। (দূররে মুখতার ১/৩৫০, শরহে বেকায়া ১/১৩৬, কান্‌য ১২, তরীকুল ইসলাম)"

এখন আরজ হলো, প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবেন এবং শরহে বেকায়া এবং কান্‌যের এ ইবারতের সঠিক অর্থ জানাবেন। "ইমাম এবং মুসল্লিগণ 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর সময় দাঁড়াবে। আমাদের এখানে একটি মসজিদের ইমাম সাহেব ও তাঁর মুসল্লিরা 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর সময় দাঁড়ায় অথচ কাতার সোজা করারও কোনো তাগিদ নেই এবং ইকামতের আগে মুসল্লি যেমন বিক্ষিপ্তভাবে বসে থাকে ইকামত শুরু হলেও এভাবেই বসে থাকে। 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর সময় দাঁড়িয়ে কেউ লুঙ্গি ঠিক করে, হয়তো কাতার ঠিক হলো না, অমনি নিয়্যাত করে বসল। এমন করতে করতে অনেকেরই তাকবীরে ঊলা যেটা সুন্নাত বাদ পড়ে যায়। এর সঠিক সমাধান দিয়ে কৃতার্থ করবেন এবং মাকরূহ দ্বারা কোন মাকরূহ উদ্দেশ্য? দয়া করে জানাবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : বিভিন্ন ফিকহের কিতাবে উল্লিখিত 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার সময় দাঁড়াবে কথাটির মর্ম নির্ধারণে উলামায়ে কেরাম বলেন যে এর অর্থ হলো, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলে যেহেতু নামাযের প্রতি আহ্বান করা হয় এ জন্য এ বাক্য বলার পর আর বসে না থেকে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে। এ অর্থ মোটেই নয় যে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পূর্বে দাঁড়ানো মাকরূহ। বরং উদ্দেশ্য হলো, ইমাম সাহেব মসজিদের বাইরে থাকলে কিংবা মসজিদের ভেতরে ইমামতির জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় বসে থাকলে তখন দাঁড়িয়ে তাঁর অপেক্ষা করতে থাকা মাকরূহে তানযীহি (তাহরীমি নয়)। (৫/৪৭/৮০০)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ٣٠٤ : (قوله والقيام حين قيل حي على الفلاح)؛ لأنه أمر به فيستحب المسارعة إليه.

📖 مراسيل أبي داود (مؤسسة الرسالة) ص ١١٩ (٩٠) : عن ابن جريج، أن ابن شهاب، أخبره أن الناس، " كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقيم الصلاة، ويقوم الناس للصلاة، ولا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف ".

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٢/ ٤٧ (٢٤٣٩) : عن ابن عمر قال: «كان عمر لا يكبر حتى تعتدل الصفوف، يوكل بذلك رجالا» -

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۱/ ۳۲۰ : (والقيام حين قيل حى على الفلاح لأنه أمر يستحب المسارعة إليه)... ... اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرات نے حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہونے کو مستحب فرمایا ہے ان کے نزدیک استحباب کا مطلب یہ ہے کہ اس امر کے بعد بیٹھے رہنا خلاف ادب ہے نہ یہ کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا خلاف ادب ہے کیونکہ پہلے کھڑے ہونے میں تو اور بھی زیادہ مسارعت پائی جاتی ہے۔

ফরয নামায দোহরালে পুনরায় ইকামত

প্রশ্ন : কোনো নামায নষ্ট হওয়ার পর পুনরায় পড়ার সময় ইকামত দিতে হবে কি না?

উত্তর : প্রথম নামায নষ্ট হওয়ার পর পর জামাআতের সহিত পুনরায় পড়লে ইকামত দিতে হবে না। (৭/২০৫/১৫৯৬)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٣٩٠ : (قوله: لا لفاسدة) أي إذا أعيدت في الوقت، وإلا كانت فائتة ط. وفي المجتبى: قوم ذكروا فساد صلاة صلوها في المسجد في الوقت قضوها بجماعة فيه ولا يعيدون الأذان والإقامة، وإن قضوها بعد الوقت قضوها في غير ذلك المسجد بأذان وإقامة. اهـ لكن سيأتي أن الإقامة تعاد لو طال الفصل.

নবজাতকের কানে আযান, ইকামতের হুকুম ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : (১) ছেলে বা মেয়ে জন্ম নেওয়ার পর আযান ও ইকামত দেওয়ার হুকুম কী? ফরয, ওয়াজিব না সুন্নাত? সুন্নাত হলে তা সুন্নাতে মুআক্কাদা নাকি গাইরে মুআক্কাদা?
(২) জন্মের পর কত দিনের মধ্যে আযান-ইকামত দিতে হবে?
(৩) ছেলে বা মেয়ে উভয়ের কানে আযান-ইকামত দিতে হবে? নাকি শুধু ছেলের জন্যই এই বিধান?
(৪) উক্ত আযান ও ইকামত দেওয়ার সঠিক নিয়ম কী?

উত্তর : হাদীস শরীফ ও ফিকাহবিদগণের বর্ণনা মতে, ছেলেমেয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর উভয়েরই ডান কানে নামাযের আযানের ন্যায় আযান ও বাম কানে নামাযের ইকামতের ন্যায় ইকামত দেওয়া সুন্নাতে গাইরে মুআক্কাদা তথা মুস্তাহাব। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই আযান ও ইকামত দেওয়া উত্তম। কোনো কারণবশত বিলম্ব হয়ে গেলে পরে দিলেও কোনো অসুবিধা নেই। (৬/৬২৩/১৩৬৭)

📖 سنن الترمذي (دارالحديث) ٣/ ٥٠٧ (١٥١٤) : عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة» -

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٧/ ٧٥٠ : (حين ولدته فاطمة) : يحتمل السابع وقبله (بالصلاة) . أي بأذانها وهو متعلق بأذن، والمعنى أذن بمثل أذان الصلاة وهذا يدل على سنية الأذان في أذن المولود-

Scanned by CamScanner

📖 شرح السنة (المكتب الإسلامي) ١١/ ٢٧٣ : روي أن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي.

📖 التحرير المختار للرافعي (سعيد كمپنى) ١/ ٤٥ : قال السندى ؒ: فيرفع المولود عند الولادة على يديه مستقبل القبلة ويؤذن فى أذنه اليمنى ويقيم فى اليسرى ويلتفت فيهما بالصلاة لجهة اليمين وبالفلاح لجهة اليسار، وفائدة الأذان فى أذنه أنه يدفع أم الصبيان عنه -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٢/ ٢٧٦ : بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہنا مسنون ہے۔

📖 فیہ ایضا ٢/ ٢٧٦ : اس کے لئے وقت اور دن کی کوئی قید نہیں، حتی الامکان جلد کہنا چاہئے، اگر غفلت میں کئی روز گزر گئے تو بھی تنبہ کے بعد اذان کہی جائے۔

মাইকে আযান দেওয়া বৈধ

প্রশ্ন : একজন ইমাম সাহেব বলেন, মাইকে আযান দেওয়া সুন্নাতের খেলাফ তাই মাইকের দ্বারা আযান দেওয়া দুরস্ত নয়। এমনকি ইমামের কেরাতের আওয়াজ ও খতীবের খুতবার আওয়াজ শোনার জন্য মাইক ব্যবহার করা দুরস্ত নেই। ইমাম সাহেব এ ধরনের মাস'আলা দেওয়ার কারণে মুসল্লিদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হয় এবং একপর্যায়ে তাদের মধ্যে মারামারি হয়ে একজন গুরুতর আহত হয়। ইমাম সাহেব মাইক ব্যবহার না করার জন্য বাড়াবাড়ি করে মুয়াজ্জিনকে মাইকে আযান দিতে নিষেধ করেন। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ মতে, মাইক বক্তার মুখ হতে নির্গত ক্ষীণ আওয়াজকে প্রতিধ্বনি হিসেবে রূপ নেওয়ার পূর্বেই হুবহু উক্ত আওয়াজ উঁচু করে শোনানোর একটা মাধ্যমমাত্র। যার ফলে এ নিয়ে শুরুতে ফিকাহবিদদের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য থাকলেও পরবর্তীতে মুফতীয়ানে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আযান, খুতবা ও কেরাতে মাইক ব্যবহার করা নাজায়েয নয়। এমনকি সুন্নাতের খেলাফও নয়, তবে বিনা প্রয়োজনে নামাযে মাইক ব্যবহার না করা উত্তম। আর আযানে যেহেতু আওয়াজ দূর-দূরান্তে পৌঁছানো প্রয়োজন, তাই আযানে মাইক ব্যবহার করা অনুত্তম বলা যাবে না। আযান, নামায ও খুতবাতে মাইক ব্যবহার করাকে নাজায়েয বলে ফতওয়া দিয়ে

Scanned by CamScanner

মুসল্লিদের মাঝে দলাদলি, মারামারি হয়–এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা ও মুয়াজ্জিনকে মাইক ব্যবহার থেকে বিরত রাখা সম্পূর্ণ শরীয়তবহির্ভূত ও বর্জনীয় কাজ।

উল্লেখ্য, নামাযে মাইক ব্যবহার অনুত্তম বলার কারণ হচ্ছে যে মাইক একটি মেশিন। অনেক সময় মেশিনারি সমস্যার কারণে জামাআতে মুক্তাদীদের নামাযে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে নামায নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। বিনা প্রয়োজনে তা করা ঠিক নয়। (১৩/৩৭২/৫৪৬৪)

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ١ / ٢١٣ : قوله بأن كانت الصومعة) اتساعها لا ينفي استطاعة تحويل الوجه الذي يعطيه ظاهر اللفظ، لكن المراد عدم استطاعة التبليغ مع التحويل لأنه يصير في جوفها فيضعف بلوغ الصوت خصوصا لمن خلفه فيستدبر ويخرج رأسه ليتم الإعلام-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٥ : والسنة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لجيرانه ويرفع صوته ولا يجهد نفسه. كذا في البحر الرائق.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٨٨ : ويجعل اصبعيه فى اذنيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال اجعل اصبعيك فى اذنيك فانه ارفع لصوتك -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۲۱۴ : جواب- لاؤڈ اسپیکر کا خطبۂ جمعہ وعیدین اور ہر قسم کے وعظ وتذکیر کے جلسہ میں استعمال جائز ہے صرف نماز میں امام کی قراءت کو اونچا کرنے کے لئے لاؤڈ اسپیکر کی اجازت نہیں دی سکتی اس کی وجہ یہ نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کوئی نئی آواز پیدا کرتا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات کرنٹ کے غائب ہو جانے سے یا آواز پھینکنے والے آلہ کی خرابی سے آواز غائب یا بد نما ہو جاتی ہے اور ان صورتوں میں قاری اور سامع دونوں کو کراہت اور تنفر پیدا ہو جاتا ہے اس لئے احتراما للقرآن وصیانۃ للصلاۃ قراءت امام کو اس خطرہ سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱/ ۸۲۰- ۸۴۷

📖 آلات مکبر الصوت کے شرعی احکام ص ۳۴- ۱۲۰

Scanned by CamScanner

ইজতেমার মাঠে মাইক ব্যবহার না করার কারণ

প্রশ্ন : টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমায় এত লোকের সমাগম হওয়া সত্ত্বেও মাইকে আযান দেওয়া হয় না কেন? মাইকে নামায না পড়ার কারণে একসঙ্গে রুকু, সিজদা ও সালাম ফেরাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

উত্তর : নামাযে মাইক ব্যবহার জায়েয হলেও যান্ত্রিক ত্রুটি বা বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে এতে নামাযে অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। এ জন্য মুফতীয়ানে কেরাম বিনা প্রয়োজনে নামাযে মাইক ব্যবহার না করার পক্ষে ফতওয়া দিয়ে থাকেন। জামাআত বড় হওয়ার ক্ষেত্রে মুসল্লিদের কাছে ইমামের তাকবীর পৌছানোর জন্য মুকাবিবরের ব্যবস্থা রাখা খুবই জরুরি। আযান মাইকে দেওয়ার অনুমতি থাকলেও মাইক ব্যবহার না করে সালাফে সালেহীনের অনুসরণ করা হলে এর ওপর কোনো প্রকারের আপত্তি করা যায় না। (৬/২৩৯/১১৭৭)

ওজু অবস্থায় আযানের দু'আ

প্রশ্ন :
ক. এক ব্যক্তি ওজু করা অবস্থায় আযান শুনছে। এখন ওই ব্যক্তি ওজুর মাসনূন দু'আ পড়বে নাকি আযানের উত্তর দেবে?
খ. এক ব্যক্তির ওজুও করা শেষ এমতাবস্থায় মুয়াজ্জিনের আযানও শেষ হয়, এখন ওই ব্যক্তি ওজুর শেষের দু'আ পড়বে নাকি আযানের দু'আ পড়বে? শরীয়তের দৃষ্টিতে সমাধান দিতে মর্জি হয়।

উত্তর :
ক. ওজু অবস্থায়ও আযানের জবাব দেওয়া মুস্তাহাব।
খ. উভয় দু'আ পড়লে ভালো। (৭/৯৩৩/১৯৪৯)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۲۴ : وضو کی حالت میں اذان کا جواب بھی دیتا رہے وضو بھی کرتا رہے فقط. واللہ اعلم

Scanned by CamScanner

باب شروط الصلاة وأركانها

পরিচ্ছেদ : নামাযের শর্ত ও রুকনসমূহ

বিনা ওজুতে ইমামতি করা

প্রশ্ন : কোনো ইমাম সাহেব নামায শুরু করার পর স্মরণ হয় যে সে বিনা ওজুতে নামাযে দাঁড়িয়েছে, তবে লজ্জায় ও মুসল্লিদের সমালোচনার ভয়ে ওজু ছাড়াই নামায শেষ করে। ওই ব্যক্তি কি কাফের হয়ে যাবে? তার স্ত্রী কি তালাক হবে? এ ক্ষেত্রে তার করণীয় কী?

উত্তর : লজ্জা বা মানুষের সমালোচনার ভয়ে ওজু ছাড়া নামায পড়া বা পড়ানো মারাত্মক গোনাহ। আল্লাহকে ভয় না করে মানুষকে ভয় করা ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক। তবে যেহেতু সে শরীয়তকে হেয় করে উক্ত কাজ করেনি, তাই সে কাফের হবে না, তার স্ত্রীও তালাক হবে না। উক্ত ইমাম সাহেব আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা করে নামায দোহরিয়ে নেবে এবং সাধ্যমতো মুসল্লিদের নামায দোহরানোর জন্য জানিয়ে দেবে। (১৪/৮৬৯/৫৮৪৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٩١ : (وإذا ظهر حدث إمامه) وكذا كل مفسد في رأي مقتد (بطلت فيلزم إعادتها) لتضمنها صلاة المؤتم صحة وفسادا (كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب) أو فاقد شرط أو ركن. وهل عليهم إعادتها إن عدلا، نعم وإلا ندبت، وقيل لا لفسقه باعترافه؛ ولو زعم أنه كافر لم يقبل منه لأن الصلاة دليل الإسلام وأجبر عليه (بالقدر الممكن) بلسانه أو (بكتاب أو رسول على الأصح) لو معينين وإلا لا يلزمه بحر عن المعراج وصحح في مجمع الفتاوى عدمه مطلقا لكونه عن خطأ معفو عنه، لكن الشروح مرجحة على الفتاوى.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٨١ : ثانيهما أن الجواز بعذر لا يؤثر في عدم الإكفار بلا عذر؛ لأن الموجب للإكفار في هذه المسائل هو الاستهانة، فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوى الكل في الإكفار،

Scanned by CamScanner

وحيث انتفت منها تساوت في عدمه، وذلك لأنه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه، وإلا كان كل تارك لفرض كافرا، وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة اهملخصا: أي والاستخفاف في حكم الجحود.

(قوله: كما في الخانية) حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة بلا طهارة وأن الإكفار رواية النوادر. وفي ظاهر الرواية لا يكون كفرا، وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفرا عند الكل.

أقول: وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية لكن بعد اعتبار كونه مستخفا ومستهينا بالدين كما علمت من كلام الخانية، وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به، أما لو كان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفا وهينا من غير استهزاء ولا سخرية، بل لمجرد الكسل أو الجهل فينبغي أن لا يكون كفرا عند الكل تأمل.

কেরোসিন লেগে থাকা কাপড়ে নামায

প্রশ্ন : যদি কাপড়ে বা শরীরে কেরোসিন তেল লাগে এবং ওই অবস্থায় নামায পড়ি তাহলে আমার নামায আদায় হবে কি?

উত্তর : কেরোসিন তেল পাক, তবে কাপড়ে বা শরীরে লেগে গেলে তা সহকারে নামায আদায় করা শুদ্ধ হলেও দুর্গন্ধময় জিনিসসহ নামায আদায় করা অনুচিত, তা নিয়ে মসজিদে যাওয়া মাকরূহ। (১১/৪৫৫/৩৬০৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٦٦١ : (قوله وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد. قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري قلت: علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين-

Scanned by CamScanner

নামাযের জন্য গাড়ি না থামালে করণীয়

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি গাড়িতে সফরকালে নামাযের সময় হয়ে গেল; কিন্তু ড্রাইভারকে বলেও নামাযের কোনো সুযোগ না পেয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল। এভাবে নামাযের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হয়ে গেল। এখন ওজু না থাকলে কী করবে? আর ওজু থাকলে গাড়িতে বসে বসে নামায পড়তে পারবে কি না? উল্লেখ্য, গাড়ি থেকে নেমে গেলে গন্তব্যে পৌঁছা তার জন্য অনেক কষ্টকর হবে।

উত্তর : গাড়িতে সফরকালে নামাযের সময় হয়ে গেলে এবং গাড়ি থামার পূর্বে নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দিলে ওজু করে আর ওজুর ব্যবস্থা না হলে, অর্থাৎ এক মাইলের ভেতরে পানির ব্যবস্থা না হলে তায়াম্মুম করে ফরয নামায দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে রুকু-সিজদাসহ আদায় করে নেবে। দাঁড়ানোর ব্যবস্থা না থাকলে বসে বসে হলেও নামায আদায় করে নেবে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে পরবর্তীতে নামায পুনরায় পড়ে নিতে হবে। পক্ষান্তরে ওজু/তায়াম্মুমের কোনো ব্যবস্থা না থাকলে নামাযের সময় শেষ হওয়ার আগে আগে নামাযীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে নিয়্যাত, কেরাত ইত্যাদি ব্যতীত শুধুমাত্র রুকু-সিজদা ইত্যাদি করে নেবে। পরবর্তীতে উক্ত নামায পুনরায় পড়ে নেবে। (৯/৯৭১)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ۱/ ۸۰ : وأما فاقد الطهورين، ففي الفيض وغيره أنه يتشبه عندهما، وإليه صح رجوع الإمام وعليه الفتوى.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۲/ ۱۰۰ : وكذا الطهارة من الحدث لأن فاقد الطهورين يؤخر عند الإمام ويتشبه عندهما.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۳/ ۷۹ : الجواب— نماز میں قیام فرض ہے بغیر شرعی عذر کے اس کا ترک کرنا درست نہیں۔

ওজু ছাড়া আদায়কৃত নামায ফের পড়তে হবে

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তির নামাযের পর স্মরণ হয় যে সে বিনা ওজুতে নামায পড়েছে, তার করণীয় কী?

উত্তর : ভুলক্রমে বিনা ওজুতে নামায পড়ার পর স্মরণ হওয়ামাত্রই ওজু করে নামায আদায় করা ফরয। (১৪/৮৬৯/৫৮৪৯)

Scanned by CamScanner

📖 مصنف ا بن أبي شيبة (إدارة القرآن) ا/ ٣٩٧ (٤٠٦٨) : عن سعيد بن المسيب، «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا».

📖 البحر الرائق (سعيد) ا/ ٢٦٨ : مراهقة صلت بغير وضوء أو عريانة تؤمر بالإعادة.

আমেরিকায় কিবলার দিক নির্ণয়

প্রশ্ন : আমি গত মার্চ মাসে ২৫ দিনের জন্য ব্যক্তিগত কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে গিয়েছিলাম। সেখানে খুবই দুঃখের সহিত লক্ষ করেছিলাম যে সেখানকার মুসলমানরা উত্তর-পূর্ব দিকে (৩০°–৩৫°) নামায পড়ে। মসজিদের মেহরাবগুলোও সেভাবে নির্মিত। আমার হিসাব মতে, কিবলা সেখান থেকে পূর্ব দিকে (১০০°–১০৫°)। প্রতিটি মসজিদেরই একই অবস্থা। ফেতনা হওয়ার আশঙ্কায় আমি কোনো উচ্চবাক্য করিনি। তবে তাদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম আমেরিকার একটি সংস্থা isna (islamic society of north america) পরোক্ষভাবে মসজিদগুলোকে কন্ট্রোল করে এবং তাদের আদেশেই বিভিন্ন মসজিদে কিবলার দিক পরিবর্তন করেছে। (এককালে তারা পূর্ব দিকেই নামায পড়ত) হয়তো বা (isna) কর্তৃপক্ষ ম্যাপ থেকে দিক না মেপে (Globe) থেকে দিক মেপেছে, এ জন্যই এই বিভ্রান্তি। আমেরিকায় থাকাকালীন আমি এ ব্যাপারে খুব পেরেশান ছিলাম এবং ঠিক করলাম দেশে ফিরে আমি যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে কিবলার দিক জেনে উপযুক্ত মুফতী হতে মাস'আলা জেনে নেব। সে মতে আমি বিমানবাহিনীর অপারেশন বিভাগে চিঠি লিখি। তারা আমাকে জানায় যে-

১. আমেরিকার বড় বড় শহর হতে কিবলা ৯৫°–১০২°। (চিঠির জবাবের ফটোকপি সংযুক্তি হিসেবে দেওয়া হলো।)

২. (Globe) হতে দিক মাপা ঠিক হবে না।

৩. (isna)-কে মোকাবিলা করার জন্য উপরোক্ত দুটি তথ্যই মার্কিন বিমানবাহিনী অথবা ব্রিটিশ বিমানবাহিনী হতে তারা জোগাড় করে দেবে।

জনাব, এমতাবস্থায় আমার প্রশ্ন : (ক) আমি পরিবেশ রক্ষার খাতিরে ২০-২২ দিন উত্তর-পূর্ব দিকে নামায পড়লাম, তার কী হবে?

(খ) আমেরিকাতে আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা যে ভুল দিকে নামায পড়ছে তারই বা কী হবে? এমতাবস্থায় কী করা উচিত?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নামাযে কিবলামুখী হওয়ার বিষয়টি নিকটবর্তী (যে চোখে কা'বাঘর দেখে) আর দূরবর্তী (কা'বাঘর যার চোখের অন্তরালে) উভয়ের বেলায় এক ধরনের নয়। দ্বিতীয়োক্ত লোকদের বেলায় জিহাতে কা'বা কিবলা হিসেবে নির্ধারিত। যা স্পষ্ট কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। জিহাতে কা'বার ব্যাখ্যা ফিকাহবিশারদগণ এভাবে দিয়ে থাকেন যে কা'বার ওপর দিয়ে যে রেখাটি উত্তর-দক্ষিণ মেরু প্রান্তে পৌঁছে সে রেখাকে মুসল্লির চেহারা থেকে সোজাভাবে নির্গত রেখাটি ছেদ করলে উভয় রেখার মিলনস্থলে সমকোণ তৈরি হয়। এরূপ সমকোণ তৈরি হলেই মুসল্লি প্রকৃত কিবলামুখী হয়েছে বলে ফিকাহবিদগণ সিদ্ধান্ত দেন। উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী লস অ্যাঞ্জেলেসের সঠিক কিবলা উত্তর-পূর্ব দিকে হওয়াই শরীয়ত ও জ্যামিতিক মূলনীতিসম্মত; এর বিপরীত দিক নয়। সুতরাং সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও আপনার নামায শুদ্ধ হয়েছে। সকল মুসলমানের আমল ও মসজিদ থাকতে সেখানে কিবলার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। (৫/৪০/৮০৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١١٨ : وإن كان نائيا عن الكعبة غائبا عنها يجب عليه التوجه إلى جهتها، وهي المحاريب المنصوبة بالإمارات الدالة عليها لا إلى عينها، وتعتبر الجهة دون العين. كذا ذكر الكرخي والرازي، وهو قول عامة مشايخنا بما وراء النهر.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٢٨ : فلو فرضنا خطا من تلقاء وجه مستقبل الكعبة على التحقيق في هذه البلاد ثم فرضنا خطا آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة، فلذا وضع العلماء القبلة في بلاد قريبة على سمت واحد، ونقله في الفتح والبحر وغيرهما وشروح المنية وغيرها، وذكره ابن الهمام في زاد الفقير. وعبارة الدرر هكذا: وجهتها أن يصل الخط الخارج من جبين المصلي إلى الخط المار بالكعبة على استقامة بحيث يحصل قائمتان. أو نقول: هو أن تقع الكعبة فيما بين خطين يلتقيان في الدماغ فيخرجان إلى العينين كساقي مثلث، كذا قال النحرير التفتازاني في شرح الكشاف، فيعلم منه أنه لو انحرف عن العين انحرافا لا تزول منه المقابلة بالكلية جاز.

Scanned by CamScanner

পাবনা জেলার কিবলা কত ডিগ্রিতে

প্রশ্ন : পশ্চিম বা 'মাগরিব' তো সম্পূর্ণকে বোঝায়, আর কিবলা তো অল্প স্থান এবং ফুকাহায়ে কেরাম কা'বা শরীফ থেকে ৯০° পর্যন্ত এদিক-ওদিক ব্যবধান হলেও নামায সহীহ বলে ফতওয়া দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন, পাবনা থেকে সঠিক কিবলা ঠিক কোন জায়গায় অবস্থিত, যেমন এখানকার অবস্থান হলো ৮৭° দক্ষিণ দ্রাঘিমাংশে। তাহলে আমাদের কিবলা কত ডিগ্রিতে অবস্থিত, অর্থাৎ مائل الى الجنوب নাকি مائل الى الشمال? কিন্তু কোনো কোনো কিতাবে দেখা যায় ৭.১২ ডিগ্রি مائل الى الجنوب, ৭.১২ কি সরলরেখা থেকে নাকি সাইড থেকে? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : কিবলা নির্ধারণে ডিগ্রির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যের অনুসরণ জরুরি নয়, প্রবল ধারণাই যথেষ্ট। এ জন্যই মুফতী শফী (রহ.) বলেন, প্রতিটি এলাকার মসজিদসমূহকে কিবলার মাপকাঠি মানা হলে কোনো অসুবিধা নেই, চাই তা যন্ত্রের সাথে নিখুঁত মিল হোক বা না হোক। কেননা যেকোনো দিক থেকেই কা'বা শরীফের ৪৫ ডিগ্রির ভেতরে পড়লেই কিবলা সহীহ হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত কোনো এলাকার মসজিদের কিবলা ৪৫° বাইরে হওয়া প্রমাণিত হয়নি। তাই আপনার কথা অনুযায়ী কোনো কোনো কিতাবের বর্ণনা মতে পাবনা জেলা থেকে কা'বা শরীফ ৭.১২ ডিগ্রির ব্যবধানে হলেও কোনো অসুবিধা নেই। (৭/৮৪৬/১৭৮৯)

পানির যানবাহনে নামাযীর কিবলার দিক পরিবর্তন

প্রশ্ন : লঞ্চের ভেতর কম্পাস দ্বারা কিবলা ঠিক করে নামায শুরু করা হয়েছে। কিন্তু নামায শেষে জানা গেল যে কিবলা সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে। নামাযের ভেতরে মোটেই জানা যায়নি যে কিবলা ঘুরছে। এখন নামায পুনরায় পড়ার প্রয়োজন আছে কি না?

উত্তর : যেকোনো উপায়ে কিবলা ঠিক করে নামায শুরু করার পর শেষ হওয়ার পূর্বে যদি কিবলা পরিবর্তন হয়ে যায় তখন না জানা অবস্থায় নামায হয়ে যাবে। নামাযের ভেতর জানা হলে কিবলার দিকে ওই অবস্থাতেই ঘুরে যাবে, নতুবা দোহরাতে হবে। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় নামায হয়ে গেছে, দোহরানোর প্রয়োজন নেই। (৭/৩১৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١١٩ : ولأن الصلاة المؤداة إلى جهة التحري مؤداة إلى القبلة؛ لأنها هي القبلة حال الاشتباه، فلا معنى

Scanned by CamScanner

لوجوب الاستقبال؛ ولأن تبدل الرأي في معنى انتساخ النص، وذا لا يوجب بطلان العمل بالمنسوخ في زمان ما قبل النسخ، كذا هذا وإن كان بعد الفراغ من الصلاة فإن ظهر أنه صلى يمنة أو يسرة يجزيه ولا يلزمه الإعادة بلا خلاف، وإن ظهر أنه صلى مستدبر الكعبة يجزيه عندنا-

📖 ردالمحتار (سعيد) ١/ ٤٣٣ : (قوله وإن علم به) أي بخطئه فافهم (قوله أو تحول رأيه) أي بأن غلب على ظنه أن الصواب في جهة أخرى فلا بد أن يكون اجتهاده الثاني أرجح، إذ الأضعف كالعدم، وكذا المساوي فيما يظهر ترجيحا للأول بالعمل عليه تأمل (قوله استدار وبنى) أي على ما بقي من صلاته، لما روي «أن أهل قباء كانوا متوجهين إلى بيت المقدس في صلاة الفجر فأخبروا بتحويل القبلة فاستداروا إلى القبلة، وأقرهم النبي – صلى الله عليه وسلم – على ذلك» -

📖 احسن الفتاوی ٢/ ٣٢٠ ، ٢/ ٣١٨

কোনা ঘরে কিবলা নির্ণয়

প্রশ্ন : অনেক বাড়ি বা ভবনই উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম দিক অনুসরণ না করে এমনভাবে নির্মিত হয় যে এগুলোর দেয়ালগুলো কোনো দিক বরাবর না থেকে বিভিন্ন কোন বরাবর থাকে। নামাযের সময় ওই সব গৃহে কিবলার অবস্থান কম্পাস যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা জরুরি, নাকি শুধুমাত্র চোখ বা আন্দাজে নির্ণয় করে নিলেই চলে। চোখ বা আন্দাজের দ্বারা নির্ণয় করা দিকটি যদি কিবলার সহিত পুরোপুরি না মেলে তাহলে নামায দোহরানো জরুরি কি না?

উত্তর : ঘর-বাড়িতে কিবলার দিক নির্ণয় করতে না পারলে স্থানীয় মসজিদ দেখে বা কোনো লোক থেকে জেনে নেবে। এভাবে নির্ণয় করা সম্ভব না হলে নিজে গভীরভাবে চিন্তা করে যে দিকের ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয়, সেদিকে ফিরে নামায আদায় করবে। এরূপ আদায়কৃত নামায কোনো অবস্থায় দোহরাতে হবে না। জিজ্ঞাসা করার লোক বা মেহরাব দ্বারা নির্ণয় সম্ভব হওয়াবস্থায় তা না করে মনগড়া দিকে নামায পড়া হলে

Scanned by CamScanner

পরবর্তীতে তা ভুল প্রমাণিত হলে নামায দোহরাতে হবে, অন্যথায় নামায দোহরাতে হবে না। (৬/২৯০/১২০২)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٣٣ : والذي مر هو الاستدلال بالمحاريب والنجوم والسؤال من العالم بها، فأفاد أنه لا يتحرى مع القدرة على أحد هذه، حتى لو كان بحضرته من يسأله فتحرى ولم يسأله إن أصاب القبلة جاز لحصول المقصود وإلا فلا لأن قبلة التحري مبنية على مجرد شهادة القلب من غير أمارة وأهل البلد لهم علم بجهة القبلة المبنية على الأمارات الدالة عليها من النجوم وغيرها فكان فوق الثابت بالتحري، وكذا إذا وجد المحاريب المنصوبة في البلدة أو كان في المفازة والسماء مصحية وله علم بالاستدلال بالنجوم لا يجوز له التحري لأن ذلك فوقه، وتمامه في الحلية وغيرها.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٢/ ٣١٨ : الجواب- اگر قبلہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، مثلا کسی مسجد کے رخ سے یا ستاروں سے یا قطب نما وغیرہ سے، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا آدمی ہو جو قبلہ کی رہنمائی کر سکے تو تحری فرض ہے، یعنی حسب قدرت غور و خوض کرنے پر جس طرف قلب شہادت دے اس طرف نماز پڑھ لے، نماز سے فراغت کے بعد اگر اس جہت کا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو نماز کا اعادہ واجب نہیں۔

নৌপথে কিবলা নির্ণয়ে কম্পাস ব্যবহার

প্রশ্ন : লঞ্চের মধ্যে কম্পাস সামনে রেখে নামায আদায় করা যাবে কি না?

উত্তর : আধুনিক যন্ত্রপাতির ওপর শরীয়তের কোনো বিষয় নির্ভর করে না। সাধারণ ও স্বাভাবিক উপায়ে শরয়ী বিধান পালন করা উত্তম। তবে এগুলো আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত। তাই এগুলোর সহযোগিতা নেওয়া বৈধ ক্ষেত্রে বৈধ। তাই কম্পাস দ্বারা কিবলা ঠিক করে নামায পড়া ও সামনে রাখা বৈধ হবে, তবে জরুরি নয়। (৭/৩১৮)

📖 المحيط البرهاني (دارالكتب العلمية) ١/ ٣٩١ : وإذا كان المكتوب على المحراب غير القرآن بأن كان المكتوب عليه كن في صلاتك

Scanned by CamScanner

خاشعاً، فنظر المصلي في ذلك وتأمل حتى فهم. قال بعض مشايخنا على قياس قول أبي يوسف: لا تفسد -

📖 البناية (دارالفكر) ٢/ ٤٢٢ : (ولو نظر إلى مكتوب) ش: أي ولو نظر المصلي إلى مكتوب من الفقه وغيره، وليس المراد منه المكتوب من القرآن؛ لأنه لو نظر إلى مكتوب وهو قرآن وفهمه لا خلاف لأحد فيه أنه يجوز م: (وفهمه فالصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع) -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٠١ : وفي الجامع الصغير الحسامي لو نظر في كتاب من الفقه في صلاته وفهم لا تفسد صلاته بالإجماع. كذا في التتارخانية -

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۴۲۴ : قصداً نماز میں گھڑی سے وقت دیکھنا مکروہ ہے، لیکن مفسد نماز نہیں۔

📖 آلات جدیدہ کے شرعی احکام (مکتبہ سیرۃ النبی) ص ۱۵ : شریعت اسلام ان ایجادات ومصنوعات میں صرف یہ چاہتی ہے کہ خدا کی ان نعمتوں سے اس کی دی ہوئی عقل کے ذریعے نئی نئی ایجادیں کریں، معاشی آسانیاں حاصل کریں، مگر دو شرطوں کے ساتھ، ایک یہ کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کریں،... ... جو آلات جائز کاموں میں بھی استعمال ہوتے ہیں ناجائز میں بھی،... ... ان کی ایجاد، صنعت، تجارت جائز کاموں کی نیت سے جائز ہے، اور جائز کاموں میں ان کا استعمال بھی جائز ہے۔

চলন্ত গাড়িতে কিবলামুখী হওয়ার বিধান

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বলেন, সফর অবস্থায় যদি কিবলামুখী হয়ে বা গাড়ি থেকে নেমে নামায পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে শুধুমাত্র ক্বলবকে কিবলার দিকে মুতাওয়াজ্জুহ করে যেদিকে ফিরে নামায পড়া সম্ভব, পড়বে। তবুও কাযা করবে না। এ কথা কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ফরয নামায আদায়ে কিবলামুখী হওয়া শর্ত, গাড়িতে আরোহিত অবস্থায় সম্ভব না হলে এবং কাযা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে যেদিকে ফিরে সম্ভব নামায আদায় করে নেবে। তবে পরবর্তীতে ওই নামায কাযা করা জরুরি। (১৯/৬২৬/৮৩৫৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٦٣ : ومن أراد أن يصلي في سفينة تطوعا أو فريضة فعليه أن يستقبل القبلة ولا يجوز له أن يصلي حيثما كان وجهه. كذا في الخلاصة.

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ١٤٢ : فعلم منه أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادة وإن كان من قبل العبد وجبت الإعادة -

আরবীতে নিয়্যাত করা

প্রশ্ন : অনেক মাওলানা বলে থাকেন যে সালাতে আরবী কোনো নিয়্যাতের দরকার নেই। বাংলা নিয়্যাতই সবচেয়ে ভালো নিয়্যাত, আরবী নিয়্যাত সহীহ কোনো কিতাবে নেই, সহীহ মতটা জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : নিয়্যাত হলো অন্তরের কাজ। অন্তরের সংকল্পকেই নিয়্যাত বলে। আরবী কিংবা বাংলা শব্দ উচ্চারণ জরুরি নয়। (১০/৮১৫/৩৩২৮)

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ١/ ٢٣٢ : (قوله ويحسن ذلك إلخ) قال بعض الحفاظ: لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، بل المنقول أنه كان - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة كبر وهذه بدعة.
وقد يفهم من قول المصنف لاجتماع عزيمته أنه لا يحسن لغير هذا القصد، وهذا لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره، فإذا ذكره بلسانه كان عونا على جمعه.

📖 العناية (دار الفكر) ١/ ٢٦٦ : ثم ذكر نفس النية بأنها هي الإرادة: أي الإرادة الجازمة القاطعة وذلك؛ لأن النية في اللغة العزم والعزم هو الإرادة الجازمة القاطعة، والإرادة صفة توجب تخصيص

Scanned by CamScanner

المفعول بوقت وحال دون غيرهما، فالنية هو أن يجزم بتخصيص الصلاة التي يدخل فيها ويميزها عن فعل العادة إن كانت نفلا، وعما يشاركها في أخص أوصافها وهو الفرضية إن كانت فرضا.
وقوله: (والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي) قيل: وأمارة علمه بذلك أنه لو سئل عن ذلك أمكنه أن يجيب على البديهة، فإن توقف في الجواب لم يكن عالما به ....
وقوله : (وأما الذكر باللسان فلا معتبر به) أي في حق الجواز لكنه حسن لاجتماع عزيمته.

📖 منحة الخالق على البحر (سعيد) ١/ ٢٧٧ : لأن النية في اللغة العزم والعزم هو الإرادة الجازمة القاطعة والإرادة صفة توجب تخصيص المفعول بوقت وحال دون غيرهما فالنية هي أن يجزم بتخصيص الصلاة التي يدخل فيها والشرط فيها أن يميزها عن غيرها لكن لو كانت نفلا يشترط تمييزها عن فعل العادة -

তাহরীমার সময় অন্তরে নিয়্যাতের উপস্থিতি উত্তম

প্রশ্ন : নামাযের তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে নিয়্যাত হাজির করা, অর্থাৎ استحضار النية فى القلب بالتحريمة নামায সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত কি না? যদি শর্ত হয়ে থাকে তাহলে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল–প্রত্যেক নামাযের জন্য শর্ত কি না?

উত্তর : নামায সহীহ হওয়ার জন্য নিয়্যাত শর্ত। তবে استحضار النية فى القلب بالتحريمة তথা তাকবীরে তাহরীমার পূর্বমুহূর্তে অন্তরে নামাযের নিয়্যাত করা উত্তম। এতে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল–সব নামাযের একই হুকুম। তবে ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে تعيين النوع অর্থাৎ প্রকার নির্ধারণ করা শর্ত, আর সুন্নাত ও নফলে শুধু নামাযের নিয়্যাতই যথেষ্ট। (১৬/৩৯২/৪০১৩)

Scanned by CamScanner

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ١/ ١٠ : والأفضل أن تكون نيته مقارنة للتكبير، فإن نوى قبله حين توضأ ولم يشتغل بعده بعمل يقطع نيته جاز عندنا وهو محفوظ عن أبي يوسف ومحمد جميعا ولا يجوز عند الشافعي - رحمه الله - قال: الحاجة إلى النية ليكون عمله عن عزيمة وإخلاص وذلك عند الشروع فيها. ونحن هكذا نقول ولكن يجوز تقديم النية ويجعل ما قدم من النية إذا لم يقطعه بعمل كالقائم عند الشروع حكما كما في الصوم، وكان محمد بن سليمان البلخي يقول: إذا كان عند الشروع بحيث لو سئل: أي صلاة يصلي؟ أمكنه أن يجيب على البديهة من غير تفكر فهو نية كاملة تامة، والتكلم بالنية لا معتبر به، فإن فعله ليجتمع عزيمة قلبه فهو حسن.

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١/ ٥٩١ : وذكر محمد بن شجاع البلخي في نوادره عن محمد في رجل توضأ يريد الصلاة فلم يشتغل بعمل آخر وشرع في الصلاة - جازت صلاته وإن عريته النية وقت الشروع.

وروي عن أبي يوسف فيمن خرج من منزله يريد الفرض في الجماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية في تلك الساعة - أنه يجوز.

قال الكرخي: ولا أعلم أحدا من أصحابنا خالف أبا يوسف في ذلك، وذلك لأنه لما عزم على تحقيق ما نوى فهو على عزمه ونيته إلى أن يوجد القاطع ولم يوجد -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٤١٦ : (وجاز تقديمها على التكبيرة) ولو قبل الوقت: وفي البدائع: خرج من منزله يريد الجماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية جاز -

Scanned by CamScanner

ফরয, সুন্নাত ও নফলের নিয়্যাতে পার্থক্য

প্রশ্ন : নামায পড়ার সময় কোন ওয়াক্ত, কত রাক'আত, ফরয, সুন্নাত, নফল ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন নিয়্যাত শর্ত কি না? এবং এগুলো মুখে উচ্চারণ করা শর্ত কি না?

উত্তর : সুন্নাত ও নফল নামাযে শুধু নামাযের নিয়্যাতই যথেষ্ট। আর ফরয-ওয়াজিবের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নিয়্যাত ও ওয়াক্তের নিয়্যাত করতে হবে। উক্ত নিয়্যাতসমূহ দিলে দিলে করলেই চলবে, মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়। (১৪/৪৪৩/৫৬২৯)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ١/ ١٠ : وكان محمد بن سليمان البلخي يقول: إذا كان عند الشروع بحيث لو سئل: أي صلاة يصلي؟ أمكنه أن يجيب على البديهة من غير تفكر فهو نية كاملة تامة، والتكلم بالنية لا معتبر به، فإن فعله ليجتمع عزيمة قلبه فهو حسن.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٤١٨ : (ولا بد من التعيين عند النية) فلو جهل الفرضية لم يجز؛ ولو علم ولم يميز الفرض من غيره، إن نوى الفرض في الكل جاز، وكذا لو أم غيره فيما لا سنة قبلها (لفرض) أنه ظهر أو عصر قرنه باليوم أو الوقت أو لا هو الأصح (ولو) الفرض (قضاء) لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد، والأسهل نية أول ظهر عليه أو آخر ظهر. وفي القهستاني عن المنية: لا يشترط ذلك في الأصح وسيجيء آخر الكتاب (وواجب) أنه وتر أو نذر أو سجود تلاوة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٦٥ : ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح. كذا في التبيين وهو ظاهر الجواب واختيار عامة المشايخ ... ... الواجبات والفرائض لا تتأدى بمطلق النية إجماعا. كذا في الغياثية فلا بد من التعيين فيقول نويت ظهر اليوم أو عصر اليوم أو فرض الوقت أو ظهر الوقت ... ... ولا يشترط عدد الركعات هكذا في شرح الوقاية .

Scanned by CamScanner

জুমু'আর নিয়্যাত

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের মুসল্লিগণের মধ্যে একটি বিষয় নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে অনুগ্রহ করে সৃষ্ট বিতর্কের অবসানের লক্ষ্যে শরীয়তের বিধি অনুযায়ী সমাধান দিন।

বিতর্কের বিষয় : (জুমু'আর ফরয নামাযের নিয়্যাত)

এক পক্ষের মতে : نويت ان اسقط عن ذمتى فرض الظهر باداء ركعتى صلاة الجمعة فرض الله تعالى إلى جهة الكعبة الشريفة الله اكبر -এই নিয়্যাত, যা কিতাবে আমরা পড়েছি, বিশেষ করে সহজলভ্য ও নির্ভরযোগ্য কিতাব 'বেহেশতী জেওরে' লিখিত আছে।

অপর পক্ষের মতে : উক্ত নিয়্যাত اسقط عن ذمتى فرض الظهر এই নিয়্যাত দ্বারা নামায পড়লে নামায হবে না, অন্য সকল ওয়াক্তের নিয়্যাতের ন্যায় সাধারণ দুই রাক'আত জুমু'আর ফরযের নিয়্যাত করতে হবে। অতএব মহোদয়ের নিকট উক্ত সমস্যার সমাধান কামনা করছি।

উত্তর : নিয়্যাতের মৌখিক উচ্চারণই জরুরি নয়। এতদসত্ত্বেও কেউ করতে চাইলে বেহেশতী জেওরে এভাবে করার কথা উল্লেখ আছে: نويت ان اصلى ركعتى الفرض صلاة الجمعة। কিন্তু প্রশ্নে যে দীর্ঘ নিয়্যাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা বেহেশতী জেওরে নেই এবং এ ভাষায় নিয়্যাত করার কোনো যুক্তিও নেই, এ জন্য তা বর্জনীয়। তবে কেউ তা পড়লে নামায হবে না উক্তিটি ঠিক নয়, নামায হয়ে যাবে। (১১/২৫৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١٢٧ : فالنية هي الإرادة، فنية الصلاة هي إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص، والإرادة عمل القلب.

📖 فتح القدير (دار الفكر) ١/ ٢٦٦ : فحاصل كلامه النية الإرادة للفعل وشرطها التعيين في الفرائض (قوله ويحسن ذلك إلخ) قال بعض الحفاظ: لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، بل المنقول أنه كان - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة كبر وهذه بدعة.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٢١ : أقول: لعل المراد أنه لو نوى المعذور ظهر الوقت يوم الجمعة جاز: أي بلا فرق بين أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت أو لا، فتظهر فائدة ذكره هنا. وأما نية الظهر في صلاة الجمعة فلا تصح كما في الأحكام عن النافع. وفيه عن فيض الغفار شرح المختار: لو نوى ظهر الوقت غير الجمعة إن في الوقت جاز على الصحيح، فقوله في غير الجمعة احتراز عن الجمعة -

📖 الفتاوى الخانية بهامش الهندية (زكريا) ١/ ٨١ : ولا يكفيه نية الفرض ايضا، لأن الفرض انواع فلابد من التعيين، فإن نوى فرض الوقت يجوز إلا فى الجمعة؛ لأن العلماء اختلفوا فى فرض الوقت فى هذا اليوم فلاجرم لو كان فرض الوقت عنده الجمعة يجوز -

📖 خير الفتاوى (زكريا) ٣/ ٩٣ : الجواب- جس جگہ جمعہ واجب ہے وہاں صرف اصلی رکعتی الجمعة فرضا الخ کہنا کافی ہے ،لاسقط عن ذمتی الظهر کی کوئی ضرورت نہیں، جس جگہ جمعہ فرض ہے تو اسقاط ظہر کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے اور جہاں جمعہ فرض نہیں وہاں ظہر ہی پڑھی جائے گی۔

তীরে ভিড়া জলযানে নামায

প্রশ্ন : কোনো লঞ্চ বা স্টিমার নদীর কিনারায় বাঁধা থাকা অবস্থায় মসজিদে গিয়ে নামায পড়ায় সক্ষম হয়েও যদি লঞ্চ বা স্টিমারে নামায পড়ে, তাহলে তার নামায সহীহ হবে কি না? অনেক সময় দেখা যায়, যদি মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে তাহলে লঞ্চ বা স্টিমার না পাওয়ারই আশঙ্কা। এমতাবস্থায় করণীয় কী? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : যে সকল লঞ্চ বা স্টিমার নদীর কিনারায় বাঁধা অবস্থায় পানির ওপর ভাসমান থাকে সেগুলোর বাইরে গিয়ে নামায পড়তে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোতে নামায পড়লে নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী ফরয নামায সহীহ হবে না বলে উল্লেখ আছে। তাই বাইরে গিয়ে নামায পড়বে, তবে যদি বাইরে গিয়ে নামায পড়তে গেলে লঞ্চ-স্টিমার না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে বাইরে না গিয়ে লঞ্চ বা স্টিমার ছেড়ে দেওয়ার পর তাতে

Scanned by CamScanner

অন্যথায় লঙ্গ বাঁধা থাকাবস্থায় হলেও নামায পড়ে নেবে, যদি ওই পরিমাণ সময় থাকে। পড়ে নেবে। (১১/৮০৯/৩৭৬০)

📖 رد المحتار (سعيد) ۲/ ۱۰۱ : (قوله والمربوطة في الشط كالشط) فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا اتفاقا. وظاهر ما في الهداية وغيرها الجواز قائما مطلقا أي استقرت على الأرض أو لا، وصرح في الإيضاح بمنعه في الثاني حيث أمكنه الخروج إلحاقا لها بالدابة نهر واختاره في المحيط والبدائع بحر، وعزاه في الإمداد أيضا إلى مجمع الروايات عن المصفى وجزم به في نور الإيضاح، وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها سائرة مع إمكان الخروج إلى البر وهذه المسألة الناس عنها غافلون شرح المنية (قوله في الأصح) احتراز عن قول البعض بأنه لا فرق بينها وبين السائرة كما في النهر.

📖 مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١٥٦ : فإن صلى" في المربوطة بالشط "قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة" بمنزلة الصلاة على السرير "وإلا" أي وإن لم يستقر منها شيء على الأرض "فلا تصح" الصلاة فيها "على المختار" كما في المحيط والبدائع لأنها حينئذ كالدابة. وظاهر الهداية والنهاية جواز الصلاة في المربوطة بالشط قائما مطلقا أي سواء استقرت بالأرض أو لا "إلا إذا لم يمكنه الخروج" بلا ضرر فيصلي فيها للخروج -

📖 فتاوى دار العلوم ديوبند (مكتبۂ دار العلوم) ۴/ ۴۳۸ : کشتی اگر کنارہ پر کھڑی ہو تو وہ اگر زمین پر مستقر نہ ہو تو اس میں جواز صلوۃ میں اختلاف ہے، هدایہ وغیرہ میں اس کا جواز منقول ہے اور محیط وبدائع وغیرہ میں عدم جواز کو صحیح کہا ہے اور یہی احوط ہے۔

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۴/ ۸۹ : الجواب- کشتی اور بحری جہاز کا تلا زمین پر ٹکا ہوا ہو، تو اس میں نماز صحیح ہے اور اگر زمین پر مستقر نہیں، تو بعض نے امکان خروج کے باوجود نماز کی صحت کا قول کیا ہے مگر راجح یہ ہے کہ اس صورت میں کشتی اور جہاز کے اندر نماز صحیح نہیں، باہر نکل کر پڑھے۔

Scanned by CamScanner

রেলে-বাসে বসে নামাযের হুকুম

প্রশ্ন : ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়াতে রেলের মধ্যে বসে নামায পড়লে দ্বিতীয়বার দাঁড়িয়ে কাযা করার কথা বলা হয়েছে। এখন কথা হলো, কোনো ব্যক্তি গাড়ি নড়ার কারণে দাঁড়িয়ে নামায না পড়তে পারলে গাড়ির ভেতরে বসে নামায পড়ে নিলে পরে সেই নামায বাড়িতে যাওয়ার পর কাযা করতে হবে কি না?

উত্তর : ফরয নামাযে দাঁড়ানো একটি ফরয। তবে রেলে, বাসে বা জাহাজে দাঁড়ানোর কারণে মাথা চক্কর দিলে বসে বসে পড়ে নেবে। পুনরায় তা কাযা করতে হবে না, অন্যথায় কাযা করতে হবে। তেমনি কিবলামুখী হওয়া ফরয নামাযের জন্য ফরয, কিবলামুখী না হলে পুনরায় কাযা করতে হবে। (৯/৬২৯/২৭৮৬)

📖 الدر المختارمع الرد (سعيد) ٢/ ٩٥ : (من تعذر عليه القيام) أي كله (لمرض) حقيقي وحده أن يلحقه بالقيام ضرر به يفتى (قبلها أو فيها) أي الفريضة (أو) حكمي بأن (خاف زيادته أو بطء برئه بقيامه أو دوران رأسه أو وجد لقيامه ألما شديدا).

📖 نور الإيضاح (المكتبة العصرية) ص ٨٣ : [السفينة الجارية] صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر - صحيحة - عند أبي حنيفة بالركوع والسجود وقالا: لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر. والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج. ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا.

📖 اسلامی فقہ ١/ ٢٣٦ : اسی طرح اگر کھڑے ہونے میں سواری کی حرکت کی وجہ سے گرپڑنے کا اندیشہ ہو تو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر یہ امید ہو کہ نماز کے آخر وقت تک سواری ایسی جگہ پہنچ جائے گی جہاں اطمینان سے نماز پڑھی جاسکتی ہے تو انتظار کرنا بہتر ہے اور اگر پڑھے تو بھی جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

সফরে মহিলাগণ নামায মসজিদে, বাড়িতে নাকি গাড়িতে পড়বে

প্রশ্ন : জনৈক মহিলা তাঁর মাহরামের সাথে একটি মসজিদের নিকট এসে মাগরিবের নামায পড়তে চান। ওই সময় মাগরিবের নামাযান্তে কিছুসংখ্যক লোক ব্যতীত সকল মুসল্লি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেছে। কারণ নামায শুরু হয়েছে ৬টা ৫৫ মিনিটে, আর ওই মহিলা এসেছেন ৭টা ২৫ মিনিটের দিকে। মসজিদের নিকট যায়েদ ও খালেদ ছিল। যায়েদ মাহরাম লোকটিকে বলে, মহিলা যেন পার্ক করা প্রাইভেটে নামায পড়েন। কারণ–

১. মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে মহিলাদের জন্য মসজিদে নামাযের অনুমতি নেই।
২. সময় সংকীর্ণ, কেননা তার মতে মাগরিবের সর্বোচ্চ সময় ৪৫ মিনিট। এরপর মাগরিবের সময় থাকে না, আর ওই মহিলার বাড়িও অনেক দূরে।
৩. পর্দাসংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ সে মসজিদে নামায পড়লে তার পর্দার হেফাজত হবে না তাই সে গাড়িতেই বসে বসে নামায পড়বে। কিন্তু খালেদ তার প্রতিবাদ করে বলে, গাড়িতে ওই মহিলার নামায জায়েয হবে না। কেননা নামাযে পুরুষ-নারী সকলের জন্য সমানহারে কিয়াম করা ফরয। সুতরাং শরয়ী ওজর ব্যতীত বসে নামায আদায় কখনো জায়েয হবে না। আর উল্লিখিত একটিও শরয়ী ওজর নয়। কেননা মসজিদে নামায পড়ার অনুমতি নেই, তাতে কী হয়েছে? আশপাশে অনেক মুসলিম ঘর রয়েছে, যেখানে অনুমতি চাইলে কেউ দ্বিধা করবে না। নিরিবিলি জায়গা, রাস্তা রয়েছে, সাথে মাহরাম রয়েছে, সেখানে পড়বে, প্রয়োজনে মাহরাম পাহারা দেবে। আর তা ছাড়া মাগরিবের ওয়াক্ত ৪৫ মিনিট নয়, বরং তার সময় প্রায় দেড় ঘণ্টা থাকে। সুতরাং এমতাবস্থায় দাঁড়ানো গাড়িতে বসে নামায পড়া নাজায়েয। প্রশ্নে উল্লিখিত রায়দ্বয়ের মধ্যে কোনটি সঠিক? যায়েদের নাকি খালেদের? দলিলসহ জানালে বাধিত হব।

উত্তর : চলাচলের পথে কোনো মহিলার জন্য আশপাশে কোথাও নামাযের সুবিধাজনক ও ফিতনামুক্ত স্থান পাওয়া গেলে অথবা মসজিদে পর্দা রক্ষার সাথে নামায আদায় করা সম্ভব হলে গাড়িতে বসে নামায আদায় করা বৈধ হবে না। অন্যথায় ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বে গাড়িতে বসে পড়া বৈধ হলেও পরে পুনরায় পড়া জরুরি হবে। প্রশ্নে বর্ণিত উভয় রায়ের মধ্যে খালেদের রায় শরীয়তসম্মত। তবে মাগরিবের সময় সব সময় দেড় ঘণ্টা নির্ধারিত নয়। বরং স্থান-কাল বিশেষে কমবেশি হতে পারে। (১২/৯৮৭/৫১২৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٤٤٤ : (ومنها القيام) بحيث لو مد يديه لاينال ركبتيه ومفروضة وواجبة ومسنونة ومندوبة بقدر القراءة فيه۔

Scanned by CamScanner

📖 مبسوط السرخسي (دارالمعرفة) ١/ ١٤٤ : فأما وقت الإدراك يمتد إلى غيبوبة الشفق والشفق البياض الذي بعد الحمرة في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٣/ ٧٩ : الجواب- نماز میں قیام فرض ہے بغیر شرعی عذر کے اس کا ترک کرنا درست نہیں، اس لئے پہلے تو اپنے ہمسفر لوگوں سے درخواست کر کے نماز کے کیلئے جگہ مانگی جائے، اگر وہ جگہ نہ دیں تو پھر بیٹھ کر نماز ادا کرلی جائے، مگر اس کا اعادہ لازم ہے، البتہ اگر سر چکرانے یا گر جانے کا خطرہ ہو تو پھر بلا اعادہ جائز ہے۔

📖 فتاوی دارالعلوم دیوبند (مکتبۂ دارالعلوم) ٢/ ٤٧ : الجواب- غروب سے شفق ابیض کے غائب ہونے تک امام ابو حنیفہ رح کے نزدیک وقت مغرب کا رہتا ہے جس کی مقدار تقریبا سوا گھنٹہ یا کچھ منٹ زیادہ ہے، اور صاحبین کے نزدیک شفق احمر کے غائب ہونے تک وقت مغرب کا رہتا ہے جو پہلی مقدار سے کم ہے-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٤/ ٨٨ : سوال- جبکہ گاڑی میں بیل جتے ہوئے ہوں اس پر کھڑا ہو کر نماز ادا کرنا خواہ فرض ہو یا سنن و نوافل ہو، صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب- فرائض و سنن موکدہ بدون عذر جائز نہیں، نوافل جائز ہیں، اگر استقبال قبلہ مشکل ہو تو وہ بھی معاف ہے، ... اگر گاڑی ایسی ہو کہ اس کا وزن جانور پر نہ ہو جیسے اونٹ گاڑی تو اس پر فرض نماز بھی جائز ہے مگر استقبال قبلہ اور قیام شرط ہے۔

রেলের নামাযকক্ষে না পড়ে সিটে বসে নামায পড়া

প্রশ্ন : অনেক লোককে দেখা যায় যে রেলগাড়িতে নামাযকক্ষ থাকা সত্ত্বেও নিজ নিজ সিটে বসে বসে নামায আদায় করে। প্রশ্ন হলো, এভাবে নামায পড়লে নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : রেলগাড়ি ও বাসে ফরয নামায হাতে সিট ধরে হলেও দাঁড়িয়ে পড়া ফরয। বসে পড়লে ফরয আদায় হবে না। পুনরায় দাঁড়িয়ে আদায় করতে হবে। তবে নফল নামায বসে পড়তে আপত্তি নেই। (৮/২৪৫/২০৮৬)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ١/ ٢٠٨ : قال: (وإذا صلى الرجل المكتوبة كرهت له أن يعتمد على شيء إلا من عذر) ؛ لأن في

Scanned by CamScanner

الاعتماد تنقيص القيام ولا يجوز ترك القيام في المكتوبة إلا من عذر، فكذلك يكره تنقيصه بالاعتماد إلا من عذر، وإن فعل جازت صلاته لوجود أصل القيام۔

📖 حلبي كبير (سهيل اكيڈيمی) ص ٢٦١ : أما إذا كان يقدر على القيام لكن يلحقه نوع مشقه من غير ألم شديد ولا خوف ازدياد مرض أو بطؤ برء فلا يجوز له ترك القيام، ولو قدر عليه متكئا على قدر عصا أو خادم قال الحلواني الصحيح أنه يلزمه القيام متكئا ولو على بعض القيام لا كله لزمه ذلك القدر۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۵/ ۵۵۵ : سوال-ریل گاڑی میں اگر بھیڑ ہو تو بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب-اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے تاکہ قضا نہ ہو، پھر جگہ ملنے پر کھڑے ہو کر اعادہ کر لے۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۲/ ۱۴۲ : ومصلی ریل را در نماز فرض قعود قطعا جائز نیست و در صلوۃ نفل جائز است۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۸۸ : سوال- جبکہ گاڑی میں بیل جتے ہوئے ہوں اس پر کھڑا ہو کر نماز ادا کرنا خواہ فرض ہو یا سنن ونوافل ہو، صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب- فرائض و سنن موکدہ بدون عذر جائز نہیں، نوافل جائز ہیں، اگر استقبال قبلہ مشکل ہو تو وہ بھی معاف ہے، ... اگر گاڑی ایسی ہو کہ اس کا وزن جانور پر نہ ہو جیسے اونٹ گاڑی تو اس پر فرض نماز بھی جائز ہے مگر استقبال قبلہ اور قیام شرط ہے۔

নিজের গাড়িতে বসে নামায

প্রশ্ন : আমার সাহেব অফিসে যাওয়ার পথে বা ফেরার সময় চলন্ত প্রাইভেট কারে বসে কিবলা অনুসরণ ছাড়াই নামায আদায় করেন। অথচ গন্তব্যে পৌঁছে বা ফিরে এসে নামায আদায়ের সময় থাকে এবং তিনি একজন সুস্থ মানুষ। তাঁর নামায হবে কি না এবং এমতাবস্থায় নামাযের বিধান কী?

উত্তর : সুস্থ ব্যক্তির ফরয-ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে ও কিবলা অনুসরণ করে আদায় সম্ভব হলে গাড়িতে বসে নামায আদায় করা বৈধ হবে না। হ্যাঁ, সঠিকভাবে আদায় সম্ভব না

Scanned by CamScanner

হলে ওয়াক্ত সংকীর্ণ অবস্থায় গাড়িতে বসে পড়া বৈধ হলেও পরে পুনরায় পড়া জরুরি হবে। (১৪/৯৭১/৫৯০২)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ١/ ٢٠٨ : ولا يجوز ترك القيام في المكتوبة إلا من عذر، فكذلك يكره تنقيصه بالاعتماد إلا من عذر، وإن فعل جازت صلاته لوجود أصل القيام -

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ١٤٢ : وفي الخلاصة وفتاوى قاضيخان وغيرهما الأسير في يد العدو إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج وكذا لو قال لعبده إن توضأت حبستك أو قتلتك، فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد كالمحبوس؛ لأن طهارة التيمم لم تظهر في منع وجوب الإعادة وفي التجنيس رجل أراد أن يتوضأ فمنعه إنسان عن أن يتوضأ بوعيد قيل ينبغي أن يتيمم ويصلي ثم يعيد الصلاة بعد ما زال عنه؛ لأن هذا عذر جاء من قبل العباد فلا يسقط فرض الوضوء عنه.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۵/ ۵۵۵ : سوال-ریل گاڑی میں اگر بھیڑ ہو تو بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب-اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے تاکہ قضا نہ ہو، پھر جگہ ملنے پر کھڑے ہو کر اعادہ کرلے۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۲/ ۱۴۶ : ومصلی ریل را در نماز فرض قعود قطعا جائز نیست ودر صلوۃ نفل جائز است۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۸۸ : سوال- جبکہ گاڑی میں بیل جتے ہوئے ہوں اس پر کھڑا ہو کر نماز ادا کرنا خواہ فرض ہو یا سنن ونوافل ہو، صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب- فرائض وسنن موکدہ بدون عذر جائز نہیں، نوافل جائز ہیں، اگر استقبال قبلہ مشکل ہو تو وہ بھی معاف ہے،... ... اگر گاڑی ایسی ہو کہ اس کا وزن جانور پر نہ ہو جیسے اونٹ گاڑی تو اس پر فرض نماز بھی جائز ہے مگر استقبال قبلہ اور قیام شرط ہے۔

Scanned by CamScanner

প্রতি রাক'আতে উভয় সিজদা ফরয

প্রশ্ন : নামাযে দুই সিজদাই কি ফরয, না এক সিজদা ফরয ও অপরটি ওয়াজিব? কোরআনে বর্ণিত আছে واركعوا واسجدوا ফুকাহায়ে কেরামের উসূল মতে الامر للوجوب ও الامر لا يوجب التكرار এই দুই উসূলের ভিত্তি মতে এক সিজদা ফরয হয়?

উত্তর : প্রতি রাক'আতের উভয় সিজদা ফরয, যা হাদীস শরীফ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। (৯/৬৪১/২৭৯৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٢٩٣ : والمراد من السجود: السجدتان فأصله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وكونه مثنى في كل ركعة بالسنة والإجماع -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٤٤٧ : وتكراره تعبد ثابت بالسنة كعدد الركعات -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٤٧ : (قوله ثابت بالسنة) أي وبالإجماع بحر، وهذا لأن الأمر بالسجود في الآية لا يدل على تكراره .

📖 السعاية (المكتبة الاشرفية) ٢/ ١١٤ : ثم فرضية اصل السجدة فى الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وكونها مثناة فى كل ركعة ثابتة بالسنة والاجماع لا بالكتاب كذا فى البحر، ومبناه على ان الأمر لا يدل على التكرار كما هو مذكور فى كتب الأصول فلا دلالة لقوله تعالى واسجدوا على تكرار السجدة -

কিয়ামের বিধান সব নামাযে এক নয়

প্রশ্ন : কিয়াম করার ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব–সব নামাযেই কি একই হুকুম, না কোনো পার্থক্য আছে?

উত্তর : ফরয, ওয়াজিব এবং ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত নামাযের মধ্যে কিয়াম ফরয, ওজরবিহীন বসে পড়লে আদায় হবে না। এ ছাড়া অন্যান্য নামাযে কিয়াম ফরয নয়,

Scanned by CamScanner

তাই দাঁড়িয়ে বা বসে পড়ার অনুমতি আছে, তবে ওজরবিহীন বসে পড়লে দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক সাওয়াব হবে। (২/৩৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٤٤٥ : (ومنها القيام) بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه ومفروضة وواجبة ومسنونة ومندوبة بقدر القراءة فيه، فلو كبر قائما فركع ولم يقف صح لأن ما أتى به القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه قنية (في فرض) وملحق به كنذر وسنة فجر في الأصح (لقادر عليه)۔

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١/ ٢٠٠ : (وصح النفل قاعدا مع القدرة على القيام) بلا كراهة لما روي «أنه – عليه السلام – كان يصلي ركعتين قاعدا بغير عذر» وفيه إشارة إلى أنه لا تجوز المكتوبة والواجبة والمنذورة وسنة الفجر والتراويح بلا عذر والصحيح أن التراويح تجوز۔

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٩٠ : وروى الحسن عن أبي حنيفة أن من صلى ركعتي الفجر قاعدا من غير عذر لا يجوز، وكذا لو صلاها على الدابة من غير عذر وهو يقدر على النزول لاختصاص هذه السنة بزيادة توكيد وترغيب بتحصيلها، وترهيب وتحذير على تركها فالتحقت بالواجبات كالوتر.

ফোম ও জাজিমের ওপর সিজদার বিধান

প্রশ্ন : ফোম ও জাজিমের ওপর সিজদা সহীহ হবে কি না? দলিল-প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : ফোম ও জাজিমের ওপর নামায হয়ে যাবে। কিন্তু নাক এবং কপালকে শক্ত জায়গা পর্যন্ত চাপিয়ে রাখতে হবে, অন্যথায় নামায সহীহ হবে না। (১৩/৮২৮)

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١/ ١٤٨ : (وعلى شيء يجد) الساجد (حجمه وتستقر جبهته عليه لا على ما لا تستقر) وحد الاستقرار

Scanned by CamScanner

أن الساجد إن بالغ لا ينزل رأسه أسفل من ذلك فعلى هذا لا تجوز السجدة على الثلج بأن غاب وجهه فيه، وإن استقر ووجد حجمه بأن تلبد الثلج تجوز وعلى هذا التفصيل التراب ونحوه.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٥٤ : (وشرط سجود) مبتدأ ومضاف إليه (فالقرار) خبر بزيادة الفاء (لجبهة) أي يفترض أن يسجد على ما يجد حجمه بحيث إن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ مما كان عليه حال الوضع، فلا يصح على نحو الأرز والذرة، إلا أن يكون في نحو جوالق، ولا على نحو القطن والثلج والفرش إلا إن وجد حجم الأرض بكبسه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۴۳۲ : سوال۔ ہسپتال میں چارپائیوں پر گدے بہت موٹے ہوتے ہیں، ان پر سجدہ کرنے سے نماز میں کوئی خرابی تو نہیں آتی؟

الجواب۔ اگر گدّا سر کے مکمل بوجھ کو برداشت کرلے تو اس صورت میں نماز صحیح ہوجائے گی، اور اگر برداشت نہ کرسکے بلکہ دبتا ہی چلا جائے تو نماز صحیح نہ ہوگی۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۲۸۳ : سوال۔ اون کے کپڑے مثلا کمبل وغیرہ پر سجدہ کرنا جائز یا نہیں؟ ہمارے ہاں ایک مولانا نے کہا ہے کہ اون پر سجدہ کرنا جائز نہیں کیونکہ حکم زمین پر سجدہ کرنے کا ہے۔

الجواب۔ اونی کمبل پر نماز پڑھنا درست ہے، پیشانی کو بوقت سجدہ خوب جما کر رکھے کہ کمبل کی تہہ مزید نہ دب سکے، سجدہ کی جگہ کا از جنس تراب ہونا شرط نہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ سجدہ زمین پر کیا جائے یا ایسی چیز پر جو زمین سے پیدا ہوتی ہے۔

বিনা কারণে বা কারণবশত বাসে বসে নামায

প্রশ্ন : আমি একজন চাকরিজীবী। আমার বাসা দক্ষিণখান, উত্তরা, ঢাকায়। অফিস মতিঝিলে। প্রতিদিন স্টাফ বাসে অফিসে যাওয়া-আসা করি। পথে মাগরিবের নামায পড়তে হয়। আগে গাড়ি থামিয়ে নামায পড়তাম, বর্তমানে গাড়ি থামানোর বিষয়ে অনেকের আপত্তি এবং কিছু জটিলতার (রাস্তায় গাড়ি দাঁড়ানোর সমস্যা) কারণে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নামায পড়া বন্ধ হয়ে যায়। নামাযী কয়েকজন গাড়ির সিটে বসেই নামায

Scanned by CamScanner

পড়ে নেন। জনৈক মুফতী সাহেবের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এভাবে বসে নামায পড়লে নামায হবে না। ফলে আমি নামাযের সময় হলে গাড়ি থেকে নেমে যাই এবং নামায পড়ে অন্য গাড়িতে করে বাসায় ফিরি। এতে একটু কষ্ট এবং কিছু টাকা খরচ হলেও সঠিকভাবে নামায পড়তে পারায় ভালো লাগে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, মতিঝিল থেকে দক্ষিণখান আসার পথে (যেখানে স্টাফ বাস থামিয়ে নামায পড়া যায় অথবা বাস ছেড়ে দিয়ে নামায আদায় করেও বাসায় ফেরা যায়) গাড়িতে বসে বসে নামায পড়লে নামায হবে কি?

উপরোক্ত অবস্থায় যদি নামায না হয় তবে শারীরিক অসুস্থতা অথবা ঝড়-বৃষ্টির কারণে যদি স্টাফ বাস ছেড়ে দিয়ে অন্য গাড়িতে যেতে অস্বাভাবিক কষ্ট হয়, সে ক্ষেত্রে কি গাড়িতে বসে নামায পড়লে হবে?

উত্তর : নামাযের মধ্যে কিয়াম ফরয। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় বসে নামায পড়া সহীহ হবে না। অপারগতার ক্ষেত্রে এরূপ করা হলে পরবর্তীতে ওই নামায পুনরায় পড়তে হবে। (১৮/৩৪৮/৭৬১৪)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ١/ ٢٠٨ : ولا يجوز ترك القيام في المكتوبة إلا من عذر، فكذلك يكره تنقيصه بالاعتماد إلا من عذر، وإن فعل جازت صلاته لوجود أصل القيام-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۸۸ : الجواب-ریل گاڑی اور بس میں کھڑے ہو کر قبلہ رخ نماز پڑھیں، گرنے کا خطرہ ہو تو کسی چیز سے ٹیک لگا کر یا ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ کر کھڑے ہوں، حالت قیام میں ہاتھ باندھنا سنت ہے فرض نہیں اور قیام فرض ہے اس لئے بوقت ضرورت ہاتھ چھوڑ کر کسی چیز کو پکڑ کر کھڑا ہو،... اگر کسی وجہ سے قیام یا استقبال قبلہ کا فرض کسی طرح بھی ادا نہ ہو سکے تو اس وقت جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لے مگر بعد میں ایسی نماز کا اعادہ کرے۔

ছোট নৌকায় বসে বসে নামায

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে বর্ষাকালে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাওয়ার সময় কোনো নামাযের সময় হলে মানুষ নৌকায় বসে নামায আদায় করে বাসের সিটে বসে নামায পড়ার ন্যায়। কারণ ওই সব ছোট নৌকায় দাঁড়িয়ে নামায পড়া সম্ভব নয়।

Scanned by CamScanner

বি.দ্র:. ওই গ্রামে পৌঁছার পরও কোনো কোনো সময় নামাযের ওয়াক্ত বাকি থাকে। প্রশ্ন হলো, ওই গ্রামে পৌঁছার পর ওয়াক্ত বাকি থাকা বা না থাকা উভয় অবস্থাতেই এসব লোকের নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : বর্ণিত অবস্থায় নামায পড়ার ক্ষেত্রে নৌকা গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর নামাযের ওয়াক্ত বাকি থাকবে বলে মনে হলে নামায গন্তব্যস্থলে গিয়ে পড়ার অপেক্ষায় থাকবে। আর যদি এমন না হয় তাহলে নৌকার মাঝিকে অনুরোধ করে হলেও নৌকাকে অল্পক্ষণের জন্য কূলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। যাতে মাটিতে নেমে নামায আদায় করা যায়। এর সুযোগ না হলে নৌকাতেই দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার চেষ্টা করবে। দাঁড়িয়ে সম্ভব না হলে বসে বসেই রুকু ও সিজদার সাথে কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করবে, ইশারা করে নামায পড়লে হবে না। তবে বসে নামায পড়া অবস্থায় পরবর্তীতে ওই নামায পুনরায় পড়ে নেওয়া উচিত। (১৮/৪১৮/৭৬৮০)

📖 الفتاوى الهندية (دارالكتب العلمية) ١ / ١٥٨ : أما الصلاة في السفينة فالمستحب أن يخرج من السفينة للفريضة إذا قدر عليه، كذا في محيط السرخسي، وإذا صلى قاعدا في السفينة وهي تجري مع القدرة على القيام تجوز مع الكراهة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا تجوز ولو كانت السفينة مشدودة لا تجري لا تجوز إجماعا، كذا في التهذيب ... ... ويلزمه التوجه إلى القبلة عند افتتاح الصلاة، كذا في الكافي في باب صلاة المريض.

وكلما دارت السفينة يحول وجهه إليها ولو ترك تحويل وجهه إلى القبلة وهو قادر عليه لا يجزيه ولو صلى فيها بالإيماء وهو قادر على الركوع والسجود لا يجزيه في قولهم جميعا.

📖 البحر الرائق (دارالكتب العلمية) ٢ / ٢٠٦ : (قوله ولو صلى في فلك قاعدا بلا عذر صح) يعني صلى فرضا قاعدا بلا عذر صحت عند أبي حنيفة وقد أساء كما في البدائع وقالا لا يجزئه إلا من علة لأن القيام مقدور عليه فلا يترك وله أن الغالب فيها دوران الرأس وهو كالمحقق الآن أن القيام أفضل لأنه أبعد عن شبهة الخلاف والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أمكن لقلبه-

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱ / ۷۱۲ : اقول: إن هذه المسئلة على وجوه فنذكر كلها مع احكامه،

الوجه الاول : ان تكون السفينة مربوطة في الشط فإن كانت مستقرة على الارض بحيث اتصل اسفلها بها فالصلاة فيها جائزة قائما لا قاعدا لأنها فى حكم السرير على هذا التقدير والصلاة على السرير انما تجوز قائما لا قاعدا فكذا هذا، وإن كانت غير مستقرة على الارض فإن الدابة على هذا التقرير وإن لم يكن الخروج يصلى فيها قائما؛ لأن الصلاة على الشط لابد لها من القيام فكذا هذا-

الوجه الثانى : ان تكون مربوطة فى الوسط فإن استقرت على الأرض فهى فى حكم السرير يصلى فيها قائما وان لم تستقر فإن أمكنه الخروج وهى ساكنة غير متحركة بالريح يصلى فيها قائما؛ لأنها فى هذه الصورة كالواقفة على الشط وقد مر حكمها، وان كانت متحركة بالريح حركة شديده يجوز الصلاة فيها قاعدا ايضا وإن لم يحصل له دوران الرأس بالقيام عند ابى حنيفة رح، لكن على الاساءة، وعندهما لايجوز قاعدا، وإن حصل له دوران الرأس فيجوز قاعدا بالاتفاق من غير إساءة لأنها فى هذه الصورة فى حكم السفينة السائرة الآتى حكمها-

الوجه الثالث : أن تكون سائرة فى البحر فإن أمكنه الخروج منها بوجه يجب عليه الخروج وإن لم يمكنه الخروج تجوز فيها الصلاة، فإن حصل له دوران الرأس عند القيام يجوز قاعدا بالاتفاق من غير إساءة، وان لم يحصل دوران الرأس فعندهما يجب عليه القيام وعنده يجوز مع القعود ايضا مع الاساءة-

Scanned by CamScanner

চলন্ত ট্রেনে বসে বসে নামায

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ট্রেনে চলাকালীন সিটে বসে সামনের সিটের ওপর সিজদা করে ফরয নামায পড়ল। এভাবে বসে বসে রুকু-সিজদা করলে নামায আদায় হবে কি না?

উত্তর : নামাযে দাঁড়ানো ও কিবলামুখী হওয়া ফরয। সুতরাং সিটে বসে সামনের সিটে সিজদা করলেও নামায হবে না। ট্রেনের মাঝখানের চলাচলের পথে বা দুই বগির মাঝখানের খালি স্থানে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে। অথবা মুখোমুখি সিট হলে কিবলামুখী হয়ে কিয়াম ও রুকু করবে এবং এক সিটের ওপর বসে সামনের সিটে সিজদা করবে। কিয়াম ও কিবলামুখী হওয়া ছাড়া ফরয নামায আদায় করা হলে তা পরবর্তীতে দোহরাতে হবে। বিশেষ করে প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় সামনের সিটের সিজদা ইশারার অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় নামায কোনোভাবেই আদায় হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় নিঃসন্দেহে নামায দোহরানো জরুরি। (১৯/১৬৫/৮০৫১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ١٤٢ : رجل أراد أن يتوضأ فمنعه إنسان عن أن يتوضأ بوعيد قيل ينبغي أن يتيمم ويصلي ثم يعيد الصلاة بعد ما زال عنه؛ لأن هذا عذر جاء من قبل العباد فلا يسقط فرض الوضوء عنه، فعلم منه أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادة وإن كان من قبل العبد وجبت الإعادة ثم وقع الاختلاف في الخوف من العدو هل هو من الله فلا تجب الإعادة أو هو بسبب العبد فتجب الإعادة۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٣ / ٧٩ : الجواب- نماز میں قیام فرض ہے بغیر عذر شرعی کے اس کا ترک کرنا درست نہیں اس لئے پہلے تو اپنی ہمسفر لوگوں سے درخواست کرکے نماز کے لئے جگہ مانگی جائے اگر وہ جگہ نہ دیں تو پھر بیٹھ کر نماز ادا کرلی جائے مگر اس کا اعادہ لازم ہے۔

ট্রেনে নারীরা কি বসে বসে নামায পড়বে

প্রশ্ন : আমরা কিছু লোক দ্বীনি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে একটি মাসতুরাত জামাআতসহ নীলফামারী জেলার উদ্দেশে রেল সফরে বের হই। পথিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে যায়, তাই আমরা পুরুষগণ রেলের মধ্যে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করি। পক্ষান্তরে

Scanned by CamScanner

ভিড়ের কারণে মহিলাদের ওই মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা সম্ভব নয় এবং মহিলাদের নিজ নিজ সিটের মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায আদায়ও সম্ভব নয়। তাই মুফতী সাহেবের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ওই মহিলাগণ সিটে বসে বসে নামায আদায় করতে পারবে কি না এবং এ ধরনের সফরে মহিলাদের বের হওয়ার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : রেলে বসে নামায পড়লে সহীহ হয় না। মহিলা-পুরুষ সকলের বেলায় একই কথা। ভিড়ের কারণে পড়লে ওই নামায পুনরায় আদায় করে দিতে হবে। দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে মহিলাদের সফর করার অনুমতি নেই। (১৯/১৯০/৮০৪৫)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ١٤٢ : الأسير في يد العدو إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج وكذا لو قال لعبده إن توضأت حبستك أو قتلتك، فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد كالمحبوس؛ لأن طهارة التيمم لم تظهر في منع وجوب الإعادة وفي التجنيس رجل أراد أن يتوضأ فمنعه إنسان عن أن يتوضأ بوعيد قيل ينبغي أن يتيمم ويصلي ثم يعيد الصلاة بعد ما زال عنه؛ لأن هذا عذر جاء من قبل العباد فلا يسقط فرض الوضوء عنه، فعلم منه أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادة- وإن كان من قبل العبد وجبت الإعادة.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ٣ / ٧٩ : الجواب– نماز میں قیام فرض ہے بغیر شرعی عذر کے اس کا ترک کرنا درست نہیں اس لئے پہلے تو اپنے ہمسفر لوگوں نے درخواست کرکے نماز کے لئے جگہ مانگی جائے اگر وہ جگہ نہ دیں تو پھر بیٹھ کر نماز ادا کرلی جائے مگر اس کا اعادہ لازم ہے۔

নফলের কাযা

প্রশ্ন : একজন সুস্থ ব্যক্তি চেয়ারে বসে নফল নামায বহুদিন ইশারার মাধ্যমে আদায় করেছে। পরে জানতে পারে তার উক্ত নামাযগুলো হয়নি। প্রশ্ন হলো, উক্ত নামাযগুলোর কি কাযা আদায় করতে হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নফল নামায শুরু করার পর কোনো কারণে আদায় না হলে বা ভেঙে ফেললে পুনরায় তার কাযা করা ওয়াজিব। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির জন্য নফলগুলোর কাযা আদায় করতে হবে। (১৮/৫০৪/৭৬৯২)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٩ : (ولزم نفل شرع فيه) بتكبيرة الإحرام أو بقيام الثالثة شروعا صحيحا (قصدا) ... ... أما لو اختار المضي ثم أفسده لزمه القضاء (ولو عند غروب وطلوع واستواء) على الظاهر (فإن أفسده حرم) - {ولا تبطلوا أعمالكم} - (إلا بعذر، ووجب قضاؤه).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٩ : (قوله ولزم نفل إلخ) أي لزم المضي فيه، حتى إذا أفسده لزم قضاؤه أي قضاء ركعتين، وإن نوى أكثر على ما يأتي، ثم هذا غير خاص بالصلاة وإن كان المقام لها.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١١٤ : ولو صلى التطوع بالإيماء من غير عذر لا يجوز.

Scanned by CamScanner

باب صفة الصلاة

পরিচ্ছেদ : নামাযের পদ্ধতি

তাহরীমা রুকু ও বসাবস্থায় হাতের আঙুলের অবস্থা

প্রশ্ন : নামাযে তাকবীরে তাহরীমার সময় হাতের আঙুল মেলানো থাকবে, নাকি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে? রুকু ও তাশাহ্হুদের সময় আঙুল কী অবস্থায় থাকবে?

উত্তর : রুকুতে হাতের আঙুল ফাঁকা থাকবে এবং সিজদাতে ভালোভাবে মেলানো থাকবে, তাহরীমা ও তাশাহ্হুদের সময় স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে। (১০/৩৩৮/৩১৩২)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٦/ ١٢٣ (٥٩٩١) : عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأنا يومئذ ابن ثمان سنين، فذهبت بي أمي إليه، فقالت: يا رسول الله إن رجال الأنصار، ونساءهم قد أتحفوك غيري، وإني لم أجد ما أتحفك به إلا بني هذا، فاقبله مني يخدمك ما بدا لك قال: ... ... ثم قال لي: «يا بني، إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك، وفرج بين أصابعك، وارفع يديك عن جنبيك، فإذا رفعت رأسك من الركوع فمكن لكل عضو موضعه، فإن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من لا يقيم صلبه» -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ١٩٦ : " ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه " لقوله عليه الصلاة والسلام لأنس رضي الله عنه " إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك " ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ليكون أمكن من الأخذ ولا إلى الضم إلا في حالة السجود وفيما وراء ذلك يترك على العادة -

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١ / ٤٧٤ : وسننها ... ... (رفع اليدين للتحريمة) في الخلاصة إن اعتاد تركه أثم (ونشر الأصابع) أي تركها بحالها.

Scanned by CamScanner

"انى وجهت" পড়ার বিধান কী

প্রশ্ন : আমাদের দেশের সাধারণ জনসমাজে প্রচলিত আছে যে নামাযের মুসল্লায় দাঁড়িয়ে "انى وجهت" দু'আটি পড়তেই হবে এবং পড়াকে অনেকেই নামাযের ওয়াজিব মনে করে।

প্রশ্ন হলো, উক্ত দু'আটি কি নামাযের মুসল্লার দু'আ? সাধারণ মানুষ যা মনে করে তার শরয়ী বিধান কী? বিদ'আত না মুস্তাহাব?

উত্তর : মুসল্লায় দাঁড়িয়ে দু'আটি পড়তে হবে এ ধরনের কথা কোনো কিতাবে নেই। এরূপ যারা বলে তাদের কথা ভিত্তিহীন।

সুতরাং যে সমাজ এ দু'আকে নামাযের জন্য ওয়াজিব মনে করে তথায় এ দু'আ বর্জন করা জরুরি। তবে ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাব মনে না করে নিয়্যাতের পূর্বে নামাযের প্রতি অন্তর নিবিষ্ট করার লক্ষ্যে কেউ পড়লে আপত্তি নেই। (৭/৩০৬/১৬৩৫)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٥٦ : وفي ظاهر رواية أصحابنا: لا يقول ذلك بعد افتتاح الصلاة، وهل يقول قبل افتتاح الصلاة؟ فعن المتقدمين لا يقول، وقال المتأخرون يقول، وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١/ ٤٨٨ : واختيار المتأخرين أنه يقوله قبل الافتتاح معراج. وفي المنية: وعندهما يقوله قبل الافتتاح يعني قبل النية ولا يقوله بعد النية بالإجماع.

কিরাত, তাসবীহ দ্রুত আদায় করা মাকরূহ

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব সূরা তারাবীহতে এক নিঃশ্বাসে সূরা ফাতেহা পড়েন এবং অন্য নিঃশ্বাসে অন্য একটি সূরা পাঠ করার পর এত দ্রুত রুকু-সিজদা করেন যে রুকু-সিজদার তাসবীহ তিনবার পাঠ করা কোনো মুক্তাদীর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দরূদ শরীফ ও দু'আ মা'সূরা পড়া শেষ হওয়ার পূর্বেই ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে দেন। এমন নামায শুদ্ধ হবে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : তাড়াহুড়া করে নামায পড়া মাকরূহ, ইমামের কর্তব্য হলো মুক্তাদীদের প্রতি লক্ষ রাখা, ধীরে সুস্থে কিরাত পড়া এবং রুকু-সিজদায় এ পরিমাণ দেরি করা, যাতে মুক্তাদীগণ কমপক্ষে তিনবার রুকু-সিজদার তাসবীহ পাঠ করতে পারে। আর শেষ বৈঠকে মুক্তাদীগণ তাশাহ্হুদ পড়ার পর ইমাম সাহেব সালাম ফিরালে ইমামের সাথে মুক্তাদীগণও সালাম ফিরিয়ে নেবে। তাদের দরূদ শরীফ ও দু'আ মা'সূরা পড়া শেষ হোক বা না হোক। আর যদি মুক্তাদীগণের তাশাহ্হুদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে নেন, তাহলে মুক্তাদীগণ তাশাহ্হুদ শেষ করে সালাম ফিরাবে। তবে সর্বাবস্থায়ই নামায আদায় হয়ে যাবে। (১০/৮২১/৩৩৩৩)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٧ : وفي فضائل رمضان للزاهدي: أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره، ومن لم يكن عالما بأهل زمانه فهو جاهل.

(ويأتي الإمام والقوم بالثناء في كل شفع، ويزيد) الإمام (على التشهد، إلا أن يمل القوم فيأتي بالصلوات) ويكتفي باللّٰهُمَّ صل على محمد لأنه الفرض عند الشافعي

(ويترك الدعوات) ويجتنب المنكرات هذرمة القراءة، وترك تعوذ وتسمية، وطمأنينة، وتسبيح، واستراحة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٧ : (قوله ويزيد الإمام إلخ) أي بأن يأتي بالدعوات بحر.

(قوله ويكتفي باللّٰهُمَّ صل على محمد) زاد في شرح المنية الصغير: وعلى آل محمد، وكأن الشارح اقتصر على الأول أخذا من التعليل لأن الصلاة على الآل لا تفرض عند الشافعي – رحمه الله تعالى –، بل تسن عنده في التشهد الأخير، وقيل تجب عنده .

Scanned by CamScanner

তাকবীরসমূহে الله শব্দের মাদের পরিমাণ

প্রশ্ন : নামাযের তাকবীরাতে ইন্তেকালিয়াসমূহে الله শব্দের লাম কতটুকু দীর্ঘ করার অনুমতি আছে? 'আত্‌তারগীব ওয়াত তারহীবে'র টীকাকার শাফেয়ী মাযহাবের নামাযের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, ومد التكبير متى يصل الى الركن المنتقل اليه আমাদের হানাফী মাযহাবের নামাযের আলোচনায় নির্ভরযোগ্য কিতাব غنيةالمتملى তে এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য ফায়সালা এটাই দিয়েছেন যা নিম্নরূপ :

واما اللام فمده صواب 'আহসানুল ফাতাওয়া'য় এক আলিফের বেশি হওয়াকে মাকরূহ লিখেছেন, যা তিনি আল্লামা শামী (রহ.)-এর رد المحتار হতে 'হিলিয়াহ' নামক কিতাবের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন। এখানে আরো একটি প্রশ্ন থাকতে পারে।

১. আল্লাহ শব্দের বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে এটাও কি একটি, যে তার মধ্যে ইলমে কিরাতের নীতি-বিধান প্রযোজ্য হবে না? তাই ফিকহের কোনো বিশেষ নীতিও বাধ্যতামূলক নয়?
২. ইলমে কিরাতের মাস'আলা সব কি নামাযের কিরাতেও প্রয়োগযোগ্য?
৩. যেহেতু এ তাকবীরগুলো দীর্ঘায়িত না করলে নামাযে মুক্তাদীদের উল্টাপাল্টা হবেই, তাই الضرورة تبيح المحظورات নীতি-বিধান এখানে কি আসতে পারে না?
৪. فمده صواب দ্বারা গুনিয়াতুল মুতামাল্লীর গ্রন্থকার কোনো মদ উদ্দেশ্য করলেন তার সপক্ষে দলিল কী?
৫. যেহেতু অর্থকেন্দ্রিক গোলমাল বা আভিধানিক কোনো সমস্যাই লামের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না তাই দীর্ঘকরণে ক্ষতিইবা কী? যদি এসব কিছু থেকেই থাকে তাহলে 'আততারগীব ওয়াত তারহীব'-এর টীকাকার কিভাবে অনুমতি প্রদান করলেন? যদি বলা হয় যে অন্য মাযহাবের কথা আমাদের জন্য দলিল নয়, আমি বলব এ মাস'আলাটি যে الله শব্দের মদ নিয়ে কথা এটা কি বাস্তবেই ফিকহের গণ্ডিবদ্ধ, নাকি অন্য কোনো শাস্ত্রভিত্তিক?

উত্তর : ইলমে কিরাত ও তাজবীদের বিধিবিধান ও নীতিমালা ফিকাহবিদ ও তাজবীদ বিশারদগণের সর্বসম্মতিক্রমে শুধুমাত্র কোরআনে কারীমের বেলায় প্রযোজ্য নয় বরং কোরআনে কারীমের সাথে সাথে আযান, ইকামত ও তাকবীরের বেলায়ও প্রযোজ্য। আর বিজ্ঞ কারীগণের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী মদ্দে তাবায়ীকে (মদ্দে তবয়ী) এক

Scanned by CamScanner

আলিফের ঊর্ধ্বে টানা মাকরূহ। তাই সমস্ত কারীর মতে তাকবীরাতে ইন্তেকালিয়ার মধ্যেও الله শব্দের লামকে এক আলিফের চেয়ে বেশি দীর্ঘ করা মাকরূহ। এক আলিফের বেশি দীর্ঘ না করলে মুক্তাদীদের মাঝে উল্টাপাল্টা হওয়ার দাবি অবান্তর। এক আলিফ পর্যন্ত টেনে পড়ার ওপর মশ্‌ক করে নামায পড়ালে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না। غنية المتملى কিতাবে উল্লিখিত واما اللام فمده صواب এখানে মদ্দে তাবয়ী বোঝানো হয়েছে, আর الله শব্দের বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে আপনার বর্ণিত বৈশিষ্ট্য কোনো বিজ্ঞ ফকীহ বিজ্ঞ কারী সাহেব থেকে বা নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে উল্লেখ নেই, বরং এর বিপরীতটার উল্লেখ পাওয়া যায় বিধায় الله শব্দকেও ইলমে কিরাতের নীতিমালার আওতায় উচ্চারণ করতে হবে। আর উল্লিখিত মাস'আলায় এমন কোনো জরুরত পরিলক্ষিত হচ্ছে না, যার কারণে الضرورة تبيح المحظورات এর নীতি-বিধান এখানে প্রযোজ্য করতে হবে। অনুরূপভাবে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য হানাফী মাযহাবের ওপর আমল সম্ভব হওয়া পর্যন্ত অন্য মাযহাবের দিকে যাওয়ার কোনো অনুমতি নেই। তাই এ মাস'আলাতেও শাফেয়ী মাযহাবের মতামত নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। (৮/১৪৪/১৯৯৭)

📖 حاشية الطحطاوى على المراقي (قديمى كتبخانه) ص ٢٧٩ : الحاصل أن المد في التكبير إما أن يكون في لفظ الله أو في لفظ أكبر فإن كان في لفظ الله فإما أن يكون في أوله أو في وسطه أو في آخره فإن كان في أوله كان مفسدا لأنه في صورة الإستفهام حتى لو تعمده يكفر للشك في الكبرياء وإن كان في وسطه فهو الصواب إلا أنه لا يبالغ فيه فإن بالغ زيادة على مده الطبيعي وهو قدر حركتين كره ولا تفسد على المختار كما في ابن أميرحاج .

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ١ / ١٤١ : وفى المبسوط الكبرى : ويكره للمؤذن أن يقول الله أكبر ويطول ذلك .

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكدپو) ٢ / ٣٣٩ : وإطلاق مد ألف الله وما بعده غير صحيح، لأنه يجوز قصره وتوسطه ومده قدر ثلاث ألفات حالة الوقف .

📖 نهاية القول المفيد فى علم التجويد صـ ١٦٦ : وحده مقدار الف وصلا ووقفا ونقصه عن الف حرام شرعا فيعاقب على فعله ويثاب على تركه فما يفعله بعض ائمة المساجد واكثر المؤذنين من

Scanned by CamScanner

الزيادة فى المد الطبعى عن وحده العرفى اى عرف القراء ممن اقبح البدعة واشد الكراهة لاسيما وقد يقتدى بهم بعض الجهلة من القراء.

📖 المنح الفكرية شرح مقدمة الجزيرية صـ ٥٦ : فإنه لايجوز قصر احدهما عند جميع القراء ولو فيه بالقصور يكون لحنا جليا وكطأ فاحشا مخالفا ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم بالطريق المتواتر وكذا اذا زاد فى المد الاصلى والطبعى على المد العرفى من قدر الف بان جعله قد الفين او اكثر كما يفعله اكثر الائمة من الشافعية والحنفية فى الحرمين الشريفين فانه محرم قبيح لاسيما وقد يقتدى بهم بعض الجهلة ويستحسن ما صدر عنهم من القراءة.

📖 مفتاح التجويد ۲۸ : بعض قاریوں کے نزدیک لفظ اللہ اور رحمن کا لفظ تھوڑا سا زیادہ مد کیا جاتا ہے اور اس کو مد مبالغہ اور مد جلالہ اور مد تعظیم کہتے ہیں مگر جمہور کے نزدیک یہ صحیح نہیں.

কাপড়সহ কবজি ধরলেও সুন্নাত আদায় হবে

প্রশ্ন : নামাযে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কবজি ধরা সুন্নাত, তবে তা কি পাঞ্জাবি বা জুব্বার হাতার ওপর দিয়ে ধরলে আদায় হবে? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : উভয় অবস্থায়ই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (১৮/৮১৪/৭৮৫৭)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١ / ٤٨٧ : (ووضع) الرجل (يمينه على يساره تحت سرته آخذا رسغها بخنصره وإبهامه) هو المختار.

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٥ / ١٥٥ (٦١٧١) : عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قميصا وكان فوق الكعبين وكان كماه بدوالأصابع ".

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۴/ ۳۹ : سوال۔ نماز کے وقت اگر ہاتھ کپڑے کے اندر رہیں تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ؟

الجواب۔ نماز درست ہے۔

Scanned by CamScanner

আমীন বলার বিধান

প্রশ্ন : হানাফী মাযহাব মতে, নামাযে ইমাম সাহেবের 'আমীন' বলার বিধান কী? এবং তা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? ফিকাহ ও হাদীসের আলোকে দলিল-প্রমাণসহ জানালে খুশি হব।

উত্তর : হানাফী মাযহাব মতে, ইমাম সাহেব মুক্তাদী ও মুনফারিদ নামাযে আমীন বলার ক্ষেত্রে বিধান একই। অর্থাৎ সকলের জন্য নিঃশব্দে আমীন বলা সুন্নাত। যেহেতু কোনো কোনো সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও কোনো কোনো সাহাবী থেকে শিক্ষার জন্য আমীন উচ্চস্বরে বলার কথাও প্রমাণিত, তাই আমীন স্বশব্দে বলাও জায়েয, তবে সুন্নাত নয়। (১৬/৮৭১/৬৮৩২)

📖 جامع الترمذى (دارالحديث) ١ / ٥٨ : عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}، فقال: «آمين» وخفض بها صوته .

📖 المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢٣٣ (٢٩١٣) : عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: «آمين» يخفض بها صوته " قال القاضي: {غير}بخفض الراء، فإن في قراءة أهل مكة {غير المغضوب عليهم} «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٧٤ : (ثم يقرأ فاتحة الكتاب) . كذا في السراج الوهاج إذا فرغ من الفاتحة قال آمين والسنة فيه الإخفاء كذا في المحيط المنفرد والإمام سواء وكذا المأموم إذا سمع .

চার রাক'আত নামায আদায়ে সর্বনিম্ন সময়

প্রশ্ন : এক রাক'আত নামায সূরা ফাতেহা ও যেকোনো একটি সূরা পাঠ করলে কমপক্ষে কত মিনিট সময়ের প্রয়োজন? আমাদের মসজিদের সম্মানিত খতীব সাহেব যোহর এবং আসরের ৪ রাক'আত নামায মাত্র ৪-৫ মিনিট সময়ের মধ্যে শেষ করেন। অথচ ৪ রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে রুকু-সিজদাসহ ২৪ বার উঠাবসা করা, তাশাহ্হুদ দুইবার শেষ

Scanned by CamScanner

বৈঠকে দরূদ শরীফ ও দু'আ মা'সূরা পড়তে হয়। এত কম সময়ে তিনি কিভাবে নামায পড়ান আমরা জানতে পারলে উপকৃত হতাম এবং আমরাও দ্রুত পড়তে পারতাম। তাই আমাদের প্রশ্ন হলো, এত তাড়াতাড়ি সূরা-কিরাত পড়লে নামায শুদ্ধ হবে কি না? না হলে আমরা মুসল্লিরা কিভাবে ইমাম সাহেবকে বলব? অথবা মসজিদ কমিটি এ ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিতে পারে?

উত্তর : লোকভেদে সূরা-কিরাত পড়ার মধ্যে সময় বেশকম হওয়া স্বাভাবিক–এ জন্য নির্দিষ্ট করে সময় বলা যায় না। (১৩/৩৯৮/৫২৭৯)

মুক্তাদী সূরা ফাতেহা পড়বে না

প্রশ্ন : আমাদের এখানে একজন আলেম ৭ বছর আগে সৌদি আরব যায় এবং সে সৌদি থেকে এসে নামাযের সমস্ত আরকান-আহকাম লা-মাযহাবীদের মতো আদায় করে এবং সমস্ত হানাফীর বিরুদ্ধে লা-মাযহাবীদের প্রশংসার ওয়াজ হানাফীদের বড় মসজিদে করে। এখন সমস্ত লোক মনে করল সে লা-মাযহাবী হয়ে গেছে, তাই হানাফীরা তাকে গণপিটুনির সিদ্ধান্ত নেয়। পরে সে আলেম বলে তোমরা এমন করছো কেন? আমি যা কিছু করছি সহীহ হাদীসের ওপর আমল করছি। একপর্যায়ে সূরায়ে ফাতেহার ব্যাপারে বলে, এটা মুক্তাদী হোক ইমাম হোক পড়তে হবে। এমনকি হানাফী মাযহাব হলেও মুক্তাদীর ফাতেহা পড়তে হবে এবং সে দলিল দেয় 'ফয়যুল বারী'র গ্রন্থকার তা লিখেছেন যে মুক্তাদীর জন্যও হানাফী মাযহাবের হওয়া সত্ত্বেও ফাতেহা পড়তে হবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, বাস্তবেই কি 'ফয়যুল বারী'র গ্রন্থকার তা লিখেছেন? উদ্ধৃতিসহ এ মাস'আলার তাহকীক জানালে আমরা এ লা-মাযহাবী ফেতনা থেকে মুক্তি পেতাম।

উত্তর : লা-মাযহাবীরা হাদীসের সহীহ অর্থ বুঝতে ভুল করে বিধায় ওসব কথা বলে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে মুক্তাদীগণ ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়বে না। বরং ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত হলো, সর্বপ্রকার নামাযে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতেহা পড়া মাকরূহে তাহরীমি। হাদীস শরীফের মর্মও তাই। আর 'ফয়যুল বারী' কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে যা বলা হয়েছে তা ভুল, এ ধরণের কথা উক্ত কিতাবে বলা হয়নি। (১১/৯৮৪/৩৭১১)

📖 موطأ مالك (مكتبة الاتحاد) ص ٢٩ (٢٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى

Scanned by CamScanner

أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام.

📖 موطأ محمد (المكتبة الاشرفية) ص ٩٩ (١١٧) : عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى خلف الإمام، فإن قراءة الإمام له قراءة».

📖 فيض البارى (ربانى بكڈپو) ٢ / ٢٧٢ : أما حال الأحاديث المرفوعة، فليس فيها ما يدل على وجوبها على المقتدي، لا في الجهرية، ولا في السرية. وليس فيه عن الصحابة إلا ترجيح أحد جانبيها، ولم يبتدىء الشارع في تشريع القراءة للمقتدي بشيء، لا بالفاتحة، ولا بالسورة، لا في السرية.

বুকের ওপর হাত বাঁধা ও জোরে আমীন বলা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কিছু লোক হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিল; কিন্তু বর্তমানে তারা আহলে হাদীসের প্ররোচনায় তাদের অনুসরণ তথা হাত বুকের ওপর বাঁধা, জোরে আমীন বলার আমল শুরু করেছে। তারা এ ব্যাপারে বুখারী শরীফের হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করে, যার ফলে এলাকাবাসী ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। এমনকি অনেক লোক জোরে আমীন বলা, বুকে হাত বাঁধাকেই গ্রহণযোগ্য হিসাবে মনে করছে। এমতাবস্থায় কোরআন ও হাদীসের আলোকে নাভির নিচে হাত বাঁধা এবং আস্তে আমীন বলা সম্পর্কে বিস্তারিত দলিল-প্রমাণসহ জানালে আমরা উপকৃত হতাম।

উত্তর : নাভির নিচে হাত বাঁধা এবং আস্তে আমীন বলা সম্পর্কে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করেই হানাফী মাযহাবে আমল করা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনো হকপন্থী আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন, অথবা এ বিষয়ে লিখিত নির্ভরযোগ্য বই-পুস্তক দেখা যেতে পারে। (১৭/২৮৬)

📖 مصنف ابن ابى شيبة (إدارة القرآن) ٣/ ٣٢٠ (٣٩٥٩) : عن وائل بن حجر رضـ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة.

Scanned by CamScanner

قال الشيخ قاسم بن قطلوبغا: ان هذا سند جيد. (اعلاء السنن ٢ / ١٦٦) -

📖 سنن ابى داود (٧٥٦)

📖 سنن الترمذى (دارالحديث) ٢ / ٢٤ (٢٤٨) : عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فقال آمين وخفض بها صوته -

📖 مسند احمد ١٣/ ١٣٨ (١٨٨٤٣)

রুকুতে পায়ের গোছা সোজা রাখা ধনুকের মতো না করার অর্থ কী?

প্রশ্ন : নামাযে কিয়াম থেকে স্বাভাবিকভাবে রুকুতে গেলে সাধারণত পায়ের গোছা পেছনের দিকে চলে যায়। ফলে কিয়ামের তুলনায় রুকু অবস্থায় শরীর খানিকটা পেছনের দিকে চলে যায়। এ জন্য অনেক উলামায়ে কেরাম কিয়াম থেকে রুকুতে যাওয়ার সময় সামনের দিকে ঝোঁক রাখা এবং সামনের দিকে শরীরের ভার রাখার তা'লীম দেন। তবে বিষয়টির প্রামাণিকতা নিয়ে একজন বিজ্ঞ আলেম আপত্তি করেছেন। তাই এ বিষয়ে কিছু কিতাব মুরাজা'আ করলে সেগুলোতে প্রায় হুবহু একটা ইবারত নজরে পড়ে। যেমন : ফাতহুল কৃদীর ১/৩০৩, আলবাহরুর রায়েক্ব ১/৫৫০, মারাক্বিল ফালাহ, পৃষ্ঠা ২৮২-তে বলা হয়েছে :

ويعتمد بيديه على ركبتيه ناصبا ساقيه، وإحناؤهما شبه القوس كما يفعل عامة الناس مكروه -

এরই কাছাকাছি ইবারত ويكره ان يحنى ركبتيه شبه القوس রয়েছে নিম্নোক্ত কিতাবগুলোতে :

حاشية الشلبى على التبيين ١/ ٢٧٥، رد المحتار ١/ ٥٢٢ ، الفتاوى الهندية ١ / ١٣

অতএব মুহতারামের কাছে জানতে ইচ্ছুক যে نصب الساق এর জন্য এবং شبه القوس থেকে বাঁচার জন্য পায়ের গোছা যাতে পেছনের দিকে না যায় এর জন্য চেষ্টা করা জরুরি কি না? এবং شبه القوس -এর কী কী পদ্ধতি হতে পারে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : রুকু অবস্থায় পায়ের গোছা সোজা রাখা সুন্নাত এবং পায়ের গোছা অথবা হাঁটুদ্বয় ধনুকের মতো পেছনের দিকে ঝুঁকিয়ে দেওয়া মাকরূহ। তাই উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে রুকু আদায় করা এবং সুন্নাতী রুকু আদায়ের আমলী প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রত্যেক নামাযীর জন্য আবশ্যক। (১৮/২৬১/৭৫৫৮)

📖 صحيح البخاری (دارالحدیث) ۱ / ۸۸ (٦٣١) : عن أبي قلابة، قال: حدثنا مالك، أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا - أو قد اشتقنا - سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه، قال: «ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم - وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها - وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم».

📖 رد المحتار (سعيد) ۲ / ۱۹۷ : (قوله وينصب ساقيه) فجعلهما شبه القوس كما يفعله كثير من العوام مكروه-

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲ / ۱۹۵ : سوال- جب آدمی رکوع میں ہوتا ہے تو اس وقت ٹانگوں کو خم کرنا چاہئے یا سیدھی رکھنی چاہئے؟ ہمارے ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت پورے جسم کو لفظ محمد کی شکل کی طرح بنانا چاہئے اور میں کہتا ہوں کہ سر اور کمر ایک سیدھ میں اور ٹانگیں اور گھٹنے ایک سیدھ میں ہونے چاہئیں اور وہ کہتے ہیں کہ گھٹنوں میں خم ہونا چاہئے۔

جواب-آپ صحیح کہتے ہیں۔

রুকু থেকে উঠে حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه পড়া

প্রশ্ন : ফরয নামাযে রুকু থেকে ওঠার সময় 'কাওমা'তে ইমাম বা মুক্তাদীর জন্য حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه পড়া মুস্তাহাব কি না? এবং উক্ত দু'আ না পড়ে দু'আটি পড়ার পরিমাণ সময় সিজদায় না গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জায়েয আছে কি না? 'কাওমা' বা

Scanned by CamScanner

'জালসা'র 'তুমানীনাত' (রুকনে স্থির হওয়া)-র পরিমাণ কী? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত দু'আটি নির্ভরযোগ্য মতানুসারে নফল নামাযের জন্য বেশি প্রযোজ্য, ফরয নামাযে না পড়াই উত্তম। তবে পড়লে নামাযের কোনো অসুবিধা হবে না। রুকু থেকে সোজা হয়ে ভালোভাবে দাঁড়ানো ওয়াজিব, চাই উক্ত দু'আটি পড়ার সমপরিমাণ সময় হোক; বা না হোক। কাওমা বা জলসার তুমানীনাতের সর্বনিম্ন সীমা কমপক্ষে এক তাসবীহ। (১৩/৮৫৬)

📖 الدر المختار على الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ٤٩٦ : (ثم يرفع رأسه من ركوعه مسمعا)... ... يكتفي (بالتحميد المؤتم) وأفضله: اللّٰهُمَّ ربنا ولك الحمد، ثم حذف الواو، ثم حذف اللّٰهُمَّ فقط (ويجمع بينهما لو منفردا) على المعتمد يسمع رافعا ويحمد مستويا (ويقوم مستويا) .

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲ / ۱۹۲ : یہ دعائیں عموماً نفل نماز میں پڑھی جاتی ہیں فرض نماز میں بھی اگر پڑھ لے تو اچھا ہے اور اگر امام ہو تو اس کا لحاظ رکھے کہ مقتدیوں کو گرانی نہ ہو.

রুকু অবস্থায় নজর কোথায় থাকবে?

প্রশ্ন : নামাযে রুকু অবস্থায় নজর কোথায় রাখা সুন্নাত? কেউ বলেন, পায়ের পিঠের ওপর, আবার কেউ বলেন, পায়ের পাতা অর্থাৎ আঙুলের দিকে নজর রাখবে, কোনটি সঠিক?

উত্তর : নামাযে রুকু অবস্থায় পায়ের ওপর অংশ, অর্থাৎ পিঠের ওপর নজর রাখা মুস্তাহাব। পায়ের আঙুলও পিঠের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কিতাবে বর্ণিত মতদ্বয় পরস্পর বিরোধপূর্ণ নয়। (৮/৭২৮/২৩২৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٤٧٧ : ولها آداب ... (نظره إلى موضع سجوده حال قيامه، وإلى ظهر قدميه حال ركوعه، وإلى أرنبة أنفه حال سجوده، وإلى حجره حال قعوده .

Scanned by CamScanner

ومنها: أن يكون
📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٥٢ : ومنها: أن يكون نظره في قيامه إلى موضع سجوده وفي الركوع إلى أصابع رجليه وفي السجود إلى أرنبة أنفه، وفي القعود إلى حجره .

📖 مراق الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ١٠٣ : "و" نظره "إلى ظاهر القدم راكعا-

রুকু থেকে ওঠার সময় ইমাম এবং মুক্তাদীর আমল

প্রশ্ন : জামাআতের নামাযে ইমাম ও মুক্তাদী "সামিআল্লাহুলিমান হামিদা" ও "রব্বানা লাকাল হামদ" কখন পড়বে? ইমাম যখন রুকু থেকে উঠতে "সামিআল্লাহুলিমান হামিদা" পড়বে মুক্তাদীগণ তখন কী পড়বে? ইমাম ও মুক্তাদী রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কী পড়বে?

উত্তর : রুকু থেকে ওঠার সময় ইমাম শুধু "সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ" এবং মুক্তাদীগণ "রব্বানালাকাল হামদ" বলবে। ইমাম "সামিআল্লাহুলিমান হামিদা" বলার সাথে সাথে মুক্তাদী "রব্বানা লাকাল হামদ" বলবে। (৮/৭২৮/২৩২৩)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٢/ ٤٦ (٢٦٧) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ".

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٢/ ٥١٠ : (ثم يقول: " سمع الله لمن حمده " حين يرفع صلبه) ، أي: حين يشرع رفعه (من الركعة) ، أي: من الركوع، وبه تتم الركعة للمقتدي (ثم يقول وهو قائم: "ربنا لك الحمد.") : قال ابن الهمام: اتفقوا على أن المؤتم لا يذكر التسميع، وفي شرح الأقطع عن أبي حنيفة: يجمع بينهما الإمام والمأموم. فالحديث محمول على المنفرد، فإنه يجمع بينهما إجماعا، وأما قول ابن حجر: وفيه التصريح بأن سمع الله لمن حمده ذكر الانتقال، وربنا لك الحمد ذكر القيام، فمدفوع ; لأن التقدير: ثم يشرع في قول: ربنا لك الحمد وهو قائم .

Scanned by CamScanner

নামাযের ৫১ সুন্নাত : সংশয় ও নিরসন

প্রশ্ন : আমি আপনাদের معمولات ماثورة বইয়ে নামাযের ৫১টি সুন্নাত পড়েছি এবং আমল করার চেষ্টা করছি। কয়েক দিন পূর্বে একজন আমাকে বললেন, এ সবগুলো সুন্নাত নয় বরং অনেকগুলো মুস্তাহাব, তার এ বক্তব্য কতটুক সঠিক? আর জানতে চাই, নামাযের মধ্যে সুন্নাতে মুআক্কাদা কয়টি ও কী কী? নির্ভরযোগ্য প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : (ক) معمولات ماثورة গ্রন্থে উল্লিখিত সুন্নাতগুলোর প্রমাণাদি তাতে লেখা আছে। সুতরাং যে ভাই আপনাকে অনেকগুলো মুস্তাহাব বলেছেন কোন কোনটি মুস্তাহাব তা তাঁর কাছেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। তবে ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষা না বোঝার কারণে অনেকে ভুলের শিকার হতে পারেন। ফকীহগণের পরিভাষায় অনেক সময় সুন্নাতে যায়েদাকে মুস্তাহাব বলা হয়ে থাকে। তাই معمولات গ্রন্থে উল্লিখিত সুন্নাতগুলোকে কোথাও কোথাও মুস্তাহাব বলে থাকলেও তা সুন্নাতেরই অন্তর্ভুক্ত। যদিও সবগুলো সুন্নাতে মুআক্কাদার অন্তর্ভুক্ত নয়। নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে উল্লিখিত ৫১ সুন্নাতের ওপর আমল করা একান্তভাবে কাম্য।

(খ) ফিকহে ইসলামীর কিতাবসমূহে নামাযের সুন্নাতের বিবরণে যে বক্তব্য পওয়া যায় সেখানে সংখ্যায় কমবেশি লক্ষ করা যায়, তবে এর সবই আমলযোগ্য। আর সুন্নাতে মুআক্কাদা ও সুন্নাতে যায়েদার পৃথক পৃথক তালিকা কোথাও সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায় না। তাই এ ধরনের অনুসন্ধানের পেছনে না পড়ে নামায সুন্নাত-মুস্তাহাব সহকারে আদায় করে আল্লাহর নিকট কবুল করানোর ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা জরুরি। (১৬/৭১৯/৬৭৪১)

📖 نور الأنوار مع قمر الأقمار ص ١٧١ : السنن الزوائد فى معنى المستحب إلا ان المستحب ما أحبه العلماء، والسنن الزوائد مااعتاده النبى صلى الله عليه وسلم-

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٣٢ : لا فرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع-

📖 وفيه أيضا ١/ ١٠٣ : وقد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب، ومنه قوله: باب الوتر والنوافل، ومنه تسمية الحج نافلة لأن النفل الزيادة، وهو زائد على الفرض مع أنه من شعائر الدين العامة-

📖 الفقه على المذاهب الأربعة (دار الكتب العلمية) ١/ ٢١٩ : لا ينبغي للمسلم أن يستهين بأمر السنن. لأن الغرض من الصلاة إنما هو

Scanned by CamScanner

التقرب إلى الله الخالق، ولهذا فائدة مقررة، وهي الفرار من العذاب، والتمتع بالنعيم، فلا يصح في هذه الحالة لعاقل أن يستهين بسنة من سنن الصلاة فيتركها، لأن تركها يحرمه من ثواب الفعل، وذلك الحرمان فيه عقوبة لا تخفى على العاقل، لأن فيه نقصان للتمتع بالنعيم، فمن الأمور الهامة التي ينبغي للمكلف أن يعنى بها أداء ما أمره الشارع بأدائه. سواء كان فرضاً أو سنة -

ফরয নামাযে তা'দীলে আরকান অন্য নামাযে তাড়াহুড়া

প্রশ্ন : তা'দীলে আরকান তথা ধীরে-সুস্থে নামায আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু কেউ যদি ফরয নামায ধীরে-সুস্থে সঠিকভাবে আদায় করলেও ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযে খুব তাড়াহুড়া করেন, তাঁর নামায শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর : তা'দীলে আরকান তথা ধীরে-সুস্থে নামায আদায় করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে তাড়াতাড়ি নামায পড়া মাকরূহ। তবে তাড়াতাড়ির গতি যদি এরূপ হয় যে কাওমা জালসার মধ্যে মেরুদণ্ড সামান্য পরিমাণ সময় হলেও সোজা ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তাহলে নামায হয়ে যাবে। (১০/৮১৮/৩৩৩৩)

📖 الخانية مع الهندية (زكريا) ١/ ١١٨ : ويكره ترك الطمأنينة فى الركوع والسجود وهو ان لايقيم صلبه .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٧١ : الفصل الثانى فى واجبات الصلاة ... وتعديل الأركان هو تسكين الجوارح حتى تطمئن مفاصله، وأدناه قدر تسبيحة. كذا في العيني شرح الكنز والنهر الفائق .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢ / ٢٨٨ : الجواب—جب وہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تمام اعضاء معتدل ہو جائیں تو قومہ ادا ہو جاتا ہے اس سے فساد نماز کا حکم نہ ہوگا کچھ قدر قلیل وقف کر لیا کریں جس میں مقتدی ربنالک الحمد پڑھ لیں تو بہتر ہے.

Scanned by CamScanner

কুনূতে নাযেলা পড়ার সময় হাত ছেড়ে দেবে

প্রশ্ন : কুনূতে নাযেলা পড়ার সময় হাত বেঁধে রাখবে, না ছেড়ে রাখবে?

উত্তর : কুনূতে নাযেলা পড়ার সময় হাত বাঁধা এবং ছেড়ে দেওয়া উভয় ধরনের কথা পাওয়া যায়। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মূলনীতি অনুযায়ী হাত বাঁধা এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মূলনীতি অনুযায়ী হাত ছেড়ে দেওয়ার কথা বোঝা যায়। তাই উভয় মতের ওপর আমলের অবকাশ রয়েছে। তবে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বিশেষ কারণে হাত ছেড়ে দেওয়াকে উত্তম বলেছেন। (১৯/৯২১)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۴۵۸ : مسئلہ مجتهد فیہ ہے دلائل سے دونوں طرف گنجائش ہے اور ممکن ہے کہ ترجیح قواعد سے وضع کو ہو کما ھو مقتضی مذهب الشیخین، لیکن عارض التباس و تشویش عوام کی وجہ سے ارسال کو ترجیح دی جاسکتی ہے کما ھو مقتضی مذهب محمد، اور ثناء، صلاۃ جنازہ و قنوت وتر میں یہ عارض نہیں ہے اس لئے وہاں راجح پر عمل کیا گیا... ...

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۳۷۸ : اس میں دونوں قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ قیام کی طرح ہاتھ باندھ لے، دوسرا یہ ہے کہ قومہ کی طرح ہاتھ چھوڑے رکھے، لهذا کسی پر اعتراض نہ کیا جائے۔

সূরা বা দু'আয় আটকে গেলে দোহরিয়ে পড়া

প্রশ্ন : নামাযে কোনো সূরা বা দু'আর কিছু অংশ পড়ার পর আটকে গেলে তা আবার প্রথম থেকে পড়া যাবে কি না?

উত্তর : সূরায়ে ফাতেহা ছাড়া অন্য সূরা দোহরানো হলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না। তদ্রূপ চার রাক'আতবিশিষ্ট ফরয ও সুন্নাতে মুআক্কাদার প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ ছাড়া অন্যান্য দু'আতে আটকে গেলে পুনরায় প্রথম থেকে পড়তে পারবে। ফরযের প্রথম দুই রাক'আত ও নফলের প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতেহা এবং ফরয ও চার রাক'আতবিশিষ্ট সুন্নাতে মুআক্কাদার প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদে দোহরানো অংশ ৪২ হরফ পরিমাণ হলে বা তিন তাসবীহ পরিমাণ দেরি হলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। (৭/৪৭৭/১৬৭৬)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٦٠ : (قوله وكذا ترك تكريرها إلخ) فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السهو لتأخير الواجب وهو السورة كما في الذخيرة وغيرها، وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها كما في الظهيرية، أما لو قرأها قبل السورة مرة وبعدها مرة فلا يجب كما في الخانية واختاره في المحيط والظهيرية والخلاصة وصححه الزاهدي لعدم لزوم التأخير لأن الركوع ليس واجبا بإثر السورة، فإنه لو جمع بين سور بعد الفاتحة لا يجب عليه شيء، كذا في البحر.

📖 حاشية الطحطاوي على المراقي (دار الكتب العلمية) ص ٤٦٠ : ولو كرر الفاتحة أو بعضها في إحدى الأوليين قبل السورة سجد للسهو-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٩٧ : ومنها لو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو لتأخير القيام-

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۴/ ۳۱ : پس اگراولیین میں سورۂ فاتحہ کااس قدر تکرار ہوا کہ حروف مکررہ تین بار سبحان ربی الاعلی کہنے کے برابر ہوگئے توسجدۂ سہو واجب ہوگا،اس کا حساب لگایاگیاتوثابت ہوا کہ سبحان ربی الاعلی میں حروف مقروءہ چودہ ہیں اور بیالیس مقروءہ حروف 'الدین' کی 'ی' تک پورے ہوتے ہیں، لہذااس حد تک تکرار موجب سجدۂ سہو ہے۔

📖 وفیہ ایضا۴/ ۲۹ : سوال-اگر قعدہ اولی میں پورا تشہد یا کچھ حصہ دوبارہ پڑھ لیاتواس کا کیا حکم ہے؟سجدۂ سہو واجب ہے یا نہیں؟

الجواب-قعدۂ اولی میں تکرار تشہد سے فرض قیام الی الثالثہ میں تاخیر لازم آتی ہے اس لئے بصورت عمد نماز واجب الاعادہ ہے اور بصورت سہو سجدۂ سہو لازم ہے، اگر تاخیر بقدر رکن ہو یعنی تین بار سبحان ربی الاعلی=۴۲ حروف مقروءہ ہو، اس سے کم تکرار پر سجدۂ سہو نہیں۔

রফয়ে ইয়াদাঈনের বিধান

প্রশ্ন : জনৈক ভদ্রলোক আমাকে বুখারী-মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার প্রতিটি কিতাবে রফয়ে ইয়াদাঈন করার ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা দেখালেন। যেমন বুখারী শরীফে ৪-

Scanned by CamScanner

৫ জায়গায় উল্লেখ আছে, কিন্তু আমরা নামাযে তা কেন করছি না? এর বিপরীতে কোনো দলিল থাকলে জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর : নামাযে রফয়ে ইয়াদাঈন করার বর্ণনা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে বলেই রফয়ে ইয়াদাঈন করতে হবে তা নয়, হাদীসে এ রকম অনেক কিছুই উল্লেখ আছে, যেগুলো আমরা করি না।

আসল কথা হলো, নামায ফরয হওয়ার পর শুরু যুগে অনেক বিষয় এমন ছিল, যা নামাযের মধ্যে করার প্রচলন ছিল যেগুলো ক্রমান্বয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে নবী করীম (সা.)-এর জীবনের সর্বশেষ আমল উম্মতের জন্য করণীয় আমল, রফয়ে ইয়াদাঈন শুরুতে নামাযের প্রতিটি রুকনে এক রুকন থেকে আরেক রুকনে যাওয়ার সময় করা হতো। পরে কমতে কমতে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় রফয়ে ইয়াদাঈন থেমে গেল, নামায শুরু হওয়ার পর মাঝখানে আর কোথাও রফয়ে ইয়াদাঈন সুন্নাত হিসেবে রইল না। আপনি যে সমস্ত হাদীস শরীফের কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোতে রফয়ে ইয়াদাঈন নামাযে ছিল বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শেষ জীবন পর্যন্ত রফয়ে ইয়াদাঈন করেছেন তার কোনো প্রমাণ উক্ত হাদীসগুলোতে নেই বরং এর বিপরীত সিহাহ সিত্তার বিশুদ্ধ হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর বর্ণনা মতে, নবী করীম (সা.) জীবনের শেষ দিকের নামাযে শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় রফয়ে ইয়াদাঈন করেছেন। এর পরে অন্য কোনো রফয়ে ইয়াদাঈন করেননি বলে স্পষ্ট উল্লেখ আছে বিধায় রফয়ে ইয়াদাঈন না করাটাই সুন্নাত। (১৯/৬৪৮/৮৩৭৫)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٢/ ٣٥ (٢٥٧) : عن علقمة، قال: قال عبد الله بن مسعود: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة» -

📖 مصنف ابن ابى شيبة (إدارة القرآن) ١ / ٢١٤ (٢٤٥٢) : عن مجاهد، قال: «ما رأيت ابن عمر، يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح» -

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١۴ / ٢٥٩ : الجواب- کسی حدیث شریف میں یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع یدین کرنے کو فرمایا ہو، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت میں ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع فرماتے تو رفع یدین کیا کرتے تھے اور بس پھر کسی دوسرے موقع پر رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔

Scanned by CamScanner

স্থানভেদে ভিন্ন পদ্ধতিতে নামায পড়া

প্রশ্ন : আমার এলাকার সবাই আহলে হাদীস এবং আমার পরিবার ও আমি কয়েক বছর যাবৎ হানাফী মাযহাবের মতো নামায পড়ছি। আমার বাসায় (গাইবান্ধায়) যখন থাকি তখন আহলে হাদীসের মতো নামায পড়ি, কিন্তু যখন ঢাকায় আসি তখন হানাফী মাযহাবের মতো পড়ি। প্রশ্ন হলো, এভাবে নামায পড়ার দ্বারা আমার নামায হবে কি না? বা আমি যদি সর্বাবস্থায় আহলে হাদীসের মতো নামায পড়ি তাহলে নামায হবে কি না?

উত্তর : বর্তমানে চার ইমামের নির্দিষ্ট যেকোনো এক ইমামের মাযহাবের অনুসরণ করা জরুরি। তাই আপনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী হলে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নামায পড়া আপনার জন্য আবশ্যক। দোদুল্যমান অবস্থায় একেক সময় একেক ধরনের আমল করার অনুমতি নেই। (১৯/৯১৫/৮৫২০)

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١ /٩٢ : وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع، وإن كان فيه خلاف لغيرهم، فقد صرح في التحرير أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٧٥ : وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا ، وهو المختار في المذهب -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (نعیمیہ) ۱/ ۴۳۰ : جواب-ایک فقہ کی پابندی واجب ہے، ورنہ آدمی خودرائی وخود غرضی کا شکار ہو سکتا ہے۔

প্রথম বৈঠকে শাহাদাতের পর দরূদ পড়া

প্রশ্ন : চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ শেষে واشهد ان محمدا عبده ورسوله পড়ে সাথে সাথে দরূদ শরীফ তথা صلى الله عليه وسلم পড়া যাবে কি না? যদি কেউ প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ শেষ করে সাথে সাথেই 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' পড়ে নেয়, তাহলে তার নামাযে কোনো সমস্যা হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ শেষে واشهد ان محمدا عبده ورسوله পড়ে সাথে সাথে صلى الله عليه وسلم না পড়া উত্তম। তবে যদি কেউ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে নেয়, তার নামাযে কোনো সমস্যা হবে না। (১৮/৯৫৫/৭৯৭২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٨١ : (وتأخير قيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن) وقيل بحرف. وفي الزيلعي: الأصح وجوبه باللّٰهُمَّ صل على محمد -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ / ٨١ : (قوله وتأخير قيام إلخ) أشار إلى أن وجوب السجود ليس لخصوص الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بل لترك الواجب وهو تعقيب التشهد للقيام بلا فاصل؛ حتى لو سكت يلزمه السهو كما قدمناه في فصل إذا أراد الشروع. قال المقدسي: وكما لو قرأ القرآن هنا أو في الركوع يلزمه السهو مع أنه كلام الله تعالى -

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ١/ ١٤٨ : (وتأخير القيام إلى الثلاثة بزيادة على التشهد) واختلفوا في قدر الزيادة فقال بعضهم بزيادة حرف وكلام المصنف يشير إلى هذا. وقال بعضهم: بقدر ركن وهو الصحيح كما في أكثر الكتب. وقال بعضهم بقوله: اللّٰهُمَّ صل على محمد وقال بعضهم: لا يجب حتى يقول وعلى آل محمد والأول أصح .

وفي الزاهدي وعندهما لا سهو عليه أصلا وبه أفتى بعض أهل زماننا. وفي المحيط واستقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه - صلى الله تعالى عليه وسلم -.

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) صد ٤٧٤ : ولم يبينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات -

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ١/ ٤٩١ : جتنی مقدار شوافع کے یہاں بطور جلسۂ استراحت مستحب ہے اس سے ہمارے نزدیک سجدۂ سہو واجب نہیں ہوتا۔

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۳۰ : قعدۂ اولی میں تشہد پر زیادت موجب سجدہ میں مختلف اقوال ہیں: ایک بقدر رکن، دوسرا بقدر اللهم صل علی محمد، تیسرا وعلی آل محمد تک، چوتھا عند الصاحبینؒ حمید مجید تک، ان میں سے قول اول اصل ہے اور قول ثانی رکن بقدر اٹھارہ حروف کے مطابق ہے اور قول ثالث رکن بقدر تیس حروف کے مطابق، یہ بھی ممکن ہے کہ اداء وظیفہ کو بحکم اداء رکن قرار دیا گیا ہو، پھر قول ثانی میں نفس درود اور اس میں اصل مقصود کو ملحوظ رکھا گیا اور قول ثالث میں تابع کو بھی اور قول رابع میں تشبیہ اور دعاء برکت کو بھی یعنی کامل وظیفہ کا لحاظ کیا گیا، علامہ شامیؒ نے قول ثالث کو ترجیح دی ہے مگر قدر رکن میں قول راجح بیالیس حروف کی بناء پر صلیت علی میں علی کے لام تک تاخیر سے سجدہ واجب ہونا چاہئے، یہ قول اوسع بھی ہے اور صاحبین رحمہما اللہ تعالی کے ہاں تو اس سے بھی زیادہ وسعت ہے، البتہ قول ثالث اوسط واحوط ہے۔

বারবার রফয়ে ইয়াদাঈন : বিধান ও উদ্দেশ্য

প্রশ্ন : লা-মাযহাবীরা নামাযে বারবার হাত ওঠানামা করে, তা কেন করে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো এরূপ হাত ওঠানামা করেছেন কি না? এবং হাত উঠানোর উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : নামাযের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ওঠানামায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাত উঠিয়েছিলেন। হাদীসের কিতাবসমূহে প্রথম দিকে নামাযে প্রায় আট জায়গায় হাত উঠানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে কেবল নামায শুরুর সময় হাত উঠানো বাকি থাকে, বাকি অন্যান্য অংশে হাত উঠানো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হাদীসে এটি উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমানে লা-মাযহাবীরা হাদীসে বর্ণিত নামাযের সব স্থানেও হাত উঠায় না, আবার তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠিয়ে বাকি জায়গায় হাত উঠানোও ছেড়ে দেয় না। তাই তারা কোনো হাদীসের ওপরই আমল করে না।

হাত উঠানোর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্যের বহিঃপ্রকাশ করা, অর্থাৎ হাত উঠিয়ে এ কথা বোঝানো হয় যে সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। (১৭/১১৮/৬৯৫৭)

Scanned by CamScanner

📖 سنن الترمذي (دارالحديث) ٢/ ٣٥ (٢٥٧) : عن علقمة، قال: قال عبد الله بن مسعود: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة».

📖 سنن أبي داود (دارالحديث) ١/ ٣٣١ (٧٢٣) : عن أبي وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان " إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته "، قال: محمد: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه.

📖 سنن أبي داود (دارالحديث) ١/ ٣٣٨ (٧٤٠) : عن النضر بن كثير يعني السعدي، قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد الخيف «فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه» فأنكرت ذلك، فقلت: لوهيب بن خالد، فقال له: وهيب بن خالد تصنع شيئا لم أر أحدا يصنعه فقال ابن طاوس: رأيت أبي يصنعه، وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه».

📖 صحيح البخارى (دارالحديث) ١/ ١٨٨ (٧٣٩) : عن نافع، أن ابن عمر، كان " إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ".

Scanned by CamScanner

সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুতে হাত রাখা

প্রশ্ন : নামাযে রুকু থেকে ওঠার পর সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুতে হাত রাখবে কি না? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুতে হাত রাখা মুস্তাহাব নয়। তাই মুস্তাহাব মনে করে হাত রাখবে না। তবে সিজদা থেকে ওঠার সময় হাঁটুতে হাত রাখা মুস্তাহাব। (১০/৮০৩/৩৩৫০)

📖 العناية (دار الفكر) ١/ ٣٠٨ : (ولا يعتمد بيديه على الأرض) بل على ركبتيه-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۴۵ : الجواب-قیام سے سجدہ کی طرف جاتے وقت ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا مستحب نہیں، عوام اس کو مستحب سمجھتے ہیں، لہذا اس سے احتراز کرنا چاہئے، البتہ قعدہ یا سجدہ سے قیام کی طرف آتے وقت گھٹنوں پر ہاتھ ٹیکنا مستحب ہے-

সিজদায় যাওয়া ও ওঠার সময় হাঁটুতে হাত রাখা

প্রশ্ন : সিজদায় যাওয়ার সময় ও সিজদা থেকে ওঠার সময় হাঁটুতে হাত রাখার বিধান কী? এ ক্ষেত্রে সিজদা থেকে ওঠার সময় হাঁটুতে হাত রাখা মুস্তাহাব (আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৫১,৩২ রদ্দুল মুহতার ১/৪৬৫) কথাটি কতটুকু সঠিক? এভাবে সিজদা থেকে উঠতে গেলে রুকুর মতো হয়ে যায়, এমতাবস্থায় কি নামায মাকরূহ হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : সিজদা থেকে ওঠার সময় হাঁটুদ্বয়ের ওপর হাত রাখা মুস্তাহাব। এ সময় হাতে ভর দিয়ে কোমর বাঁকা করে রুকুর আকৃতি সৃষ্টি করা সঠিক নিয়ম পরিপন্থী হওয়ায় তা পরিহারযোগ্য। (৮/৭২৮/২৩২৩)

📖 جامع الترمذى (دارالحديث) ٢/ ٦٤ (٢٨٨) : عن أبي هريرة، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه»: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم: يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه .

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٠٦ : ... (قوله بلا اعتماد إلخ) أي على الأرض قال في الكفاية: أشار به إلى خلاف الشافعي في موضعين: أحدهما يعتمد بيديه على ركبتيه عندنا وعنده على الأرض. والثاني الجلسة الخفيفة. قال شمس الأئمة الحلواني: الخلاف في الأفضل حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعي، ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا كذا في المحيط. اهـ قال في الحلية: والأشبه أنه سنة أو مستحب عند عدم العذر، فيكره فعله تنزيها لمن ليس به عذر. وتبعه في البحر وإليه يشير قولهم لا بأس فإنه يغلب فيما تركه أولى.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٣ / ٤٥ : جواب - قیام سے سجدہ کی طرف جاتے وقت ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا مستحب نہیں ہے، عوام اس کو مستحب سمجھتے ہیں لہذا اس سے احتراز کرنا چاہئے، البتہ قعدہ یا سجدہ سے قیام کی طرف آتے وقت گھٹنوں پر ہاتھ ٹیکنا مستحب ہے۔

দুই সিজদার মাঝে বিশেষ দু'আ ৮/৮৯৭/২৪২০

প্রশ্ন : দুই সিজদার মাঝে এ দু'আটি اللهم اغفرلى وارحمنى الخ পড়ার বিধান কী? প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : সুন্নাত-নফল ও একাকী নামায পড়া অবস্থায় দুই সিজদার মাঝে দু'আটি পড়া মুস্তাহাব। আর জামাআতের সাথে ফরয নামাযের মধ্যে নির্ভরযোগ্য মতানুসারে মুস্তাহাব নয়।

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٠٥ : (قوله وليس بينهما ذكر مسنون) قال أبو يوسف: سألت الإمام أيقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود اللّٰهُمَّ اغفر لي؟ قال: يقول ربنا لك الحمد وسكت، ولقد أحسن في الجواب إذ لم ينه عن الاستغفار نهر وغيره.

Scanned by CamScanner

أقول: بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه إذ لو كان مكروها لنهى
عنه كما ينهى عن القراءة في الركوع والسجود وعدم كونه مسنونا
لا ينافي الجواز كالتسمية بين الفاتحة والسورة، بل ينبغي أن يندب
الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجا من خلاف الإمام أحمد
لإبطاله الصلاة بتركه عامدا ولم أر من صرح بذلك عندنا، لكن
صرحوا باستحباب مراعاة الخلاف، والله أعلم ... ...

وبين السجدتين «اللَّهُمَّ اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني»
رواه أبو داود، وحسنه النووي وصححه الحاكم، كذا في الحلية
(قوله محمول على النفل) أي تهجدا أو غيره خزائن. وكتب في
هامشه: فيه رد على الزيلعي حيث خصه بالتهجد. ثم الحمل
المذكور صرح به المشايخ في الوارد في الركوع والسجود، وصرح به
في الحلية في الوارد في القومة والجلسة وقال على أنه إن ثبت في
المكتوبة فليكن في حالة الانفراد، أو الجماعة والمأمومون
محصورون لا يتثقلون بذلك كما نص عليه الشافعية، ولا ضرر
في التزامه وإن لم يصرح به مشايخنا فإن القواعد الشرعية لا تنبو
عنه، كيف والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت في
السنة.

সিজদায় পা রাখার তরীকা ১২/৪৬৬

প্রশ্ন : সিজদায় পা রাখার সহীহ তরীকা কী?

উত্তর : সিজদায় উভয় পা খাড়া করে আঙুলগুলো কিবলামুখী করে রাখা সুন্নাত। তবে উভয় পা মিলিয়ে রাখবে না মাঝখানে চার আঙুল পরিমাণ ফাঁকা রাখবে–এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের দ্বিমত থাকায় উভয়টির ওপর আমল করার অবকাশ আছে।

Scanned by CamScanner

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٢/ ٢٤٤ (٢٦٩٧) : عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم " إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفلج ".

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٧٥ : ويضع يديه في السجود حذاء أذنيه ويوجه أصابعه نحو القبلة وكذا أصابع رجليه .

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٤٩٣ : قوله ويسن أن يلصق كعبيه) قال السيد أبو السعود وكذا في السجود أيضا وسبق في السنن أيضا. والذي سبق هو قوله وإلصاق كعبيه في السجود سنة در اهولا يخفى أن هذا سبق نظر، فإن شارحنا لم يذكر ذلك لا في الدر المختار ولا في الدرر المنتقى ولم أره لغيره أيضا فافهم.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۳۳۰

শেষ বৈঠকে বসার পদ্ধতি

প্রশ্ন : বুখারী শরীফের ৭৯০ নম্বর হাদীসের শেষ অংশে আছে, যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শেষ রাক'আতে বসতেন তখন বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের ওপর বসতেন। প্রশ্ন হলো, প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসটি কতটুকু সহীহ এবং নামাযের শেষ রাক'আতে বসার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের মতামত কী?

হাদীসটি হলো :

عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب العبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم «رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى،

Scanned by CamScanner

«وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب، ويزيد من محمد بن حلحلة، وابن حلحلة من ابن عطاء، قال أبو صالح، عن الليث: كل فقار، وقال ابن المبارك: عن يحيى بن أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، أن محمد بن عمرو حدثه، كل فقار.

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। কারণ ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় কিতাব বুখারী শরীফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৯, হাদীস নম্বর ৮২৮-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। শেষ রাক'আতে বসার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের মত হলো, ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর বসা। আর এর ওপর মুসলিম শরীফের হাদীসসহ আরো সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। আর প্রশ্নোল্লিখিত হাদীস মতে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব। তবে হানাফীগণ বলেন যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বার্ধক্য ও দুর্বলতার অবস্থায় কখনো কখনো এ রকম বসেছেন। (১২/৫৭৩/৪০৪৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٤/ ١٧٩ (٤٩٨) : عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة، ب الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد، حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم».

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٧٧ : (قوله وافترش رجله اليسرى) أي مع نصب اليمنى سواء كان في القعدة الأولى أو الأخرى لأنه – عليه الصلاة والسلام – فعله كذلك، وما ورد من توركه – عليه الصلاة والسلام – محمول على حال كبره وضعفه، وكذا يفترش بين السجدتين.

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٢١١ : وههنا نذكر كيفية القعدة وذكر القعدة. أما كيفيتها فالسنة أن يفترش رجله اليسرى في القعدتين جميعا ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا وقال الشافعي: السنة في القعدة الأولى كذلك فأما في الثانية فإنه يتورك، وقال مالك: يتورك فيهما جميعا، وتفسير التورك أن يضع أليتيه على الأرض ويخرج رجليه إلى الجانب الأيمن ويجلس على وركه الأيسر احتج الشافعي بما روي عن أبي حميد الساعدي أنه قال فيما وصف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان «إذا جلس في الأولى فرش رجله اليسرى وقعد عليها ونصب اليمنى نصبا وإذا جلس في الثانية أماط رجليه وأخرجهما من تحت وركه اليمنى» ، ولنا ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد فرش رجله اليسرى وقعد عليها ونصب اليمنى نصبا» ، وروى أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن التورك في الصلاة» ، وحديث أبي حميد محمول على حال الكبر والضعف.

নামাযে আরবী/অনারবী ভাষায় দু'আ করা

প্রশ্ন : হাদীসে আছে, নামাযের সিজদার মধ্যে যে দু'আ করা হয় তা খুব দ্রুত কবুল হয়। প্রশ্ন হলো, এ দু'আ নামাযের মধ্যে শুধুমাত্র সিজদায় না অন্য কোনো অবস্থায়ও করা যাবে? আরবী ভাষায় না অন্য যেকোনো ভাষায়? মৌখিকভাবে না মনে মনে? ইহকালীন প্রয়োজনে না পরকালীন প্রয়োজনে? ইহকালীন প্রয়োজন যেমন–হে আল্লাহ! আমার চাকরির ব্যবস্থা করে দিন বা আমাকে রোগমুক্ত করে দিন। জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত পন্থার কোন কোনগুলোর মাধ্যমে দু'আ করা যাবে আর কোন পন্থায় যাবে না? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : নামাযের সিজদায় বা অন্য যেকোনো অবস্থায় নির্দিষ্ট তাসবীহ পাঠ করার পর দু'আ করার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তা নফল নামাযে, ফরয নামাযে নয়।

Scanned by CamScanner

আর দু'আ আরবী ভাষায় কোরআন হাদীসে বর্ণিত দু'আয়ে মা'সূরাগুলো মুখে উচ্চারণ করে করতে পারবে। (১১/২১০/৩৫০৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٥٠٥ : فمن الوارد في الركوع والسجود ما في صحيح مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع قال: اللّٰهُمَّ لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وإذا سجد قال: اللّٰهُمَّ لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي. خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» والوارد في الرفع من الركوع أنه كان يزيد «ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» رواه مسلم وأبو داود وغيرهما.

وبين السجدتين «اللّٰهُمَّ اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» رواه أبو داود، وحسنه النووي وصححه الحاكم، كذا في الحلية (قوله محمول على النفل) أي تهجدا أو غيره خزائن.

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٥٢١- ٥٢٣ : (ودعا) بالعربية، وحرم بغيرها نهر لنفسه وأبويه وأستاذه المؤمنين ... ... (بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة لا بما يشبه كلام الناس) -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۴۴ : تحقیق مذکور سے ثابت ہوا کہ حدیث میں سجدہ کی تسبیحات ہی کو دعا فرمایا گیا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ تسبیحات کے بعد دعا کرے، احناف رحمہم اللہ کے ہاں تسبیحات کے بعد دعاء نوافل میں کرے، فرائض میں نہیں، البتہ فرائض منفرد اپڑھ رہا ہو یا جماعت میں مقتدیوں پر ثقیل نہ ہو تو فرائض میں بھی درست ہے۔

Scanned by CamScanner

সুন্নাত ও নফলের প্রথম বৈঠকে দরূদ পাঠ ৮/৮৯৭/২৪২০

প্রশ্ন : চার রাক'আতবিশিষ্ট সুন্নাতে যায়েদা নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পর দরূদ শরীফ পড়া যায় কি না? যদি পড়া যায় তাহলে দরূদ শরীফ শুধু সুন্নাতে যায়েদার বৈশিষ্ট্য? নাকি অন্যান্য নামাযেও পড়া যায় (যেমন–ফরয ও নফল)?

উত্তর : চার রাক'আতবিশিষ্ট সুন্নাতে যায়েদা ও নফল নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পর দরূদ শরীফ ও দু'আ মা'সূরা পড়া উত্তম। এ ছাড়া ফরয, ওয়াজিব ও অন্যান্য সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাযে দরূদ শরীফ ও দু'আ পড়া নিষেধ। ইচ্ছাকৃত কেউ পড়লে নামায পুনরায় পড়তে হবে, ভুলে তিন তাসবীহ পরিমাণ, অর্থাৎ ৪২ হরফ পর্যন্ত পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। তবে জুমু'আর পর চার রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদার প্রথম বৈঠকে দরূদ শরীফ পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না।

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١ / ٥١٠ : (على التشهد في القعدة الأولى) إجماعا (فإن زاد عامدا كره) فتجب الإعادة (أو ساهيا وجب عليه سجود السهو .

📖 فيه ايضا ٢ / ١٦ : (ولا يصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها) ولو صلى ناسيا فعليه السهو، وقيل لا شمني (ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها) لأنها لتأكدها أشبهت الفريضة (وفي البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي) - صلى الله عليه وسلم - (ويستفتح) ويتعوذ ولو نذرا لأن كل شفع صلاة (وقيل) لا يأتي وأما الأربع بعد الجمعة فغير مسلم فإنها كغيرها من السنن، فإنهم لم يثبتوا لها تلك الأحكام المذكورة .

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥١٠ : (قوله ولا يزيد في الفرض) أي وما ألحق به كالوتر والسنن الرواتب .

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٣ / ٢٨ : الجواب- قومہ اور جلسہ میں دعاء ماثور پڑھنا درست ہے، فرائض اور نوافل میں کوئی فرق نہیں، البتہ جماعت میں ضعفاء کی رعایت سے نہیں پڑھنا چاہئے۔

Scanned by CamScanner

علامہ شامیؒ نے قول ثالث کو ترجیح دی ہے مگر قدر رکن میں قول راجح

📖 فیہ ایضا ۴/ ۳۰ : علامہ شامیؒ نے قول ثالث کو ترجیح دی ہے ... علی کے لام تک تاخیر سے سجدہ واجب ہونا

بیالیس حروف کی بناء پر 'اصلیت علی' میں

چاہئے، یہ قول اوسع بھی ہے۔

দু'আয়ে মা'সূরা পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা

প্রশ্ন : দু'আয়ে মা'সূরা নামাযের মধ্যে পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা নাকি সুন্নাতে যায়েদা?

উত্তর : নামাযের মধ্যে শেষ বৈঠকে দু'আয়ে মা'সূরা পড়া ফিকাহবিদগণের বর্ণনার আলোকে সুন্নাতে মুআক্কাদা বোঝা যায়। (৭/৯৫/১৫৩৯)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۱ / ۵۲۱ : من سنن القعدة الأخيرة الدعاء بما شاء من صلاح الدين والدنيا لنفسه ولوالديه وأستاذه وجميع المؤمنين.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ۱ / ۲۱۳ : وأما في القعدة الأخيرة فيدعو بعد التشهد ويسأل حاجته لقوله تعالى {فإذا فرغت فانصب} جاء في التفسير أن المراد منه الدعاء في آخر الصلاة فانصب للدعاء، وقال - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ثم اختر من الدعوات ما شئت».

দু'আয়ে মা'সূরা পড়ার বিধান

প্রশ্ন : নামাযের শেষ বৈঠকে দু'আয়ে মা'সূরা পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা নাকি সুন্নাতে গাইরে মুআক্কাদা? আমাদের এলাকার একজন আলেম বলেছেন যে শেষ বৈঠকে দু'আয়ে মা'সূরা পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, আর কিছু উলামায়ে কেরাম বলেন, তা সুন্নাতে গাইরে মুআক্কাদা। তাই হুজুরের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে উক্ত সমস্যাটির দলিলভিত্তিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : যে কাজ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা ইবাদত হিসেবে করেছেন প্রয়োজনে মাঝে মাঝে ছেড়েও দিয়েছেন সে কাজকে শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নাতে

Scanned by CamScanner

মুআক্কাদাহ বলা হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের নামাযের শেষ বৈঠকে সর্বদা দু'আ মা'সূরা পড়ার প্রমাণ ও ফিকাহবিদগণের ভাষ্য থেকে নামাযে দু'আ মা'সূরা পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদাহ হওয়ার মতটি অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে। (৬/৬৮৬/১৪০০)

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١٠١ : "و" يسن "الدعاء" بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد ما شاء" لكن لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" قدم هذا المانع على إباحة الدعاء بما أعجبه في الصلاة فلا يدعو فيها إلا "بما يشبه ألفاظ القرآن" ربنا لا تزغ قلوبنا "و" بما يشبه ألفاظ "السنة" ومنها ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي فقال: "قل اللَّهُمَّ إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم".

ইমাম ও মুক্তাদীর সালাম কার নিয়্যাতে হবে

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব নামাযের সালাম ফেরানোর সময় কার কার নিয়্যাত করবেন? এবং মুক্তাদীগণ কাদের নিয়্যাত করবে? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : ইমাম ও মুক্তাদীগণের সালাম ফেরানোর অনেক আদব ও সুন্নাত বিভিন্ন ফিকাহ ও ফতওয়ার কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো নিয়্যাতসংক্রান্ত ব্যাপার। এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের সঠিক মতানুযায়ী ইমাম সাহেব ডানে-বামে সালাম ফেরানোর সময় উভয় দিকের মুক্তাদী, ফেরেশতাগণ ও নেক জিনদের নিয়্যাত করবেন। আর মুক্তাদীগণ উভয় দিকের মুসল্লিগণের, ফেরেশতাগণের ও নেক জিনদের সাথে সাথে যেদিক ইমাম সাহেব থাকেন সেদিকে ইমামের নিয়্যাত করবে। আর ইমাম ঠিক সামনে

Scanned by CamScanner

থাকলে উভয় দিকে সালাম ফেরানোর সময় অন্যান্যদের সাথে ইমামেরও নিয়্যাত করবে। (৭/১৮৩/১৫৯৭)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٤/ ١٢٨ (٤٣١) : عن جابر بن سمرة، قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه، وشماله».

📖 شرح النووي على مسلم (دار الغد الجديد) ٤/ ١٢٨ : المراد بالأخ الجنس أي إخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال .

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ٢١٤ : ومنها أن ينوي من يخاطبه بالتسليم؛ لأن خطاب من لا ينوي خطابه لغو وسفه ثم لا يخلو إما إن كان إماما أو منفردا أو مقتديا فإن كان إماما ينوي بالتسليمة الأولى من على يمينه من الحفظة والرجال والنساء وبالتسليمة الثانية من على يساره منهم، كذا ذكر في الأصل وأخر ذكر الحفظة في الجامع الصغير، فمن مشايخنا من ظن أن في المسألة روايتين في رواية كتاب الصلاة يقدم الحفظة في النية؛ لأن السلام خطاب فيبدأ بالنية الأقرب فالأقرب وهم الحفظة ثم الرجال ثم النساء، وفي رواية الجامع الصغير يقدم البشر في النية استدلالا بالسلام في التشهد وهو قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قدم ذكر البشر على الملائكة إذ المراد بالصالحين الملائكة فكذا في السلام في آخر الصلاة، ومنهم من قال: إن أبا حنيفة كان يرى تفضيل الملائكة على البشر ثم رجع فرأى تفضيل البشر على الملائكة وهذا كله غير سديد؛ لأن الكلام كله معطوف بعضه على بعض بحرف الواو وأنه لا يوجب الترتيب؛ ولأن النية من عمل القلب وهي تنتظم الكل جملة بلا ترتيب ألا

Scanned by CamScanner

ترى أن من يسلم على جماعة لا يمكنه أن يرتب في النية فيقدم الرجال على الصبيان؟ ثم اختلف المشايخ في كيفية نية الحفظة قال بعضهم: ينوي الكرام الكاتبين واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره، والصحيح أنه ينوي الحفظة عن يمينه وعن يساره ولا ينوي عددا؛ لأن ذلك لا يعرف بطريق الإحاطة وكذا اختلفوا في كيفية نية الرجال والنساء قال بعضهم: ينوي من كان معه في الصلاة من المؤمنين والمؤمنات لا غير، وكان الحاكم الشهيد يقول: ينوي جميع رجال العالم ونسائهم من المؤمنين والمؤمنات، والأول أصح؛ لأن التسليم خطاب وخطاب الغائب ممن لا يبقى خطابه وليس بخير من خطاب من يبقى خطابه غير صحيح، وإن كان منفردا فعلى قول الأولين ينوي الحفظة لا غير وعلى قول الحاكم ينوي الحفظة وجميع البشر من أهل الإيمان. وأما المقتدي فينوي ما ينوي الإمام، وينوي أيضا إن كان على يمين الإمام ينويه في يساره وإن كان على يساره ينويه في يمينه وإن كان بحذائه فعند أبي يوسف ينويه في يمينه، وهكذا ذكر في بعض نسخ الجامع الصغير؛ لأن لليمين فضلا على اليسار، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ينويه في الجانبين جميعا، وهكذا ذكر في بعض نسخ الجامع الصغير وهو قول محمد؛ لأن يمين الإمام عن يمين المقتدي ويساره عن يساره فكان له حظ في الجانبين فينويه في التسليمتين والله أعلم.

🕮 البحر الرائق (سعيد) ١ / ٣٣٢ : (قوله وسلم مع الإمام كالتحريمة عن يمينه ويساره ناويا القوم والحفظة والإمام في الجانب الأيمن أو الأيسر أو فيهما لو محاذيا) ... ... وزاد السروجي وأنه ينوي المؤمنين من الجن أيضا.

🕮 مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ١٤٩ : "و" يسن "نية الإمام الرجال" والنساء والصبيان والخناثى "و" الملائكة "الحفظة" ... "و" نيته "صالح الجن" المقتدين به فينوي الإمام الجميع

Scanned by CamScanner

"و" يسن "نية المأموم
بالتسليمتين في الأصح" لأنه يخاطبهم ..." "وان
إمامه في جهته" اليمين إن كان فيها أو اليسار إن كان فيها
حاذاه نواه في التسليمتين" لأن له حظا من كل جهة وهو أحق من
الحاضرين لأنه أحسن إلى المأموم بالتزام صلاته "مع القوم
والحفظة وصالح الجن و" يسن "نية المنفرد الملائكة فقط".

ডানে-বামে সালাম ফেরানো এবং পুরো সালামের হুকুম

প্রশ্ন : ফরয ও সুন্নাত নামায শেষ করার সময় ডানে ও বামে সালাম ফেরানো ওয়াজিব নাকি সুন্নাত? এবং السلام عليكم ورحمة الله সম্পূর্ণ পড়া কী?

উত্তর : ফিকাহবিদদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সকল নামাযের শেষে দুবার সালাম ফেরানো ওয়াজিব। তবে السلام عليكم ورحمة الله এর মধ্যে শুধু السلام শব্দ বলা ওয়াজিব এবং السلام عليكم ورحمة الله পুরোটা বলা সুন্নাত। (৭/৭৯০/১৮৮০)

📖الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١ / ٤٦٨ : (ولفظ السلام) مرتين فالثاني واجب على الأصح برهان، دون عليكم؛ وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا.

📖مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) ص ٩٥ : "و" يجب "لفظ السلام" مرتين في اليمين واليسار للمواظبة ولم يكن فرضا لحديث ابن مسعود "دون عليكم" لحصول المقصود بلفظ السلام دون متعلقه ويتجه الوجوب بالمواظبة عليه أيضا.

Scanned by CamScanner

প্রত্যেক নামাযের পর মুসল্লিদের দিকে ফিরে দু'আ পড়া

প্রশ্ন : বর্তমানে কিছু কিছু মসজিদে দেখা যাচ্ছে ইমাম সাহেবান প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযান্তে মুসল্লিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ফজর ও আসরের মতো কিছুক্ষণ اوراد ماثوره পড়েন তারপর নিজ নিজ সুন্নাতে লিপ্ত হয়ে যান। প্রশ্নের প্রতিউত্তরে তাঁরা বলেন, সম্মিলিত মুনাজাত তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। একাকি মুনাজাত যথেষ্ট, যার যখন ইচ্ছা যতক্ষণ ইচ্ছা মুনাজাত করে সুন্নাত পড়ে নেবে, মুনাজাতের জন্য ইমামের অপেক্ষায় বসে থাকার প্রয়োজন নেই। তবে اوراد ماثوره ফরয নামাযের পর সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন বুখারী মুসলিম শরীফের বিশুদ্ধ সূত্রে যে সমস্ত দু'আ পড়া সাব্যস্ত, ওইগুলো পড়ে সুন্নাত আরম্ভ করে দেবে। তথাপি 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ' নামক কিতাবে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী (রহ.) সুন্নাতের আগে ওই সব দু'আ পড়া উত্তম বলেছেন।

والأولى أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب فإنه جاء في بعض الأذكار ما يدل على ذلك نصا كقوله: من قال – قبل أن ينصرف، ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله الخ، وكقول الراوي كان إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله الخ - حجة الله البالغة ٢/ ٢١

এখন আমার প্রশ্ন :

১. ফজর-আসরের ন্যায় জোহর, এশা ও মাগরিবেও কি ইমাম সাহেব মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত? যদি কেউ সুন্নাতের নিয়্যাতে সময় সময় আমল করে অথবা সুন্নাতের মোহাব্বতে সব সময় আমল জারি রাখে তাহলে সুন্নাতের সাওয়াব পাওয়া যাবে কি না?

২. আমাদের হানাফী মাযহাব মতে, যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মুখ ফিরিয়ে বসা সুন্নাত হয় তাহলে আকাবিরগণের কাউকে এর ওপর আমল করতে দেখা যাচ্ছে না কেন? আমাদের আকাবীরগণ তো রাসূলপ্রেমিক সুন্নাতের পাগল। এতে কি কোনো রহস্য নিহিত আছে? আরব দেশে পাঁচ ওয়াক্তের ওপর আমল দেখা যায়, তা কি আমাদের জন্য দলিল?

৩. আমরা জানি, যে সমস্ত নামাযের পর সুন্নাত আছে সেখানে বেশিক্ষণ দেরি করা যাবে না اللهم انت السلام الخ এই দু'আ পড়ে সুন্নাত নামাযে লিপ্ত হয়ে যাবে। এখন ইমাম সাহেব বলেন, হাদীসে যে সমস্ত 'আওরাদ' আছে সেগুলো পড়ে সুন্নাত আরম্ভ করবে, এটা কি ঠিক? সব পড়তে না পারলেও যতটুকু সম্ভব পড়ে সুন্নাত পড়ব, না সুন্নাত পড়ে দু'আ পড়ব? কোনটি সুন্নাতসম্মত?

Scanned by CamScanner

৪. دبر كل صلاة এর অর্থ মুহাদ্দিসীনের মতে কী? حجة الله البالغة এর জবাব কী হতে পারে?

উত্তর : জোহর, মাগরিব ও এশার ফরয নামাযের পর হাদীস শরীফে বর্ণিত দু'আগুলো দুই রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদার আগে পড়া হবে নাকি পরে পড়া হবে এ বিষয়টি ইমামগণের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব মতে সুন্নাতের পূর্বেই পড়া সুন্নাত বা উত্তম বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাব মতে আগে সুন্নাত পড়ার পর দু'আগুলো পড়া সুন্নাত। বাস্তবে হানাফী মাযহাবের মতটি যুক্তি এবং দলিলসম্মত। আর হানাফী মাযহাবের কোনো কিতাবে ভিন্নমত থাকাবস্থায় সাধারণত 'ফাতহুল ক্বাদীর' ও 'ফাতাওয়ায়ে শামী'র মতো নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের কথাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। এ মাস'আলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 'ফাতহুল ক্বাদীর' ও 'ফাতাওয়ায়ে শামী'তে রয়েছে। (৭/৩৮৯/১৬৪৫)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١/ ٣٨٤ : لا يقتضي وصل هذه الأذكار. بل كونها عقيب السنة من غير اشتغال بما ليس هو من توابع الصلاة يصحح كونه دبرها وكونه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يصلي السنن في المنزل كما سنذكره، فبالضرورة يكون قوله لها قبلها غير لازم، بل يجوز كونها بعدها في المنزل، ولا يمتنع نقله فكثيرا ما نقلوا مما كان من عمله في البيت إما بواسطة نسائه أو بسماعهم صوته، وكانت حجرة - صلى الله عليه وسلم - صغيرة قريبة جدا، أو سمع منه قبلها حال قيامه منصرفا إلى منزله أو جالسا بعد صلاة لا سنة بعدها كالفجر والعصر.

وما في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . قال ابن عباس: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بالتكبير» ، مع ما علم مما سنثبته بالصحاح من الأخبار من أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يصلي السنن في المنزل، بل وأنكر على من يصليها في المسجد على ما في أبي داود والترمذي والنسائي «أنه -

Scanned by CamScanner

صلى الله عليه وسلم - أتى مسجد عبد الأشهل فصلى فيه المغرب،
فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون: أي يتنفلون، فقال: هذه صلاة
البيوت» لا يستلزم الفصل بأكثر، وما المانع من كون ذلك الذكر
هو ذلك القدر يرفعون به أصواتهم إذا فرغوا.

وأما التكبير المروي فالله أعلم به، قيل لم يعرف أحد من الفقهاء
قاله إلا ما ذكره بعضهم في البعوث والعساكر بعد الصبح والمغرب
ثلاث تكبيرات عالية؛ والحاصل أنه لم يثبت عنه - صلى الله
عليه وسلم - الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في
عصرنا من قراءة آية الكرسي والتسبيحات وأخواتها ثلاثا
وثلاثين وغيرها بل ندب هو إليها، والقدر المتحقق أن كلا من
السنن والأوراد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية، والذي ثبت عنه أنه
كان يؤخر السنة عنه من الأذكار، وهو ما روى مسلم والترمذي
عن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا
سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللّٰهُمَّ أنت السلام ومنك السلام
تباركت يا ذا الجلال والإكرام» فهذا نص صريح في المراد، وما
يتخايل أنه يخالفه لم يقو قوته، أو لم تلزم دلالته على ما يخالفه
فوجب اتباع هذا النص.

واعلم أن المذكور في حديث عائشة - رضي الله عنها - عنها هذا
هو قولها لم يقعد إلا مقدار ما يقول، وذلك لا يستلزم سنية أن
يقول ذلك بعينه في دبر كل صلاة إذ لم تقل إلا حتى يقول أو إلى
أن يقول، فيجوز كونه - صلى الله عليه وسلم - كان مرة يقوله
ومرة يقول غيره مما ذكرنا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إلخ، وما ضم إليه في بعض الروايات مما ذكرنا من قوله لا إله إلا
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلخ، ومقتضى العبارة حينئذ أن
السنة أن يفصل بذكر قدر ذلك وذلك يكون تقريبا، فقد يزيد

Scanned by CamScanner

قليلا وقد ينقص قليلا، وقد يدرج وقد يرتل فأما ما يكون زيادة غير مقاربة مثل العدد السابق من التسبيحات-

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٥٣٠ : (قوله إلا بقدر اللّٰهُمَّ إلخ) لما رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللّٰهُمَّ أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة، بل يحمل على الإتيان بها بعدها؛ لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن أجنبية عنها، فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة.

وقول عائشة بمقدار لا يفيد أنه كان يقول ذلك بعينه، بل كان يقعد بقدر ما يسعه ونحوه من القول تقريبا، فلا ينافي ما في الصحيحين من «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللّٰهُمَّ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وتمامه في شرح المنية، وكذا في الفتح من باب الوتر-

১. সুতরাং ফজর ও আসরের ন্যায় জোহর, মাগরিব ও এশায় ইমাম সাহেব মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসা সুন্নাত বলে গণ্য হবে না।

২. হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এরূপ করা সুন্নাত না হওয়ায় আকাবীরদের কাউকে এ ধরনের আমল করতে দেখা যায়নি ও যাচ্ছে না। অন্য মাযহাবের অনুসরণে এরূপ করা পরিহারযোগ্য।

৩. ইমাম সাহেব হানাফী মাযহাবের অনুসারী হলে তাঁর ওই কথাটি সঠিক নয়। অন্য মাযহাবের হলে সহীহ।

৪. دبر শব্দের অর্থ হলো পশ্চাৎ। সুন্নাতে মুআক্কাদা ফরযের সাথেই যুক্ত হওয়ায় সুন্নাতের পরে মা'সূর দু'আসমূহ পড়লে دبر كل صلاة مكتوبة -এর ওপর আমল হয়ে যাবে। ফতওয়ার জগতে 'ফাতাওয়ায়ে শামী' ও 'ফাতহুল ক্বাদীর' সর্বসম্মতিক্রমে অধিক গ্রহণযোগ্য।

Scanned by CamScanner

সালামান্তে মাথায় হাত রেখে দু'আ পড়া

প্রশ্ন : ফরয নামায আদায় করার পর দেখি অনেক বড় বড় আলেম-উলামাও মাথায় হাত রেখে কী একটি দু'আ পড়েন, সালাম ফিরিয়ে মাথায় হাত রেখে কী দু'আ পড়া হয় ও এর বৈধতা কতটুকু? আর যদি কেউ মাথায় হাত না রেখে ইস্তেগফার পাঠ করে, তাহলে কোনো গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : সালাম ফেরানোর পর মাথার অগ্রভাগে হাত রেখে নির্দিষ্ট একটি দু'আ পড়া হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) যখন নামায থেকে ফারেগ হতেন, তখন নিম্নের দু'আটি পড়তেন :

اشهد ان لااله الا الله الرحمن الرحيم اللهم اذهب عنى الهم والحزن-

উক্ত দু'আটি বিভিন্ন শব্দে অন্যান্য হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। আর অন্য হাদীসে সালাম ফেরানোর পর তিনবার ইস্তেগফার তথা استغفر الله পড়ার কথাও উল্লেখ আছে। তাই ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনগণ এসব দু'আ ও ইস্তেগফারকে মুস্তাহাব বলেছেন। তবে ইস্তেগফার পড়ার সময় মাথায় হাত রাখার কথা হাদীসে পাওয়া যায় না। (১৩/৭৪৬/৫৪৩১)

📖 عمل اليوم والليلة لابن السني صـ ١٠١ (١١٢) : عن أنس بن مالك، رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى، ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللَّهُمَّ أذهب عني الهم والحزن».

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٥/ ٨١ (٥٩١) : عن ثوبان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: «اللَّهُمَّ أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام» قال الوليد: فقلت للأوزاعي: "كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله" -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٣ : و يستحب ان يستغفر ثلاثا ويقرأ آية

Scanned by CamScanner

তাসবীহে ফাতেমী ছাড়াও দু'আ তাসবীহ আছে

প্রশ্ন : নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ছাড়া আর অন্য কোনো তাসবীহ পড়া ঠিক হবে কি না?

উত্তর : নামাযের পর প্রশ্নোল্লিখিত তাসবীহ ছাড়াও হাদীস শরীফে অন্য দু'আ, তাসবীহ ও কোরআনের সূরা যথা সূরা ফালাক, সূরা নাস, আয়াতুল কুরসি ইত্যাদি পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, এগুলো পড়লে অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবে। (৬/৪৬/১০৭২)

📖 جامع الترمذى (دارالحديث) ٥/ ٣٣٧ (٣٤٧٤) : عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتبت له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله "-

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٥/ ٨١ (٥٩٢) : عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللَّهُمَّ أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام» وفي رواية ابن نمير «يا ذا الجلال والإكرام» -

📖 سنن ابى داود (دارالحديث) ٢/ ٦٥٧ (١٥٢٢) : عن معاذ بن جبل، أن رسول صلى عليه وسلم أخذ بيده، وقال: «يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك» ، فقال: " أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللَّهُمَّ أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك "، وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن -

Scanned by CamScanner

জোহর, মাগরিব ও এশার পর দীর্ঘ সময় দু'আ পড়া

প্রশ্ন : যে সমস্ত ফরয নামাযের পর সুনানে রাতেবা রয়েছে যেমন–জোহর, মাগরিব ও এশা, এ সমস্ত নামাযের পর দেরি করার হুকুম হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কী? এবং তার সীমা কতটুকু? প্রকাশ থাকে যে ইবনে হাজার (রহ.) ফাতহুল বারীতে বলেন যে হানাফীদের নিকট এ সমস্ত নামাযের পর বসা সাব্যস্ত নয়, বরং তাড়াতাড়ি সুন্নাতের জন্য উঠে যাবে। (ফাতহুল বারী ২/৩৯০)

উত্তর : যে সমস্ত নামাযের পর সুনানে রাতেবা রয়েছে যেমন–জোহর, মাগরিব ও এশা, সে সব নামাযের পর অনর্থক দেরি না করে তাড়াতাড়ি সুন্নাত পড়ে নেওয়াই উত্তম। তবে যদি কেউ ফরযের পর আযকারে মা'সূরা পড়ে নেয় বা দু'আ করে নেয়, তারও অনুমতি আছে। কিন্তু সুন্নাতের পর আদইয়ায়ে মা'সূরা পড়া উত্তম, পক্ষান্তরে ফরয ও সুন্নাতের মধ্যে আদইয়ায়ে মা'সূরা পড়তে যে পরিমাণ সময় লাগে তার চেয়ে বেশি দেরি করা হানাফীদের নিকট মাকরূহ। (৯/৯৬০/২৯৬১)

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ١/ ١٣٠ : وفي الشمني أن كل صلاة بعدها سنة يكره له القعود بعدها بل يشتغل بالسنة لكن يشكل بما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا سلم يمكث مقدار ما يقول اللّٰهُمَّ أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام» وبما نقل عن الحلواني أنه قال: لا بأس بأن يقرأ بين الفريضة والسنة أوراده إلا أن يقال أن ما في الشمني محمول على القعود الذي لا قراءة فيه ولا ذكر تدبر.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۴/ ۲۰۹ : الجواب-آیۃ الکرسی وتسبیحات کا پڑھنا قبل سنن بھی جائز ہے اور معمول بہ اکابر کا ہے اور احادیث سے دونوں امر ثابت ہیں۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۳ / ۳۲۲ : زیادہ تاخیر کو حنفیہ نے مکروہ فرمایا ہے اور زیادہ تاخیر سے مراد یہ ہے کہ اذکار ماثورہ کی مقدار سے زائد ہو۔

Scanned by CamScanner

তাশাহ্হুদের সময় শাহাদাত আঙুল উঠানোর বিধান

প্রশ্ন : নামাযে প্রথম ও শেষ বৈঠকে শাহাদাতের বাক্যে শাহাদাত আঙুল উঠাতে হয় কি না? যদি হয়, উঠানোর পর রাখার নিয়ম কী?

উত্তর : তাশাহ্হুদের মধ্যে لا اله বলার সময় শাহাদাত আঙুল উঠানো সুন্নাত। উঠানোর পরে পুরোপুরি না বিছিয়ে একটু ঝুঁকিয়ে রাখবে। (১৮/৫৩৯/৭৭১৪)

رد المحتار (سعيد) ١/١٥٠ : وأما المشهور المنقول في كتب المذهب فهو ما سمعته. والله تعالى أعلم (قوله وفي المحيط سنة) يمكن التوفيق بأنها غير مؤكدة-

امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۲۰۷ : الجواب- تشہد میں 'لااله' کے وقت انگلی اٹھاوے اور الا اللہ پر جھکاوے مگر عقد اور حلقہ کی ہیئت کو آخر نماز تک باقی رکھے۔

নর-নারীর নামাযের পদ্ধতিগত পার্থক্য

প্রশ্ন : পুরুষ ও মহিলার নামাযের মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে? পুরুষ-মহিলার নামাযের ভঙ্গিগুলো সবিস্তারে এবং চিত্র সহকারে জানালে বাধিত হব?

উত্তর : পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পার্থক্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

দাঁড়ানো অবস্থায় :

পুরুষরা উভয় পায়ের মাঝে কমপক্ষে চার আঙুল পরিমাণ ফাঁকা রাখবে। আর মহিলারা উভয় পা মিলিয়ে দাঁড়াবে (অর্থাৎ উভয় পায়ের মাঝে কোনো ফাঁকা রাখবে না)।

পুরুষরা সাধারণ অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত চাদর ইত্যাদি হতে বের করবে। আর মহিলারা চাদর বা ওড়না ইত্যাদির ভেতর হতে হাত বের করবে না।

পুরুষরা তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে। আর মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে।

পুরুষরা তাকবীরে তাহরীমার পর নাভির নিচে হাত বাঁধবে। আর মহিলারা বুকের ওপর হাত বাঁধবে।

পুরুষরা হাত বাঁধতে ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের ওপর রাখবে এবং বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কবজি শক্তভাবে ধরবে এবং অবশিষ্ট তিন আঙুল বাম

Scanned by CamScanner

হাতের নলার ওপর বিছিয়ে রাখবে। আর মহিলারা শুধু ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের ওপর রাখবে।

রুকু অবস্থায় :
পুরুষরা রুকু অবস্থায় এ পরিমাণ ঝুঁকবে যেন কোমরের নিম্নাংশ সোজা হয়ে যায় এবং মাথা ও নিতম্ব বরাবর হয়ে যায়। আর মহিলারা এ পরিমাণ ঝুঁকবে যেন উভয় হাত শুধু হাঁটু পর্যন্ত পৌছে।
পুরুষরা রুকুতে হাতের আঙুল খোলা রেখে হাঁটু শক্ত করে ধরবে। আর মহিলারা শুধু আঙুল মিলিয়ে হাঁটুর ওপর রাখবে।
পুরুষরা রুকুতে বাহু বগল থেকে পৃথক রাখবে, আর মহিলারা বাহু বগলের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

সিজদা অবস্থায় :
পুরুষরা সিজদাবস্থায় হাত জমিন থেকে, রান পেট থেকে ও বাহু বগল থেকে পৃথক রাখবে। আর মহিলারা হাত জমিনের সাথে রান পেটের সাথে এবং বাহু বগলের সাথে মিলিয়ে রাখবে।
পুরুষরা সিজদায় উভয় পা খাড়া রাখবে এবং পায়ের আঙুলগুলো কিবলার দিকে রাখবে। আর মহিলারা তাদের উভয় পা ডান দিকে বের করে দেবে।

বসা অবস্থায় :
পুরুষরা বসাবস্থায় ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসবে, আর মহিলারা উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্ব জমিনের ওপর রেখে বসবে।
পুরুষরা বসাবস্থায় উভয় হাতের আঙুলগুলোর মাঝে স্বাভাবিক ফাঁকা রাখবে। (অর্থাৎ হাতের আঙুলগুলো একদম মিলিয়েও রাখবে না, আবার বেশি ফাঁকাও রাখবে না) আর মহিলারা একদম মিলিয়ে রাখবে।

সারকথা : মহিলারা সর্বাবস্থায় সতর ঢাকার প্রতি অধিক লক্ষ রেখে আপন শরীরকে যথাসম্ভব গুটিয়ে রেখে নামায আদায় করবে। উপরোক্ত বিষয়গুলোর চিত্র কোনো বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হয়ে সরাসরি দেখে নিতে পারেন। (১৮/৯৮২/৭৯৭৫)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٣/ ١٣٧ (٥٠٦٩) : عن عطاء قال: تجتمع المرأة إذا ركعت ترفع يديها إلى بطنها، وتجتمع ما استطاعت، فإذا سجدت فلتضم يديها إليها، وتضم بطنها وصدرها إلى فخذيها، وتجتمع ما استطاعت".

Scanned by CamScanner

📖البحر الرائق (دارالكتب العلمية) ۱/ ٥٦۱ : (قوله والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها) لأنه أستر لها فإنها عورة مستورة ويدل عليه ما رواه أبو داود في مراسيله «أنه – عليه الصلاة والسلام – مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل» وذكر الشارح أن المرأة تخالف الرجل في عشر خصال ترفع يديها إلى منكبيها وتضع يمينها على شمالها تحت ثدييها ولا تجافي بطنها عن فخذيها وتضع يديها على فخذيها تبلغ رءوس أصابعها ركبتيها ولا تفتح إبطيها في السجود وتجلس متوركة ولا تفرج أصابعها في الركوع -

📖بدائع الصنائع (سعيد) ۱/ ۲۱۰

📖رد المحتار (سعيد) ۱/ ٥٠٤

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ۱/ ۷۳

মহিলাদের নামায আদায়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন : মহিলাদের নামায আদায়ের নিয়ম কি পুরুষের মতোই না ভিন্ন? জনৈক ব্যক্তি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, “এমনভাবে নামায পড়ো, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখেছ” সে ক্ষেত্রে নিয়ম নাকি একই, সঠিক মাস’আলা জানতে চাই?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি উক্ত হাদীস দ্বারা যে দলিল দিয়ে বলেছেন যে, মহিলা এবং পুরুষের নামায পড়ার নিয়ম একই তা সঠিক নয়। বরং রাসূল (সা.)-এর অনেক হাদীস থেকে স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, তাদের নামায পড়ার নিয়মে কিছু পার্থক্য রয়েছে। (১৯/৬৪৮/৮৩৭৫)

📖مراسيل ابى داود (مؤسسة الرسالة) ص ۱۱۷ (۸۷) : عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين

Scanned by CamScanner

تصليان فقال: «إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل» .

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دارالحديث) ٢ / ٢٢٣ (٣١٩٩) : عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها.

📖 المعجم الكبير للطبراني (مكتبة ابن تيمية) ٢٢/ ١٩ (٢٨) : عن وائل بن حجر قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هذا وائل بن حجر جاءكم، لم يجئكم رغبة ولا رهبة، جاء حبا لله ولرسوله» وبسط له رداءه، وأجلسه إلى جنبه، وضمه إليه، وأصعد به المنبر فخطب الناس فقال لأصحابه: «ارفقوا به فإنه حديث عهد بالملك» فقلت: إن أهلي قد غلبوني على الذي لي، قال: «أنا أعطيكه وأعطيك ضعفه» فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا وائل بن حجر، إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها» .

📖 مصنف ابن ابى شيبة (ادارة القرآن) ٢/ ٥٠٤ (٢٧٩٣) : عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة، فقال: «تجتمع وتحتفر» .

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٣/ ١٣٧ (٥٠٦٩) : عن عطاء قال: تجتمع المرأة إذا ركعت ترفع يديها إلى بطنها، وتجتمع ما استطاعت، فإذا سجدت فلتضم يديها إليها، وتضم بطنها وصدرها إلى فخذيها، وتجتمع ما استطاعت" .

পুরুষ ও মহিলার নামায আদায়ে পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে

প্রশ্ন : পুরুষ ও মহিলার নামাযের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? দয়া করে দলিলসহ জানাবেন। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় কিছু মহিলা একত্রিত হয়ে তা'লীম করে এবং বলে পুরুষ ও মহিলার নামাযের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তে এমন কিছু বিধান রয়েছে, যেগুলো পুরুষ ও মহিলার ওপর সমভাবে আরোপিত হয়েছে। কিন্তু মহিলাদের সতর ও পর্দার হুকুমকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের জন্য উক্ত হুকুম বাস্তবায়নের স্বতন্ত্র নিয়মনীতি তাদের দেওয়া হয়েছে। যেমন–পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ওপর হজ ফরয, কিন্তু মহিলাদের জন্য পথখরচ ছাড়াও মাহরাম পুরুষের উপস্থিতি শর্ত। ইহরাম খোলার সময় পুরুষের মাথা মুণ্ডানোর বিধান রয়েছে, কিন্তু মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডানো নিষেধ। আবার পর্দার হুকুমের প্রতি লক্ষ রেখে মহিলাদের ওপর জামাআতে নামায, খুতবা, ইমামতি, আযান ইত্যাদি বিধানকে ফরয করা হয়নি। তেমনিভাবে নামায আদায় করার নির্দেশ যদিও পুরুষ ও মহিলার ওপর সমভাবে আরোপিত। তথাপি পর্দার প্রতি লক্ষ রেখেই নামাযের কিছু আরকান আদায় করার পদ্ধতি বা নিয়মনীতির ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলার মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে। শরয়ী আহকামের উৎস শুধু কোরআন-হাদীস নয় এবং হাদীস বলতে শুধু বুখারী শরীফকেই বোঝায় না। বরং কোরআন-হাদীস স্বীকৃত আরো দুটি উৎস এবং এমন বহু হাদীস যা বুখারী শরীফ নেই তাও শরীয়তের অনেক আহকামের ভিত্তি। সুতরাং কোরআনে কারীমে ও বুখারী শরীফে নেই বলে কোনো হুকুমকে আমলযোগ্য নয় বলে দাবি তোলা মূলত কোরআন ও হাদীসকে অস্বীকার করারই নামান্তর। প্রশ্নে যে মহিলাদের নামায পুরুষ হতে ভিন্ন কি না জানতে চাওয়া হয়েছে উপরোক্ত নীতিমালার আলোকে তার জবাব হলো, বহু সহীহ হাদীস দ্বারা মহিলাদের নামাযে পদ্ধতিগত ভিন্নতা প্রমাণিত। (১৬/১৩/৬৩৭৩)

📖 مراسيل ابى داود (مؤسسة الرسالة) ص ١١٧ (٨٧) : عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: «إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل» .

📖 السنن الكبرى للبيهقى (دارالحديث) ٢ / ٢٢٣ (٣١٩٩) : عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها.

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٣/ ١٣٧ (٥٠٦٩) : عن عطاء قال: تجتمع المرأة إذا ركعت ترفع يديها إلى بطنها، وتجتمع ما استطاعت، فإذا سجدت فلتضم يديها إليها، وتضم بطنها وصدرها إلى فخذيها، وتجتمع ما استطاعت " .

Scanned by CamScanner

পুরুষ ও মহিলার নামাযের পার্থক্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

প্রশ্ন : পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়, তা হাদীসে উল্লেখ আছে কি না?

উত্তর : পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয় তা হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও তাবেয়ীন (রহ.) থেকে স্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। (১১/৯৯২/৩৮০৩)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (٣٢٠١) : عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: " إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل ".

📖 المعجم الكبير للطبراني (مكتبة ابن تيمية) ٢٢/ ١٩ (٢٨) : عن وائل بن حجر قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هذا وائل بن حجر جاءكم، لم يجئكم رغبة ولا رهبة، جاء حبا لله ولرسوله» وبسط له رداءه، وأجلسه إلى جنبه، وضمه إليه، وأصعد به المنبر فخطب الناس فقال لأصحابه: «ارفقوا به فإنه حديث عهد بالملك» فقلت: إن أهلي قد غلبوني على الذي لي، قال: «أنا أعطيكه وأعطيك ضعفه» فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا وائل بن حجر، إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها».

নর-নারীর নামায আদায়ে পার্থক্য নেই বলা মূর্খতা

প্রশ্ন : আমাদের বাসায় একজন মহিলা আমাদের কোরআন শরীফ পড়ান, তিনি বলেন, নারী-পুরুষের নামাযের কোনো পার্থক্য নেই। মহিলা হুজুরের দলিল হলো আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা নামায পড়ো এবং আমাকে অনুসরণ করো। অর্থাৎ আমার মতো নামায পড়ো, এখানে নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য করা

Scanned by CamScanner

হয়নি। প্রশ্ন হলো, এটি কতখানি সত্য? কোরআন-হাদীস দ্বারা দলিল দিয়ে অবহিত করবেন।

উত্তর : নারী-পুরুষের নামাযের মধ্যে মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনো পার্থক্য না থাকলেও নামায আদায়ের পদ্ধতিগত কিছু কিছু বিষয়ে পার্থক্য আছে, যা বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই শুধুমাত্র একটি হাদীস সামনে রেখে অন্য হাদীস বাদ দিয়ে এ কথা বলা যে নারী-পুরুষের নামাযে কোনো পার্থক্য নেই। এটা হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। (১৮/৬৩০/৭৭২৪)

নারী-পুরুষের নামাযের পার্থক্য

প্রশ্ন : পুরুষ এবং মহিলার নামাযে হাত বাঁধা, রুকু, সিজদা ইত্যাদিতে কোনো পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : পুরুষ এবং মহিলার নামাযের মধ্যে কিছু ব্যবধান রয়েছে। যেমন মহিলা হাত সিনার ওপর বাঁধবে আর পুরুষ নাভির নিচে, মহিলা রুকুতে হাতের আঙুল মিলিয়ে রাখবে আর পুরুষ খোলা রাখবে এবং মহিলা সিজদাতে বাহু বগল থেকে এবং রান পেট থেকে আলাদা না রেখে মিলিয়ে রাখবে, পুরুষ আলাদা রাখবে ইত্যাদি। (১৮/৮৭২)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١/ ٥٦١ : (قوله والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها) لأنه أستر لها فإنها عورة مستورة ويدل عليه ما رواه أبو داود في مراسيله «أنه - عليه الصلاة والسلام - مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل» وذكر الشارح أن المرأة تخالف الرجل في عشر خصال ترفع يديها إلى منكبيها وتضع يمينها على شمالها تحت ثدييها ولا تجافي بطنها عن فخذيها وتضع يديها على فخذيها تبلغ رءوس أصابعها ركبتيها ولا تفتح إبطيها في السجود وتجلس متوركة ولا تفرج أصابعها في الركوع .

Scanned by CamScanner

৫০. নামাযের আরকান হুঁশ এবং সজাগ অবস্থায় আদায় করা শর্ত

প্রশ্ন : নামাযের রুকন সজাগে আদায় করা শর্ত কি না? কেউ উকূফে আরাফা বেহুঁশ অবস্থায় আদায় করলে আদায় হয়ে যায় তাই নামাযের রুকনও বেহুঁশ বা বেখবর অবস্থায় আদায় হবে, এধরণের কিয়াস করা ঠিক হবে কি না?

উত্তর : নামাযের আরকানসমূহ সজাগে আদায় করা শর্ত বিধায় আরকানসমূহ কমপক্ষে যে পরিমাণ ফরয ওই পরিমাণ সজাগ অবস্থায় আদায় না হলে নামায হবে না। নামাযের আরকানসমূহ সজাগে আদায় করা শর্ত, আর উকূফে আরাফা সজাগে আদায় করা শর্ত নয় বিধায় নামাযের আরকানসমূহকে উকূফে আরাফার ওপর কিয়াস করা ঠিক নয়। (৬/৮৪৬/১৪৬২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٤٥٥ : وشروط فى ادائها (الاختيار) أي الاستيقاظ، أما لو ركع أو سجد ذاهلا كل الذهول أجزأه (فإن أتى بها) أو بأحدها بأن قام أو قرأ أو ركع أو سجد أو قعد الأخير (نائما لا يعتد) بما أتى (به) بل يعيده ولو القراءة أو القعدة على الأصح، وإن لم يعده تفسد لصدوره لا عن اختيار، فكان وجوده كعدمه والناس منه غافلون.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٤٥٥ : والظاهر أن الناعس كالذاهل.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢/ ٢٢٥ : (ومن اجتاز بعرفات نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف) لأن ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف، ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم، بخلاف الصلاة لأنها لا تبقى مع الإغماء، والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط لكل ركن-

Scanned by CamScanner

باب القراءة

পরিচ্ছেদ : কিরাত

সূরা ফাতেহার প্রতিটি আয়াতে ওয়াক্ফ করা

প্রশ্ন : আমরা জানি, নামাযে সূরা ফাতেহার প্রতিটি আয়াতে ওয়াক্ফ করে পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু একজন আলেম বলেন, প্রতিটি আয়াতে ওয়াক্ফ করে পড়া মুস্তাহাব নয় এবং যে হাদীসে ওয়াক্ফ করে পড়ার কথা আছে সে হাদীসটি 'মুন্‌কাতি'। জানার বিষয় হলো, সূরা ফাতেহার প্রতিটি আয়াতে ওয়াক্ফ করে পড়া মুস্তাহাব কি না? এবং উক্ত আলেম সাহেবের কথাটি কতটুকু সহীহ?

উত্তর : ফরয নামাযে সূরা ফাতেহার প্রতিটি আয়াতে ওয়াক্ফ করা উত্তম। আর যে হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত তা মুত্তাসিল ও মুন্‌কাতি' উভয়ভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (রহ.) মুত্তাসিল বর্ণনাকে অধিক শুদ্ধ বলেছেন। উপরন্তু হানাফীদের মতে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মুনকাতি' হাদীসও গ্রহণযোগ্য। (১৯/৬২২/৮৩৬৮)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٥/ ٣٠ (٢٩٢٧) : عن أم سلمة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقرأ: {الحمد لله رب العالمين} ، ثم يقف، {الرحمن الرحيم} ، ثم يقف، وكان يقرؤها: (ملك يوم الدين) ". هذا حديث غريب وبه يقرأ أبو عبيد ويختاره. هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي، وغيره عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد، روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مملك، عن أم سلمة. وحديث الليث أصح -

📖 جمع الوسائل (المطبعة الاشرفية) ص ٤٥٦ : ثبت سماع ابن أبي مليكة من أم سلمة، فلم لا يجوز أن يسمع الحديث بهذا اللفظ من أم سلمة، وسمع الحديث باللفظ المتقدم من يعلى بن مملك عنها بل نقول رواية الليث من المزيد في متصل الأسانيد كما ذكره ميرك شاه رحمه الله فبطل قول ابن حجر، ولو قدح في الحديث بأن

Scanned by CamScanner

في سنده انقطاعا لأصاب مع أن المنقطع حجة عندنا إذا ورد عن ثقة على ما صرح به الإمام ابن الهمام، ولذا قال الترمذي: على ما في المشكاة: ليس إسناده بمتصل لأن الليث روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، وحديث الليث أصح .

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٤١ : وفي الحجة: يقرأ في الفرض بالترسل حرفا حرفا، وفي التراويح بين بين -

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۳/ ۸۲ : الجواب- سورۂ فاتحہ کی ہر آیت پر وقف کرنا افضل ہے-

সূরা ফাতেহার প্রতিটি আয়াতে ওয়াক্‌ফ করার বিধান

প্রশ্ন : নামাযে সূরা ফাতেহার প্রতিটি আয়াতে ওয়াক্‌ফ করে পড়া সুন্নাত নাকি মিলিয়ে পড়া সুন্নাত? এক মুফতী সাহেব বলেন যে নামাযের মধ্যে সূরা ফাতেহা প্রতিটি আয়াতে ওয়াক্‌ফ করে পড়া সুন্নাত। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনটি সুন্নাত?

উত্তর : নামাযে সূরায়ে ফাতেহার প্রতিটি আয়াতে ওয়াকফ ও মিলিয়ে পড়া উভয়টিই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় কোনো একটিকে সুন্নাতের বহির্ভূত বলা যাবে না, তবে ওয়াক্‌ফ করে পড়া উত্তম। (১৯/৭৯৮/৮৪২৩)

📖 شمائل الترمذى (إحياء التراث العربي) ص ١٨١ (٢٩٩) : عن أم سلمة قالت:«كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقطّع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين» -

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامى) ٣ /٣٨٣ (٦٠٣٧) : عن ابن التيمي، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الحمد ثلاث مرات» -

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۳/ ۸۲ : الجواب- سورۂ فاتحہ کی ہر آیت پر وقف کرنا افضل

Scanned by CamScanner

নামাযে কয় পদ্ধতিতে কিরাত পড়া যায়

প্রশ্ন : আমাদের দেশে যে কোরআন শরীফ প্রচলিত আছে সেটা কোন কিরাতের? যদি কেউ শুদ্ধভাবে কয়েকটি সূরা অন্য কিরাতে পড়তে পারে, তবে উক্ত কিরাত দিয়ে নামায পড়াতে পারবে নাকি অন্য কিরাতে নামায পড়ানোর জন্য কোনো শর্ত রয়েছে? শর্ত থাকলে সেগুলো কী কী এবং একই নামাযে কয়েক ধরনের কিরাত পড়া বৈধ হবে কি? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : যে ব্যক্তি কোনো অভিজ্ঞ কারীর নিকট কিরাতে সাব'আ, আশারা শিক্ষা করেছে তার জন্য এসব কিরাত দ্বারা নামায পড়ানো বৈধ। তবে তা সর্বসাধারণের সামনে এবং এমন জায়গায় পড়া জায়েয না, যেখানে ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে। আর এক নামাযে একাধিক কিরাত পাঠ করা জায়েয হলেও অনুত্তম। আর যদি কয়েকটি কিরাত জমা করার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে তা নাজায়েয। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের কোরআন শরীফ ইমাম আছেম (রহ.)-এর কিরাতে হাফ্স (রহ.)-এর বর্ণনায়। (১২/৮৪৯/৫০০৯)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١/ ٤٨٦ : القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في مصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان – رضي الله عنه – إلى الأمصار، وهو الذي أجمع عليه الأئمة العشرة، وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلا، فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاذ، وإنما الشاذ ما وراء العشرة وهو الصحيح-

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١/ ٥٤١ : (قوله ويجوز بالروايات السبع) بل يجوز بالعشر أيضا كما نص عليه أهل الأصول ط (قوله بالغريبة) أي بالروايات الغريبة والإمالات لأن بعض السفهاء يقولون ما لا يعلمون فيقعون في الإثم والشقاء، ولا ينبغي للأئمة أن يحملوا العوام على ما فيه نقصان دينهم، ولا يقرأ عنده قراءة أبي جعفر وابن عامر وعلي بن حمزة والكسائي صيانة لدينهم فلعلهم يستخفون أو يضحكون وإن كان كل القراءات والروايات صحيحة فصيحة، ومشايخنا اختاروا قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم، من التتارخانية عن فتاوى الحجة -

Scanned by CamScanner

একই নামাযে কয়েক পদ্ধতিতে কিরাত পড়া

প্রশ্ন : নামাযে কিরাতে সাব'আ পড়লে কোনো অসুবিধা আছে কি না? ওই সকল ইমামের কিরাত থেকে তিন-চার ইমামের কিরাতকে একই নামাযে পড়া যাবে কি না?

উত্তর : মুক্তাদীদের মধ্যে বিভিন্ন কিরাত শুনে বিভ্রান্ত হতে পারে এমন লোক থাকলে ইমামের জন্য কিরাতে সাব'আ বা আশারাহ পড়ার অনুমতি নেই, অন্যথায় পড়তে আপত্তি নেই। (১২/৬৫৭/৪০৬৮)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٤١ : ويجوز بالروايات السبع، لكن الأولى أن لا يقرأ بالغريبة عند العوام صيانة لدينهم.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٤١ : (قوله بالغريبة) أي بالروايات الغريبة والإمالات لأن بعض السفهاء يقولون ما لا يعلمون فيقعون في الإثم والشقاء، ولا ينبغي للأئمة أن يحملوا العوام على ما فيه نقصان دينهم، ولا يقرأ عنده قراءة أبي جعفر وابن عامر وعلي بن حمزة والكسائي صيانة لدينهم فلعلهم يستخفون أو يضحكون وإن كان كل القراءات والروايات صحيحة فصيحة، ومشايخنا اختاروا قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم اهـ من التتارخانية عن فتاوى الحجة.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ٢ / ٣١٣ : جملہ روایات متواترہ کے ساتھ نماز درست ہے لیکن روایت غریبہ غیر معروفہ کو نماز میں پڑھنا اچھا نہیں کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا، اس لئے وہ کچھ کا کچھ کہہ جاتے ہیں بلکہ بعض خواص کو بھی معلوم نہیں ہوتا.

প্রতি রাক'আতে ভিন্ন ভিন্ন সূরার অংশবিশেষ পড়া

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব সাধারণত তিন পদ্ধতিতে নামাযে কিরাত পড়েন, কখনো প্রতি রাক'আতে পূর্ণ একটি সূরা, দুই রাক'আত মিলে পূর্ণ একটি সূরা, দুই রাক'আতে ভিন্ন ভিন্ন সূরার মাঝ থেকে বা শেষের দিকের আয়াত। এসব পদ্ধতিতে তেলাওয়াত করা সুন্নাত, মুস্তাহাব নাকি ফরয?

Scanned by CamScanner

উত্তর : উল্লিখিত সকল পদ্ধতি জায়েয, তৃতীয় পদ্ধতি সর্বদা করা উচিত নয়। তবে মুফাস্সাল সূরাসমূহ হতে সুন্নাত মোতাবেক প্রথম পদ্ধতিতে কিরাত পড়া মুস্তাহাব। (১৯/৬৭৪/৮৩৭৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٧٨ : الأفضل أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة كاملة في المكتوبة -

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ /٩٦ : وفى الاصل: إذا قرء سورة واحدة فى ركعتين اختلف المشايخ رحمهم الله فيه، والاصح انه لا يكره و لكن لا ينبغى ان يفعل ولو فعل لا بأس به -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٤٦ : وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من سورة أولها ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرى أو من أولها أو سورة قصيرة الأصح أنه لا يكره، لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة -

উভয় রাক'আতে কিরাতের পরিমাণ সমান হওয়া উত্তম

প্রশ্ন : ফজরের নামায ব্যতীত অন্যান্য ফরয নামাযের উভয় রাক'আতের কিরাত সমান হতে হবে নাকি কমবেশি করা যাবে?

উত্তর : ফজরের ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য সকল ফরয নামাযে উভয় রাক'আতের কিরাত সমান রাখা উত্তম। আর দ্বিতীয় রাক'আতের কিরাত প্রথম রাক'আতের কিরাত অপেক্ষা তিন আয়াত পরিমাণ বা এর চেয়ে বেশি লম্বা করা উচিত নয়। তবে যে সকল সূরা পড়া নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে দ্বিতীয় রাক'আতের কিরাত প্রথম রাক'আতের তুলনায় তিন আয়াত পরিমাণ বা এর চেয়ে বেশি হলেও মাকরূহ হবে না। যেমন জুমু'আ ও ঈদের নামাযে। (১৯/৭২৮/৮৪৩৫)

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ٢ /٤٢ : ويستحب للإمام أن يفضل الركعة الأولى في القراءة على الثانية في الفجر بالإجماع .

Scanned by CamScanner

وأما في سائر الصلوات فيسوي بينهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يفضل في الصلوات كلها، وكذا هذا الاختلاف.

📖الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ١ /٥٨ : واعلم أنه يستحب في الصلوات كلها ما خلا الفجر التسوية بين الركعتين في القراءة عندهما.

📖الدر المختارمع الرد (سعيد) ١ /٥٤٢ : (وإطالة الثانية على الأولى يكره) تنزيها (إجماعا إن بثلاث آيات) إن تقاربت طولا وقصرا، وإلا اعتبر الحروف والكلمات.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٧٨ : وفي بعض شروح الجامع الصغير لا خلاف أن إطالة الركعة الثانية على الأولى مكروهة إن كانت بثلاث آيات أو أكثر وإن كانت بأقل من ذلك لا يكره كذا في الخلاصة -

📖رد المحتار (سعيد) ١ /٥٤٢ : ضرورة التوفيق بينه وبين ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري حيث قال: فحزر قيامه في الظهر في كل ركعة قدر ثلاثين آية فإنه أفاد التسوية بين الركعتين. وقال في الحلية بعد أن حقق دليلهما: فيظهر على هذا أن قولهما أحب لا قوله -

তিওয়াল, আওসাত ও কিসারে মুফাস্‌সালের উদ্দেশ্য

প্রশ্ন : নামাযের কিরাতে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল, আওসাতে মুফাস্‌সাল, কিসারে মুফাস্‌সাল দ্বারা নির্দিষ্ট সূরাগুলো উদ্দেশ্য, নাকি কিরাতের পরিমাণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য?

উত্তর : তিওয়ালে মুফাস্‌সাল, আওসাতে মুফাস্‌সাল ও কিসারে মুফাস্‌সাল দ্বারা নির্দিষ্ট সূরাগুলো পড়া উদ্দেশ্য। (১৪/৮৮৩/৫৮৩২)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٤٠ : (قوله أي في كل ركعة سورة مما ذكر) أي من الطوال والأوساط والقصار، ومقتضاه أنه لا نظر إلى مقدار معين من حيث عدد الآيات مع أنه ذكر في النهر أن القراءة من المفصل سنة والمقدار المعين سنة أخرى.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٧٧ : وسنتها في الحضر أن يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب وفي الظهر ذكر في الجامع الصغير مثل الفجر وذكر في الأصل أو دونه وفي العصر والعشاء في الركعتين عشرين آية سوى فاتحة الكتاب وفي المغرب يقرأ في كل ركعة سورة قصيرة. هكذا في المحيط واستحسنوا في الحضر طوال المفصل في الفجر والظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب. كذا في الوقاية.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ / ۷۳ : سنیت قراءت سے متعلق دو روایتیں ہیں ایک میں آیات کی متعین تعداد کو سنت قرار دیا ہے اور دوسری میں سور مفصل کو، نہر میں صورت تطبیق یہ بیان کی ہے کہ سور مفصل میں سے آیات کی متعین تعداد مسنون ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی اس پر اشکال ظاہر فرمایا ہے اور اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ دونوں مستقل روایتیں ہیں اور سور مفصل کی روایت عام متون کی ہے اور یہی راجح ہے۔

সূরার অংশ বিশেষ পড়লেও নামাযের ক্ষতি নেই

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ফরয নামাযের প্রথম রাক'আতে সূরা হা-মীম সিজদার ৩০ নম্বর আয়াত থেকে ৩২ নম্বর আয়াত পর্যন্ত অথবা সূরা আল-আ'লার শুরু থেকে ১২ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আল আ'লার ১৩ নম্বর আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছে। এমতাবস্থায় তার নামাযের কোনো ক্ষতি হয়েছে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ফজর ও জোহরের নামাযে তিওয়ালে মুফাস্সাল হতে (সূরা হুজুরাত হতে বুরূজ পর্যন্ত) আসর ও এশায় আওসাতে মুফাস্সাল হতে (সূরা ত্বারিক হতে লাম ইয়াকুন পর্যন্ত) মাগরিবের কিসারে মুফাস্সাল হতে (সূরা যিলযাল হতে নাস পর্যন্ত) যেকোনো সূরা পড়াই সুন্নাত। এতদসত্ত্বে কোনো কারণবশত ছোট ছোট তিন আয়াত বা তিন আয়াতসম বড় এক আয়াত যেকোনো নামাযে পড়া হলে নামায হয়ে যাবে। প্রশ্নে বর্ণিত উভয় অবস্থায় নামায হয়ে গেছে, যদিও কিরাতের একটি সুন্নাত অনাদায় রয়ে গেছে। (৬/৩৮১/১২৫৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٧٨ : الأفضل أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة كاملة في المكتوبة فإن عجز الآن يقرأ السورة في الركعتين. كذا في الخلاصة ولو قرأ بعض السورة في ركعة والبعض في ركعة قيل يكره وقيل لا يكره وهو الصحيح. كذا في الظهيرية ولكن لا ينبغي أن يفعل ولو فعل لا بأس به. كذا في الخلاصة ولو قرأ في ركعة من وسط سورة أو من آخر سورة وقرأ في الركعة الأخرى من وسط سورة أخرى أو من آخر سورة أخرى لا ينبغي له أن يفعل ذلك على ما هو ظاهر الرواية ولكن لو فعل ذلك لا بأس به.

كذا في الذخيرة في الحجة لو قرأ في الركعة الأولى آخر سورة وفي الركعة الثانية سورة قصيرة كما لو قرأ {آمن الرسول} في ركعة و {قل هو الله أحد} في ركعة لا يكره.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٨٠ : (و) يسن (في الحضر) لإمام ومنفرد، ذكره الحلبي، والناس عنه غافلون (طوال المفصل) من الحجرات إلى آخر البروج (في الفجر والظهر، و) منها إلى آخر - لم يكن - (أوساطه في العصر والعشاء، و) باقية (قصاره في المغرب).

নিয়মিত মাসনূন কিরাত না পড়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি ২০ দিন পর্যন্ত এশার নামায পড়িয়েছেন, কিন্তু কখনো আওসাতে মুফাস্সাল থেকে কোনো সূরা পড়েননি, শরীয়তে এভাবে নামায পড়ার বিধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে ফজর এবং জোহরে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল এবং আসর ও এশায় আওসাতে মুফাস্‌সাল এবং মাগরিবের নামাযে কিসারে মুফাস্‌সাল থেকে পড়া সুন্নাত। তবে ফিকাহবিদগণের বর্ণনামতে তার পরিমাণ হলো, ফজরের নামাযে ৪০-১০০ আয়াত পর্যন্ত এবং আসর ও এশার নামাযে ১৫-২০ পর্যন্ত প্রথম দুই রাক'আতে পড়লে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, তবে মাঝেমধ্যে এর ব্যতিক্রম করলে মাকরূহ হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির মতো নিয়মিত সদাসর্বদা ব্যতিক্রম করা অনুচিত। উল্লেখ্য, নামাযে বড় সূরা থেকে কোনো অংশ পড়তে হলে শেষ দিক থেকে পড়া ভালো। (৬/৯১৮/১৫১১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٤٠ : ويسن فى الحضر لامام ومنفرد ... اوساطه فى العصر والعشاء .

📖 حلبى كبير (سهيل اكيڈيمى) صـ ٣٠٩ : (وإن قرأ ثلث آيات قصار) أو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار (خرج عن حد الكراهة) المذكورة (و) لكن (لم يدخل فى حد الاستحباب) وحينئذ ينبغى ان يكون فيه كراهة تنزيه؛ لأن ترك المستحب يكره تنزيها كما أن ترك الواجب يكره تحريما على أن المراد من الاستحباب هنا السنية على ما صرح به فى أكثر الكتب .

ফজরের দুই রাক'আতে সূরা আম্বিয়া ও নাবা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি ফজরের নামাযে প্রথম ও দ্বিতীয় রাক'আতে মিলিয়ে সূরায়ে নাবা পড়েছে, উক্ত ব্যক্তির নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির নামায নিঃসন্দেহে সহীহ হবে। তবে প্রতিটি রাক'আতে পূরো সূরা পড়া উত্তম। (৬/৯১৮/১৫১১)

📖 حلبى كبير (سهيل اكيڈيمى) صـ ٤٩٣ : والافضل ان يقرأ فى كل ركعة سورة تامة ولوقرأ بعض السورة فى ركعة وباقيها فى ركعة قيل يكره والصحيح انه لا يكره .

Scanned by CamScanner

নফলের দুই রাক'আতে একই সূরা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি নফল নামাযে প্রথম ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফেরূন পড়ে তার নামায শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তর : অবশ্যই শুদ্ধ হবে। (৬/৯১৮/১৫১১)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ١ / ٥٤٦ : لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية ... ... ولا يكره في النفل شيء من ذلك.

প্রথম রাক'আতে সূরা নাস পড়লে করণীয়

প্রশ্ন : ফরয বা নফল নামায পড়াকালে প্রথম রাক'আতে সূরায়ে নাস পড়ে ফেললে দ্বিতীয় রাক'আতে কোনো সূরা পড়বে? প্রথম থেকে পড়বে নাকি সূরায়ে নাস পুনরায় পড়বে?

উত্তর : ফরয-নফল সকল নামাযেই অবশিষ্ট রাক'আতগুলোতে পুনরায় সূরায়ে নাস পড়বে। (৬/৯১৮/১৫১১)

📖 حلبى كبير (سهيل اكيڈيمى) صـ ٤٩٤ : وإذا قرأ فى الأولى قل أعوذ برب الناس ينبغى أن يقرأها فى الثانية أيضا، قال البزازى : لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا.

মাসনূন কিরাত সব সময়ের জন্য

প্রশ্ন : ফরয নামাযের মাসনূন কিরাত ছাড়া সারা বছরের জন্য অন্য কোনো মাসনূন কিরাত আছে কি না? এবং মাসনূন কিরাত ছাড়া অন্যান্য কিরাত বছরে কতবার পড়া যাবে? আর পড়ার সময় সেগুলোর পরিমাণ কতটুকু হবে?

উত্তর : শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত মাসনূন কিরাত সব সময়ের জন্যই মাসনূন। এর নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। তবে মাঝে মাঝে মাসনূন কিরাতের সমপরিমাণ কোরআনে কারীমের অন্য স্থান থেকে পড়াও সুন্নাত পরিপন্থী নয়। (১১/২১০/৩৫০৮)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ / ٢٢٦ : ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب ". ويروى من أربعين إلى ستين ومن ستين إلى مائة وبكل ذلك ورد الأثر ووجه التوفيق أنه يقرأ بالراغبين مائة وبالكسالى أربعين وبالأوساط ما بين خمسين إلى ستين وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها وإلى كثرة الأشغال وقلتها. قال: " وفي الظهر مثل ذلك " لاستوائهما في سعة الوقت وقال في الأصل أو دونه لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه تحرزا عن الملال " والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط المفصل وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل ".

মাসনূন সূরা ব্যতীত অন্য সূরা পড়লেও নামায হবে

প্রশ্ন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সুন্নাত কিরাত পড়ার জন্য কোরআন শরীফের যে সকল সূরা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, যেমন ফজর নামাযের সুন্নাত কিরাত হলো সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত। এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত স্থান থেকেই পড়লে সুন্নাত আদায় হবে, নাকি কোরআন শরীফের যেকোনো পারা বা সূরা থেকে ওই পরিমাণ পড়লেও কিরাতের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে যে ওয়াক্তের জন্য যে সকল সূরা নির্বাচন করা হয়েছে এসব সূরার আয়াত পরিমাণ অন্যান্য সূরা থেকে তেলাওয়াত করলেও কারো কারো মতে কিরাতের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। তবে হযরত উমর (রা.) কর্তৃক নির্দেশিত হওয়ায় নির্বাচিত সূরাগুলো পাঠ করাই উত্তম। সর্বোপরি এ সূরাগুলো নামাযে পাঠ করা সুন্নাতে যায়েদা। এর ব্যতিক্রম হলেও নামায সহীহ হয়ে যাবে। (১৬/৯৮/৬৪০৬)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٢/ ٨٦ (٣٠٦) : عن زياد بن علاقة، عن عمه قطبة بن مالك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقرأ في الفجر: والنخل باسقات في الركعة الأولى، «وفي الباب عن عمرو بن حريث، وجابر بن سمرة، وعبد الله بن السائب، وأبي برزة، وأم سلمة»، حديث قطبة بن مالك حديث

Scanned by CamScanner

ওয়াহে

حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «قرأ في
الصبح بالواقعة، وروي عنه أنه» كان يقرأ في الفجر من ستين آية
إلى مائة، وروي عنه أنه " قرأ: إذا الشمس كورت، وروي عن عمر
أنه كتب إلى أبي موسى: «أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل» ، وعلى
هذا العمل عند أهل العلم.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٤٠ : (و) يسن (في الحضر) لإمام ومنفرد، ذكره الحلبي، والناس عنه غافلون (طوال المفصل) من الحجرات إلى آخر البروج (في الفجر والظهر، و) منها إلى آخر - لم يكن - (أوساطه في العصر والعشاء، و) باقية (قصاره في المغرب) أي في كل ركعة سورة مما ذكره الحلبي.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٧٧ : وسنتها في الحضر أن يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب وفي الظهر ذكر في الجامع الصغير مثل الفجر وذكر في الأصل أو دونه وفي العصر والعشاء في الركعتين عشرين آية سوى فاتحة الكتاب وفي المغرب يقرأ في كل ركعة سورة قصيرة. هكذا في المحيط واستحسنوا في الحضر طوال المفصل في الفجر والظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب. كذا في الوقاية.

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱ /۵۸۲ : سوال- فجر وظہر میں طوال، عصر و عشاء میں وساط اور مغرب میں قصار کی قراءت مستحب یا مسنون ہے؟... ...

الجواب- یہ رعایت مسنون ہے کیونکہ حضرت عمرؓ نے اپنے عمال کو بذریعہ خطوط کے اس کی تاکید فرمائی ہے اور احادیث مرفوعہ سے بھی اس کی تائید ملتی ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۳ /۴۵۲ : سوال- فجر اور ظہر میں سورہ حجرات سے سورہ بروج تک اور عصر وعشاء میں سورہ طارق سے سورہ لم یکن الذین تک اور مغرب میں... ... ان سورتوں کا اس طرح پڑھنا سنت ہے یا مستحب؟... ...

جواب- ہاں، اس ترتیب سے سورتیں نمازوں میں پڑھنا سنت ہے، مگر سنت موکدہ نہیں، اس کے خلاف دوسرے رکوع پڑھ لینے میں کوئی کراہت نہیں ہے، ہاں خلاف اولی ہے۔

Scanned by CamScanner

ফজরে ৪০ আয়াত পড়া বাধ্যতামূলক নয়

প্রশ্ন : কখনো ফজরের নামাযে যদি উভয় রাক'আতে ৪০ আয়াত পড়া না হয়, তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর : ফজরের নামাযে ৪০ আয়াত পড়া সুন্নাত। কিন্তু কেউ যদি তা পড়তে না পারে এতে নামাযে কোনো অসুবিধা হবে না এবং নামায মাকরূহও হবে না। (১৩/৯৫৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٤٩٢ : (قوله إلا بالمسنون) وهو القراءة من طوال المفصل في الفجر والظهر، وأوساطه في العصر والعشاء، وقصاره في المغرب-

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١٢ /٣٣٤ :مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ اکثر و بیشتر مفصلات کی قراءت کی جائے، لیکن کبھی اس کے خلاف کر دیا جائے تو اس پر بھی کراہت کا حکم نہیں ہوگا۔

বৃদ্ধদের খাতিরে ফজরের কিরাত ছোট করা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব ফজরের নামাযে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল তেলাওয়াত করে থাকেন। এতে অধিকাংশ মুসল্লি সন্তুষ্ট থাকলেও কয়েকজন বৃদ্ধ মুসল্লি ইদানীং আপত্তি করছেন। তাঁরা বলেন যে আমরা এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। সুতরাং কিরাত সংক্ষিপ্ত করা হোক। এ নিয়ে পরস্পরে মতপার্থক্য দেখা দিচ্ছে। প্রশ্ন হলো, কয়েকজন মুসল্লির খাতিরে কিরাত সংক্ষিপ্ত করলে সাওয়াব বেশি হবে, নাকি কিরাত নিয়ম অনুসারে পড়বে? আর যাঁরা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না তাঁরা বসে কিরাত শুনলে সাওয়াব বেশি হবে?

উত্তর : দুর্বল বৃদ্ধলোকদের খাতিরে নামাযের মাসনূন কিরাত বাদ দেওয়ার অনুমতি নেই। তবে তাঁদের খাতিরে ফজরের নামাযে তিওয়ালে মুফাস্‌সালের মধ্যে তুলনামূলক ছোট সূরাগুলো যেমন সূরা ইন্‌ফিতার ইনশিকাক বুরূজ অথবা বড় সূরা থেকে চল্লিশ আয়াত পরিমাণ পড়া যায়। যদি অসুস্থ বা বৃদ্ধ মুসল্লিগণ ওই পরিমাণ দাঁড়াতে না পারেন, সে পরিমাণ বসে আদায় করবেন। (৬/৩৭৬/১২৬৭)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٣٩ : أن السنة للمقيم في قراءة الفجر أن تكون من طوال المفصل وأن لا ينقص مقدار الآية المقروءة من حيث العدد عن أربعين آية في الركعتين.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٣٦ : ولو كان قادرا على بعض القيام دون تمامه يؤمر بأن يقوم قدر ما يقدر حتى إذا كان قادرا على أن يكبر قائما ولا يقدر على القيام للقراءة أو كان قادرا على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ قدر ما يقدر عليه قائما ثم يقعد إذا عجز۔

ফরযের শেষ দুই রাক'আতে সূরা ফাতেহা পড়া মুস্তাহাব

প্রশ্ন : ফরয নামাযের শেষ দুই রাক'আতে সূরা ফাতেহা পড়ার বিধান কী? ইচ্ছাকৃত না পড়লে অসুবিধা হবে কি না? এবং তাতে কতটুকু সময় কিয়াম করতে হবে?

উত্তর : ফরয নামাযের শেষ দুই রাক'আতে সূরা ফাতেহা পড়া মুস্তাহাব। ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে তাতে কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ কিয়াম করতে হবে। (১৬/১০৯/৬৪৩০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥١١ : واكتفى) المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) فإنها سنة على الظاهر، ولو زاد لا بأس به (وهو مخير بين قراءة) الفاتحة وصحح العيني وجوبها (وتسبيح ثلاثا) وسكوت قدرها، وفي النهاية قدر تسبيحة، فلا يكون مسيئا بالسكوت (على المذهب) لثبوت التخيير۔

📖 ردالمحتار (سعيد) ١ /٥١١ : (قوله وفي النهاية قدر تسبيحة) قال شيخنا: وهو أليق بالأصول، حلية: أي لأن ركن القيام يحصل بها لما مر أن الركنية تتعلق بالأدنى۔

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ /١١١ : وأما في الأخريين فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ولو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب أو سكت - أجزأته صلاته، ولا يكون مسيئا إن كان عامدا، ولا سهو عليه إن كان ساهيا -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۷۱ : الجواب-نماز ہو جائے گی، فرض کی آخری دو رکعتوں میں سورۂ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، ضروری نہیں، فقط بقدر تسبیحہ واحدہ قیام کافی ہے

মনে মনে তেলাওয়াত ও সর্বনিম্ন আওয়াজের পরিমাণ

প্রশ্ন : শুনেছি, নামাযী ব্যক্তির এমনভাবে কিরাত পড়তে হবে, যাতে নিজের কানে আওয়াজ পৌঁছে। প্রশ্ন হলো, মনে মনে বা ঠোঁট নাড়ানো ছাড়া জিহ্বা নাড়িয়ে কিরাত পড়লে নামায হবে কি? এবং কিরাত নিজের কানে না শুনতে পেলে কি নামায হয়ে যাবে? এক মুফতী সাহেব বলেছেন, নামায হয়ে যাবে। কেননা এক ইমাম থেকে নাকি এ রকম মত রয়েছে যে নিজে না শুনলেও নামায হয়ে যাবে। এ কথাটুকু কতটা সত্য? তেমনিভাবে কোরআন শরীফ ঠোঁট নাড়ানো ছাড়া শুধু জিহ্বা নাড়িয়ে তেলাওয়াত করলে কি তেলাওয়াতের সাওয়াব পাবে? এবং তেলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়ার জন্য নিম্নে কতটুকু আওয়াজ হতে হবে? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : নামাযে কিরাত পড়া ফরয, কিরাত ছাড়া নামায সহীহ হয় না। তবে নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী কিরাত নিজ কানে শোনা পরিমাণ আওয়াজে পড়া জরুরি। তবে কিরাত উচ্চারণ করার পর নিজের কানে না শোনাবস্থায় নামায পড়ে থাকলে এখন তা দোহরাতে হবে না। অনুরূপভাবে জিহ্বা বা ঠোঁট নড়ানো ব্যতীত শুধু মনে মনে খেয়াল করলে তেলাওয়াতের সাওয়াব হবে না। (১২/৬৭৫/৫০১৫)

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ١ / ٢٩٦ : وإن جهر وأسمع نفسه داخلاً في القراءة، لكان إسماع نفسه مستفاداً من قوله قرأ في نفسه، فيكون قوله وأسمع نفسه تكراراً، وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني والشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أنه لا يجزيه ما لم يسمع نفسه، وبه أخذ المشايخ؛ لأن هذا الكلام ما هو مسموع مفهوم، ألا ترى أنّ ألحان الطيور لا

Scanned by CamScanner

تسمى كلاماً مع أنها مسموعة لأنها غير مفهومة، وألا ترى أن
الكتاب لا يسمى كلاماً مع أنه بشرط وجود القراءة في نفسه.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٣٤ : وشرط بشر المريسي وأحمد
خروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه، لكن بشرط كونه
مسموعا في الجملة، حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع .
ولم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع، واكتفيا بتصحيح
الحروف. واختار شيخ الإسلام وقاضي خان وصاحب المحيط
والحلواني قول الهندواني، وكذا في معراج الدراية. ونقل في المجتبى
عن الهندواني أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه، وهذا لا
يخالف ما مر عن الهندواني لأن ما كان مسموعا له يكون
مسموعا لمن في قربه كما في الحلية والبحر. ثم إنه اختار في الفتح
أن قول الهندواني وبشر متحدان بناء على أن الظاهر سماعه بعد
وجود الصوت إذا لم يكن مانع. وذكر في البحر تبعا للحلية أنه
خلاف الظاهر، بل الأقوال ثلاثة. وأيد العلامة خير الدين الرملي
في فتاواه كلام الفتح بما لا مزيد عليه، فارجع إليه. وذكر أن كلا
من قولي الهندواني والكرخي مصححان، وأن ما قاله الهندواني
أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه.

وبما قررناه ظهر لك أن ما ذكر هنا في تعريف الجهر والمخافتة،
ومثله في سهو المنية وغيره مبني على قول الهندواني لأن أدنى الحد
الذي توجد فيه القراءة عنده خروج صوت يصل إلى أذنه أي ولو
حكما. كما لو كان هناك مانع من صمم أو جلبة أصوات أو نحو
ذلك، وهذا معنى قوله أدنى المخافتة إسماع نفسه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٦ / ٣٥٢ : الجواب—احوط تو یہی ہے کہ اتنی زور سے پڑھے
کہ خود سن سکے، البتہ گزشتہ نمازوں کا اعادہ نہیں۔

Scanned by CamScanner

নামাযে সূরার অংশ বিশেষ তেলাওয়াতের আগে বিসমিল্লাহ পড়া

প্রশ্ন : নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার পর অন্য কোনো ছোট সূরা অথবা বড় সূরার মাঝের অংশ বা শেষ অংশ হতে ২-১ আয়াত পড়লে, পড়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত কি না? এভাবে পড়লে কোনো সমস্যা হবে কি না?

উত্তর : নামাযে সূরা ফাতেহার পর সূরা শুরু করার পূর্বে বিশুদ্ধ মতানুসারে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব, আর সূরার মাঝখান থেকে শুরু করলে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব না হলেও পড়লে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। (১৪/৪৪২/৫৬২৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٩ : (قوله ولا تكره اتفاقا) ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة المقروءة سرا أو جهرا كان حسنا عند أبي حنيفة ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة-

পরের সূরা আগে পড়া ও মাঝের সূরা বাদ দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : ফরয নামাযে প্রথম রাক'আতে সূরা কুরাইশ ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা মাউন পড়লে মাকরূহ হবে কি না? এবং দুই পাশের দুই সূরা পড়ে মাঝখানের সূরা বাদ দিলে শরীয়তের হুকুম কী? এবং এর দ্বারা নামায নষ্ট হবে কি না? আর সুন্নাত নামাযে চার রাক'আতে কিরাত পড়তে গেলে মাঝখানে ছোট সূরা পড়তে হয় এর দ্বারা নামাযে কোনো অসুবিধা হবে কি না? কিরাতের ধারাবাহিকতার হুকুম ফরয, সুন্নাত ও নফল নামাযে একই কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : ফরয নামাযের প্রথম রাক'আতে সূরা কুরাইশ দ্বিতীয় রাক'আতে মাউন পড়া অনুত্তম হলেও নামাযের কোনো অসুবিধা হবে না।
মধ্যখানে ছোট এক সূরা ইচ্ছাকৃত বাদ দেওয়া মাকরূহ, ভুলে হলে অসুবিধা নেই। কিরাতের ধারাবাহিকতা ফরয নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সুন্নাত ও নফলের মধ্যে নয়। তাই সুন্নাত নামাযে মধ্যখানে ছোট সূরা বাদ পড়লেও কোনো অসুবিধা নেই। (১৫/১০/৫৯২২)

Scanned by CamScanner

📖المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٠٥ : قال أبو حنيفة رحمه الله في «الجامع الصغير» : يطول الركعة الأولى من الفجر على الثانية، وركعتا الظهر سواء وقال محمد: أحب أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها، يجب أن يعلم بأن إطالة القراءة في الركعة الأولى على الثانية في الفجر مسنونة بالإجماع، ليدرك الناس ركعتي الفجر بجماعة، وفي سائر الصلوات كذلك عند محمد رحمه الله وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إطالة القراءة في الركعة الأولى في سائر الصلوات غير مسنونة .

📖حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) ص ١٩٣ : "و" يكره "تطويل" الركعة "الثانية على" الركعة "الأولى" بثلاث آيات فأكثر لا تطويل الثالثة لأنه ابتداء صلاة نفل -

📖رد المحتار (سعيد) ١ /٥٤٦ : التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد، فلو سهوا فلا كما في شرح المنية .

📖کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٣ /٣٦٢ : درمیان میں ایک چھوٹی سورت چھوڑ کر قصدا پڑھنا تو مکروہ ہے لیکن اگر بلا قصد اتفاقا ایسا ہو جائے تو مکروہ نہیں ہے اور نماز میں کوئی نقصان نہیں آتا۔

📖فتاوی دارالعلوم (مکتبہ دارالعلوم) ٢ /٢٣٩ : الجواب- فرضوں میں قصدا اس طرح پڑھنا کہ ایک چھوٹی سورہ کا فاصلہ کیا جاوے جیسا کہ صورت مسئولہ میں ہے مکروہ ہے اور نماز ہو جاتی ہے اور اگر سہوا ہو گیا تو کچھ کراہت نہیں ہے اور نوافل میں کچھ کراہت نہیں ہے، فقط۔

📖امداد الاحکام (مکتبہ دارالعلوم کراچی) ١ /٦٠٩ : الجواب- نوافل میں امر مذکور مکروہ نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

কিরাত শুদ্ধের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ফরয

প্রশ্ন : বালেগ পুরুষ এবং মহিলা যারা সালাত আদায় করছেন তারা সূরা-কিরাত এবং নামাযে যে সমস্ত তাসবীহ পাঠ করে থাকেন সেগুলো যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে তাঁদের সালাত আদায় হবে কি না? যদি তাঁদের সালাত আদায় না হয় তাহলে তাঁদের করণীয় কী?

উত্তর : বালেগ মুসলিম পুরুষ-মহিলার ওপর নামায যেমন ফরয, নামাযের সূরা-কিরাতও শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা ফরয। তাই যাদের সূরা-কিরাত শুদ্ধ নয়, তারা নিজ দায়িত্বে মহিলা হলে কোনো বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী মহিলা অথবা মাহরামের কাছে, আর পুরুষগণ উলামায়ে কেরামের কাছে গিয়ে সূরা-কিরাত শুদ্ধ করে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া একান্ত অপরিহার্য, অন্যথায় গোনাহগার হবে।
উল্লেখ্য যে, সূরা-কিরাত ও নামাযের তাসবীহ ইত্যাদি শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত নামায ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি নেই। সূরা-কিরাতও শুদ্ধ করতে থাকবে এবং নামাযও আদায় করতে থাকবে। (১৩/২৭৯/৫২৪২)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٣٣ :وفي التتارخانية عن الحاوي: حكى عن الصفار أنه كان يقول: الخطأ إذا دخل في الحروف لا يفسد لأن فيه بلوى عامة الناس لأنهم لا يقيمون الحروف إلا بمشقة. وفيها: إذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا قربه إلا أن فيه بلوى العامة كالذال مكان الصاد أو الزاي المحض مكان الذال والظاء مكان الضاد لا تفسد عند بعض المشايخ.

قلت: فينبغي على هذا عدم الفساد في إبدال الثاء سينا والقاف همزة كما هو لغة عوام زماننا، فإنهم لا يميزون بينهما ويصعب عليهم جدا كالذال مع الزاي ولا سيما على قول القاضي أبي عاصم وقول الصفار، وهذا كله قول المتأخرين، وقد علمت أنه أوسع -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٧٩ : وكثير من المشايخ أفتوا به قال القاضي الإمام أبو الحسن والقاضي الإمام أبو عاصم: إن تعمد فسدت وإن جرى على لسانه أو كان لا يعرف التميز لا تفسد وهو

Scanned by CamScanner

أعدل الأقاويل والمختار هكذا في الوجيز للكردري ومن لا يحسن بعض الحروف ينبغي أن يجهد ولا يعذر في ذلك.

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ۱ /۳۳۶ : عوام جو مخارج اور صفات سے واقف نہیں بوجہ ناواقفیت یا عدم التمییز کے اگران کی زبان سے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نکل جائے (خواہ کوئی حرف ہو) اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے وہی حرف نکالا ہے جو قرآن شریف میں ہے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی (حسب ضابطہ متاخرین)۔

📖 فیہ ایضا ۱ /۳۳۹ : لیکن نماز کے جواز وعدم فساد سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بے فکر ہو کر ہمیشہ غلط پڑھتے رہنا جائز ہو گیا اور پڑھنے والا گنہگار بھی نہ رہے گا بلکہ اپنی قدرت وگنجائش کے موافق صحیح حروف پڑھنے کی مشق کرنا اور کوشش کرتے رہنا ضروری ہے ورنہ گناہ گار ہوگا، اگرچہ نماز فاسد نہ ہو۔

লাহানে জলী ও খফীর সাথে তেলাওয়াতকারী ইমামত

প্রশ্ন : যে ইমাম সাহেবের কিরাতে লাহানে জলী হয় এবং যার লাহানে খফী হয় এ দুজনের মাঝে বিধানগত কোনো পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : যে ইমামের তেলাওয়াতে লাহানে জলী হয়, তাকে ইমাম বানানো জায়েয নেই, তার পেছনে নামায মাকরূহ হয়, কখনো নামায বিনষ্টই হয়ে যায়। আর যার তেলাওয়াতে লাহানে খফী হয় তার পেছনে ইক্তিদা করলে সকলের নামায আদায় হয়ে গেলেও তেলাওয়াতে 'লাহান' তথা অশুদ্ধ পড়া আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ, তাই বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা জরুরি। (১৬/৩০৭)

📖 قواعد التجويد ص ٤٤ : أما من وقع في اللحن الجلي فإنه لا تصح قراءته، ولا تنبغي الصلاة خلفه، ويأثم مع الإهمال، وأما من وقع في اللحن الخفي فهو أخف حكمًا ويعتبر في عرف المجودين مخلًا بالإتقان، والصلاة خلفه صحيحه.

Scanned by CamScanner

📖 معارف التجوید ص ۳۸ : اس قسم کی غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں اور یہ حرام ہے
پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک حکم ہے بعض حالات میں تغیر و فساد معنی کی وجہ سے
بھی فاسد ہو جاتی ہے اس طرح قرآن کریم پڑھنے سے اللہ تعالی کی ناراضگی کا
اندیشہ ہے یہ مکروہ ہے اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔

নামাযে গানের সুরে তেলাওয়াত

প্রশ্ন : গানের সুরে কোরআন পড়লে লাহানে জলী ও নামায ভঙ্গ হবে কি না? দলিলসহ জানানোর আবেদন রইল।

উত্তর : গানের সুরে পড়তে গিয়ে হরফ কমবেশি হলে বা এক হরফের স্থলে অন্য হরফ আদায় করা হলে লাহানে জলী হবে এবং এতে অর্থ বিগড়ে গেলে নামায ভেঙে যাবে। আর হরফ কমবেশি হোক বা না হোক কোরআন শরীফ গানের সুরে পড়া নিষেধ। (১৭/১০৬/৬৯৪৭)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٧/ ١٨٣ (٧٢٢٣) : عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين، وأهل الفسق، فإنه سيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم، وقلوب من يعجبهم شأنهم» -

📖 حاشية الشِّلْبِي على التبيين (المطبعة الكبرى) ١/ ٩١ : ولو قرأ القرآن في صلاته بالألحان إن غير الكلمة تفسد صلاته لما عرف فإن كان في حرف المد واللين وهي الياء والألف والواو لا يغير المعنى إلا إذا فحش وإن قرأ بالألحان في غير الصلاة اختلفوا في جوازه وعامة المشايخ كرهوا ذلك وكرهوا الاستماع أيضا؛ لأنه تشبه بالفسقة بما يفعلونه في فسقهم -

Scanned by CamScanner

বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর উপস্থিতিতে অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর ইমামত

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব নামায পড়াচ্ছিলেন অথচ তাঁর কিরাত مايجوز به الصلاة নয়। বরং তিনি কিরাতের মধ্যে অধিকহারে لحن جلي করে থাকেন। উল্লেখ্য, এমন ইমামের পেছনে সাধারণ মুসল্লিগণের পাশাপাশি যদি এমন আলেম মুক্তাদী হন, যাঁর কিরাত مايجوز به الصلاة হয় এবং এমন কারীও মুক্তাদী হন, যিনি বিশুদ্ধ কিরাতে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী, তাহলে সকল স্তরের মুসল্লিগণের নামায সহীহ হবে? নাকি কোনো মুসল্লির নামায সহীহ হবে ও কোনো মুসল্লির নামায সহীহ হবে না?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় সাধারণ মানুষের সাথে বিশুদ্ধ কিরাতে অভিজ্ঞ আলেম বা কারী ইক্তিদা করলে সকল মুসল্লির নামায ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতানুযায়ী সকলের নামায ফাসেদ হওয়ার ওপর ফতওয়া, এটাই গ্রহণযোগ্য।
সুতরাং বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতকারীর উপস্থিতিতে তাঁকেই ইমাম বানাতে হবে, অন্যথায় কারো নামায শুদ্ধ হবে না। (৫/১৭৭/৮৬৬)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٩٢ : (وإذا اقتدى أمي وقارئ بأمي) تفسد صلاة الكل للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارئ سواء علم به أو لا نواه أو لا على المذهب.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٩٢ : (قوله تفسد صلاة الكل) أي عنده. وعندهما صلاة القارئ فقط لأنه تارك فرض القراءة مع القدرة، وله أن الأميين أيضا تركاها مع القدوة عليها، إذ كانا قادرين على تقديم القارئ حيث حصل الاتفاق في الصلاة والرغبة في الجماعة.

শুদ্ধ ও অশুদ্ধ তেলাওয়াতের মাপকাঠি

প্রশ্ন : অশুদ্ধ কোরআন পাঠকারীর পেছনে শুদ্ধ কোরআন পাঠকারীর ইক্তিদা সহীহ নয়। প্রশ্ন হলো, শুদ্ধ কিরাতের মাপকাঠি কী, যাতে বোঝা যায় যে অমুকে শুদ্ধ কিরাত পড়ে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কিরাত শুদ্ধ বলার জন্য জরুরি হলো, প্রতিটি হরফকে সঠিক মাখরাজ থেকে সিফাতে লাযেমাসহ উচ্চারণ করা। এভাবে উচ্চারণ যে করবে, তার কিরাত শুদ্ধ। (১৩/৩৫৪/৫২৬৫)

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۲ /۲۳۴ : س-زید وعمر دونوں ایک مسجد میں رہتے ہیں، زید امام مقرر ہے جو عالم، حافظ، قاری ہے، لیکن خوشامد یا ڈر کی وجہ سے عمر کو نماز کے لئے کھڑا کر دیتا ہے جو نہ حافظ ہے نہ قاری اور نہ مولوی ہے اور قرآن پاک بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا تو کیا زید کے ہوتے ہوئے عمر کی اقتداء میں سب کی نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟

ج- اس مسئلہ میں دو باتیں قابل غور ہیں، اول یہ کہ زید جب امام مقرر ہے تو عمر کو امامت نہیں کرنی چاہیے اگر زید کی اجازت کے بغیر امامت کرتا ہے پھر تو مکروہ تحریمی ہے اور اگر زید کی اجازت سے پڑھاتا ہے پھر بھی خلاف اولی ہے کیونکہ وہ زید سے کمتر ہے، دوسری بات یہ ہے کہ زید عالم، حافظ و قاری ہے اس کے برعکس عمر قراءت صحیح نہیں پڑھتا حافظ عالم قاری بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں دو حالتیں ہیں کہ عمر کی قراءت مخارج حروف اور صفات ذاتیہ کی ادائیگی کے ساتھ ہے یا نہیں۔ نمبر (۱) اگر مخارج حروف اور صفات ذاتیہ کو ادا نہیں کرتا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اور نمبر (۲) اگر مخارج وصفات ذاتیہ کو ادا کرتا ہے لیکن صفات محسنہ ممیزہ سے بے خبر ہے تو ایسی صورت میں نماز ہو جائیگی۔ لیکن زید کے مقابلے میں اس کی امامت خلاف افضل اور مکروہ تنزیہی ہوگی، رہا یہ کہ قرأت صحیح پڑھتا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ مستند قراء کر سکتے ہیں عامۃ الناس نہیں کر سکتے، اس لئے زید اگر اس مسئلہ میں نرمی کرتا ہے تو عمر کی قراءت کسی دوسرے مستند قاری جس پر اعتماد ہو اس کو سنا کر فیصلہ لیں۔

তিন আয়াতের আগে লোকমা দেওয়া

প্রশ্ন : তিন আয়াত পরিমাণ পড়ার পূর্বে বা পরে মুক্তাদী লোকমা দিলে ইমাম সাহেব ওই লোকমা নিলে বা না নিলে তার বিধান কী?

উত্তর : তিন আয়াত পরিমাণ পড়ার পূর্বে বা পরে মুক্তাদীর দেওয়া লোকমা ইমাম গ্রহণ করুক বা না করুক উভয় অবস্থাতেই নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে তিন আয়াত

Scanned by CamScanner

পরিমাণ পড়া হয়ে গেলে লোকমার অপেক্ষা না করে রুকুতে চলে যাওয়া এবং তিন আয়াতের কম হলে অন্য সূরা থেকে তেলাওয়াত করা বাঞ্ছনীয়। (১৮/৬৬৩/৭৭৬৬)

📖 الدر المختارمع الرد (سعيد) ١/ ٦٢٢ : (بخلاف فتحه على إمامه) فإنه لا يفسد (مطلقا) لفاتح وآخذ بكل حال.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٢٢ : (قوله بكل حال) أي سواء قرأ الإمام قدر ما تجوز به الصلاة أم لا، انتقل إلى آية أخرى أم لا تكرر الفتح أم لا، هو الأصح نهر.

📖 امداد المفتين (دارالاشاعت) ص ٣٠٨ : بہر حال لقمہ دینے سے نماز میں کچھ نقص نہیں آتا۔

তিন আয়াত পড়ার পরে ভুলে অন্য সূরা পড়া

প্রশ্ন : নামাযে কিরাত পড়াকালীন তিন আয়াতের পরে যদি ভুলে অন্য সূরায় চলে যায়, তাহলে নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে ইমাম সাহেব নিজের ভুল বুঝতে পারলে লোকমার অপেক্ষা না করে রুকুতে চলে যাবে। লোকমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হবে না। (১৪/৯০২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٧١ : وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة في الأولين بعد الفاتحة كذا في النهر الفائق وفي جميع ركعات النفل والوتر.

📖 كفايت المفتي (دارالاشاعت) ٣/ ٤٥٩ : تین آیتیں پڑھ چکنے کے بعد بھی امام کو لقمہ دینا جائز ہے اور لقمہ دینے یا لینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، ہاں بہتر یہ ہے کہ امام تین آیتیں پڑھ چکنے کے بعد بھولے تو فوراً رکوع کردے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ١ / ١٥٥ : الجواب- امام قراءت پڑھتے وقت بھول جائے یا رک جائے تو لقمہ دینے میں جلدی نہ کرے بھول ہوتے ہی لقمہ دینا اور بول اٹھنا مکروہ اور ممنوع ہے امام کو بھی چاہیے کہ کسی کے بتلانے کی (لقمہ دینے کی) راہ نہ دیکھے بقدر ضرورت قراءۃ پڑھ چکا ہو تو رکوع کرلے یا دوسری جگہ سے پڑھنا شروع کردے خاموش کھڑا رہ کر اور ایک ہی لفظ کو مکرر پڑھ کر مقتدی کو لقمہ دینے کیلئے مجبور کرنا غلط ہے، پھر بھی صحیح یہ ہے کہ امام کو لقمہ دینے سے اور امام کے لقمہ قبول کرلینے سے کسی بھی نماز فاسد یا واجب الاعادہ نہیں ہوتی۔

Scanned by CamScanner

সূরা ফাতেহার এক আয়াতকে অন্য আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ফজরের নামাযের ইমামতি করার সময় সূরা ফাতেহার আয়াতগুলোর মধ্যে যেমন اياك نستعين আয়াতে নূনের ওপর পেশ দিয়ে অপর আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় নামায শেষে বিজ্ঞ একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন বললেন, এ রকমের কিরাত আমি কখনো শুনিনি এবং এ ধরনের কোনো রেওয়ায়াতও নেই এবং তা কুররায়ে সাবআহ থেকেও শোনা যায়নি। এমনকি হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) থেকেও দেখেননি বলে মসজিদে এলান করে দেন। এখন কথা হলো, ওই ধরনের কিরাত পড়া জায়েয আছে কি? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : সূরা ফাতেহার প্রতিটি আয়াতে ওয়াক্ফ না করে মিলিয়ে পড়া জায়েয হলেও প্রতিটি আয়াতে ওয়াক্ফ করা উত্তম। তাই ইমাম সাহেবের জন্য প্রতিটি আয়াত ওয়াক্ফ করে পড়া উচিত। এতদসত্ত্বেও ইমাম সাহেব ওয়াক্ফ না করে মিলিয়ে পড়লে নামায নিঃসন্দেহে সহীহ হয়ে যাবে। এ নিয়ে বাড়াবাড়ির অবকাশ নেই। (৭/৯০৮/১৯৩৮)

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ / ۳۱۶ : سوال—ایک امام سورۃ فاتحہ کو ایک سانس میں ختم کرتا ہے اور آیت نستعین اھدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے پڑھنا گناہ ہے اور نماز نہیں ہوتی۔

الجواب—طریقہ بالا سے پڑھنا جائز ہے اور جو شخص اس طرح پڑھنے کو غلط کہتا ہے اور یہ کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی وہ غلطی پر ہے اور اس کا یہ کہنا بلا دلیل ہے فقط واللہ اعلم

اگرچہ نماز تو جائز ہے بشرطیکہ ایک سانس میں حروف کی ادائیگی صحیح انجام پائے مگر اطمینان کے ساتھ کئی دفعہ وقف کرکے پڑھنا اولی ہے۔

📖 الجواہر النقیہ شرح المقدمۃ الجزریۃ صـ ۱۹۹ : اس لئے بعض نے رؤس آیات پر وقف کرنا سنت کہا ہے ابو عمرو دانیؒ فرماتے ہیں مجھے یہی پسند ہے، امام بیہقی نے بھی شعب الایمان میں اسی کو مختار فرمایا ہے اور بھی کچھ علماء ہیں کہ وقف علی رؤس الآیات کو افضل فرماتے ہیں اگرچہ مابعد سے لفظی تعلق ہو۔

Scanned by CamScanner

মদ-গুন্নাহ না করা, আয়াতের মাঝখান থেকে পাঠ শুরু করা, শেষ না করেই রুকুতে যাওয়া

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব নামাযে কিরাত পড়ার সময় আয়াতের মাঝখান থেকে শুরু করেন এবং কখনো আয়াতের মাঝখানে শেষ করে রুকুতে চলে যান। যেমন–সূরা হা-মীম সিজদার ৩০ নম্বর আয়াতের শুরু থেকে না পড়ে وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون থেকে শুরু করেন এবং সূরায়ে যুমার এর ৭১ নম্বর আয়াতের শেষ অংশ الخ أيت ربكم وينذرونكم لقاء يومكم থেকে শুরু করেন। এ ছাড়া কিরাতে মদ, গুন্নাহ ইত্যাদিতে ভুল পড়েন।

উল্লেখ্য, উক্ত ইমামের পেছনে সহীহ-শুদ্ধ কোরআন শরীফ পাঠকারী আলেম রয়েছেন। এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান কী?

বি.দ্র.: তেলাওয়াত আয়াতের মাঝখানে শেষ করে রুকুতে চলে যায়। যেমন, وانفقوا مما رزقنكم من قبل ان ياتى احدكم الخ

উত্তর : নামাযে ছোট তিন আয়াত/বড় এক আয়াত তথা ৩০ হরফ সমপরিমাণ অংশ কোরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত করা ফরয, এর চেয়ে কম তেলাওয়াত করলে নামায সহীহ-শুদ্ধ হবে না। কোনো আয়াতের মধ্যখান থেকে তেলাওয়াত করার ক্ষেত্রে পাঠকৃত অংশ উপরোক্ত পরিমাণ হলে নামায আদায় হলেও এ রকম করা তেলাওয়াতের নীতিমালার পরিপন্থী।

আর মদ ইত্যাদি ছাড়ার কারণে আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামায নষ্ট হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে নামায ভঙ্গ না হলেও মাকরূহ হয়ে থাকে। সুতরাং সহীহ-শুদ্ধ তেলাওয়াতকারী আলেমকেই ইমামতির দায়িত্বে নিযুক্ত করা জরুরি। (৬/৪৯৫/১৩২০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨١ : وأما ترك المد إن كان لا يغير المعنى بأن قرأ أولئك بلا مد وإنا أعطيناك بدون المد لا تفسد وإن كان يغير بأن قرأ سواء عليهم بترك المد وكذا في قوله دعاء ونداء المختار أنها لا تفسد كما في ترك التشديد. هكذا في الخلاصة ...

Scanned by CamScanner

(ومنها ترك الإدغام والإتيان به) إذا أتى بالإدغام في موضع لم يدغمه أحد من الناس ويقبح العبارة ويخرجها عن معرفة معنى الكلمة نحو أن يقرأ {قل للذين كفروا ستغلبون} بإدغام الغين في اللام فسدت صلاته وإن أتى بالإدغام في موضع لم يدغمه أحد إلا أن المعنى لا يتغير به ويفهم ما يفهم مع الإظهار نحو أن يقرأ {قل سيروا} بإدغام اللام في السين لا تفسد صلاته.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۲ / ۲۴۰ : سوال—زید ہمیشہ نماز میں قراءت نصف آیت سے شروع کر دیتا ہے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟
الجواب—نماز ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہ کرنا چاہئے کہ یہ امر نامشروع اور خلاف قواعد ہے۔

একই রাক'আতে বারবার একটি সূরা পড়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ফরয বা নফল নামায একাকী পড়ার সময় কিংবা জামাআতে পড়ানোর সময় প্রথম রাক'আতে চার-পাঁচবার সূরায়ে কাফেরূন ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা এখলাস চার-পাঁচবার পড়ে। উক্ত ব্যক্তির নামায শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তর : ফরয নামায জামাআতের সাথে হোক কিংবা একাকী হোক অনুরূপ সুন্নাত নামায জামাআতের সহিত আদায়কালে এক রাক'আতে একটা সূরা ইচ্ছাকৃত একাধিকবার পড়া মাকরূহ। পক্ষান্তরে নফল নামায একাকী পড়াকালে সর্বাবস্থায় একটা সূরা একাধিকবার পড়লে মাকরূহ হবে না। (৬/৯১৮/১৫১১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٠٧ : ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة في الفرائض ولا بأس بذلك في التطوع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كرر آية واحدة مرارا فإن كان في التطوع الذي يصلي وحده فذلك غير مكروه وإن كان في الصلاة المفروضة فهو مكروه في حالة الاختيار وأما في حالة العذر والنسيان فلا بأس. هكذا في المحيط.

Scanned by CamScanner

ফরয নামাযে সব সময় একই সূরা পড়া

প্রশ্ন : এক ইমাম সাহেব দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ এশার নামায প্রথম রাক'আতে সূরায়ে 'যুহা' দ্বিতীয় রাক'আতে সূরায়ে 'আলাম নাশরাহ' দ্বারা পড়াচ্ছেন। প্রশ্ন হলো, এই ব্যক্তির নামায পড়ানোর ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী এবং উক্ত সূরাদ্বয় পড়া কেমন হবে?

উত্তর : শরীয়তের পক্ষ হতে নামাযের জন্য কোনো সূরা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি, তাই নিজের পক্ষ হতে নামাযের জন্য কোনো সূরা নির্দিষ্ট করে নেওয়া মাকরূহ। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় কেবল উল্লিখিত দুটি সূরাই তেলাওয়াত করা মাকরূহ হবে। তবে উক্ত সূরাদ্বয় ছাড়া অন্য সূরা শুদ্ধভাবে জানা না থাকলে মাকরূহ হবে না। (৬/৯১৮/১৫১১)

📖 السعاية (المكتبة الأشرفية) ٢ / ٢٨٧ : وكره توقيت سورة بحيث لا يقرأ فيها الا تلك السورة (قوله) بحيث الخ أشار بذلك ان التعيين مطلقا ليس بمكروه بل التعيين الدائمى ... ... وفى البحر ظاهر المتن كراهة المداومة مطلقا سواء اعتقد ان الصلاة تجوز بغيره أولا.

ওয়াক্‌ফের সময় হরকতের উচ্চারণ

প্রশ্ন : কোরআন শরীফ বা সূরা পড়ার সময় ওয়াক্‌ফ বা থামার স্থানে সাকিন না করে ওয়াক্‌ফ করলে, অর্থাৎ হরকত অনুযায়ী পড়লে গোনাহ হবে কি না? আর নামাযে এরূপ পড়লে নামায আদায় হবে কি না?

উত্তর : কোরআন তেলাওয়াতের পূর্ণ সাওয়াব পাওয়ার জন্য তাজবীদের নিয়মাবলি যথাযথ অনুসরণ করা জরুরি। অন্যথায় তার জন্য চেষ্টা হলেও চালিয়ে যেতে হবে। ওয়াক্‌ফ অবস্থায় হরকত পড়া বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের পরিপন্থী, তাই এমন করা ঠিক নয়, তবে এর দ্বারা নামায নষ্ট হবে না। (৫/৯/৭৯০)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٣١ : فلو في إعراب أو تخفيف مشدد وعكسه، أو بزيادة حرف فأكثر نحو الصراط الذين، أو بوصل حرف بكلمة نحو إياك نعبد، أو بوقف وابتداء لم تفسد وإن غير المعنى.

তিন আয়াত পড়ে অন্য সূরা পড়া

প্রশ্ন : কোনো একটি সূরার তিন আয়াত পরিমাণ পড়ার পর ওই সূরা বাদ দিয়ে নতুন আরেকটি সূরা পড়লে নামাযের কোনো অসুবিধা হবে কি?

উত্তর : ফরয নামাযে এক রাক'আতের মধ্যে এরূপ করা উচিত নয়। (৫/২৯০/৯২৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٤٩٢ : (قوله سورة) أشار إلى أن الأفضل قراءة سورة واحدة؛ ففي جامع الفتاوى: روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: لا أحب أن يقرأ سورتين بعد الفاتحة في المكتوبات، ولو فعل لا يكره، وفي النوافل لا بأس به.

লোকমা দিলে মুক্তাদীর নামায নষ্ট হয় না

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব ফজরের নামাযের কিরাতে সূরায়ে মুলূকের ১৬ নম্বর আয়াত বাদ দিয়ে ১৭ নম্বর আয়াত দুবার দোহরান। ফলে লোকমা দিলে তিনি লোকমা নিলেন। অতঃপর নামায শেষে তিনি বলেন, নামাযের মধ্যে ইমাম তিন আয়াত পার হওয়ার পর যদি কোনো আয়াতে আটকে যান ও লোকমা না চান, তাহলে কোনো মুক্তাদী লোকমা দিলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কথাটি সঠিক কি না?

উত্তর : নামাযে মুক্তাদী স্বীয় ইমামকে লোকমা দিলে মুক্তাদী ও ইমাম কারো নামায নষ্ট হয় না, লোকমা ইমাম সাহেবের তিন আয়াত পড়ার আগে হোক বা পরে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত মুক্তাদীর নামায নষ্ট হয়নি। (৩/১৪৬/৫১০)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٢٢ : (بخلاف فتحه على إمامه) فإنه لا يفسد (مطلقا) لفاتح وآخذ بكل حال.

📖 فيه أيضا ١ / ٦٢٢ : (قوله بكل حال) أي سواء قرأ الإمام قدر ما تجوز به الصلاة أم لا، انتقل إلى آية أخرى أم لا تكرر الفتح أم لا، هو الأصح.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٩٩ : وإن فتح على إمامه لم تفسد ثم قيل: ينوي الفاتح بالفتح على إمامه التلاوة والصحيح أن ينوي الفتح على إمامه دون القراءة قالوا هذا إذا أرتج عليه قبل أن يقرأ قدر ما تجوز به الصلاة أو بعدما قرأ ولم يتحول إلى آية أخرى وأما إذا قرأ أو تحول ففتح عليه تفسد صلاة الفاتح والصحيح أنها لا تفسد صلاة الفاتح بكل حال ولا صلاة الإمام لو أخذ منه على الصحيح.

বড় আয়াতের অর্ধেক পাঠ করে রুকুতে যাওয়া

প্রশ্ন : নামাযে সূরা ফাতেহার পর ছোট আয়াত হলে তিন আয়াত আর বড় হলে এক আয়াত মেলানো ওয়াজিব বলে শুনি। যদি কেউ বড় আয়াত যেমন–সূরা ফাতেহার শেষ আয়াতের মধ্যখানে গিয়ে রুকুতে যায় (অথবা অনুরূপ অন্য কোনো আয়াত) এবং এটা প্রায়ই হয় তাহলে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : বড় আয়াতের অংশ যদি ছোট তিন আয়াত পরিমাণ হয় তখন ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে এরূপ কিরাত পড়া অনুচিত। (১/১৯৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٣٨ : ولو قرأ آية طويلة في الركعتين فالأصح الصحة اتفاقا لأنه يزيد على ثلاث آيات قصار.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٤٥٩ : وقرأ آية طويلة كآية الكرسي أو المداينة البعض في ركعة والبعض في ركعة اختلفوا فيه على قول

Scanned by CamScanner

أبي حنيفة، قيل لا يجوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركعة، وعامتهم على أنه يجوز لأن بعض هذه الآيات يزيد عن ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات .

জাহেলের পেছনে শুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর ইক্তিদা

প্রশ্ন : লম্বা জুব্বা পরিহিত মুরব্বি ধরনের একজন লোক ফজরের নামায পড়াচ্ছিল, কাপড়চোপড়ে যাকে আলেম বলেই মনে হয়। সে কারণে কিরাত শুদ্ধ মনে করে একজন আলেম তার পেছনে ইক্তিদা করলেন। কিন্তু যখন সে কিরাত শুরু করল দেখা গেল কিরাত 'মা ইয়াজূযু বিহিস সালাত'ও হবে না। এমতাবস্থায় মাওলানা সাহেব তার পেছনে নামায শেষ করলেন এবং নামায শেষে দাঁড়িয়ে বললেন, নামায হয়নি কারণ কিরাত সহীহ নয়। ইমাম সাহেব বললেন–ভাই, আমি কোনো আলেম নই। তাই এ মাস'আলা আমার জানা নেই। আমি কোনোমতে আমপারা পড়েছি মাত্র। এ কথা শুনে মাওলানা সাহেব পুনরায় নামায পড়ার হুকুম দিলেন। এতে সাধারণ মুসল্লিবৃন্দ রাগান্বিত হয়ে যায় এবং ঘণ্টা ধরে ঝগড়া চলতে থাকে। এদিকে ফজরের সময়ও শেষ, তবু মাওলানা সাহেব বারবার নামায দোহরাতে বললে মুসল্লিরা আরো খেপে যান। মাওলানা এ কথাও বলেন যে একজন আলেম জাহেলের পেছনে ইক্তিদা করলে সকলেরই নামায ভেঙে যায়, কিন্তু মাওলানার কথায় ওই ইমাম ছাড়া কেউই কান দিল না। এমতাবস্থায় পুনরায় নামায পড়তে হবে কি না?

উত্তর : উল্লিখিত ইমামের কিরাত নামায জায়েয হওয়ার পর্যায়ে যদি না হয় সে ক্ষেত্রে কারী সাহেব পেছনে মুক্তাদি হওয়ার কারণে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতানুসারে সবার নামায নষ্ট হয়ে গেছে, আবার কোনো কারী সাহেবের পেছনে নামায পুনঃ আদায় করা প্রয়োজন ছিল, পরে ওই নামায কাযা করতে হবে। (১/৩৮৩)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١ / ٣٩٨ : (وإذا اقتدى أمي وقارئ بأمي) تفسد صلاة الكل للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارئ.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ٣ / ١١١ : جواب—وہ عالم جو بعد میں آیا اگر اپنی نماز علیحدہ پڑھے تو اس کی نماز بھی صحیح ہوگی اور جو امی پہلے سے نماز پڑھ رہے تھے ان کی بھی نماز صحیح ہوگی اور اگر وہ عالم امی مذکور کے پیچھے اقتداء کرے گا تو پھر کسی کی نماز بھی صحیح نہ ہوگی نہ اس عالم کی اور نہ ان امیوں کی جو پہلے سے پڑھ رہے تھے چنانچہ عبارت

Scanned by CamScanner

در مختار (وإذا اقتدى أمي وقارئ بأمي) تفسد صلاة الكل الخ اس كو شامل ہے (وصحت لو صلى كل من الأمي والقارئ وحده) في الصحيح -

ফরয ব্যতীত অন্য নামাযের প্রথম দুই রাক'আতে সূরায়ে ফালাক ও নাস পড়ে ফেললে বাকি দুই রাক'আতে করণীয়

প্রশ্ন : ফরয ব্যতীত অন্যান্য চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযের প্রথম দুই রাক'আতে সূরায়ে ফালাক ও নাস পড়ে ফেললে বাকি দুই রাক'আতে কোন সূরা পড়বে?

উত্তর : অবশিষ্ট রাক'আতগুলোতেও সূরায়ে নাস পড়বে। (৮/৮৫৭/২৩৯৮)

📖 فتح القدير (دار الفكر) ١/ ٣٤٣ : وإن وقع هذا من غير قصد بأن قرأ في الأولى ب " قل أعوذ برب الناس " يقرأ في الثانية هذه السورة أيضا.

📖 فتاوى محموديہ (زكريا) ٧/ ١٥٢ : الجواب-بقيہ ميں بھی قل أعوذ برب الناس ہی پڑھے، اگر يہ فرض نماز ہے تو صرف دوسری ميں پڑھے گا، اگر نفل يا سنت يا واجب ہے تو بقيہ سب رکعت ميں پڑھے گا۔

Scanned by CamScanner

باب زلة القارئ

পরিচ্ছেদ : কিরাতে ভুল পড়া

لَعَلَّهُ يَزَّكَّى এর স্থানে لَعَلَّه أَنْ لَا يَزَّكَّى পড়া

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব ফজরের দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আ'বাসা শুরু করে وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى -র স্থানে وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَزَّكَّى পড়ে নামায শেষ করেন। উক্ত ভুলের কারণে নামায দোহরাতে হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ভুলের কারণে নামায শুদ্ধ হবে না। বরং এ নামায পুনরায় পড়ে নেবে, মুক্তাদীদেরকে উক্ত নামায পুনরায় পড়ে নেওয়ার ঘোষণা দেবে। (১৭/৬৫৩/৭২৩৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٣٣ : (قوله كما لو بدل إلخ) هذا على أربعة أوجه لأن الكلمة التي أتى بها، إما أن تغير المعنى أو لا، وعلى كل فإما أن تكون في القرآن أو لا، فإن غيرت أفسدت -

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴/ ۳۰۹ :سوال- سورہ یوسف میں إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ میں 'قبل' کی جگہ 'دبر' پڑھا، یافصدقت کی جگہ فکذبت پڑھا تو نماز صحیح ہے یا نہیں؟
الجواب- اس قسم کی غلطی سے نماز فاسد ہو جائے گی۔

كافرون-এর স্থলে يؤمنون , المقسطين-এর স্থলে الكافرين, الاشقى-এর স্থলে الاتقى পড়া

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব بل هم بلقاء ربهم كافرون এর জায়গায় যদি بل هم بلقاء ربهم يؤمنون পড়ে, বা ان الله يحب المقسطين এর জায়গায় ان الله يحب الكافرين পড়ে, অথবা لا يصلٰها الا الاشقى এর জায়গায় لا يصلٰها الا الاتقى পড়ে, তাহলে নামায ভঙ্গ

Scanned by CamScanner

হবে কি না? এ ব্যাপারে মুফতীয়ানে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে তার সঠিক হুকুম কী? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : নামাযের ভেতর কিরাতে যদি এমন পরিবর্তন হয়, যার ফলে কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পাল্টে যায়, তাহলে নামায ভেঙে যাবে, পুনরায় তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ইমাম সাহেবের নামায ভেঙে গেছে। তাই পুনরায় আদায় করতে হবে। (১৩/৮৫৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/٦٣٤- ٦٣٣ : (قوله كما لو بدل إلخ) هذا على أربعة أوجه لأن الكلمةالتي أتى بها، إما أن تغير المعنى أو لا، وعلى كل فإما أن تكون في القرآن أو لا، فإن غيرت أفسدت لكن اتفاقا في نحو فلعنة الله على الموحدين وعلى الصحيح في مثال الشارح لوجوده في القرآن-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٨٠ :(ومنها) ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل إن كانت الكلمة التي قرأها مكان كلمة يقرب معناها وهي في القرآن لا تفسد صلاته نحو إن قرأ مكان العليم الحكيم وإن لم تكن تلك الكلمة في القرآن لكن يقرب معناها عن أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا تفسد وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - تفسد نحو إن قرأ التيابين مكان التوابين وإن لم تكن تلك الكلمة في القرآن ولا تتقاربان في المعنى تفسد صلاته بلا خلاف۔

📖 فتاوی محمودیہ(زکریا) ۷ /۱۵۱ : اگر کوئی شخص نماز میں لا يملكون منه خطابا کے بجائے لا يملكون منه الا خطابا پڑھ جائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟

الجواب-اس صورت میں معنی میں تغیر فاحش ہو گیا جو کہ مقصود قرآن کریم کے خلاف ہے، لہذا نماز فاسد ہو گئی۔

Scanned by CamScanner

فَصَلِّلْ رَبِّكَ এর স্থলে فَصَلِّ لِرَبِّكَ পড়া

প্রশ্ন : নামাযের মধ্যে যদি কারো সূরা পড়তে ভুল হয়। যেমন فَصَلِّ لِرَبِّكَ এর স্থলে فَصَلِّلْ رَبِّكَ পড়ে, তবে ওই নামায পুনরায় পড়তে হবে কি না?

উত্তর : যেহেতু এরূপ পড়ার দরুন আয়াতের অর্থ একেবারে বিগড়ে যায়নি, তাই নামায হয়ে যাবে। (১৮/৫৮১/৭৭২৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٦٣٣-٦٣٠ :ومنها القراءة بالألحان إن غير المعنى وإلا لا إلا في حرف مد ولين إذا فحش وإلا لا بزازية، ومنها زلة القارئ ،فلو في إعراب أو تخفيف مشدد وعكسه، أو بزيادة حرف فأكثر نحو الصراط الذين، أو بوصل حرف بكلمة نحو إياك نعبد، أو بوقف وابتداء لم تفسد وإن غير المعنى به يفتى بزازية، إلا تشديد {رب العالمين}، و {إياك نعبد} فبتركه تفسد؛ ولو زاد كلمة أو نقص كلمة أو نقص حرفا،أو قدمه أو بدله بآخر نحو من ثمره إذا أثمر واستحصد - تعالى جد ربنا - انفرجت بدل - انفجرت - إياب بدل - أواب - لم تفسد ما لم يتغير المعنى إلا ما يشق تمييزه كالضاد والظاء فأكثرهم لم يفسدها.

📖 خیر الفتاوی(زکریا) ۲/ ۳۰۰ : الجواب—صورت مسئولہ میں معنی تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔

ربك এর স্থলে ربكم পড়া, কোন ধরনের ভুলে নামায হয় না

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব ফজরের নামাযের তেলাওয়াতে جزاء من ربك এর স্থলে جزاء من ربكم পড়েন এবং অন্যান্য নামাযেও এ রকম ভুল করে থাকেন। এমতাবস্থায় এই ইমামের পেছনে নামায শুদ্ধ হবে কি না?
আর কিরাতের মাঝে কোন ধরনের ও কতটুকু ভুলের কারণে নামায শুদ্ধ হয় না? দলিলসহ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, ইমাম সাহেবকে বিষয়টি জানিয়ে শোধরাতে গেলে ফেতনার সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : নামাযের কিরাতে বিপরীত অর্থ বোঝায় এমন ভুল পড়লে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাধারণ ভুল, যা দ্বারা বিপরীত অর্থ বোঝায় না, নামায নষ্ট হবে না। প্রশ্নে যে ধরনের ভুলের উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা নামায নষ্ট হয়নি। তবে ইমাম সাহেবের জন্য প্রায়ই নামাযে ভুল করা উচিত নয়। ফেতনামুক্ত কৌশলে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়ার পরও শুদ্ধ না হলে তাঁকে বাদ দিতে কোনো বাধা নেই। (১৫/৫৬৮/৬১৫৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٧٩ : (ومنها) ذكر حرف مكان حرف إن ذكر حرفا مكان حرف ولم يغير المعنى بأن قرأ إن المسلمون إن الظالمون وما أشبه ذلك لم تفسد صلاته وإن غير المعنى فإن أمكن الفصل بين الحرفين من غير مشقة كالطاء مع الصاد فقرأ الطالحات مكان الصالحات تفسد صلاته عند الكل.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٦٣٣ : والخلاصة: الأصل فيما إذا ذكر حرفا مكان حرف وغير المعنى إن أمكن الفصل بينهما بلا مشقة تفسد، وإلا يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد المعجمتين والصاد مع السين المهملتين والطاء مع التاء قال أكثرهم لا تفسد.

ان الله يحب الكافرين পড়লে নামায ফাসেদ হয়ে যায়

প্রশ্ন : একজন ইমাম সাহেব ফজরের নামাযে ভুলে ان الله يحب الكافرين পাঠ করে নামায শেষ করেন। নামায শেষে একজন আলেম বলেন, নামায হয়নি; নামায দ্বিতীয়বার পড়তে হবে। আরেকজন মুফতী সাহেব উঠে বলেন, নামায হয়ে গেছে এবং মুসল্লিগণকে বললেন, আপনাদের সামনে এমন হলে বলে দেবেন নামায হয়ে গেছে; কিন্তু সতর্কতা হলো দ্বিতীয়বার পড়ে নেওয়া। প্রশ্ন হলো, দুজনের মাঝে কার কথা সঠিক?

উত্তর : নামাযের মধ্যে কিরাত ভুল পড়ার কারণে কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পাল্টে গেলে নামায ফাসেদ হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ان الله يحب المقسطين এর

Scanned by CamScanner

স্থানে ان الله يحب الكافرين পড়ার দরুন নামায ফাসেদ হয়ে যাওয়ায় ওই নামায পুনরায় পড়া ফরয। (১৩/৯৩২)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٦٣١: فإن لم يكن مثله في القرآن والمعنى بعيد متغير تغيرا فاحشا يفسد أيضا-

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه)ص ٣٣٩ : فالأصل فيها عند الإمام ومحمد رحمهما الله تعالى تغير المعنى تغيرا فاحشا وعدمه للفسا وعدمه مطلقا سواء كان اللفظ موجودا في القرآن أو لم يكن وعندأبي يوسف رحمه الله إن كان اللفظ نظيره موجودا في القرآن لا تفسد مطلقا تغير المعنى تغيرا فاحشا أو لا وإن لم يكن موجودا في القرآن تفسد مطلقا ولا يعتبر الإعراب أصلا-

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ٢ / ٣٠٠ : سوال-ایک جگہ مسلمین کے بجائے مسرفین پڑھا گیا، اس سے نماز تو فاسد نہیں ہوئی؟

الجواب-یہ غلطی فاحش ہے نماز نہیں ہوئی لوٹانا ضروری ہے-

ভুল যখনই হোক অর্থের মারাত্মক পরিবর্তন হলে নামায হবে না

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব ভুলবশত কোনো নামাযে সূরায়ে বাকারার ان الصفا والمروة এ আয়াতের শেষাংশে ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم এর পরিবর্তে فاولئك هم الخاسرون পড়লেন। নামাযের কিরাত তিন আয়াত পরিমাণ অথবা একটি বড় আয়াত সমান হয়নি। এখন নামায সহীহ হবে কি না?
সাধারণত অর্থ পরিবর্তন হলে নামায নষ্ট হয়। কিন্তু কোনো ধরনের পরিবর্তন হলে নামায হয় না, তা বিস্তারিত জানালে খুশি ও উপকৃত হতাম। আর এমদাদুল ফতওয়ায় উল্লেখ আছে যে "ছোট তিন আয়াতের মধ্যে যদি এক আয়াত বা তার অংশ বিশেষ ছেড়ে দেয় আর অর্থ ঠিক না থাকে তাহলে নামায হবে না।" বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : কমপক্ষে ছোট তিন আয়াত তথা ৩০ হরফ বা তার সমপরিমাণ কোরআন তেলাওয়াত করা নামায শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত হওয়ায় ৩০ হরফের কম তেলাওয়াতে

Scanned by CamScanner

নামায দুরুস্ত হবে না। এটিই নির্ভরযোগ্য ফতওয়া, যা ইমদাদুল ফতওয়ায় পেশ... হয়েছে। যেসব ভুলের কারণে অর্থের পরিবর্তন ঘটে এবং নামায ফাসেদ হয়ে যায় এর সাথে ছোট তিন আয়াত ও বড় এক আয়াতের কোনো সম্পর্কই নেই। তিন আয়াত তেলাওয়াতের পরও যদি এমন ভুল পড়া হয়। যদ্দরুন অর্থের এমন পরিবর্তন ঘটে, যা নামায ভাঙার কারণ হয় তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। চাই তা তিন আয়াতের ভেতর হোক বা পরে হোক, সর্বাবস্থায় তার একই হুকুম। তবে কী ধরনের পরিবর্তনের দ্বারা নামায নষ্ট হবে, তা ভুলের বর্ণনা দিয়ে বিজ্ঞ আলেম থেকে জেনে নেবেন। যেমন-প্রশ্নকারীর বর্ণনা মতে, ইমাম সাহেব فان الله شاكر عليم এর স্থলে ওয়াকফ করার পর فاولئك هم الخاسرون পড়লে নামায নষ্ট হবে না। (১১/৪০/৩৪৩০)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/٦٣٣-٦٣٤ : (قوله كما لو بدل إلخ) هذا على أربعة أوجه لأن الكلمةالتي أتى بها، إما أن تغير المعنى أو لا، وعلى كل فإما أن تكون في القرآن أو لا، فإن غيرت أفسدت ... ... أما لو وقف ثم قال - لفي جنات - فلا تفسد، وإذا لم تغير لا تفسد.

ع কে ء ও ح কে ه পাঠকারীর পেছনে ইক্তিদা করা

প্রশ্ন : আমরা দুই বন্ধু এক মসজিদে মাগরিবের নামায পড়তে গেলাম, নামায শুরু হওয়ার কিছু পর আমার বন্ধু-ইমাম সাহেব অশুদ্ধ পড়ার দরুন নামায ছেড়ে দিল। ইমাম সাহেব কিরাতে ع ও ح র উচ্চারণে ء ও ه উচ্চারণ করেছেন। উল্লেখ্য, আমরা উভয়েই আলেম ছিলাম এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কিরাতও শুদ্ধ। প্রশ্ন হলো, উক্ত ইমামের পেছনে আমার ইক্তিদা সহীহ হয়েছে কি না? আমরা ইক্তিদা করার কারণে বাকি মুসল্লিদের নামাযে কোনো সমস্যা হবে কি না? এর জন্য আমি বা মুসল্লিরা গোনাহগার হবে কি? কোনো মসজিদে কোনো আলেম উপস্থিত হলে অশুদ্ধ পড়ুয়া ইমাম সাহেব স্বেচ্ছায় আলেমকে ইমামতির দায়িত্ব ন্যস্ত না করলে আলেমের করণীয় কী?

উত্তর : ইমাম সাহেবের এ ধরনের ভুলের কারণে ফুকাহায়ে মুতাআখখিরীনের নিকট নামায ফাসেদ হবে না। সুতরাং যদি কোনো সহীহ তেলাওয়াতকারী ব্যক্তি বর্ণিত ভুল তেলাওয়াতকারী ইমাম সাহেবের পেছনে ইক্তিদা করে, তাহলে তার নামায হয়ে যাবে

Scanned by CamScanner

এবং এমতাবস্থায় সহীহ তেলাওয়াতকারী ব্যক্তির জন্য জামাআত ছেড়ে দিয়ে পৃথকভাবে নামায পড়া উচিত নয়। (১২/৫২৬/৪০০২)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۱ / ٦٣١ : وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف، فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد، وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى. وبعضهم يعتبر عسر الفصل بين الحرفين وعدمه. وبعضهم قرب المخرج وعدمه، ولكن الفروع غير منضبطة على شيء من ذلك فالأولى الأخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ / ۳۲۹ : جو غلطیاں سوال میں ذکر کی گئی ہیں ان غلطیوں سے عند المتاخرین نماز فاسد نہیں ہوتی، پس اگر کوئی صحیح پڑھنے والا شخص مذکور فی السوال غلطیوں کے ساتھ پڑھنے والے امام کی اقتداء میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائیگی اس نماز کا اعادہ ضروری نہیں، اور نہ صحیح پڑھنے والے شخص کو ترک جماعت کر کے علیحدہ نماز پڑھنی چاہئے.

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۱/ ۳۳۵ : اس لئے انہوں نے ادلۂ شرعیہ کی حدود میں رہکر جس قدر گنجائش سہولت کی نکل سکتی تھی اس کے موافق فتوی دیا اور مسئلۂ زیر بحث کے متعلق یہ ضابطہ قرار دے دیا کہ حروف کی باہمی تبدیلی مطلقا مفسد نماز نہیں، خواہ اتحاد و قرب مخرج ہو یا نہ ہو اور معنی میں تغیر فاحش ہو یا نہ ہو۔

المفلحون এর স্থানে الكافرون পড়লে নামায হয় না

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব একদিন ফজরের নামাযে قدر مايجوز به الصلاة পড়ার পর اولئك هم المفلحون এর জায়গায় اولئك هم الكافرون পড়েছেন এবং সাহু সিজদাও করেননি। এখন জানার বিষয় হলো, যদি সাহু সিজদা দিতেন তাহলে নামায হতো কি না? এবং না দেওয়ায় কোনো সমস্যা হয়েছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মাস'আলায় অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তন হওয়ায় নামায নষ্ট হয়ে যাবে এবং নামায পুনরায় পড়তে হবে। (১৬/৫০/৬৪১১)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ /١١٨: أما إذا غير المعنى بأن قرأ إن الأبرار لفى جحيم وإن الفجار لفى نعيم ... ... تفسد صلاته عند عامة علمائنا هو الصحيح۔

📖 الفتاى التاتارخانية (زكريا) ١ / ١٤٠ : وفى الظهيرية : ومن قرأ فى صلاته مكان قوله "أولئك اصحاب الجنة" "اولئك اصحاب النار" أو قرأ "ان الكافرين فى جنات نعيم" مكان "المتقين" أو قرأ "ألا ان حزب الله هم الكافرون "مكان "المفلحون" تفسد صلاته عند ابى حنيفة و محمد رحمهما الله۔

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبہ دارالعلوم) ۴ /۷۵: سوال-اگرامام تین آیت سے زیادہ پڑھ کر غلطی فاحش مفسد صلاۃ کرے تونماز فاسد ہوگی یانہیں؟

جواب- غلطی مفسد صلاۃ نماز میں کسی وقت بھی ہو نماز فاسد ہو جاتی ہے البتہ اگراس غلطی کولوٹا کر صحیح کرلیوے اور صحیح پڑھ لیوے تونماز ہو جائے گی۔

আক্ষরিক, শাব্দিক ও হরকতসংক্রান্ত কিছু ভুলের হুকুম

প্রশ্ন : কোনো ইমাম সাহেব যদি নামাযে কিরাতের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভুল পড়ে, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে নামায নষ্ট হবে কি না এবং এর ফলে নামায দ্বিতীয়বার পড়তে হবে কি না? ভুলসমূহ :

১. اياك نعبد এর স্থলে اياك نبد

২. بل الانسان على نفسه بصيرة এর স্থলে بصيرًا

৩. ولو ألقى معاذيرة এর স্থলে معاذيرًا

৪. সূরা ক্বাফ শুরু থেকে পড়তে পড়তে كذبت قبلهم قومُ نوح এর স্থলে قومَ نوح পড়ে এবং واصحٰب الرس وثمود বাদ দিয়ে واصحٰب الايكة وقوم تبع এর জায়গায় قومُ قومَ تُبَّعٍ পড়ে।

Scanned by CamScanner

৫. সূরা বাকারার ১৫৭ নং আয়াতে والئك هم المهتدون এর স্থলে والئك هم الخاسرون পড়ে।

৬. সূরা জুমু'আর وتركوك قائمًا এর স্থলে وتركوك قائمة পড়ে। উল্লিখিত সমস্যার শরীয়তসম্মত সমাধান জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী ইমামের নিয়োগ দেওয়া মসজিদ কমিটির ঈমানী দায়িত্ব। যদি কোনো ইমাম বাস্তবে এরূপ ভুল তেলাওয়াত করে, যার দরুন অর্থের মারাত্মক পরিবর্তন ঘটে তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। প্রশ্নে বর্ণিত পঞ্চম সূরতে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। এ ছাড়া অন্য ভুলগুলো যদিও নামায ফাসেদ হয়ে যাওয়ার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা সত্ত্বেও এরূপ ভুল তেলাওয়াতকারী ইমামের পেছনে নামায পড়াও ঠিক হবে না, বরং এর দ্বারা ইমাম সাহেব গোনাহগার হবে। তাই ইমাম সাহেবের জন্য বিশুদ্ধ তেলাওয়াত একান্ত অপরিহার্য। (১০/১০১/২৯৭৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٧٩ : (ومنها) ذكر حرف مكان حرف إن ذكر حرفا مكان حرف ولم يغير المعنى بأن قرأ إن المسلمون إن الظالمون وما أشبه ذلك لم تفسد صلاته وإن غير المعنى فإن أمكن الفصل بين الحرفين من غير مشقة كالطاء مع الصاد فقرأ الطالحات مكان الصالحات تفسد صلاته عند الكل وإن كان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء اختلف المشايخ قال أكثرهم لا تفسد صلاته. هكذا في فتاوى قاضي خان. وكثير من المشايخ أفتوا به.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٦٣١ : وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني، فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب. قال قاضي خان: وما قال المتأخرون أوسع، وما قاله المتقدمون أحوط؛ وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف، فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد، وإن لم يمكن

Scanned by CamScanner

إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى.

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۱ / ۳۳۶ : عوام جو مخارج اور صفات سے واقف نہیں بوجہ ناواقفیت یا عدم التمیز کے اگران کی زبان سے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نکل جائے (خواہ کوئی حرف ہو) اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے وہی حرف نکالا ہے جو قرآن شریف میں ہے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی (حسب ضابطہ متأخرین) اور جو شخص واقف ہے اور صحیح حرف نکالنے پر قادر بالفعل ہے اور پھر بھی جان بوجھ کر یا بے پروائی سے غلط حرف نکالتا ہے تو جس جگہ معنی میں تغیر فاحش پیدا ہو جائیگا حسب ضابطہ متقدمین اس کی نماز فاسد قرار دی جائے گی۔

ج এর স্থলে ز পড়লে নামায হবে

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব নামাযের কিরাত পড়তে গিয়ে সূরা নূহ-এর আয়াত فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا এর স্থলে ভুলক্রমে فلم يزدوا অর্থাৎ ج এর জায়গায় ز পড়ে ফেলল। শরয়ী দৃষ্টিকোণে তার নামাযের ক্ষতি হবে কি না? হলে নামায পুনরায় পড়তে হবে কি না? পড়তে হলে ওই ওয়াক্তের মুসল্লিদেরকে একত্রিত করা কিভাবে সম্ভব?

উত্তর : উল্লিখিত পদ্ধতিতে ইমাম সাহেব অনিচ্ছাকৃত ভুলে فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا এর স্থলে فلم يزدوا পড়ার দ্বারা নামায নষ্ট হয়নি। তবে ইমামের জন্য ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। (১০/৩৩৫/৩১২৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٧٩ : ذكر حرف مكان حرف إن ذكر حرفا مكان حرف ولم يغير المعنى بأن قرأ إن المسلمون إن الظالمون وما أشبه ذلك لم تفسد صلاته وإن غير المعنى فإن أمكن الفصل بين الحرفين من غير مشقة كالطاء مع الصاد فقرأ الطالحات مكان الصالحات تفسد صلاته عند الكل وإن كان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد

Scanned by CamScanner

مع السين والطاء مع التاء اختلف المشايخ قال أكثرهم لا تفسد صلاته. هكذا في فتاوى قاضي خان.

وكثير من المشايخ أفتوا به قال القاضي الإمام أبو الحسن والقاضي الإمام أبو عاصم: إن تعمد فسدت وإن جرى على لسانه أو كان لا يعرف التميز لا تفسد وهو أعدل الأقاويل والمختار هكذا في الوجيز للكردري ومن لا يحسن بعض الحروف ينبغي أن يجهد.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ / ۳۰۰ : اگر 'س' اور 'ص' میں امتیاز کر سکتا ہے اور قصدا جان بوجھ کر ایک کی جگہ دوسرا حرف پڑھا تو نماز فاسد ہو جائیگی اور سبقت لسانی سے بلا اختیار پڑھ گیا یا وہ امتیاز نہیں کر سکتا تو نماز فاسد نہ ہو گی۔

يكذبون جزاء بما كانوا يعملون এর স্থলে পড়া

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব ফজরের নামাযের কিরাতে সূরা ওয়াক্বিয়াহ পাঠ করলে جزاء بما كانوا يعملون এর স্থলে ভুলবশত جزاء بما كانوا يكذبون পড়ে নেয়। সে তখন বুঝতে পারে যে আমি উক্ত আয়াত ভুল পড়ছি, কিন্তু সঠিক আয়াত তার স্মরণ না আসা এবং মুক্তাদীদের মধ্যে কেউ লোকমা না দেওয়ায় স্মরণ হওয়ার আশায় বারবার উক্ত ভুল আয়াতটি দোহারাচ্ছিল। এমতাবস্থায় উক্ত ইমাম সাহেব ওই ভুল পড়েই সামনে না পড়ে রুকুতে চলে গেল এবং নামায সংশোধন করার জন্য সিজদা সাহু করল। জানার বিষয় হলো, এমতাবস্থায় ইমাম ও মুক্তাদীদের নামায হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত আয়াত جزاء بما كانو يعملون এর স্থলে جزاء بما كانوا يكذبون কে পূর্বের আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া হলে এবং শুদ্ধ না করে সামনে পড়লে নামায ভেঙে যাবে। তবে পূর্বের আয়াত থেকে পৃথক করে পড়া হলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। (৯/২৩০/২৫৭৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨٠ : (ومنها ذكر آية مكان آية) لو ذكر آية مكان آية إن وقف وقفا تاما ثم ابتدأ بآية أخرى أو ببعض آية لا تفسد كما لو قرأ {والعصر- إن الإنسان} ثم قال {إن الأبرار لفي نعيم}، أو قرأ {والتين} إلى قوله {وهذا البلد الأمين} ووقف ثم

Scanned by CamScanner

قرأ {لقد خلقنا الإنسان في كبد} أو قرأ {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات} ووقف ثم قال {أولئك هم شر البرية} لا تفسد. أما إذا لم يقف ووصل - إن لم يغير المعنى - نحو أن يقرأ {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات} فلهم جزاء الحسنى مكان قوله {كانت لهم جنات الفردوس نزلا} لا تفسد. أما إذا غير المعنى بأن قرأ " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب " إلى قوله " خالدين فيها أولئك هم خير البرية " تفسد عند عامة علمائنا وهو الصحيح. هكذا في الخلاصة.

ذ، ج، ت، ط، س، ص এর উচ্চারণে পার্থক্যে অক্ষমের ইমামত

প্রশ্ন : কোনো ইমাম ص কে س-এর মতো, ط কে ت-এর মতো, ض কে ظ-এর মতো, ج কে ذ-এর মতো পড়লে এবং مد طبعى ছেড়ে দিলে তার পেছনে নামায হবে কি না? উপরোল্লিখিত হরফগুলো কোথাও কোথাও ঠিক আর কোথাও কোথাও ভুল হলে লোকমা দেওয়া যাবে কি না? এ ক্ষেত্রে তারাবীহ ও ফরয উভয়ের মাঝে বিধানগত কোনো পার্থক্য আছে কি? উদাহরণস্বরূপ ইমাম সাহেব দশটি হরফ সহীহ পড়ল আর দু-একটি ভুল পড়ল–এমতাবস্থায় কোনো মুক্তাদী লোকমা দিলে তা তা'লীমের পর্যায়ে পড়বে কি না? যদি তা'লীম হয় তাহলে নামায ভঙ্গ হবে কি না এবং ইমাম লোকমা গ্রহণ করলে ইমামের নামায ভঙ্গ হবে কি না? দলিলসহ বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : ইমামতির জন্য বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী এবং নামায সম্পর্কীয় মাসায়েল সম্বন্ধে অবগত ইমামের নিয়োগ অত্যাবশ্যকীয়। মুসল্লিদের মধ্যে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী ব্যক্তি থাকাবস্থায় অমনযোগী হওয়ার কারণে যে ইমাম মাখরাজ থেকে সহীহ হরফ আদায় করে না কিংবা আদায় করতে পারে না এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো উচিত নয়। তবে প্রশ্নে বর্ণিত শব্দদ্বয়ের পরিবর্তনে যদি অর্থের পরিবর্তন না হয়, সে ক্ষেত্রে নামায আদায় হলেও ইমাম অশুদ্ধ কোরআন পড়ার কারণে গোনাহগার হবেন। অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী ইমামকে লোকমা দিলেও শুদ্ধ পড়তে পারবে না, তাই ওই কাজ নামাযের বাইরে করবে। (৮/৫১/২০০৪)

Scanned by CamScanner

كابن مقاتل

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٦٣١ : وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني، فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب. قال قاضي خان: وما قال المتأخرون أوسع، وما قاله المتقدمون أحوط؛ وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف، فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد، وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى.

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ١ / ٣٣٦ : عوام جو مخارج اور صفات سے واقف نہیں بوجہ ناواقفیت یا عدم التمیز کے اگر ان کی زبان سے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نکل جائے (خواہ کوئی حرف ہو) اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے وہی حرف نکالا ہے جو قرآن شریف میں ہے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی (حسب ضابطہ متأخرین) اور جو شخص واقف ہے اور صحیح حرف نکالنے پر قادر بالفعل ہے اور پھر بھی جان بوجھ کر یا بے پروائی سے غلط حرف نکالتا ہے تو جس جگہ معنی میں تغیر فاحش پیدا ہو جائیگا حسب ضابطہ متقدمین اس کی نماز فاسد قرار دی جائیگی۔

واذ انقلبوا الى اهلهم এর স্থলে الى ربهم পড়া

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব নামাযে কিরাত পাঠ করতে গিয়ে واذ انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين এর স্থলে واذ انقلبوا الى ربهم انقلبوا فكهين পড়ে ফেলে। উক্ত নামাযের হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : উল্লিখিত বিবরণ মতে ইমাম সাহেবের নামাযে তেলাওয়াতকৃত আয়াতের অর্থ সম্পূর্ণ রূপে পাল্টে যাওয়ায় ইমাম সাহেব ও মুক্তাদী সকলের নামায নষ্ট হয়ে গেছে। উক্ত নামায পুনরায় পড়ে নিতে হবে। (৭/৬৮৫/১৮৩২)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٢٣ : وإن كان اختلافا متباعدا، نحو أن يختم آية الرحمة بآية العذاب أو آية العذاب بآية الرحمة أو أراد أن يقرأ {الشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} يجري على لسانه الرحمن يعدكم الفقر؛ فعلى قول أبي حنيفة ومحمد تفسد صلاته.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٦٠ : (ومنها) ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل ... ... وإن لم تكن تلك الكلمة في القرآن ولا تتقاربان في المعنى تفسد صلاته بلا خلاف إذا لم تكن تلك الكلمة تسبيحا ولا تحميدا ولا ذكرا.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١/ ٦٣٣ : (قوله كما لو بدل إلخ) هذا على أربعة أوجه لأن الكلمة التي أتى بها، إما أن تغير المعنى أو لا، وعلى كل فإما أن تكون في القرآن أو لا، فإن غيرت أفسدت لكن اتفاقا في نحو فلعنة الله على الموحدين وعلى الصحيح في مثال الشارح لوجوده في القرآن، وقيد الفساد في الفتح وغيره بما إذا لم يقف وقفا تاما، أما لو وقف ثم قال - لفي جنات - فلا تفسد، وإذا لم تغير لا تفسد.

قُلُوبَهُمْ এর মধ্যে যবরের স্থানে পেশ দিয়ে পড়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মাগরিবের নামাযে সূরায়ে হুজুরাতের আয়াত أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ এ আয়াতের قلوبهم এর ب–র মধ্যে যবরের জায়গায় পেশ দিয়ে পড়েন। পরে একেক করে সবাই যার যার কাজে চলে যায়। এমন সময় জনৈক আলেম বলেন যে নামায হয়নি, দোহরাতে হবে। অন্য একজন ব্যক্তি বলেন, দোহরাতে হবে না। কারণ

Scanned by CamScanner

হযরত ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, এ ধরনের পড়াতে নামায নষ্ট হয় না। উক্ত মাস'আলার সমাধান কী হবে?

উত্তর : যের, যবর ও পেশের পরিবর্তনের দ্বারা বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে নামায ভেঙে গেলেও সব ক্ষেত্রে ভাঙার ফতওয়া দেওয়া যায় না। প্রশ্নে উল্লিখিত قلوبهم-এ যবর-এর পরিবর্তে পেশ পড়াতে নামায নষ্ট হয়নি, তাই দোহরাতেও হবে না। তবে ইচ্ছাকৃত এ রকম পড়লে গোনাহ হবে। (৭/৯০৮/১৯৩৮)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٦٣١ : فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهما، فهذه قواعد الأئمة المتقدمين. وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني، فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا.

ص কে س, ث কে ص উচ্চারণ ও অক্ষর বাড়িয়ে পাঠকারীর ইমামতি

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব নামায আদায়কালীন কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে নিম্নে বর্ণিত শব্দসমূহ যেমন– يكذب-এর স্থলে يكذبوا, كفوا احد-এর স্থলে كفووا احد, الله الصمد-এর স্থলে الله السمد, فاصدع-এর স্থলে فاسدأ, وتلك الامثال-এর স্থলে وتلك الامصال পড়ে। মুসল্লিদের মধ্যে কিছু লোক ইমাম সাহেবের উক্ত শব্দগুলো ভুল পড়ার বিষয়ে অবহিত হন, কিন্তু সাহস করে কিছুই বলতে পারেননি। তন্মধ্যে একজন মুসল্লি সাহস করে ইমাম সাহেবকে শব্দগুলো সংশোধন করার জন্য মিনতির সাথে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি শব্দগুলো সংশোধন না করে অনুরূপভাবেই নামায পড়িয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে মুসল্লিরা নিরুপায় হয়ে ইমাম সাহেবকে শব্দগুলো সংশোধন করার জন্য বারবার তাগিদ করতে থাকেন। মুসল্লি ইমাম সাহেবকে যতবারই ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন এবং সংশোধনের জন্য বলেছেন ততবারই তিনি বলেছেন যে এটা আমার অসর্তকতার দরূন হয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি নামায পড়ানো অব্যাহত রাখলে শরীয়তের দৃষ্টিতে নামাযের কী হবে? এবং উক্ত ইমাম সাহেবের ইমামতি করা জায়েয হবে কি না এবং তাঁর পেছনে ইক্তিদা জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী সহীহ-শুদ্ধ কিরাত হওয়া ইমামতের মহান দায়িত্বের জন্য অন্যতম শর্ত। নামায শুদ্ধ হওয়াও কিরাত সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রশ্নের বিবরণে ইমাম সাহেবের অশুদ্ধ ও ভুল পড়ার যে কটি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী আলেমের যাচাই-বাছাইয়ের পর বাস্তবে তাই প্রমাণিত হলে উক্ত ইমামের পেছনে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীদের ইক্তিদা জায়েয হবে না। (৬/৪৮৯/১৩১৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨٦ : ولا يجوز إمامة الألثغ الذي لا يقدر على التكلم ببعض الحروف إلا لمثله إذا لم يكن في القوم من يقدر على التكلم بتلك الحروف فأما إذا كان في القوم من يقدر على التكلم بها فسدت صلاته وصلاة القوم.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٣ / ١٢٤ : سوال—جو شخص قرآن شریف کے الفاظ میں بوجہ بے علمی کے تمیز نہیں کر سکتا اور الف وع وت وط وغیرہ میں فرق نہیں کر سکتا اور اعراب بھی باقاعدہ نہ پڑھ سکے اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟
الجواب—اس کے پیچھے نماز صحیح پڑھنے والوں کی درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

باب الجماعة

পরিচ্ছেদ : নামাযের জামাআত

কখন শরীক হলে তাকবীরে উলার ফজীলত পাবে

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলেন, ইমাম সাহেবের তাকবীরের সাথে সাথে মুক্তাদী আল্লাহু আকবার বলে নামাযে শরীক হবে এবং ইমাম সাহেব সূরা ফাতেহা শুরু করার আগেই মুক্তাদীর জন্য ছানা পড়ে শেষ করতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, ইমাম সাহেবের সূরা ফাতেহা শেষ করার আগেই মুক্তাদী যদি তাকবীরে তাহরীমা বাঁধে তবুও সে তাকবীরে উলা পেল। আবার কেউ কেউ বলেন, ইমাম সাহেব প্রথম রাক'আতের রুকুতে যাওয়ার আগেও যদি কোনো মুক্তাদী এসে তাকবীরে তাহরীমা বলে নামাযে শরীক হলো সেও তাকবীরে উলা পেল। এখন প্রশ্ন হলো, 'ফাজায়েলে নামায' নামক কিতাবে ৪০ দিন তাকবীরে উলার সাথে নামায আদায় করতে পারলে যে ফজীলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে ওই তাকবীরে উলাটির শরীয়তসম্মত সহীহ সংজ্ঞাটি কী? দলিলসহ জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : তাকবীরে উলার সংজ্ঞা সম্পর্কে হাদীস ও ফিকাহবিদগণ প্রশ্নে বর্ণিত সকল মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহবিদগণ আপনার উল্লিখিত সর্বশেষ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (৪/৩০৪/৬৯৮)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٠٠ : ثم اختلفوا في وقت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح، ذكر شيخ الإسلام اختلافا بين أبي حنيفة وصاحبيه، فقال على قول أبي حنيفة: إذا كبر مقارنا لتكبير الإمام، فيصير مدركا فضيلة تكبيرة الافتتاح، وما لا فلا، وعندهما إذا أدرك الإمام في الثناء وكبر يصير مدركا فضيلة تكبيرة الافتتاح وما لا فلا.

وذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار رحمه الله أن شداد بن الحكيم كان يقول: إن كان الرجل حاضرا وأراد أن يدرك فضيلة تكبيرة الافتتاح ينبغي أن يشرع قبل قراءة سبع آيات، وقال بعضهم: إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى يصير مدركا فضيلة تكبيرة الافتتاح، وهذا أوسع بالناس والله أعلم.

Scanned by CamScanner

📖 معارف السنن (سعيد) ٢/ ٣٤٦ : يدرك فضيلة الافتتاح من أدرك الركعة عند أبي حنيفة، هذا هو الذى صححه ابن عابدين عن التتارخانية ... ... فيمتد فضيلة التحريمة الى الركوع-

মসজিদ বা বারান্দায় সানী জামাআত

প্রশ্ন : জামাআত না পেলে জামে মসজিদে সানী জামাআত করে নামায পড়া উত্তম, নাকি একা একা পড়া? তিনজন মসজিদের বারান্দায় জামাআতসহ নামায আদায় করলে গোনাহ থেকে বাঁচবে? নাকি ২-৩ জন হলেও জামে মসজিদে সানী জামাআত না করে একাকীই পড়ে নেবে?

উত্তর : যে মসজিদে ইমাম-মুয়াজ্জিন এবং নামাযী নির্ধারিত, সেখানে মহল্লাবাসী আযানসহ একবার জামাআত করে নিলে দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত জামে মসজিদে সানী জামাআত না করে একাকী নামায আদায় করে নেবে। তবে বারান্দা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার নিয়্যাতে নির্মাণ করলে সেখানে বা মসজিদ থেকে ভিন্ন কোনো স্থানে সানী জামাআত করার অনুমতি আছে। (১৯/৮৩/৮০০২)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٥/ ٣٥ (٤٦٠١) : عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلى بهم».

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ١/ ١٣٥ : قال (وإذا دخل القوم مسجدا قد صلى فيه أهله كرهت لهم أن يصلوا جماعة بأذان وإقامة ولكنهم يصلون وحدانا بغير أذان ولا إقامة) لحديث الحسن قال كانت الصحابة إذا فاتتهم الجماعة فمنهم من اتبع الجماعات ومنهم من صلى في مسجده بغير أذان ولا إقامة-

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٥٢ : (قوله ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي (قوله بأذان وإقامة إلخ) عبارته في الخزائن: أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد

Scanned by CamScanner

لو أهله محلة بأذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله، لو أهله لكن بمخافتة الأذان، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا؛ كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا، فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضي خان اهـ ونحوه في الدرر، والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨٣ : المسجد إذا كان له إمام معلوم وجماعة معلومة في محله فصلى أهله فيه بالجماعة لا يباح تكرارها فيه بأذان ثان أما إذا صلوا بغير أذان يباح إجماعا وكذا في مسجد قارعة الطريق.

একই স্থানে একই সময় একাধিক জামাআত

প্রশ্ন : এক স্থানে একই সময় একাধিক জামাআত করা জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয হয় তবে জামাআতের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ার গোনাহ হবে কি না? আর যদি জায়েয না হয় তবে ইজতিমার মাঠে একাধিক জামাআত হয়, তার সমাধান কী?

উত্তর : জামাআতের গুরুত্ব কমে যাওয়ার ভয়ে একাধিক বা ভিন্ন ভিন্ন জামাআত শরীয়তের দৃষ্টিতে মাকরূহ ওই সময় হবে, যখন তা মহল্লার মসজিদে নির্ধারিত ইমাম ও মুসল্লিদের মাধ্যমে গুরুত্ব ও পাবন্দির সাথে জামাআত হওয়া সত্ত্বেও করা হয়। ইজতিমার মাঠ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তা ছাড়া অনেক সময় মুসল্লিদের অবস্থাও তেমন স্থিতিশীল থাকে না, তাই প্রয়োজনে ইজতিমার ময়দানে একাধিক বা ভিন্ন ভিন্ন জামাআত করা মাকরূহ হবে না। (১৩/৮০৬/৫৪২১)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٥٢ : (قوله بأذان وإقامة إلخ) عبارته في الخزائن: أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله، لو أهله لكن بمخافتة الأذان، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد

Scanned by CamScanner

طريق جاز إجماعا، كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٥ : مسجد ليس له مؤذن وإمام معلوم يصلي فيه الناس فوجا فوجا بجماعة فالأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة.

সানী জামাআতের ইকামত মাকরূহ

প্রশ্ন : কোনো মসজিদে জামাআত হয়ে যাওয়ার পর যদি দ্বিতীয় জামাআত হয় বা একাকী কেউ নামায পড়ে তাহলে পুনরায় ইকামত দিতে হবে কি না?

উত্তর : যে মসজিদে নির্দিষ্ট ইমাম-মুয়াজ্জিনের উপস্থিতিতে সময়মতো জামাআতে নামায আদায় করা হয়। ওই মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ। তা সত্ত্বেও যদি কেউ জামাআত করে অথবা একাকী নামায আদায় করে তাহলে উভয় অবস্থায় ইকামত ছাড়া নামায পড়বে। ইকামত দেওয়া মাকরূহ হবে। (৬/৪০৫/১২৫১)

📖 رد المحتار(ايج ايم سعيد) ١ / ٣٩٥ : (بخلاف مصل) ولو بجماعة (وفي بيته بمصر) أو قرية لها مسجد؛ فلا يكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه (أو) مصل (في مسجد بعد صلاة جماعة فيه) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك جوهرة .

📖 مجموعة الفتاوى (سعيد) ١ / ٢٩٨ : اور محلہ کی مسجد میں تکرار جماعت مع اذان واقامت کے مکروہ ہے.

স্থান পরিবর্তন করে মসজিদ সানী জামাআত

প্রশ্ন : জামে মসজিদে যেখানে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট আছে এবং নির্ধারিত সময়ে জামাআতও হয়, এমন মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করা জায়েয কি না? কেউ কেউ বলেন যে দ্বিতীয় ইমাম যদি প্রথম ইমামের জায়গা থেকে সরে দাঁড়ান তাহলে জায়েয

Scanned by CamScanner

হবে। জনৈক আলেম বলেন যে জামে মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত জায়েয আছে এবং তিনি হাদীস থেকে প্রমাণ দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষে কিছু হানাফী আলেমও আছেন। আর কিছু আলেম বলেন যে জামে মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত জায়েয নেই। সঠিক বিধান প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : যে মসজিদে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট আছে এবং নির্ধারিত সময়ে জামাআত অনুষ্ঠিত হয়, সে রকম মসজিদে স্থানীয় মুসল্লিদের জন্য প্রথম জামাআতের স্থানে দ্বিতীয় জামাআত করা হাদীস শরীফের বর্ণনা ও ফিকাহবিদগণের সম্মিলিত মতানুযায়ী মাকরূহ। আর প্রথম জামাআতের স্থান পরিবর্তন করলে দ্বিতীয় জামাআত সহীহ হয় বলে ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.)-এর একটি মত থাকলেও ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত ও হানাফী মাযহাবের নীতিমালা অনুযায়ী তাও মাকরূহ। (৬/৪৩২/১২৭৩)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٥/ ٣٥ (٤٦٠١) : عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلى بهم».

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ١٥٣ : ولو صلى في مسجد بأذان وإقامة هل يكره أن يؤذن ويقام فيه ثانيا؟ فهذا لا يخلو من أحد وجهين: إما أن كان مسجدا له أهل معلوم، أو لم يكن: فإن كان له أهل معلوم: فإن صلى فيه غير أهله بأذان وإقامة لا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة، أو بعض أهله يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وعند الشافعي لا يكره وإن كان مسجدا ليس له أهل معلوم بأن كان على شوارع الطريق - لا يكره تكرار الأذان والإقامة فيه، وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى وهي أن تكرار الجماعة في مسجد واحد هل يكره؟ فهو على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٥٢ : (قوله ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي (قوله بأذان وإقامة إلخ) عبارته في

Scanned by CamScanner

الخزائن: أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله، لو أهله لكن بمخافتة الأذان، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا؛ كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا، فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضي خان اهـ ونحوه في الدرر، والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع، وبالأذان الثاني احترازا عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا. اهـ ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه: ولنا «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى» ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم. وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق اهـ ومثله في البدائع وغيرها، ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان؛ ويؤيده ما في الظهيرية: لو دخل جماعة المسجد بعد ما صلى فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية اهـ وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۷ / ۱۱۹ : حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ایک روایت میں مکروہ نہ ہوگی۔ مگر ظاہر الروایۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقا مکروہ ہے البتہ بتبدیل ہیئت اور بلا تبدیل ہیئت میں تنزیہی و تحریمی کا فرق ہو جائے گا۔

Scanned by CamScanner

মসজিদে মুসাফিরের সানী জামাআত

প্রশ্ন : কোনো ধরনের মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত জায়েয এবং কী কারণে জায়েয? দ্বিতীয় জামাআতের ব্যাপারে মুসাফির এবং মুকীমের হুকুম একই না মুসাফির প্রত্যেক মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করতে পারবে?

উত্তর : ইমাম-মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট থাকলে সে মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত মাকরূহ। মুসাফির এবং মুকীম উভয়ের একই হুকুম। (১৮/৯৫৭/৭৯২৯)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٥٢ : ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن.

📖 احکام سفر ص ۱۴ : سوال-کیا مسافریں جماعت ثانیہ کر سکتے ہیں؟ جواب-مسافروں کی جماعت کسی ایسی مسجد میں پہونچی کہ اس میں امام ومؤذن متعین ہو اور با قاعدہ جماعت ہو چکی ہو تو ان کے لئے بھی جماعت ثانیہ درست نہیں بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔

কোন ধরনের মসজিদে সানী জামাআত বৈধ

প্রশ্ন : কোন কোন মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করা যায় এবং কোন কোন মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করা যায় না?

উত্তর : যে সকল মসজিদে ইমাম-মুয়াজ্জিন নির্ধারিত নেই, সেখানে আযান ইকামতসহ জামাআত হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় জামাআত করার অনুমতি আছে, অন্যথায় অনুমতি নেই। (১৬/৪/৬৩৬৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٣٩٦ : ما قاله الإمام الحلواني مبني على ما كان في زمن السلف من صلاة الجماعة مرة واحدة وعدم تكرارها كما هو في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وزمن الخلفاء بعده، وقد علمت أن تكرارها مكروه في ظاهر الرواية.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨٣ : المسجد إذا كان له إمام معلوم وجماعة معلومة في محله فصلى أهله فيه بالجماعة لا يباح تكرارها فيه بأذان ثان أما إذا صلوا بغير أذان يباح إجماعا وكذا في مسجد قارعة الطريق.

গ্রামের মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামটি একটি ছোট গ্রাম, গ্রামের মসজিদে নামাযে অল্পসংখ্যক লোক আসে, সেখানে ইমাম-মুয়াজ্জিন নির্ধারিত। যদি জামাআত শেষ হওয়ার পর ৪-৫ জন লোক জমা হয়, তাহলে তারা কি জামাআতে নামায আদায় করতে পারবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় এলাকাবাসী জামাআত আদায় করার পর ৪-৫ জন লোক এলে তাদের জন্য উক্ত মসজিদের যেকোনো অংশে দ্বিতীয় জামাআত করা নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী মাকরূহ। তাই মসজিদের কোনো অংশে দ্বিতীয় জামাআত না করে মসজিদের বাইরে সম্ভব হলে জামাআত করে নেবে। (১৯/৫৩/৮০১৪)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٥٢ : ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٥٢ : مطلب في تكرار الجماعة في المسجد (قوله ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي (قوله بأذان وإقامة إلخ) عبارته في الخزائن: أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة -

📖 غنية المتملى (سهيل اكيڈيمى) صد ٦١٤ : اما لوكان له امام و مؤذن معلوم فيكره تكرار الجماعة فيه بأذان وإقامة .

Scanned by CamScanner

যে মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত বৈধ ১৯/৪৬৮/৮২৬৮

প্রশ্ন : মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করার হুকুম কী? ইমাম-মুয়াজ্জিন নির্ধারিত থাকা না থাকার ক্ষেত্রে মাসআলা বা হুকুমের মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : ইমাম-মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট আছে, এ রকম মসজিদে নির্দিষ্ট সময়ে জামাআত আদায় হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ। নির্দিষ্ট ইমাম-মুয়াজ্জিন না থাকলে মাকরূহ হবে না।

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٥٣ : ولنا «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى» ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم.

📖 فيه أيضا ١/ ٥٥٣ : ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان؛ ويؤيده ما في الظهيرية: ... ... وروي عن أنس " أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى ".

📖 الفتاوى السراجية (ايچ ايم سعيد) صـ ١٥ : لا بأس بتكرار الجماعة فى مسجد على قارع الطريق ليس له امام ومؤذن .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۷ / ۱۱۹ : حضرت امام ابویوسف کے نزدیک ایک روایت میں مکروہ نہ ہوگی۔ مگر ظاہر الروایۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقا مکروہ ہے البتہ بتبدیل ہیئت اور بلا تبدیل ہیئت میں تنزیہی و تحریمی کا فرق ہو جائے گا۔

Scanned by CamScanner

সানী জামাআত কোথায় মাকরূহে তাহরীমী বা তানযীহী

প্রশ্ন : সানী জামাআত কোন ধরনের মসজিদে মাকরূহ এবং কোন ধরনের মসজিদে মাকরূহ নয় এবং মাকরূহে তাহরীমী না তানযীহী?

উত্তর : যে সমস্ত মসজিদে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট আছে এবং আযান ও ইকামতের সাথে নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা হয় ওই সমস্ত মসজিদে নতুন আযান-ইকামতসহ সানী জামাআত মাকরূহে তাহরীমী। পক্ষান্তরে নতুন আযান ইকামত ছাড়া মেহরাব ছেড়ে মসজিদের অন্য অংশে মাকরূহে তানযীহী হবে। আর যে সমস্ত মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট নয় ওই সমস্ত মসজিদে সানী জামাআত মাকরূহ হবে না। (১৯/৫৬৭/৮৩১৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٥٢ : ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٥٢ : (قوله ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي (قوله بأذان وإقامة إلخ) عبارته في الخزائن: أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله، لو أهله لكن بمخافتة الأذان، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا؛ كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا، فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضي خان اهـ ونحوه في الدرر، والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع، وبالأذان الثاني احترازا عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا. اهـ ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه: ولنا «أنه - عليه الصلاة

Scanned by CamScanner

والسلام - كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى» ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم. وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق.

সানী জামাআতে শরীক হলে জামাআতের সাওয়াব হবে না

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি সানী জামাআত চলাকালীন মসজিদে আসে, তখন সানী জামাআত মাকরূহ হওয়ায় সে একাকী নামায পড়ে নেবে, নাকি জামাআতে শরীক হবে? আর সানী জামাআতে জামাআতের সাওয়াব পাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি সানী জামাআতে শরীক না হয়ে একাকী নামায পড়াই উত্তম। আর শরীক হলে জামাআতের সাওয়াব পাবে না। (১৯/৫৬৭/৮৩১৮)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٥/ ٣٥ (٤٦٠١) : عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلى بهم».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٣٩٥ : (قوله: وتكرار الجماعة) لما روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من بيته ليصلح بين الأنصار فرجع وقد صلى في المسجد بجماعة، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة» ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه. وروي عن أنس " أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى " ولأن التكرار يؤدي

Scanned by CamScanner

إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون فتكثر وإلا تأخروا. اهـ بدائع. وحينئذ فلو دخل جماعة المسجد بعد ما صلى أهله فيه فإنهم يصلون وحدانا.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص۳۵۴ : جواب– مسجد محلہ میں دوسری جماعت مکروہ ہے ثواب جماعت کا اس میں نہیں ملتا.

মসজিদের প্রকারভেদে সানী জামাআতের হুকুম

প্রশ্ন :

১. মহল্লার মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করা জায়েয কি না?

২. মহল্লার মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করার ব্যাপারে কোরআন-হাদীস, সাহাবা বা তাবেঈনের কোনো উক্তি আছে কি না? থাকলে সে উক্তির প্রেক্ষিতে জামাআত কায়েম করা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

৩. দ্বিতীয় জামাআতের ক্ষেত্রে ইমামদের মতভেদ আছে কি? থাকলে কার উক্তি গ্রহণযোগ্য এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত কী?

৪. জনৈক ব্যক্তি মসজিদে বলেন, "কোনো জুমু'আ বা মহল্লার মসজিদ যেখানে নির্দিষ্ট ইমাম আছেন মহল্লাবাসী সময়মতো জামাআত করার পর সেই মসজিদের ভেতরে দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ।" তাঁর এই উক্তি কতটুকু সঠিক? উল্লেখ্য, এ বিষয়ে ওই ব্যক্তির সাথে কয়েকজন আলেমের মতভেদ সৃষ্টি হয়, তারপর ওই আলেমগণ উল্লিখিত সুরতে দ্বিতীয় জামাআত সম্পূর্ণ জায়েয বলে ফাতওয়া দেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা একটি হাদীসের দলিল পেশ করেন এবং একটি কিতাব থেকে দলিল দেন। ওই কিতাবের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলোর ফটোকপি কিতাব থেকে দেন।

৫. এখন এ কিতাবের ফাতওয়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য এবং কোনো ধরনের কিতাবের ফাতওয়া গ্রহণযোগ্য? অনুগ্রহপূর্বক বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

উত্তর : মহল্লার মসজিদ তথা যে মসজিদে ইমাম ও মুসল্লি নির্ধারিত সেই মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত কায়েম করার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে এবং এগুলোর ভিন্ন হুকুমও রয়েছে। যথা :

ক. মহল্লার মসজিদে বহিরাগত লোক এসে প্রথম জামাআত আদায় করে নেওয়া।

খ. মহল্লাবাসীরা আযান ও জামাআতের এলান ব্যতিরেকে বা চুপিসারে আযান দিয়ে প্রথম জামাআত আদায় করে নেওয়া।

উল্লিখিত উভয় পদ্ধতিতে মহল্লাবাসীর জন্য দ্বিতীয় জামাআত আযান-ইকামতের সাথে পুনরায় আদায় করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।

Scanned by CamScanner

গ. মহল্লাবাসী প্রকাশ্য আযানের সাথে প্রথম জামাআত আদায় করা এবং দ্বিতীয় জামাআতটিও আযান ও ইকামতের সাথে আদায় করা।

ঘ. উল্লিখিত সুরতে দ্বিতীয় জামাআতটি প্রথম জামাআতের স্থানেই হওয়া, অর্থাৎ মেহরাব পরিত্যাগ না করে একই স্থানে হওয়া। উল্লিখিত সুরতে দ্বিতীয় জামাআত সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহে তাহরীমী।

ঙ. দ্বিতীয় জামাআতটি নতুন আযান-ইকামত ছাড়া প্রথম জামাআতের স্থানে না হওয়া, অর্থাৎ মেহরাব পরিত্যাগ করে অন্য স্থানে দ্বিতীয় জামাআত আদায় করা। উক্ত সুরতে দ্বিতীয় জামাআত মাকরূহ হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) এবং তাঁর শাগরেদ ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.)-এর মধ্যে মতভেদ পাওয়া যায়। ইমাম আযমের মতে উল্লিখিত সুরতেও দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.)-এর মত অনুযায়ী উল্লিখিত সুরতে দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম আযমের মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

সারকথা : প্রথম দুই সুরতে দ্বিতীয় জামাআত কায়েম করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। তৃতীয় এবং চতুর্থ সুরতে দ্বিতীয় জামাআত কায়েম করা সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহে তাহরীমী। পঞ্চম সুরতেও ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতানুযায়ী দ্বিতীয় জামাআত মাকরূহ। (১৯/৯৩/৭৯৪৯)

📖 مجمع الزوائد (مكتبة القدسي) ٢ / ٤٥ (٢١٧٧) : عن أبي بكرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. » رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات.

📖 المدونة الكبرى (دار الكتب العلمية) ١ / ١٨١ : عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال: دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟ فقال سالم: لا تجمع صلاة واحدة في مسجد واحد مرتين. قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحي بن سعيد وربيعة والليث مثله.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ١ / ١٥٣ : ولو صلى في مسجد بأذان وإقامة هل يكره أن يؤذن ويقام فيه ثانيا؟ فهذا لا يخلو من أحد وجهين: إما أن كان مسجدا له أهل معلوم، أو لم يكن: فإن كان

Scanned by CamScanner

له أهل معلوم: فإن صلى فيه غير أهله بأذان وإقامة لا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة، أو بعض أهله يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وعند الشافعي لا يكره وإن كان مسجدا ليس له أهل معلوم بأن كان على شوارع الطريق - لا يكره تكرار الأذان والإقامة فيه، وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى وهي أن تكرار الجماعة في مسجد واحد هل يكره؟ فهو على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٥٢ : (قوله ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي (قوله بأذان وإقامة إلخ) عبارته في الخزائن: أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله، لو أهله لكن بمخافتة الأذان، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا؛ كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا، فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضي خان اهـ ونحوه في الدرر، والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع، وبالأذان الثاني احترازا عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا. اهـ ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه: ولنا «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى» ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا

Scanned by CamScanner

تفوتهم. وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له
بفريق دون فريق -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۷ / ۱۱۹ : حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک ایک روایت میں مکروہ نہ ہوگی۔ مگر ظاہر الروایۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقا مکروہ ہے البتہ بتبدیل ہیئت اور بلا تبدیل ہیئت میں تنزیہی و تحریمی کا فرق ہو جائے گا۔

মিল-কারখানার মসজিদে সানী জামাআত

প্রশ্ন : মিল-কারখানায় শিফটের ডিউটি হয়। সবাই একত্রে এশা ও যোহর নামায পড়তে পারে না। ফলে এশার নামায তারা কর্মরত অবস্থায় মিলের ওয়াক্ফকৃত মসজিদে দুই জামাআতে আদায় করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী?

উত্তর : মিলের শ্রমিকদের জন্যও এ ধরনের মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ বলে বিবেচ্য। তাই তারা একাকী ইকামত ছাড়া নামায আদায় করে নেবে, অথবা মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ইকামতসহ জামাআতে পড়তে পারবে। (১৯/৯৮০/৮৫৪৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٥٢ : (قوله ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي (قوله بأذان وإقامة إلخ) عبارته في الخزائن: أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله، لو أهله لكن بمخافتة الأذان، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا؛ كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا، فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضي خان اهـ ونحوه في الدرر، والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع، وبالأذان الثاني احترازا عما إذا صلى في مسجد المحلة

Scanned by CamScanner

جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا. اهـ ثم قال في الاستدلال على

الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه: ولنا «أنه – عليه الصلاة والسلام – كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى» ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم. وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق .

📖 اللباب فى شرح الكتاب (المكتبة العلمية) ١ / ٧٩ : ويكره تكرارها بأذان وإقامة في مسجد محلة، لا في مسجد طريق، أو في مسجد لا إمام له ولا مؤذن.

নামাযঘরে সানী জামাআত বৈধ

প্রশ্ন : পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে সরকারি জমির ওপর অবস্থিত একটি কক্ষ সরকারি খরচে সম্প্রসারণ করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নামায আদায়ের জন্য মসজিদ হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু এর কাছাকাছি একটি সরকারি জামে মসজিদ থাকায় নির্মাণের সময় কৌশলগত কারণে একে মসজিদ না বলে Prayer room বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, যোহরের নামায আদায় করার জন্য দুপুর ১টা থেকে ১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত জায়গাটি মসজিদ, না Prayer room বা ওয়াক্তিয়া মসজিদ? মিটিং বা তথ্য আদান-প্রদান কাজে বা নিরাপত্তার খাতিরে মসজিদ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ইমাম দ্বারা দুই বা তিন জামাআতের মাধ্যমে (অর্থাৎ প্রত্যেক জামাআতের জন্য একজন করে ইমাম নির্ধারিত) যোহরের নামায আদায় করার বিষয়ে শরীয়তের বিধান কী? তদুপরি রোযার মাসে এক জামাআতে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান না হওয়ার প্রেক্ষিতে দুই জামাআত করা যাবে কি না? এসব বিষয়ে শরয়ী দিকনির্দেশনা কামনা করছি।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে উল্লিখিত মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হিসেবে স্বীকৃত নয়, বরং নামাযের স্থান বলে বিবেচিত হবে। এ হিসেবে প্রয়োজনের

Scanned by CamScanner

ভিত্তিতে দ্বিতীয় জামাআত করার অবকাশ রয়েছে। পক্ষান্তরে শরয়ী মসজিদ হিসেবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্বীকৃত হলে দ্বিতীয় জামাআত মাকরূহ হবে। (১১/৮৯২/৩৭৮৬)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ١ / ٣٣ : مسجد ليس له مؤذن وإمام معلوم يصلى فيه الناس فوجا فوجا بجماعة الافضل ان يصلى فيه كل فريق بأذان واقامة علٰيحدة -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨٣ : المسجد إذا كان له إمام معلوم وجماعة معلومة في محله فصلى أهله فيه بالجماعة لا يباح تكرارها فيه بأذان ثان أما إذا صلوا بغير أذان يباح إجماعا وكذا في مسجد قارعة الطريق.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۲۵۲ : الجواب—اس جگہ پر مسجد شرعی کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ یہاں جماعت ثانیہ بھی منع نہیں۔

হাদীসে সানী জামাআতের বৈধতা আছে কি ১৭/৩৪৩/৭০৫৭

প্রশ্ন : একই মসজিদে কোনো নামাযের দুই জামাআত করা জায়েয কি না? ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূমের তৃতীয় খণ্ড ৩৫, ৩৮, ৪৫, ৫২, ৫৫, ৬২ এবং ৭২ নং পৃষ্ঠায় মাকরূহে তাহরীমী বলেছেন। আর একজন মুসল্লি চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে প্রথম জামাআতের পর সেই নামাযের দ্বিতীয় জামাআত একই মসজিদে জায়েয। তিনি দলিল পেশ করেছেন,

عن أبي سعيد الخدري، أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ". فقام رجل من القوم فصلى معه .

(আবু দাউদ প্রথম খণ্ড, হা. ৫৩৭)

এখন প্রশ্ন হলো, কোনটি সঠিক ও সহীহ? যদি ফাতওয়ার মাসআলা সহীহ হয় তাহলে এ হাদীসটির ব্যাখ্যা বা জবাব কী হবে? আর যদি এই হাদীসের আলোকে দ্বিতীয় জামাআত সহীহ হয় তাহলে ফাতওয়ার মাসআলাগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসটি মূলত আলোচ্য সানী জামাআতের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই ফাতওয়ায়ে দারুল উলূমের ফাতওয়াটি সঠিক বলে গণ্য হবে। (১১/৮৯২/৩৭৮৬)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٥/ ٣٥ (٤٦٠١) : عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلى بهم».

📖 بذل المجهود (دار الكتب العلمية) ٤ / ١٧٨ : وأما استدلالهم على جواز ذلك بهذا الحديث فممنوع فإن هذا الحديث يدل على تكرار الجماعة التى جماعة صورة فإن الذى فرغ من صلاته إذا صلى مع من لم يصل صلاته يكون متنفلا ولم يكرهه أحد من العلماء، وأما الجماعة حقيقة بأن الإمام والمقتدى يجمعون وهم لم يصلوا قبل ذلك فلا يدل هذا الحديث على جوازه.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٥٢ : (قوله ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي (قوله بأذان وإقامة إلخ) عبارته في الخزائن: أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله، لو أهله لكن بمخافتة الأذان، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا؛ كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا، فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضي خان اهـ ونحوه في الدرر، والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع، وبالأذان الثاني احترازا عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا.

Scanned by CamScanner

সানী জামাআতে অংশগ্রহণে তাকবীরে উলার ফজীলত

প্রশ্ন : কেউ ৪০ দিনের তাকবীরে উলার এহতেমাম করে চলেছে। হঠাৎ একদিন কোনো এক ওয়াক্তে মসজিদের প্রথম বড় জামাআত ছুটে গেল। মসজিদের বাইরে সানী জামাআতে নামায পড়লে ৪০ দিনের তাকবীরে উলা আদায় হবে কি না?

উত্তর : যদি জামাআতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত জামাআত ছুটে যায়, তাহলে দ্বিতীয় জামাআতে শরীক হয়ে নামায আদায় করলে তাকবীরে উলার ফজীলত থেকে বঞ্চিত হবে না বলে আশা করা যায়। (৪/৩০৪/৬৯৮)

📖سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٢٧٣ (٥٦٤) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا» -

📖الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ١/ ٥٩ : ولو نام أو سها أو شغل عن الجماعة فالمستحب أن يجمع أهله في منزله فيصلي بهم وقد «قال - عليه السلام - من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين براءة من النار وبراءة من النفاق» .

📖منحة الخالق على البحر (ايچ ايم سعيد) ١ / ٢٥٩ : لأنه لو جمع بأهله فقد أتى بفضيلة الجماعة كما سيذكره هناك وسنذكر عن القنية أنه الأصح.

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٣٩٦ : الأصح أنه لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة.

Scanned by CamScanner

মুসল্লি সংকুলান না হলে দ্বিতীয় জামাআত

প্রশ্ন : মহল্লার মসজিদে কোনো কারণবশত যেমন শাদী অথবা অন্য কোনো অনুষ্ঠানের কারণে লোক বৃদ্ধি হওয়ায় প্রথম জামাআতে সংকুলান না হওয়ায় মহল্লার কিছু লোকের জন্য দ্বিতীয় জামাআত করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যে মসজিদে নিয়মিত জামাআতের সহিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া হয় সেখানে দ্বিতীয় জামাআতের অনুমতি নেই। তাই অন্যত্র যেখানে সুযোগ হয় ইকামতের সহিত দ্বিতীয় জামাআত পড়ে নেবে। (৭/৩৯৭/১৬৫৯)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٥٢ : ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٥٢ : (قوله ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي (قوله بأذان وإقامة إلخ) عبارته في الخزائن: أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة.

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ٣٤٥ : ومنها حكم تكرارها في مسجد واحد ففي المجمع ولانكررها في مسجد محلة بأذان ثان، وفي المجتبى ويكره تكرارها في مسجد بأذان وإقامة، وعن أبي يوسف إنما يكره تكرارها بقوم كثير أما إذا صلى واحد بواحد واثنين فلا بأس به، وعنه لا بأس به مطلقا إذا صلى في غير مقام الإمام وعن محمد إنما يكره تكرارها على سبيل التداعي أما إذا كان خفية في زاوية المسجد لا بأس به، وقال القدوري لا بأس بها في مسجد في قارعة الطريق، وفي أمالي قاضي خان مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا فالأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة، ولو صلى بعض أهل المسجد بأذان وإقامة مخافتة ثم ظهر بقيتهم فلهم أن يصلوا جماعة على وجه الإعلان.

Scanned by CamScanner

ইমামবিহীন মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত

প্রশ্ন : ইমাম নির্ধারিত নয় বাজারের এমন মসজিদে প্রথম জামাআতের ন্যায় দ্বিতীয় জামাআত করা সহীহ আছে কি না? আর যদি প্রথম জামাআতে জায়গা সংকুলান না হয় তবে কী হুকুম? আর সংকুলান হলে কী হুকুম?

উত্তর : ইমাম নির্ধারিত নয় বাজারের এমন মসজিদে প্রথম জামাআতের ন্যায় দ্বিতীয় জামাআত করা সহীহ। প্রথম জামাআতে জায়গা সংকুলান না হলে দ্বিতীয় জামাআতও করতে পারবে। (১৬/৭৪৭/৬৭৪৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٥٢ : ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٥٢ : مطلب في تكرار الجماعة في المسجد (قوله ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي (قوله بأذان وإقامة إلخ) عبارته في الخزائن: أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة -

📖 غنية المتملي (سهيل اكيڈيمى) صـ ٦١٤ : أما لوكان له إمام ومؤذن معلوم فيكره تكرار الجماعة فيه.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧ / ١٧٧ : أما المسجد الذي في سوق، أو في الطرق وممر الناس، فإنه يجوز تكرار الجماعة فيه، ولا تكره؛ لأن الناس فيه سواء، لا اختصاص له بفريق دون فريق. مثل ذلك المسجد الذي ليس له إمام ولا مؤذن، ويصلي الناس فيه فوجا فوجا، فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة، وهذا باتفاق.

গরমে মেহরাব থেকে সরে জামাআত কায়েম করা

প্রশ্ন : গ্রীষ্মকালে আমাদের গ্রামের জামে মসজিদে মুসল্লিগণ তীব্র গরমের দরুন মেহরাব থেকে দুই কাতার পেছনে সরে মসজিদের খোলা অংশে জামাআত আদায় করে থাকেন। জানার বিষয় হচ্ছে, তীব্র ও অসহনীয় গরমের কারণে মেহরাব থেকে পেছনে সরে এরূপ জামাআত আদায় করার বিধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইমাম সাহেবের জন্য কাতারের মধ্যখানে সামনে এমনভাবে দাঁড়ানো সুন্নাত, যাতে ডানে-বামে মুসল্লি সমান হয়। কাতারের মধ্যবর্তী স্থানকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যেই মেহরাবের সংযোজন, তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ইমাম সাহেব মেহরাব বরাবর দুই কাতার পেছনে দাঁড়ালেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, যদি ডানে-বামে মুসল্লি সমান হয়। (১৯/১০৫/৮০৩৭)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٦٨ : مطلب في كراهة قيام الإمام في غير المحراب .

[تنبيه] يفهم من قوله أو إلى سارية كراهة قيام الإمام في غير المحراب، ويؤيده قوله قبله السنة أن يقوم في المحراب، وكذا قوله في موضع آخر: السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام اهـ والظاهر أن هذا في الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه في الوسط، فلو لم يلزم ذلك لا يكره تأمل.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبہ دار العلوم) ٣ / ٣٦٠ : سنت امام كيلئے محراب ميں اور وسط قوم كھڑا ہونا ہے لہذا اگر باہر فرش صحن ميں كھڑا ہو تب بھی محاذ محراب كے كھڑا ہو باقی نماز ہر طرح ہو جاتی ہے ليكن سنت وہی ہے جو مذكور ہوا.

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ١ / ٤٣٠ : رد المحتار ميں اول معراج سے السنة ان يقوم فى المحراب اور اس كی علت يہ بيان فرمائی ہے ليعتدل الطرفان اس كے بعد امام صاحب كا قول نقل كيا ہے، اكره ان يقوم بين الساريتين او فى زاوية او فى ناحية المسجد او الى سارية لأنه خلاف عمل الامة اور اس پر اس حديث سے استدلال كيا ہے توسطوا الإمام، اس كے بعد اس كی تائيد اس طرح كی ہے ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهى قد عينت لمقام الإمام اس سب سے ظاہر ہے كہ مقصود محراب نہيں بلكہ توسط امام ہے اور ترك محراب سے جبكہ ايك ناحيہ زاويہ ميں ہو توسط كا ترك لازم آتا ہے يہی وجہ ہے كہ كراہت ميں قيام بين الساريتين وقيام فى زاوية وقيام فى ناحية كا ذكر كيا قيام فى الصحن كا ذكر نہيں كيا، كيونكہ قيام فى الصحن مستلزم ترك توسط كو نہيں ہے چنانچہ اس كے بعد تصريح كردی والظاهر ان هذا فى الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه فى الوسط فلو لم يلزم ذلك لا يكره تأمل.

Scanned by CamScanner

নিয়মিত মেহরাব ছেড়ে ইমামের দাঁড়ানো

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব মেহরাব ছেড়ে মেহরাবের সোজা এক কাতার পেছনে এসে সর্বদা বা অধিকাংশ সময় নামায পড়ান, এ রকম নামায পড়ানো মাকরূহ হবে কি না?

উত্তর : মসজিদে বা যেকোনো স্থানে জামাআতে নামায পড়ার সময় ইমাম সাহেব কাতারের ঠিক মধ্যভাগে সামনে দাঁড়ানো সুন্নাত। মসজিদে মেহরাব নির্মাণের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো কাতারের মধ্যভাগ চিহ্নিত করা, মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ানো নয়, বরং মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ানো মাকরূহ। তাই কাতারের মধ্যভাগে মেহরাবসংলগ্ন হোক অথবা এক কাতার পেছনে হোক দাঁড়ালেই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেবের দাঁড়ানোর পদ্ধতি মাকরূহ হবে না, বরং সুন্নাত তরীকায় দাঁড়ানোর অন্তর্ভুক্ত হবে। (১৭/৫০৪/৭১৩৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٨ : (ويصف) أي يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك. قال الشمني: وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطا، وخير صفوف الرجال أولها.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٦٤٦ : في معراج الدراية من باب الإمامة: الأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه بخلاف عمل الأمة. وفيه أيضا: السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۳ / ۱۴۳ : الجواب- امامت کے لئے محراب میں کھڑا ہونا کوئی مستقل سنت نہیں ہے کہ جس کے بغیر امامت ادھوری رہ جائے، حقیقت میں امام کے لئے یہ سنت ہے کہ وہ صف کے آگے وسط میں کھڑا ہو جائے، چونکہ محراب سے عموما توسط کی نشاندہی ہوتی ہے اس لئے سنت کی ادائیگی کے لئے معاون ہونے کی وجہ سے مساجد میں محراب بنائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محراب میں طاق بنانا بھی ضروری نہیں لیکن اگر امام کسی محراب کے بغیر صف کے آگے وسط میں کھڑا ہو تو اس کی اقتداء کرنے میں کوئی حرج نہیں ایسی صورت میں محراب کو چھوڑنے والے کو ملامت کرنا زیادت علی الشرع کے مترادف ہے۔

Scanned by CamScanner

ইমাম মেহরাব বরাবর কয়েক কাতার পেছনে দাঁড়ানো

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব যদি মেহারাবে না দাঁড়িয়ে মেহরাব সোজা এক কাতার পেছনে দাঁড়ান, এতে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : ইমামের জন্য মসজিদে কাতারের মধ্যভাগে দাঁড়ানো সুন্নাত। মেহরাব বানানোর উদ্দেশ্য হলো মধ্যাংশ চিহ্নিত করা, যাতে ইমামের জন্য মধ্যভাগে দাঁড়ানো সহজ হয়। তাই মেহরাব বরাবর এক কাতার পেছনে দাঁড়াতে কোনো আপত্তি নেই। (১৭/৯৩৭)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٦٨ : مطلب في الكراهة قيام الإمام في غير المحراب [تنبيه] يفهم من قوله أو إلى سارية كراهة قيام الإمام في غير المحراب، ويؤيده قوله قبله السنة أن يقوم في المحراب، وكذا قوله في موضع آخر: السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام اهـ والظاهر أن هذا في الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه في الوسط، فلو لم يلزم ذلك لا يكره تأمل.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبه دار العلوم) ٣ / ٣٦٠ : سنت امام کے لئے محراب میں اور وسط قوم میں کھڑا ہونا ہے لہذا اگر باہر فرش صحن میں کھڑا ہو تب بھی محاذ محراب کے کھڑا ہو باقی نماز ہر طرح ہو جاتی ہے لیکن سنت وہی ہے جو مذکور ہوا۔

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ١ / ٣٣٠ : رد المحتار میں اول معراج سے السنة ان يقوم فى المحراب اور اس کی علت یہ بیان فرمائی ہے ليعتدل الطرفان اس کے بعد امام صاحب کا قول نقل کیا ہے، اكره ان يقوم بين الساريتين او فى زاوية او فى ناحية المسجد او الى سارية لأنه خلاف عمل الامة اور اس پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے توسطوا الإمام، اس کے بعد اس کی تائید اس طرح کی ہے ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهى قد عينت لمقام الإمام اس سبب سے ظاہر ہے کہ مقصود محراب نہیں بلکہ توسط امام ہے

Scanned by CamScanner

اور ترک محراب سے جبکہ ایک ناحیہ زاویہ میں ہو توسط کا ترک لازم آتا ہے یہی وجہ ہے کہ کراہت میں قیام بین الساریتین وقیام فی زاویۃ وقیام فی ناحیۃ کاذکر کیا قیام فی الصحن کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ قیام فی الصحن مستلزم ترک توسط کو نہیں ہے چنانچہ اس کے بعد تصریح کردی والظاهر ان هذا فى الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه فى الوسط فلو لم يلزم ذلك لايكره تأمل.

ইমামের মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ানো

প্রশ্ন : ইমাম সম্পূর্ণ মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ানো ঠিক কি না? এতে মুক্তাদীর নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : যদি ইমাম সম্পূর্ণ মেহরাবের ভেতর দাঁড়ানোর দ্বারা মুক্তাদীদের থেকে আড়াল হয়ে যায় তাহলে তা মাকরূহে তানযীহী। তবে এর দ্বারা মুক্তাদীদের নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। (৯/৭৮৬/২৮৫৫)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١ / ٣٥٩ : (قوله في الطاق) أي المحراب، وفيه طريقان: كونه يصير ممتازا عنهم، وكي لا يشتبه على من عن يمينه ويساره حاله حتى إذا كان بجنبتي الطاق عمودان وراءهما فرجتان يطلع منها أهل الجهتين على حاله لا يكره، وإنما هذا بالعراق لأن محاريبهم مجوفة مطوقة، فمن اختار هذه الطريقة لا يكره عنده إذا لم يكن كذلك، ومن اختار الأولى يكره عنده مطلقا.

ولا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع في حق المكان حتى كان التقدم واجبا عليه، وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان، ولا أثر لذلك فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، ولو لم تبن كانت السنة أن يتقدم في محاذاة ذلك المكان لأنه يحاذي وسط الصف وهو المطلوب، إذ قيامه في غير محاذاته مكروه، وغايته اتفاق الملتين في بعض

Scanned by CamScanner

الأحكام. ولا بدع فيه على أن أهل الكتاب إنما يخصون الإمام بالمكان المرتفع على ما قيل فلا تشبه.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١ / ٦٤٥ : (وقيام الإمام في المحراب لا سجوده فيه) وقدماه خارجة لأن العبرة للقدم (مطلقا) وإن لم يتشبه حال الإمام إن علل بالتشبه.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٦٤٥ : وحاصله أنه صرح محمد في الجامع الصغير بالكراهة ولم يفصل؛ فاختلف المشايخ في سببها، فقيل كونه يصير ممتازا عنهم في المكان لأن المحراب في معنى بيت آخر وذلك صنيع أهل الكتاب، واقتصر عليه في الهداية واختاره الإمام السرخسي وقال إنه الأوجه.

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مكتبۂ دار العلوم) ٣ / ٣٥٢ : قال الشامی : والأصح ماروی عن ابی حنیفة أنه قال : أكره أن يقوم بين الساريتين الخ
اس سے معلوم ہوا کہ امام کو در یا محراب میں اس طرح سے کھڑا ہونا کہ قدم بھی باہر نہ ہوں مکروہ ہے اور مراد مکروہ سے کراہت تنزیہی ہے اس کا حاصل خلاف اولی ہے۔

মেহরাব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত

প্রশ্ন : মসজিদের মেহরাব কি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত? ইমাম যদি সম্পূর্ণ মেহরাবের ভেতরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে, তার নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি?
মসজিদের ইমামের নির্ধারিত জায়গা মেহরাবে না দাঁড়িয়ে যদি মসজিদের প্রথম কাতারে দাঁড়ায় আর মুসল্লিরা তার পরের কাতারে, অথচ মেহরাবে দাঁড়ালে (গরম লাগা ছাড়া) কোনো অসুবিধা নেই। এমতাবস্থায় নামাযে কোনো ধরনের অসুবিধা হবে কি?

উত্তর : মসজিদের মেহরাব মসজিদেরই অংশ, তবে ইমাম সম্পূর্ণ মেহরাবের ভেতরে বিনা প্রয়োজনে দাঁড়ানো অনুচিত। কাতারের মাঝ বরাবর দাঁড়ানো সুন্নাত, মেহরাবে না দাঁড়িয়ে মাঝ বরাবর দাঁড়ালে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (১/৩৭২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٣٢١ :داخل المحراب له حكم المسجد۔

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٢٧٩ : ولا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده في الطاق ويكره أن يقوم في الطاق " لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق "-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٦٤٥ : (وقيام الإمام في المحراب لا سجوده فيه) وقدماه خارجة لأن العبرة للقدم (مطلقا) وإن لم يتشبه حال الإمام إن علل بالتشبه وإن بالاشتباه ولا اشتباه فلا اشتباه في نفي الكراهة.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ /۴۲۱ :سوال- محراب داخل مسجد ہے یا نہیں؟ اگر فقط محراب ہی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی جاوے صحیح ہوگی یا نہیں، بہر صورت صحت کیا ہے؟

جواب- فی الدر المختار باب مایفسد الصلاة وما يكره فيها (وقيام الإمام في المحراب لا سجوده فيه) وقدماه خارجة الخ اس سے ثابت ہوا کہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانا مکروہ ہے گو محراب داخل مسجد ہے۔

ইমাম কাতারের মাঝ বরাবর দাঁড়াবে

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একটি ছোট পাকা মসজিদ আছে। মসজিদটির ডান পাশে কবরস্থান, আর বাম পাশের জায়গা খালি আছে। নামাযীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বাম পাশের দেয়াল সরিয়ে বাম পাশে বাড়াতে চাই, কিন্তু এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব মেহরাবে দাঁড়ালে বাম দিকের মুসল্লি বেশি হয়ে যাবে, এতে কোনো অসুবিধা আছে কি না?

উত্তর : ইমামের জন্য কাতারের মাঝ বরাবর দাঁড়ানো সুন্নাত, এ জন্য মসজিদের মধ্যভাগে মেহরাব তৈরি করা হয়। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত মসজিদের বাম পাশে যোগকৃত অংশসহ কাতারের ঠিক মাঝখানে একটি মেহরাব তৈরি করবে। নতুন মেহরাব করা সম্ভব না হলেও ইমাম পূর্বের মেহরাবে না দাঁড়িয়ে কাতারের মাঝে দাঁড়াবেন। সর্বাবস্থায় পুরাতন মেহরাবের জায়গাকে মসজিদের মতো হেফাজত ও সম্মান করতে হবে। (৮/২৫৮/২১০২)

Scanned by CamScanner

رد المحتار (سعيد) ٥٦٨/١ : (قوله ويقف وسطا) قال في المعراج:
وفي مبسوط بكر: السنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان،
ولو قام في أحد جانبي الصف يكره، ولو كان المسجد الصيفي
بجنب الشتوي وامتلأ المسجد يقوم الإمام في جانب الحائط
ليستوي القوم من جانبيه والأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال:
أكره أن يقوم بين الساريتين أو في زاوية أو في ناحية المسجد أو إلى
سارية لأنه خلاف عمل الأمة. قال - عليه الصلاة والسلام -
«توسطوا الإمام وسدوا الخلل» ومتى استوى جانباه يقوم عن يمين
الإمام إن أمكنه . . . . . .

مطلب في الكراهة قيام الإمام في غير المحراب [تنبيه] يفهم من
قوله أو إلى سارية كراهة قيام الإمام في غير المحراب، ويؤيده قوله
قبله السنة أن يقوم في المحراب، وكذا قوله في موضع آخر: السنة
أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نصبت
إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام اهـ والظاهر أن هذا
في الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه في الوسط،
فلو لم يلزم ذلك لا يكره تأمل.

মেহরাব ছেড়ে ইমামের দ্বিতীয় বা তৃতীয় কাতারে দাঁড়ানো

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব বিনা কারণে মেহরাব ব্যতীত দ্বিতীয় বা তৃতীয় কাতারে দাঁড়ালে নামায মাকরূহ হবে?

উত্তর : ইমামের জন্য কাতারের মাঝখানে দাঁড়ানো সুন্নাত, তাই ইমাম সাহেব মেহরাবে না দাঁড়িয়ে মেহরাবের পেছনে কাতারের মাঝখানে দাঁড়ালেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (৯/২৫৫/২৫৪৯)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٦٤٦ : السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٦٤٦ : أي لأن المحراب إنما بني علامة لمحل قيام الإمام ليكون قيامه وسط الصف كما هو السنة.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ /۴۳۰- ۴۳۱ : ردالمحتار میں اول معارج سے السنة ان یقوم فی المحراب اور اس کی علت یہ فرمائی ہے لیعتدل الطرفان اس کے بعد امام صاحب کا قول نقل کیا ہے، اکره ان يقوم بين الساريتين او فی زاوية أو فی ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه بخلاف عمل الأمة اور اس پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے توسطوا الامام اس کے بعد اس کی تائید اس طرح کی ہے ألا ترى أن المحاريب ما نصبت الأوسط المساجد وهی قد عينت لمقام الإمام اس سبب سے ظاہر ہے کہ مقصود محراب نہیں بلکہ توسط امام ہے اور ترک محراب سے جبکہ ایک ناحیہ زاویہ میں ہو توسط کا ترک لازم آتا ہے یہی وجہ ہے کہ کراہت میں قیام بین الساریتین و قیام فی زاویۃ و قیام فی ناحیۃ کا ذکر کیا قیام فی الصحن کا ذکر نہیں کیا کیونکہ قیام فی الصحن مستلزم ترک توسط کو نہیں ہے چنانچہ اس کے بعد تصریح کردی والظاهر ان هذا فی الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه فی الوسط فلولم يلزم ذلك لايكره تأمل.

এককভাবে ইমাম উঁচু স্থানে দাঁড়ানো

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব একাকী দাঁড়ানো অবস্থায় মুক্তাদী হতে কত ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু স্থানে দাঁড়ালে নামাযের সমস্যা হবে না এবং কত ইঞ্চি উঁচু হলে সমস্যা হবে?

উত্তর : ইমাম সাহেবের স্থান মুক্তাদীর স্থান হতে এক হাত বা এর অধিক উঁচু হলে নামায মাকরূহ হবে, নচেৎ মাকরূহ হবে না। (১৬/১৩১/৬৪১৮)

Scanned by CamScanner

📖 سنن ابي داود (دار الحديث) ١/ ٢٨٦ (٥٩٨) : عن عدي بن ثابت الأنصاري، حدثني رجل، أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار، حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك؟، قال عمار: «لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي».

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ٢٦ : (قوله وانفراد الإمام على الدكان وعكسه) أما الأول فلحديث الحاكم مرفوعا «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه» وعللوه بأنه تشبه بأهل الكتاب فإنهم يتخذون لإمامهم دكانا أطلقه فشمل ما إذا كان الدكان قدر قامة الرجل أو دون ذلك وهو ظاهر الرواية وصححه في البدائع لإطلاق النهي وقيده الطحاوي بقدر القامة ونفى الكراهة فيما دونه وقال قاضي خان في شرح الجامع الصغير إنه مقدر بذراع اعتبارا بالسترة وعليه الاعتماد.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٦٤٦ : (وانفراد الإمام على الدكان) للنهي، وقدر الارتفاع بذراع، ولا بأس بما دونه.

ইমামের মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ানো

প্রশ্ন : ঢাকা জেলাধীন ডেমরা থানার কাজলা জামে মসজিদ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে ইমাম সাহেবকে মেহরাবের ভেতরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে হয়। প্রশ্ন হলো, ওই অবস্থায় ইমামতি শুদ্ধ হবে কি না? আর মুক্তাদীর নামায সঠিক হবে কি না?

উত্তর : ইমামতিও শুদ্ধ হবে এবং সবার নামাযও সহীহ হয়ে যাবে। তবে মেহরাবের বাইরে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকলে সে ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব পরিপূর্ণ মেহরাবের ভেতর দাঁড়ানো মাকরূহে তানযীহী। (১৬/৯৪০)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٠٨ : ويكره قيام الإمام وحده في الطاق وهو المحراب ولا يكره سجوده فيه إذا كان قائما خارج المحراب هكذا في التبيين وإذا ضاق المسجد بمن خلف الإمام فلا بأس بأن يقوم في الطاق.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ٢ / ٤٤٩ : جواب—بلاعذر امام صاحب کا اس طرح کھڑا ہونا کہ ان کے پاؤں بھی محراب کے اندر ہوں مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ اس میں تشبہ ہے اہل کتاب کے ساتھ۔

বিচ্ছিন্ন স্থান থেকে ইমামের ইক্তিদা করা

প্রশ্ন : আমি একজন সরকারি চাকরিজীবী, আমাদের অফিস মসজিদের উত্তর দিকে ২৫ হাত দূরে। মসজিদ ও অফিসের মাঝে যে খালি স্থান রয়েছে, সেই স্থান দিয়ে গাড়ি অনায়াসে চলাচল করতে পারবে, তবে ইমাম সাহেবের আওয়াজ অফিস থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। এমতাবস্থায় আমার জানার বিষয় হলো, বিভিন্ন কাজের তাগিদে মসজিদে না গিয়ে অথবা মসজিদে লোক সংকুলান না হওয়ায় উক্ত অফিসের আঙিনায় অথবা অফিসের ওপরতলায় ইক্তিদা করা আমার জন্য বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ইমামের পেছনে ইক্তিদা সহীহ হওয়ার জন্য মুক্তাদী ইমামের অবস্থান সম্পর্কে জানা এবং ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে যাতায়াতের বা গাড়ি চলাচলের রাস্তা না থাকা পূর্বশর্ত। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উপরোল্লিখিত শর্তদ্বয় পাওয়া না যাওয়ায় উক্ত অফিসের আঙিনা অথবা তার ওপরতলা থেকে মসজিদের ইমামের পেছনে ইক্তিদা সহীহ হবে না। পক্ষান্তরে অফিস পর্যন্ত মসজিদের কোনো কাতারের সংযোগ থাকলে ওপর-নিচে যেকোনো স্থানে ইক্তিদা সহীহ হবে। (১৯/১৬৩/৮০৪০)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٨٤ : (ويمنع من الاقتداء) صف من النساء بلا حائل قدر ذراع أو ارتفاعهن قدر قامة الرجل مفتاح السعادة أو (طريق تجري فيه عجلة) آلة يجرها الثور (أو نهر تجري فيه السفن) .

📖 رد المحتار(ايج ايم سعيد) ١ / ٥٨٥ : وحاصله أن الدار الكبيرة كالصحراء والصغيرة كالمسجد، وأن المختار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعا. وذكر في البحر عن المجتبى أن فناء المسجد له

Scanned by CamScanner

حكم المسجد، ثم قال: وبه علم أن الاقتداء من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في المحراب صحيح وإن لم تتصل الصفوف لأن الصحن فناء المسجد، وكذا اقتداء من بالخلاوي السفلية صحيح لأن أبوابها في فناء المسجد إلخ، ويأتي تمام عبارته. وفي الخزائن: فناء المسجد هو ما اتصل به وليس بينه وبينه طريق.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨٧ : المانع من الاقتداء ثلاثة أشياء. (منها) طريق عام يمر فيه العجلة والأوقار-

📖 فيه أيضا ١ / ٨٨ : ويجوز اقتداء جار المسجد بإمام المسجد وهو في بيته إذا لم يكن بينه وبين المسجد طريق عام.

ইকামতের সময় ইমাম-মুক্তাদী কখন দাঁড়াবে

প্রশ্ন : ক. ইমাম ও মুক্তাদীগণ কখন নামাযে দাঁড়াবে?
খ. যদি ইমাম সাহেব ইকামতের পূর্বে দাঁড়ায়, তখন কি মুক্তাদীগণ দাঁড়ানো ওয়াজিব?
গ. আমাদের মসজিদগুলোতে দেখা যায় মুয়াজ্জিন সাহেব ইকামতের পূর্বে সকলকে লক্ষ্য করে বলেন, কাতার সোজা করুন। জানার বিষয় হলো, এ রকম বলা জায়েয আছে কি না এবং এটা সোনালি যুগে ছিল কি না? দলিলসহ উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল।

উত্তর : ক. ইকামতের শুরুতে দাঁড়াবে।
খ. ওয়াজিব নয়।
গ. কাতার সোজা করুন, এ নির্দেশটি মূলত ইমাম সাহেব ইকামত শেষ হওয়ার পর দেবেন। মুয়াজ্জিন বা অন্য কারো দায়িত্ব নয়। (১৯/২৩৩/৮০৬৪)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٤/ ١٣٠ (٤٣٣) : عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف، من تمام الصلاة»-

📖 سنن الترمذي (دارالحديث) ١/ ٤٣٨ : وروي عن عمر: " أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف، ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي عن علي، وعثمان، أنهما كانا يتعاهدان ذلك، ويقولان: «استووا»، وكان علي يقول: " تقدم يا فلان، تأخر يا فلان-

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٤٧٢ : المتابعة إنما تجب في الواجب أو الفرض.

📖 فتاوى رحيميه (دار الاشاعت) ٤ / ٣٢٠

কাতার সোজা করার বিধান

প্রশ্ন : ইসলামী বিধান মতে জামাআতের জন্য কাতার সোজা করার হুকুম কী? সুন্নাত নাকি ওয়াজিব?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাতার সোজা করার প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন এবং কাতার বাঁকা রাখার প্রতি ভীতি প্রদর্শন করছেন। তাই জামাআতের সময় নামাযের কাতার সোজা করা সুন্নাতে মুআক্কাদার অন্তর্ভুক্ত। (১৫/৩৩১/৬০৩৫)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ١٨٤ (٧٢٣) : عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة».

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٥/ ٢٥٤ : الأمر بتسوية الصفوف، وهي من سنة الصلاة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٦٨ : وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطا.

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ٤/ ٣ : قلت : والظاهر من كلام أصحابنا أنها سنة مؤكدة لإطلاقهم الكراهة على ضدها -

খুতবার পর মিম্বরে দাঁড়িয়েই কাতার সোজা করার জন্য বলা

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেব হুজুর জুমু'আর খুতবা শেষ করে মিম্বর হতে নামার আগেই নামাযের কাতার সোজা করার কথা বলেন, যার কারণে মুসল্লিগণ ইমাম সাহেবের এই আচরণকে মনগড়া আচরণ বা শরীয়তের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা বা নিজের পক্ষ হতে গোড়ামি করা হচ্ছে বলে আপত্তি করছেন। উল্লেখ্য, কাতার সোজা

Scanned by CamScanner

করার কথা বলার পরও মাঝে মাঝে দেখা যায় কাতার আঁকাবাঁকা থাকে। উক্ত মাসআলার সমাধান শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে জানতে চাই।

উত্তর : খুতবা শেষ করার পর ইমাম সাহেব মুক্তাদীদের উদ্দেশে কাতার সোজা করার জন্য বলা আপত্তিকর নয় বিধায় ইমাম সাহেবের ব্যাপারে এ ধরনের বিরূপ মন্তব্য করা অজ্ঞতারই পরিচায়ক। (১৬/১৪৬/৬৪৫৭)

سنن ابی داود (دارالحدیث) ١/ ٣١٠ (٦٦٢) : عن أبي القاسم الجدلي، قال: سمعت النعمان بن بشير، يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، فقال: «أقيموا صفوفكم» ثلاثا، «والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه.

نظام الفتاوی (تاج پبلشنگ) ۵ / ۱۲۹ : الجواب—جب تک خطیب خطبہ پڑھتا رہے اس وقت تک چپ چاپ بیٹھے خطبہ پر کان لگائے رکھنا واجب ہے، خطبہ ختم کرلے خواہ ابھی منبر سے نہ اترا ہو کھڑے ہو کر صفیں درست کرنے میں لگ جانا جائز ہے۔

فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۵ / ۵۵ : جواب—صف سیدھی کرنے کے لئے کہنا مستحب و مسنون ہے، بکر کا قول غلط ہے، نماز ہوگئی۔

কাতার সোজা করতে বলা গোড়ামি নয়, মুস্তাহাব

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব হুজুর জুমু'আর খুতবা শেষ করে মিম্বর হতে নামার পূর্বে নামাযের কাতার সোজা করার কথা বলেন, অনেকে ইমাম সাহেবের এই আচরণকে মনগড়া আচরণ বলে মন্তব্য করেছেন এবং তাঁরা হুজুরকে 'গোড়া' 'একগুঁয়ে' এ-জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে গালি দেন। প্রশ্ন হলো, ইমাম সাহেবের এই আচরণ বা আমল কি শরীয়ত পরিপন্থী? দলিলসহ জানালে খুশি হব।

উত্তর : ইমাম সাহেব নামাযের পূর্বে মুক্তাদীদের উদ্দেশে কাতার সোজা করার জন্য বলা আপত্তিকর নয়, বরং মুস্তাহাব। তাই ইমাম সাহেবের উক্ত আমল মনগড়া ও শরীয়ত পরিপন্থী আচরণ বলে মন্তব্য করে ইমাম সাহেবকে গালমন্দ করা মারাত্মক অন্যায়। (১৬/২৪/৬৩৬৫)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٨ : وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطا.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ١ / ٣٥٣ : وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في الصفوف ولا بأس أن يأمرهم الإمام بذلك.

বিনা প্রয়োজনে কাতার সোজা করতে বলা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব ইকামতের পর কাতার সোজা করার কথা বলেন, এর কারণে মুসল্লিরা ইমাম সাহেবের এই কাজকে গোড়ামি বাড়াবাড়ি এবং বিদ'আত আখ্যায়িত করেন।

উত্তর : ইকামত শেষ হওয়ার পূর্বেই কাতার সোজা করে নেবে, যাতে ইকামত শেষ হওয়ার সাথে ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করা সম্ভব হয়। এতদসত্ত্বেও ইকামত শেষ হওয়ার পর কাতার সোজা না হলে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের কাতার সোজা করার কথা বলতে পারবেন। এতে নামাযের কোনো সমস্যা হবে না। বরং কাতার সোজা করানোই তাঁর দায়িত্ব। তবে কাতার সোজা থাকার পরও কাতার সোজা করুন বলা অনর্থক বাক্য। অনেকে এটাকে নিষ্প্রয়োজনে ফ্যাশন/অভ্যাসে পরিণত করেছেন। আপনাদের ইমাম সাহেব যদি এ কারণে করেছেন বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তা অবশ্যই বর্জনীয়। (১৫/৮২৭/৬২৭৬)

📖 سنن ابی داود (دارالحديث) ١/ ٣١٠ (٦٦٢) : عن أبي القاسم الجدلي، قال: سمعت النعمان بن بشير، يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، فقال: «أقيموا صفوفكم» ثلاثا، «والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه.

Scanned by CamScanner

📖 نظام الفتاوی (تاج پبلشنگ) ۵ / ۱۲۹ : الجواب—جب تک خطیب خطبہ پڑھتا رہے اس وقت تک جب چاپ بیٹھے خطبہ پر کان لگائے رکھنا واجب ہے خطبہ ختم کرلے خواہ ابھی منبر سے نہ اترا ہو کھڑے ہو کر صفیں درست کرنے میں لگ جانا جائز ہے۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۵ / ۵۵ : جواب—صف سیدھی کرنے کیلئے کہنا مستحب و مسنون ہے بکر کا قول غلط ہے نماز ہوگئی۔

‘কাতার সোজা করি’ বিকৃত অর্থ নয়

প্রশ্ন : প্রায় মসজিদে নামাযের আগে ইমাম ও খতীবগণের মুখে এমনকি বিশ্ব ইজতেমার ময়দানেও শোনা যায় যে “কাতার সোজা করি”। প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত বাক্যটি কি سووا صفوفكم – الحديث এর বিকৃত অর্থ নয়? কারণ আমাদের এলাকার একজন শ্রদ্ধেয় খতীব বলেছেন যে, “কাতার সোজা করুন” বলতে হবে অন্যথায় ‘গুলু’ফিদ্দীন হবে।

উত্তর : নামাযে কাতার সোজা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় ইমাম সাহেব মুসল্লিদেরকে কাতার সোজা করার জন্য নামাযের পূর্বে যেকোনো ভাষায় তাগিদ দিতে পারেন। এতে শব্দের পার্থক্য-অর্থের বিকৃতও নয়, অতিরঞ্জিতও নয়। তবে যেসব মসজিদে কাতার পূর্ব থেকে সাজানো রয়েছে মুসল্লিগণ দাঁড়ালেই কাতার সোজা হয়ে যায়, ওই সব মসজিদে কাতারা সোজা করুন ইত্যাদি বলা জরুরি নয়। (১৩/৫০/৫১৪৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٧١ : (ويصف) أي يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك. قال الشمني: وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطا، وخير صفوف الرجال أولها لكن نقل المصنف وغيره عن القنية وغيرها ما يخالفه، ثم نقل تصحيح عدم الفساد في مسألة من جذب من الصف فتأخر، فهل ثم فرق؟ فليحرر (الرجال) ظاهره يعم العبد (ثم الصبيان) ظاهره تعددهم، فلو واحدا دخل الصف.

Scanned by CamScanner

খুতবার পর কাতার সোজা করতে বলা বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব জুমু'আর দিনে উভয় খুতবা সমাপনে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং মুসল্লিবৃন্দের সম্বোধন করে বলেন, কাতার সোজা করুন। জনৈক ব্যক্তি এটাকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, খুতবার পরে কোনো কথা বলা জায়েয নয়। প্রশ্ন হলো, ইমাম সাহেবের জন্য এটি বলা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : ইমাম খুতবার জন্য মিম্বরে আরোহণ করলে মুসল্লিদের কোনো প্রকারের কথা বলার অনুমতি নেই, তবে ইমামের জন্য প্রয়োজনে কথা বলার অনুমতি আছে। বিশেষত কাতার সোজা করার লক্ষ্যে প্রশ্নে বর্ণিত 'কাতার সোজা করুন' বলা শরীয়তসম্মত। অনেক আলেমগণ এরূপ বলাকে মুস্তাহাব বলেছেন। তাই এটাকে উক্ত ব্যক্তির নাজায়েয বা বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করার কোনো অবকাশ নেই। (৮/৭৩৮/২৩৪২)

📖 صحيح البخاری (دارالحديث) ١/ ١٤٨ (٧١٩) : عن حميد الطويل، حدثنا أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقال: «أقيموا صفوفكم، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري» -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٢٦٥ : ويكره للخطيب أن يتكلم في حالة الخطبة ولو فعل لا تفسد الخطبة؛ لأنها ليست بصلاة فلا يفسدها كلام الناس لكنه يكره؛ لأنها شرعت منظومة كالآذان والكلام يقطع النظم إلا إذا كان الكلام أمرا بالمعروف فلا يكره؛ لما روي عن عمر أنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل عليه عثمان فقال له أية ساعة هذه؟ فقال: ما زدت حين سمعت النداء يا أمير المؤمنين على أن توضأت فقال: والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالاغتسال وهذا؛ لأن الأمر بالمعروف يلتحق بالخطبة؛ لأن الخطبة فيها وعظ فلم يبق مكروها.

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (دار الفكر) ٢/ ٦٠ : يكره للخطيب أن يتكلم في حال الخطبة للإخلال بالنظم إلا أن يكون أمرا بمعروف لقصة عمر مع عثمان وهي معروفة.

কাতার সোজা করা ও খালি জায়গা পূরণ করার দায়িত্ব কার

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যে ইকামত শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইমাম সাহেব বলেন, "কাতার সোজা করুন" "সামনের খালি জায়গা পুরা করুন।" কাতার সোজা করার ও সামনের খালি জায়গা পুরা করার জিম্মাদারি শরয়ী দৃষ্টিকোণে কার ওপর এবং কোন সময়? প্রচলিত পদ্ধতিটি কতটুকু শরীয়তসম্মত? জানিয়ে আমল করার জন্য সহায়তা করার আশাবাদী।

উত্তর : কাতার সোজা করা ও কাতারের খালি জায়গা পূরণ করা মূলত মুক্তাদীদের কর্তব্য এবং কাতার সোজা করার দ্বারা জামাআতের পরিপূর্ণতা লাভ হয়। তবে ইমাম সাহেবের এ ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া তাঁর দায়িত্ববহির্ভূত নয়, তাই ইমাম সাহেব নামায শুরু করার পূর্বে কাতার সোজা করার জন্য মুক্তাদীদেরকে তাগিদ দেওয়া মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রশ্নোল্লিখিত শব্দগুলো ব্যবহারেও কোনো আপত্তি নেই। (১০/৫৩/২৯৫১)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ١٨٤ (٧١٩) : عن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقال: «أقيموا صفوفكم، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري».

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ١/ ٣١١ (٦٦٥) : عن النعمان بن بشير، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٨ : (ويصف) أي يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك. قال الشمني: وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطا.

Scanned by CamScanner

ইমামতির প্রশিক্ষণের নিয়্যাতে মসজিদ ছেড়ে রুমে জামাআত করা

প্রশ্ন : মাদ্রাসার মসজিদে এলাকার লোকসহ কিছু ছাত্র এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করল এবং কিছু ছাত্র মাদ্রাসার কোনো কামরায় জামাআতের সাথে পড়ল। তা এ জন্য যে যাতে তারা নামায পড়ানো শিখে ভবিষ্যতে কোনো জায়গায় ইমামতি করতে পারে, এ উদ্দেশ্যে এশার নামায রুমে পড়া জায়েয হবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : পুরুষের জন্য ফরয নামায মসজিদে পড়া জরুরি। তাই শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মসজিদের জামাআত ত্যাগ করা জায়েয হবে না। আর ইমামতির বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য জামাআতের সময় ছাড়া অন্য সময়ে তার প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। (১৯/৩৫৬/৮১৯২)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٥/ ١٣٦ (٦٥٤) : عن عبد الله، قال: «من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٣٩٦ : إن مذهب الإمام الحلواني أنه بذلك لا ينال ثواب الجماعة وأنه يكون بدعة ومكروها بلا عذر، نعم قد علمت أن الصحيح أنه لا يكره تكرار الجماعة إذا لم تكن على الهيئة الأولى وسيأتي في الإمامة أن الأصح أنه لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة لكن جماعة المسجد أفضل -

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١ / ٣٠٠ : قال عامة مشايخنا: إنها واجبة، وفي المفيد أنها واجبة، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة ... ... وسئل الحلواني عمن يجمع بأهله أحيانا هل ينال ثواب الجماعة؟ فقال: لا، ويكون بدعة ومكروها بلا عذر.

ইমামের বরাবর পেছনে ইমামতের যোগ্য ব্যক্তিই দাঁড়াবে

প্রশ্ন : এক মসজিদে দেখলাম প্রথম কাতারে ইমাম সাহেবের বরাবর পেছনে শার্ট-প্যান্ট পরিহিত একজন মুসল্লি জামাআত পড়ার অপেক্ষায় বসা। পাশের এক মাওলানা সাহেব তাঁকে এটা মুয়াজ্জিন সাহেবের জায়গা বলে তুলে দেয়। জানার বিষয় হলো, আল্লাহর ঘর মসজিদে একজন মুসল্লি ভাইকে নিজ জায়গা থেকে এভাবে তুলে দেওয়া সহীহ হলো কি না?

কোনো ব্যক্তি কিরাত শুদ্ধ পড়তে জানে কিন্তু সুন্নতি দাড়ি নেই, এ রকম ব্যক্তি ইমাম সাহেবের বরাবর পেছনে মুয়াজ্জিন সাহেবের সাথে দাঁড়ানোর অনুমতি আছে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : ইমামতি করতে পারে না, এমন লোক ইমামের পিছে দাঁড়ানো হাদীসের নির্দেশনা পরিপন্থী। হাদীসের ওপর আমল করার স্বার্থে প্রশ্নোল্লিখিত ধরনের লোকটিকে সরিয়ে দেওয়া খারাপ বা অন্যায় বলার সুযোগ নেই।

হাদীসের ভাষ্য মতে ইমামের সোজা পেছনে এবং তাঁর ডান-বামের জায়গায় ইমামতের যোগ্য ব্যক্তিই দাঁড়াবে, এটিই নিয়ম। বিনা প্রয়োজনে নিয়ম ভঙ্গ করা ঠিক নয়। (১৯/৭৪৬)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٤/ ١٣٠ (٤٣٢) : عن أبي مسعود، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: «استووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» قال أبو مسعود: «فأنتم اليوم أشد اختلافا».

📖 درس ترمذی (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ١ / ٤٨٢ : ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ... مطلب یہ ہے کہ اہل بصیرت لوگوں کو میرے قریب کھڑا

Scanned by CamScanner

ہونا چاہئے، اور اس کی کئی حکمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر استخلاف کی ضرورت پیش آئے تو
امامت کے لائق آدمی فوراً مل سکے، دوسرے یہ کہ نسیان وغیرہ کی صورت میں صحیح لقمہ
دیا جاسکے۔

বাচ্চাদেরকে বড়দের সাথে দাঁড় করানো

প্রশ্ন : অনেক মসজিদেই দেখা যায় ইমাম সাহেব জামাআতের কাতারবন্দি হওয়ার সময় বলে থাকেন, ছোট ছেলেদেরকে পেছনে পাঠিয়ে দিন। তবে একজন মুফতী সাহেব ছোট ছেলেদেরকে জামাআতে কাতারের মাঝখানে দাঁড়ানোর জন্য বলেন। প্রশ্ন হলো, কোনটি সঠিক?

উত্তর : শরয়ী বিধান মতে, নাবালেগ একজন হলে বালেগদের সাথে দাঁড় করাবে। আর একাধিক হলে তাদেরকে ভিন্ন কাতারে বালেগদের পেছনে দাঁড় করানো সুন্নাত। কিন্তু বর্তমান যুগে নাবালেগ বাচ্চাদের ভিন্নভাবে পেছনের কাতারে দাঁড় করানোর মধ্যে কোনো সমস্যা বা বাচ্চাদের দুষ্টামি করার আশংকা থাকলে বালেগদের কাতারেও দাঁড় করানো যেতে পারে। (১৮/২৩৭/৭৫৬২)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١ / ٦١٨ : ويقتضي أيضا أن الصبي الواحد لا يكون منفردا عن صف الرجال بل يدخل في صفهم.

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١/ ٥٦٨- ٥٧١ : (ويصف) أي يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك. قال الشمني: وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطا، وخير صفوف الرجال أولها... ... ... لكن نقل المصنف وغيره عن القنية وغيرها ما يخالفه، ثم نقل تصحيح عدم الفساد في مسألة من جذب من الصف فتأخر، فهل ثم فرق؟ فليحرر (الرجال) ظاهره يعم العبد (ثم الصبيان) ظاهره تعددهم، فلو واحدا دخل الصف.

Scanned by CamScanner

📖 تقريرات العلامة الرافعي (ايچ ايم سعيد) ١/ ٧٣ : قال الرحمتي : ربما يتعين في زماننا إدخال الصبيان في صفوف الرجال؛ لأن المعهود منهم إذا اجتمع صبيان فأكثر تبطل صلاة بعضهم ببعض، وربما تعدى ضررهم إلى إفساد صلاة الرجال۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱ / ۱۹۰ : جواب—ایک سے زائد بچے ہوں تو ان کی علیحدہ صف بنائی جائے، بالغوں کی صف میں کھڑا رہنا مکروہ ہے، اگر ایک ہی لڑکا ہو تو پیچھے تنہا کھڑا نہ رہے مردوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔

কাতারে মুরাহেক ও নাবালেগের স্থান

প্রশ্ন : ১. মসজিদে কিছু নাবালেগ ও মুরাহেক ছেলে নামায পড়তে আসে, ওই নাবালেগ ও মুরাহেক ছেলেরা কোন কাতারে দাঁড়াবে? বালেগের কাতারে না পেছনের কাতারে? বালেগের কাতারে দাঁড়ালে কোনো ক্ষতি হবে কি না?

২. তাদের ও বালেগের কাতারের মাঝে কোনো কাতার ফাঁকা রাখতে হবে কি না? রাখলে কয় কাতার? যদি ফাঁকা রাখা হয়, তাহলে তাদের নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

৩. নাবালেগদের পেছনের কাতারে দাঁড় করালে সামনে বালেগদের কাতার ফাঁকা থাকলে কিভাবে সামনের কাতার পূর্ণ করবে? مرور بين يدى المصلى (নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম) হবে কি না?

৪. বালেগদের কাতারের মাঝে কাতার ফাঁকা রাখলে নামায হবে কি না? এবং মাঝে কয় কাতার ফাঁকা রাখলে ধর্তব্য হবে যে সংযোগ হয়নি। প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : ১. নাবালেগ ছেলে একজন হলে বালেগদের সঙ্গে দাঁড়াবে, আর একাধিক হলে পেছনের কাতারে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। তবে যদি তাদের দুষ্টুমির কারণে বড়দের নামাযে ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে বালেগদের মাঝে দাঁড় করানো উচিত। হ্যাঁ, অবুঝ বাচ্চা হলে তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসাই জায়েয নেই।

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ٣٥٣ : ويقتضي أيضا أن الصبي الواحد لا يكون منفردا عن صف الرجال بل يدخل في صفهم وأن محل هذا الترتيب إنما هو عند حضور جمع من الرجال وجمع من

Scanned by CamScanner

الصبيان فحينئذ تؤخر الصبيان بخلاف المرأة الواحدة فإنها تتأخر عن الصفوف كجماعتهن.

📖 تقريرات الرافعي على ابن عابدين ١ / ٧٣

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٣ / ٢٨٠

২.৪ : একই মসজিদে নাবালেগের কাতার এবং বালেগের কাতারের মাঝে কোনো ফাঁকা রাখা জরুরি নয়। যদি রাখে তাহলেও কোনো ক্ষতি নেই। এমনিভাবে একই মসজিদে যদি বালেগদের কাতারেও কোনো ফাঁকা থাকে, চাই এক কাতার হোক বা একাধিক কোনো সমস্যা নেই।

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٨٦ : فإن المسجد مكان واحد، ولذا لم يعتبر فيه الفصل بالخلاء إلا إذا كان المسجد كبيرا جدا وكذا البيت حكمه حكم المسجد في ذلك لا حكم الصحراء كما قدمناه.

📖 الفتاوى الهندية ١ / ٨٨

📖 فتاوى رحيميه ۴/ ٣٣٨

৩. নাবালেগদের সামনে কাতার ফাঁকা থাকলে আগন্তুক মুসল্লি তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে কাতার পূরণ করতে পারবে, এতে কোনো সমস্যা নেই। (১৭/৩৫২/৭০৩৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٧٠ : وفي القنية قام في آخر صف وبينه وبين الصفوف مواضع خالية فللداخل أن يمر بين يديه ليصل الصفوف لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه، دل عليه ما في الفردوس عن ابن عباس عنه - صلى الله عليه وسلم - «من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه؛ فإن لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته فإنه لا حرمة له» أي فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة.

📖 فتاوى رحيميه ١ / ١٩۴

Scanned by CamScanner

বড়দের সামনের কাতারে নাবালেগের অবস্থান

প্রশ্ন : নাবালেগ ছেলেরা জামাআতের কাতার পুরা না হলে বালেগদের সাথে দাঁড়ালে বা বালেগদের সামনে থাকলে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : নাবালেগ ছেলে একজন হলে বড়দের কাতারে দাঁড়াতে পারবে, আর দুই বা ততোধিক থাকলে বড়দের পেছনে থাকবে। পরবর্তীতে আগত লোকেরা সম্ভব হলে সামনে চলে যাবে, না হয় পেছনেই থাকবে। (২/১১১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٧١ : (ثم الصبيان) ظاهره تعددهم، فلو واحدا دخل الصف.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٥٧١ : (قوله فلو واحدا دخل الصف) ذكره في البحر بحثا، قال: وكذا لو كان المقتدي رجلا وصبيا يصفهما خلفه لحديث أنس «فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا».

নাবালেগ ও নারীদের কাতারের অবস্থান

প্রশ্ন : বালেগ, নাবালেগ ও মহিলাদের কাতারের অবস্থান ও নিয়মাবলির শরয়ী বিধ বিস্তারিত জানানোর অনুরোধ করছি।

উত্তর : সাধারণত নামাযের কাতার করার সুন্নাত পদ্ধতি হলো প্রথমে বালেগ পু তারপর নাবালেগ ছেলে, মহিলাদের জন্য মসজিদের চেয়ে ঘরে নামায পড়া উত্তম, ত যদি মহিলা আসে তখন সবার পেছনে দাঁড়াবে। (১/১৯৫)

📖 السنن الكبرى (دارالحديث) ٣/ ٣٧٥ (٥١٦٦) : عن أبي مالك الأشعري قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يليه في الصلاة الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء ".

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٢٣٩ : ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء " لقوله عليه الصلاة والسلام " ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ".

Scanned by CamScanner

বড়দের কাতারে নাবালেগ দাঁড়ানো

প্রশ্ন : কোনো নাবালেগ একাধিক হওয়া সত্ত্বেও বালেগদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ালে শরীয়তের বিধান মোতাবেক কোনো অসুবিধা হবে কি না?

উত্তর : নাবালেগ ছেলে যদি একজন হয়, বা একাধিক হয়ে একত্রে দাঁড়ানোর দ্বারা নামায নষ্ট হওয়ার আশংকা হয় অথবা এমন বড় জামাআত, যেখানে বাচ্চাদেরকে পেছনে রাখলে হারিয়ে যাওয়ার আশংকা হয় তখন বালেগ পুরুষের কাতারে দাঁড়ানো যাবে, নচেৎ মাকরূহ হবে। (১/১৯৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٦٥٦ :ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره -

📖 تقريرات العلامة الرافعي (سعيد) ١ /٧٣ (قوله ذكره فى البحر بحثا) قال الرحمتى : ربما يتعين فى زماننا إدخال الصبيان فى صفوف الرجال لأن المعهود منهم إذا اجتمع صبيان فأكثر تبطل صلاة بعضهم ببعض وربما تعدى ضررهم إلى إفساد صلاة الرجال -

ইমাম দ্বিতীয় তলায় দাঁড়ালে তৃতীয় তলা সর্ব পেছনের বলে গণ্য হবে

প্রশ্ন : তিন তলাবিশিষ্ট মসজিদে যদি ইমাম সাহেব দোতলায় দাঁড়ান আর মুসল্লিগণ নিয়মতান্ত্রিক কাতারবদ্ধ হয়ে নিচতলা, দোতলা ও তিনতলায় দাঁড়ায় এবং দোতলায় (যেখানে ইমাম সাহেব দাঁড়ান) আনুমানিক ২০টি কাতার হয় তাহলে ২১ নং কাতার কোনটি? তৃতীয় তলার প্রথম কাতার নাকি নিচতলার প্রথম কাতার? উক্ত মাসআলার সমাধান চাই।

উত্তর : যেহেতু যে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা হয় উক্ত স্থানের নিচ ও ওপর সম্পূর্ণটা মসজিদের হুকুমে হয়, তাই প্রথম তলার ন্যায় দ্বিতীয় তৃতীয় তলাও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রথম তলা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় তলায় নামাযের জামাআত করা যদিও বৈধ, কিন্তু বিনা ওজরে এরূপ করা অনুচিত। এতদসত্ত্বেও যদি ইমাম সাহেব দোতলায় দাঁড়ান এবং মুসল্লিগণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাতারবন্দি হয়ে নিচতলা, দোতলা এবং তৃতীয় তলায় দাঁড়ায়, তাহলে মসজিদের প্রথম তলা যেহেতু আসল এবং ওপরের তলাগুলো তার অধীনে, তাই ইমাম সাহেব দ্বিতীয় তলায় দাঁড়িয়ে জামাআত করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় তলার কাতারসমূহের পর মসজিদের আসল অংশে তথা নিচতলার কাতারসমূহ গণনা করা

Scanned by CamScanner

হবে, এরপর তৃতীয় তলার কাতারসমূহ গণনার অন্তর্ভুক্ত হবে। এ হিসেবে প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের নিচতলার প্রথম কাতারই ২১ নং কাতার বলে ধর্তব্য হবে। (১৮/৩২২/৭৫৫৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٦٥٦ : (قوله إلى عنان السماء) بفتح العين، وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري عن الإسبيجابي .

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ١٠٣ : التابع لا يتقدم على المتبوع .

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲ / ۲۳۸ : سوال– اگر مسجد میں ایک سے زائد منزل ہوں تو کیا امام اوپر والی منزل سے امامت کر سکتے ہیں یا نچلی منزل میں امامت کرنا ہی ضروری ہے؟

جواب—اوپر کی منزل میں بھی امامت کر سکتے ہیں لیکن بہتر مناسب اور متوارث یہ ہے کہ امام نچلی منزل میں رہے۔

মসজিদের জামাআতে মহিলাদের অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : মহিলাগণ তারাবীহ, ঈদ, জুমু'আ ও পাঞ্জেগানা নামাযের জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য মসজিদে গমন করতে পারবে কি না? ডা. জাকির নায়েক তাঁর টিভি প্রোগ্রামে বলেছেন যে বুখারী শরীফের হাদীসে এস্তেহাযার রক্ত নিয়ে এক মহিলার মসজিদে প্রবেশের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাহলে পবিত্র অবস্থায় মসজিদে যেতে বাধা কোথায়? তাঁর উক্তিটি সঠিক কি না?

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة، والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي» .

উত্তর : মহিলাদের ঘরের অন্দরমহলে অবস্থান করার নির্দেশ কোরআনে কারীমে দেওয়া হয়েছে। রাসূলের কোনো হাদীসে শরীয়তসম্মত কারণ ও প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে ভ্রমণে বা নামাযের জন্যও মসজিদে গমন করার কোনো নির্দেশ বা উৎসাহ প্রদান করার কোনো প্রমাণ নেই। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীদের ঘরে নামায আদায় করাকে মসজিদে নামায পড়ার তুলনায় অতি উত্তম বলে তাদেরকে মসজিদে আসার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছেন। উপরন্তু নবীজির সাহাবীগণ বিশেষ করে হযরত

Scanned by CamScanner

উমর (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) কঠোরভাবে নারীদের মসজিদে আসা থেকে বারণ করেছেন। তাই বর্তমান ফেতনার যুগে নারীদের তারাবীহ ঈদ বা জুমু'আ ও পাঞ্জেগানা নামাযের জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য মসজিদে আসা কোরআন-হাদীসের দাবি ও সাহাবাগণের আদর্শের পরিপন্থী হওয়ায় অবৈধ। এতে সাওয়াবের তুলনায় গোনাহের আশংকা বেশি।

উল্লেখ্য, ইসলামের প্রথম যুগে দ্বীনি শিক্ষা ও রাসূলের বাণী শুনতে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার প্রমাণ আছে। এ জন্যই তো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) بيوتكن خير لكن তোমাদের ঘর মসজিদ থেকে উত্তম স্থান বলে নিরুৎসাহিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই প্রশ্নের উল্লিখিত হাদীসটি নিরুৎসাহিত করার পূর্বের ঘটনা হওয়াই স্বাভাবিক। নতুবা তা কোরআনের আয়াত ও রাসূলের বিভিন্ন হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক বলে সাব্যস্ত হবে।

উপরন্তু ইস্তিহাযা অবস্থায় মহিলা পবিত্র মহিলা হিসেবেই গণ্য। এ কারণে তার ওপর নামায ফরয, রোযাও ফরয। "অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে যেতে পারলে পবিত্র অবস্থায় কেন যেতে পারবে না" বলা কোরআন-হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। (১৫/৬৯৫)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم -

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٢٢٦ (٩٠٠) : عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» -

📖 صحيح ابن خزيمة (المكتب الإسلامى) ٣ / ٩٥ (١٦٨٩) : عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته، امرأة أبي حميد الساعدي أنها

Scanned by CamScanner

جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب الصلاة معك، فقال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي» ، فأمرت، فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل.

📖 سنن ابی داود (دار الحدیث) ۱ / ۲۷۵ (۵۷۰) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».

📖 المستدرك للحاكم ۱ / ۳۲۸

📖 فتاوى قاضى خان (رشيديه) ص ۸۵ : صلاة النساء فرادى أفضل.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ۱ / ۵٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان (قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۲۸۳ : سوال— عورتوں کو جمعہ یا عیدین باجماعت پانچ وقتی نماز باجماعت مسجد کے اندر مرد امام کے پیچھے مسجد کے اوپر یا کہیں پردے کے اندر یا مدرسہ میں جو مسجد سے ملحق ہو اس میں ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- عورتوں کے لئے جماعت میں شریک ہونا مکروہ تحریمی ہے۔

Scanned by CamScanner

ঘরে মহিলাদের জামাআত

প্রশ্ন : মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে মহিলারা একত্রিত হয়ে জামাআত আদায় করতে পারবে কি না? এবং এ ক্ষেত্রে ইমাম মাহরাম কিংবা বেগানা পুরুষ হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : নামাযে জামাআতের বিধান একমাত্র পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। মহিলাদের জন্য জামাআতের কোনো বিধান নেই। এ কারণে মহিলাদের জন্য ঘরে একত্রিত হয়ে পুরুষ বা মহিলা ইমাম বানিয়ে জামাআত করাও শরীয়ত সমর্থিত নয়। (১৫/৬৯৫)

📖 تبيين الحقائق (مكتبه امدايه) ١ / ١٣٥ : كره جماعة النساء وحدهن لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» ؛ ولأنه يلزمهن أحد المحظورين إما قيام الإمام وسط الصف وهو مكروه أو تقدم الإمام وهو أيضا مكروه في حقهن فصرن كالعراة لم يشرع في حقهن الجماعة أصلا ولهذا لم يشرع لهن الأذان وهو دعاء إلى الجماعة ولولا كراهية جماعتهن لشرع.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ١٥٧ : ولا يباح للشواب منهن الخروج إلى الجماعات، بدليل ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه نهى الشواب عن الخروج؛ ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ٣ / ٤٣ : عورتوں کی جماعت تنہا مکروہ تحریمی ہے لہذا عورتیں جماعت نہ کریں یعنی اس طرح کہ امام بھی عورت ہو جماعت نہ کریں۔

মসজিদকে নারীবান্ধব বানানো

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় সম্প্রতি মসজিদে মহিলাদের জামাআতে নামায আদায়ের ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে মসজিদের তৃতীয় তলায় পৃথক সিঁড়ির মাধ্যমে মসজিদে মহিলাদের প্রবেশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে তারা জামাআতের সাথে

Scanned by CamScanner

নামায আদায় করতে পারে। এ বিষয়টি সম্প্রতি মসজিদের সভাপতি সাহেব ঘোষণা দেন। এ ব্যাপারে প্রমাণাদিসহ শরীয়তসম্মত সমাধান প্রদানের আবেদন করছি।

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিরুৎসাহিত করেছেন। এরপর হযরত উমর (রা.) স্বীয় খেলাফত আমলে মহিলাদের মসজিদে যেতে বারণ করেছেন, এটাই পরবর্তীদের জন্য শরয়ী বিধানে পরিণত হয়েছে। তাই মহিলাদের জন্য মসজিদের জামাআতে শরীক হওয়ার সকল আয়োজন শরীয়তবিরোধী বলে বিবেচিত হবে। (১৮/৪৪৪/৭৬৮৩)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ۱/ ۲۱۹ (۸٦۹) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم.

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ۱/ ۲۲٦ (۹۰۰) : عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».

📖 الإصابة فى تمييز الصحابة (دار الكتب العلمية) ۸/ ۲۲۸ : وذكر أبو عمر في «التّمهيد» أنّ عمر لما خطبها شرطت عليه ألّا يضربها ولا يمنعها من الحقّ ولا من الصّلاة في المسجد النبويّ، ثم شرطت ذلك على الزّبير فتحيّل عليها أن كمن لها لما خرجت إلى صلاة العشاء، فلما مرّت به ضرب على عجيزتها، فلما رجعت قالت: إنا لله! فسد النّاس! فلم تخرج بعد.

قلت: أخرج ابن مندة، من طريق أبي الزّناد، عن موسى بن عقبة، عن سالم- أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عمر، فكانت تكثر الاختلاف إلى المسجد النبويّ، وكان عمر يكره ذلك، فقيل لها في ذلك، فقالت: ما كنت بتاركته إلا أن يمنعني، فكأنه كره أن

Scanned by CamScanner

يمنعها. فتزوّجها رجل بعد عمر فكان يمنعها. قلت لسالم: من هو؟

قال: الزّبير بن العوّام.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱ / ۱۷۳ : ان وجوہات کی بناء پر حضرات فقہاء کرام نے بھی فتوی دیا کہ عورتوں کو مسجد میں جانا مکروہ ہے۔

মহিলারা ঘরেই নামায পড়বে

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামায আদায় করার হুকুম কী?

উত্তর : ইসলামের স্বর্ণযুগ থেকে মহিলাদের নামাযের যে বিধান চলে আসছে, আগামীতেও থাকবে। তারা মসজিদে যাবে না। (১৭/৫৬৯/৭১৬৬)

📖 البناية (دارالفكر) ٢ / ٤٢٠ : أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد، فإذا كره خروجهن للصلاة فلأن يكره حضورهن مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية أهل العلم.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

মসজিদের মহিলাদের জন্য স্থান সংরক্ষণ করা

প্রশ্ন : বর্তমানে রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদে মহিলাদের জন্য পৃথক নামাযের স্থান সংরক্ষিত রাখা হচ্ছে। উক্ত সংরক্ষিত স্থানে পাঞ্জেগানা নামায ছাড়াও শুক্রবারের জুমু'আর নামায, ঈদের নামায ও রমাজানের তারাবীর নামায মহিলা মুসল্লিগণ জামাআতে আদায় করে থাকেন। আমাদের মসজিদটি ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কিছু উত্তরে ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডের পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় উক্ত সড়কে চলাচলকারী বিপুল সংখ্যক মুসল্লী প্রতি ওয়াক্তে ওই মসজিদে নামায পড়েন, তবে মহিলাদের জন্য কোনো পৃথক ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা সময়মতো আদায় করতে ব্যর্থ হন

Scanned by CamScanner

এবং অনেকেই ওয়াক্তের নামায আদায় করতেও ব্যর্থ হন। তাঁদের এ অসুবিধা বিবেচনা করে বিশেষ করে এলাকার মহিলাদের জন্য শুক্রবার জুমু'আর নামায ও ঈদের নামায ও তারাবীর নামায জামাআতে পড়ার সুবিধার্থে জায়গা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং রাজউকও তদানুযায়ী মসজিদ ভবনের নকশা অনুমোদন করেছে। মহিলাদের জন্য জামাআতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে এভাবে স্থান সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে শরীয়তে কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না এবং থাকলে কী ধরনের বিধি আছে? অনুগ্রহপূর্বক উল্লেখ করে বাধিত করবেন।

উত্তর : মহিলাদের জন্য মসজিদে জামাআতসহ নামায আদায় করা অপেক্ষা নিজ ঘরের অন্দরমহলে নামায পড়া বহুগুণ সাওয়াব বেশি বলে বহু হাদীসের স্পষ্ট বাণী দ্বারা প্রমাণিত। বিভিন্ন কারণে সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে অদ্যাবধি ইমাম, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম মহিলাদের নামাযের জন্য মসজিদে গমন নাজায়েয ফাতওয়া দিয়ে আসছেন। তাই পুরুষের জন্য যেমন বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে মসজিদ বাদ দিয়ে ঘরে নামায পড়া গোনাহ, এমনিভাবে মহিলাদের জন্য ঘর বাদ দিয়ে মসজিদে গিয়ে নামায পড়াও গোনাহ। পুরুষের নামাযের স্থান মসজিদ আর মহিলাদের নামাযের স্থান ঘরের অন্দরমহল। এমতাবস্থায় ঘরে নামায পড়ে বহুগুণ বেশি সাওয়াব হাসিল করা বাদ দিয়ে গোনাহের ভাগী হওয়ার জন্য মসজিদে আসতে কিছুসংখ্যক মহিলা কেন এত বেশি উৎসাহী, তা আমাদের বোধগম্য নয়। সুতরাং মসজিদে মহিলাদের পৃথক নামাযের ব্যবস্থা করা গোনাহের কাজের সহযোগিতার নামান্তর, তাই এসব কাজ বর্জনীয়। উল্লেখ্য, পথচারী মহিলাগণ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মসজিদের এক কোণে একাকী নামায পড়ে নিতে পারবে। তাদের জন্যও পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। (১৭/৮৪৪/৭৩১৩)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم.

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ١/ ٢٧٥ (٥٧٠) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٣/ ٢٨٣ : الجواب—عورتوں کے لئے جماعت میں شریک ہونا مکروہ تحریمی ہے.

জুমু'আর জামাআতে মহিলাদের অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় মসজিদে জুমু'আর দিন মহিলা এবং পুরুষের জামাআত হয়। জানার বিষয় হলো, মহিলাদের পুরুষের সাথে জুমু'আর মসজিদে জুমু'আর জামাআতে শরীক হওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলাদের জন্য মসজিদের তুলনায় ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া উত্তম এবং তাতে সাওয়াবও অনেক বেশি। যেহেতু মহিলাদেরকে অতি প্রয়োজন বা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে, তাই বিজ্ঞ ফিকাহবিদগণ বর্তমান জামানায় মহিলাদের জুমু'আ ও জামাআতে অংশগ্রহণ করা মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয বলেছেন। সুতরাং মহিলাদের জন্য পুরুষদের সাথে জুমু'আ বা জামাআতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। (১৯/৩৮৪/৭২২২)

📖 كتاب الأصل (إدارة القرآن) ١/ ٣١٧ : قلت: افتكره لهن ان يشهدن الجمعة والصلاة المكتوبة فى جماعة ؛ قال نعم -

📖 العناية بهامش الفتح (مكتبۂ حبيبيه) ١/ ٣٦٥ : (ويكره لهن حضور الجماعات) كانت النساء يباح لهن الخروج إلى الصلوات، ثم لما صار سببا للوقوع في الفتنة منعن عن ذلك، جاء في التفسير أن قوله تعالى {ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين} .

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١ /٦٢٧- ٦٢٨ : (قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في

Scanned by CamScanner

صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن» ولأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن أطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية قال المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد.

মহিলাদের জামাআতের আযান-ইকামত মাকরূহ

প্রশ্ন : মহিলাদের জামাআতে ইকামত দিতে পারবে কি?

উত্তর : মহিলাদের জামাআত যেহেতু মাকরূহ, তাই তাতে আযান ও ইকামত দেওয়াও মাকরূহ। (৮/৪৮৫/২২২২)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ١/ ١٣٣ : وكذلك إن صلين بالجماعة صلين بغير أذان ولا إقامة لحديث رابطة قالت كنا جماعة من النساء عند عائشة - رضي الله عنها - فأمتنا وقامت وسطنا وصلت بغير أذان ولا إقامة ولأن المؤذن يشهر نفسه بالصعود إلى أعلى المواضع ويرفع صوته بالأذان والمرأة ممنوعة من ذلك لخوف الفتنة، فإن صلين بأذان وإقامة جازت صلاتهن مع الإساءة لمخالفة السنة والتعرض للفتنة -

📖 حاشية الطحطاوى على المراقي (قديمى كتبخانه) ص ١٩٥ : قوله: "وكرها للنساء" اعلم أن الأذان والإقامة من سنن الجماعة المستحبة فلا يندبان لجماعة النساء والعبيد والعراة لأن جماعتهم غير مشروعة كما في البحر -

Scanned by CamScanner

নারীদের ঘরের নামাযে সাওয়াব বেশি

প্রশ্ন : মহিলাদের মসজিদ ও ঈদগাহে জামাআতে নামায আদায় এবং খুতবা শোনা জায়েয কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে বোখারী শরীফের ওই হাদীসের জবাব কী যে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, "মহিলাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায আদায় করত" এবং এ দেশের জাতীয় মসজিদসহ বহু মসজিদে মেয়েরা জামাআতে নামায আদায় করে, এর জবাব কী? মহিলারা ঘরে নামায পড়লে জামাআতে নামায পড়ার সমান সাওয়াব পাবে কি না?

উত্তর : ইসলামের প্রথম যুগে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পেছনে নামায পড়ার জন্য মহিলাগণও মসজিদে যাওয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত আছে, পরবর্তীতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মসজিদে না আসার প্রতি উৎসাহিত করেছেন, তাও হাদীসে বর্ণিত আছে। এ কারণে মহিলাগণ মসজিদে আসা থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। তারপর খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর জামানায় পুরোপুরিভাবে বিরত থাকলেন। বর্তমান যুগ যে ফেতনারই যুগ তাতে কারো দ্বিমত নেই, তাই মহিলাদের নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়া কোনো অবস্থাতেই শরীয়তসম্মত নয়। (১৬/১০/৬৩৪২)

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٤٤/ ١٦٤ (٢٦٥٤٢) : عن أم سلمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن».

📖 فيه أيضا ١٤/ ٣٩٨ (٨٧٩٦) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لأقمت الصلاة، صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار ".

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم.

📖 فيه أيضا ١/ ٢٢٦ (٩٠٠) : عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين

Scanned by CamScanner

وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».

📖 الإصابة فى تمييز الصحابة (دار الكتب العلمية) ٨/ ٢٢٨ : وذكر أبو عمر في «التمهيد» أنّ عمر لما خطبها شرطت عليه ألّا يضربها ولا يمنعها من الحقّ ولا من الصّلاة في المسجد النبويّ، ثم شرطت ذلك على الزّبير فتحيّل عليها أن كمن لها لما خرجت إلى صلاة العشاء، فلما مرّت به ضرب على عجيزتها، فلما رجعت قالت: إنا لله! فسد النّاس! فلم تخرج بعد.

قلت: أخرج ابن مندة، من طريق أبي الزّناد، عن موسى بن عقبة، عن سالم- أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عمر، فكانت تكثر الاختلاف إلى المسجد النبويّ، وكان عمر يكره ذلك، فقيل لها في ذلك، فقالت: ما كنت بتاركته إلا أن يمنعني، فكأنه كره أن يمنعها. فتزوّجها رجل بعد عمر فكان يمنعها. قلت لسالم: من هو؟ قال: الزّبير بن العوّام.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ / ٣٠٧ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان (قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين.

ঈদ, জুমু'আ ও জামাআতের বিধান নারীদের জন্য নয়

প্রশ্ন : মহিলাদের জামাআতের সহিত জুমু'আ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের নিয়ম দেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ কোনো কোনো মসজিদে চালু আছে। এতে বোঝা যায় যে মহিলাদের জামাআতে নামায আদায়ে শরীয়তে কোনো বাধা নেই। এ ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোরআন-হাদীসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে মহিলাদের জন্য স্বীয় বাসস্থানে অবস্থান করা ফরয। শরীয়ত সমর্থিত প্রয়োজন ছাড়া স্বীয় ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি তাদের নেই। অন্যদিকে মহিলাদেরকে ফেতনা-ফ্যাসাদ হতে রক্ষা করার লক্ষ্যে পর্দার বিধান নাজিল করা হয়েছে, যা মহিলাদের রক্ষা করা ফরয। এ সমস্ত কারণে মহিলাদের জন্য জুমু'আ, ঈদ ও জামাআতের হুকুম প্রদান করা হয়নি। শরীয়ত কর্তৃক মহিলাদেরকে স্বীয় ঘরে নির্জনে একাকী নামায আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই ফিকাহবিদগণ ও উলামায়ে কেরাম উপরোক্ত কারণসমূহের আলোকে বর্তমান ফেতনা- ফ্যাসাদের যুগে মসজিদে নামায আদায়ের জন্য হলেও মহিলাদের ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করেননি। (৯/৮৯০/২৯৩২)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم.

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ١ / ٢٧٥ (٥٧٠) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».

📖 المستدرك للحاكم ١ / ٣٢٨ (٧٥٧)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان (قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين.

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ٣٥٨ : (قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۲۸۳ : سوال- عورتوں کو جمعہ یا عیدین باجماعت پانچ وقتی نماز باجماعت مسجد کے اندر مرد امام کے پیچھے مسجد کے اوپر یا کہیں پردے کے اندر یا مدرسہ میں جو مسجد سے ملحق ہو اس میں ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- عورتوں کے لئے جماعت میں شریک ہونا مکروہ تحریمی ہے۔

মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মসজিদের খতীব সাহেব জুমু'আর বয়ানে বলেন যে, "মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামায পড়া হারাম" এটি সঠিক কি না?

উত্তর : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে শর্ত সাপেক্ষে মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করার অনুমতি পাওয়া গেলেও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদের মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে নিজ ঘরে নামায আদায় করা উত্তম বা অধিক সাওয়াবের বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাই সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই মহিলাদের মসজিদে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে যুগ যুগ ধরে বলবৎ আছে। বর্তমান যুগ তো সর্ব দিক দিয়ে ফ্যাসাদে পরিবেষ্টিত, তাই এ যুগে মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করার অনুমতি কোনোক্রমেই দেওয়া যায় না। এ ব্যাপারে প্রশ্নে বর্ণিত খতীব সাহেবের বক্তব্য সঠিক ও শরীয়তভিত্তিক বলে বিবেচ্য। (১২/২৮২/৩৯০৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٤/ ١٣٦ (٤٤٥) : عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل» قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: «نعم».

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ١/ ١٠٩ : (ولا يحضرن الجماعات) في كل الصلاة نهارية أو ليلية لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها

Scanned by CamScanner

في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن»
ولأنه لا تؤمن الفتنة من خروجهن.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ٢٥٨ : وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال لكون الخروج سببا للفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن ولا جمعة عليهن أيضا.

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ٣٥٨ : (قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن» ولأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن أطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية قال المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ١ / ١٧٢ : عورتوں کے لئے جہاں تک ممکن ہو، مخفی مقام پر اور چھپ کر نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت اور ثواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاتون بیت کمرہ) میں نماز پڑھے یہ صحن کی نماز سے بہتر ہے اور کمرہ کے اندر چھوٹی کوٹھری (بخاری) میں نماز پڑھے یہ کمرہ کی نماز سے بہتر ہے- عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» ایک حدیث میں ہے کہ عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کے بجائے اکیلے نماز پڑھنے میں پچیس درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے. (مسند الفردوس).

নবীপত্নীগণ কি জামাআতের সাথে নামায পড়েছেন

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে কি তাঁর স্ত্রীগণ জামাআতের সহিত নামায আদায় করেছেন?

Scanned by CamScanner

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামানায় তাঁর স্ত্রীগণ একত্রিত হয়ে জামাআতে নামায আদায় করার কোনো প্রমাণ হাদীস শরীফে পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন কারণে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনো কোনো স্ত্রী নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পেছনে ইসলামের প্রথম যুগে নামায আদায় করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। (১২/৭০৫/৪০৯৮)

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ١/ ٥٤١ (٨٠٣) : قال ابن جريج: أخبرني زياد، أن قزعة مولى لعبد قيس أخبره، أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس قال: قال ابن عباس: «صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه».

📖 سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب) ١/ ٣١٢ (٩٧٥) : عن أنس، قال «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي، فأقامني عن يمينه، وصلت المرأة خلفنا».

মহিলার ইমামতিতে তারাবীহ ও ঈদ

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লায় প্রতি রমাজানে তারাবীহ নামাযসহ প্রতি ঈদুল ফিতর ও আযহার নামায একজন মহিলা ইমাম হয়ে মহল্লার মহিলাদের নিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করে থাকে। এমনকি মহিলা ইমাম নিজেই ঈদের খুতবা পড়ে থাকে। উক্ত মহিলা জামাআত শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

উত্তর : কোরআন ও হাদীসের বর্ণনায় মহিলাদেরকে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ পর্দার বিধান তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য শরীয়ত কর্তৃক জুমু'আ, ঈদ, মসজিদে নামায আদায় এবং জামাআত তাদের থেকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে মহিলাদের জন্য একাকী স্বীয় গৃহের নির্জন স্থানে নামায আদায় করা উত্তম ও তাতে ফজীলত বেশি। তাই সমস্ত ফিকাহবিদ ও উলামায়ে কেরাম মহিলাদের জন্য জুমু'আ, ঈদ, তারাবীহের নামায জামাআতসহ আদায় করার অনুমতি প্রদান করেননি। বরং মহিলাগণ জুমু'আর পরিবর্তে ঘরে একাকী যোহরের নামায আদায়

Scanned by CamScanner

করবে। অনুরূপ তারাবীহের নামাযও একাকী নিজ নিজ গৃহে আদায় করে নেবে, এর জন্য জামাআত করার অনুমতি নেই। ঈদের নামায যেহেতু তাদের ওপর ওয়াজিব নয়, তাই ঈদের নামায আদায়ের জন্য তাদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি নেই। অতএব, প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মহিলাদের তারাবীহসহ দুই ঈদের নামায জামাআতে আদায় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ ও বর্জনীয়। (১১/১৫১/৩৪৪৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ١٥٧ : جماعتهن مكروهة عندنا، وعند الشافعي مستحبة كجماعة الرجال، ويروى في ذلك أحاديث لكن تلك كانت في ابتداء الإسلام ثم نسخت بعد ذلك.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ / ٣٧٧ : ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ / ٣٨٥ : " وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة "-

📖 تبيين الحقائق (مكتبه امدايه) ١ / ١٣٥ : كره جماعة النساء وحدهن لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» ؛ ولأنه يلزمهن أحد المحظورين إما قيام الإمام وسط الصف وهو مكروه أو تقدم الإمام وهو أيضا مكروه في حقهن فصرن كالعراة لم يشرع في حقهن الجماعة أصلا ولهذا لم يشرع لهن الأذان وهو دعاء إلى الجماعة ولولا كراهية جماعتهن لشرع.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۴۰۶ : الجواب—عورتوں کا عید کی جماعت کرنا عورت ہی امام ہو اور خطبہ پڑھے شرعاً ممنوع ہے... اور عورتوں کا اس طرح عید پڑھانا بھی بند کیا جائے۔

Scanned by CamScanner

জামাআতে অংশগ্রহণ নারীদের জন্য নিষেধ কেন?

প্রশ্ন : বর্তমান শিক্ষিত মহিলারা মসজিদে গিয়ে ইমামের সাথে জামাআতে নামায পড়তে আগ্রহী। তাদের ভাষ্য হলো, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মহিলাগণ মসজিদে গিয়ে নামায পড়েছেন, হাদীসের অধ্যায়ে তা উল্লেখ হয়েছে, মক্কা শরীফ-মদীনা শরীফেও বর্তমানে তার প্রচলন আছে। আমাদেরকে কেন নিষেধ করা হবে?

উত্তর : জামাআতের সাথে নামায পড়ার হুকুম পুরুষদের সাথে সম্পৃক্ত, মহিলাদের এ নির্দেশ দেওয়া হয়নি। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে যেহেতু ইসলামের নিত্যনতুন বিভিন্ন বিধিবিধান মসজিদে আলোচনা হতো, তাই মহিলাদের সেখানে উপস্থিত হতে বারণ করা হতো না। তবে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর এতে অনেকটা ভাটা পড়ে যায়।

উল্লেখ্য, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে মহিলাদের কখনই উৎসাহিত করা হয়নি। বরং জামাআতের ২৭ গুণ সাওয়াব, মসজিদে নববীর পঞ্চাশ হাজার রাক'আতের সাওয়াব এবং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পেছনে নামায পড়ার মতো সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই মহিলাদেরকে ঘরে নামায পড়ার প্রতি এই বলে উৎসাহিত করেছেন যে তাদের জন্য মসজিদে নববীতে নামায পড়ার চেয়েও বাড়ির অন্দরমহলে নামায পড়াই শ্রেয়।

পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে হযরত উমর (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) বিভিন্ন ফেতনার দ্বার রুদ্ধ করার লক্ষ্যে মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে সম্পূর্ণ বারণ করেন। এর পর থেকে আজ পর্যন্ত ফুকাহায়ে কেরাম সর্বত্র ফেতনা-ফ্যাসাদের সয়লাবের দিকে লক্ষ করে উক্ত মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে আসছেন। তাই বর্তমানেও সেই হুকুমটি বলবৎ থাকবে।

মহিলাদের জন্য স্বয়ং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পেছনে মসজিদে নববীতে নামায পড়ার চেয়ে ঘরে নামায পড়াই যখন উত্তম, তাহলে বর্তমান যুগে ঘর ছেড়ে মসজিদে হারামাঈন বা অন্য কোনো মসজিদে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে গমন করা অপ্রয়োজনীয়। এরূপ অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই বরং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এতে গোনাহ হবে। (১০/৪৫৫)

📖 تفسير القرطبي (دار الكتب المصرية) ١٤ / ١٧٩ : ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ... ... معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى.

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ /٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم -

📖 فيه أيضا ١/ ٢٢٦ (٩٠٠) : عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» -

📖 صحيح ابن خزيمة (المكتب الإسلامى) ٣ / ٩٥ (١٦٨٩) : عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته، امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب الصلاة معك، فقال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي» ، فأمرت، فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل -

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ١ /٢٧٥ (٥٧٠) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».

📖 فتاوى قاضى خان (أشرفيه) ص ٨٥ : صلاة النساء فرادى فرادى أفضل.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ / ٣٠٧ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان (قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣ / ٢٨٣ : سوال- عورتوں کو جمعہ یا عیدین باجماعت پانچ وقتی نماز باجماعت مسجد کے اندر مرد امام کے پیچھے مسجد کے اوپر یا کہیں پردے کے اندر یا مدرسہ میں جو مسجد سے ملحق ہو اس میں ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- عورتوں کے لئے جماعت میں شریک ہونا مکروہ تحریمی ہے۔

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই কাতারে নারী-পুরুষ

প্রশ্ন : মহিলা-পুরুষ একত্রে এক সারিতে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামায পড়া দুরস্ত আছে কি না? যদি দুরস্ত না থাকে তাহলে কার নামায নষ্ট হবে? মক্কা শরীফে হাজী সাহেবান যে একত্রে নামায আদায় করছেন তার হুকুম কী হবে?

উত্তর : হাদীস শরীফের বর্ণনা ও হানাফী মাযহাব অনুসারে মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করা নিষিদ্ধ। তাই মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখা অপরিহার্য। এতদসত্ত্বেও এক বা দুজন মহিলা একসাথে পুরুষের জামাআতে শরীক হয়ে পুরুষদের কাতারে শামিল হলে উভয় পাশের দুজন ও সোজা পেছনের প্রথম কাতারের পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর মহিলা তিনজন বা তিনোধিক একসাথে দাঁড়ালে উভয় পার্শ্বের সংলগ্ন দুই পুরুষ ও তাদের সোজা পেছনের সব কাতারের পুরুষদের নামায নষ্ট হয়ে যাবে, যদি ইমাম সাহেব মহিলাদের ইমামতের নিয়্যাত করে থাকেন। পক্ষান্তরে ইমাম মহিলাদের নিয়্যাত না করলে মহিলাদের নামাযই শুদ্ধ হবে না, পুরুষদের নামায হয়ে যাবে। কা'বা শরীফের বেলায়ও উল্লিখিত হুকুম প্রযোজ্য। তবে আমাদের জানা মতে কা'বা শরীফের ইমাম সাহেব মহিলাদের ইমামতের নিয়্যাত করেন না বিধায় পুরুষদের নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। মহিলাদের নামায শুদ্ধ হবে না। তবুও মহিলা পাশে দাঁড়িয়ে গেলে সতর্কতামূলক এক কদম আগে বা পিছে সরে দাঁড়াবে। (৬/৪৩৬/১২৭৩)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ /٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان (قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٧٣ : أن المرأة تفسد صلاة رجلين من جانبيها، واحد عن يمينها، وواحد عن يسارها، وكذا المرأتان والثلاث؛ وكذا تفسد صلاة من خلفها، فالواحدة تفسد من خلفها صلاة رجل، ولو كانتا اثنتين فصلاة رجلين، ولو ثلاثا فصلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۳۵۸ : اگر امام نے نماز شروع کرتے وقت عورتوں کی امامت کی نیت کی ہو تو اگر ایک یا دو عورتیں مردوں کی صف میں کھڑی ہو گئیں تو ان عورتوں کی نماز ہو جائیگی، مگر ان کی دونوں جانب متصل اور ان کے پیچھے سیدھ میں صف اول میں کھڑے ہونے والے مردوں کی نماز نہ ہو گی.

📖 فیه ایضا۳/ ۳۶۴ : حرمین شریفین کے امام عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کرتے، اس لئے جو عورتیں مردوں کی صف میں کھڑی ہو جاتی ہے ان کی نماز نہیں ہوتی، ان عورتوں کی دونوں جانب اور ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے مردوں کی نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ عورتیں تین یا اس سے بھی زیادہ ہوں۔ جو عورتیں الگ کھڑی ہوتی ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مذہب میں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، مگر چونکہ ایک قول جواز کا بھی ہے، اس لئے عورتوں پر حرمین شریفین میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازوں کی قضا واجب نہیں، البتہ قضا کر لینا بہتر ہے، نماز جیسی اہم عبادت میں احتیاط کا یہی مقتضی ہے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদে হারামে পুরুষের পাশে মহিলার নামায

প্রশ্ন : হজের মৌসুমে দেখা যায় যে মসজিদে হারামে পুরুষ-মহিলা মিলিত হয়ে দাঁড়িয়ে জামাআতে নামায আদায় করে, এতে উক্ত পুরুষ-মহিলার নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : যদি পুরুষের কাতারে মহিলা দাঁড়ায় এবং ইমাম সাহেবও মহিলার ইমামতির নিয়্যাত করেন তাহলে মহিলার ডানে-বামে ও পেছনের পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম সাহেব যদি মহিলার ইমামতির নিয়্যাত না করেন, অথবা করেন কিন্তু নামায শুরু করার পর মহিলা নামাযে হাজির হয়ে পুরুষের কাতারে দাঁড়ায় এবং পুরুষ তাকে পেছনে দাঁড়ানোর ইশারার পরও যদি সে পেছনে না দাঁড়ায় এবং উভয়ের মাঝে কোনো বস্তু বা দেয়ালও বিদ্যমান না থাকে তাহলে মহিলার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, হারাম শরীফে ইমামগণ যেসব মাযহাবের অনুসারী তাঁদের মতে মহিলাদের ইক্তিদার নিয়্যাত ইমামের জন্য জরুরি নয়, তাই তাঁরা নিয়্যাত করেন না। এ কারণে হারাম শরীফে মহিলারা পাশে দাঁড়ালেও পুরুষের নামায নষ্ট হওয়ার কথা নয়। তদুপরি সতর্কতামূলক এর থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। (১৫/৭৭/৫৯২৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٧٢ : (وإذا حاذته) ولو بعضو واحد، وخصه الزيلعي بالساق والكعب (امرأة) ولو أمة (مشتهاة) حالا كبنت تسع مطلقا وثمان وسبع لو ضخمة أو ماضيا كعجوز (ولا حائل بينهما) أقله قدر ذراع في غلظ أصبع، أو فرجة تسع رجلا (في صلاة) وإن لم تتحد نيتها ظهرا بمصلي عصر على الصحيح سراج، فإنه يصح نفلا على المذهب بحر، وسيجيء (مطلقة) خرج الجنازة (مشتركة) فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة لا مفسد فتح (تحريمة) وإن سبقت ببعضها (وأداء) ولو حكما كلاحقين بعد فراغ الإمام، بخلاف المسبوقين والمحاذاة في الطريق (واتحدت الجهة) فلو اختلفت كما في جوف الكعبة وليلة مظلمة فلا فساد (فسدت صلاته) لو مكلفا وإلا لا (إن نوى) الإمام وقت شروعه لا بعده (إمامتها) وإن لم تكن

Scanned by CamScanner

حاضرة على الظاهر، ولو نوى امرأة معينة أو النساء إلا هذه عملت نيته (وإلا) ينوها (فسدت صلاتها) كما لو أشار إليها بالتأخير فلم تتأخر لتركها فرض المقام فتح.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٧٦ : فالإشارة بالتأخر إنما تنفع إذا حضرت بعد الشروع ناويا إمامتها. قال ط: والظاهر أن الإمام ليس بقيد، أي فلو حاذت المقتدي بعد الشروع وأشار إليها بالتأخر ولم تتأخر فسدت صلاتها دونه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨٩ : محاذاة المرأة الرجل مفسدة لصلاته ولها شرائط: ... ... (ومنها) أن يكونا بلا حائل ... ... (ومنها) أن ينوي الإمام إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده ... ... ثم المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة واحد عن يمينها وآخر عن يسارها وآخر خلفها ولا تفسد أكثر من ذلك. هكذا في التبيين.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ / ۴۴۰ : الجواب-ایک دائیں سے ایک بائیں سے ایک پیچھے سے کل تین آدمیوں کی نماز فاسد ہوگی، ان کے علاوہ پہلی یا پچھلی صف والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔

সাওয়াবের আশায় মসজিদে হারামে নারীদের নামায

প্রশ্ন : আমরা জানি যে মসজিদে হারামে এক রাক'আত নামায পড়লে এক লক্ষ রাক'আতের সাওয়াব পাওয়া যায়। এ সাওয়াব পাওয়ার জন্য হজের মৌসুমে মহিলারা পুরুষদের সাথে এক কাতারে কা'বা শরীফে নামায আদায় করে। অথচ মহিলারা পুরুষদের কাতারে নামায পড়া নিষেধ।

প্রশ্ন হলো, বর্তমানে হজের মৌসুমে মহিলারা পুরুষদের কাতারে একসাথে নামায আদায় করলে এক রাক'আতে এক লক্ষ রাক'আতের সাওয়াব পাবে কি না?

উত্তর : কা'বা শরীফের নামায আদায় করা সম্পর্কে উক্ত ফজীলতগুলো শুধু কা'বা শরীফে নামায আদায়ের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং হেরেমে মক্কায় অবস্থানরত মহিলারা

Scanned by CamScanner

আপন আপন ঘরে নামায আদায় করলেও উক্ত ফজীলত পাবে। যেহেতু মহিলারা মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার তুলনায় তাদের বাসস্থানে (ঘরে) নামায পড়া অতি উত্তম বলা হয়েছে, তাই মহিলাদের জন্য উক্ত হাদীস অনুসারে কা'বা শরীফের চেয়ে বাসায় ঘরে নামায আদায় করা বেশি উত্তম। (১৭/৭৪৮/৭২৮৪)

📖 صحيح ابن خزيمة (المكتب الإسلامي) ٣ / ٩٥ (١٦٨٩) : عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته، امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب الصلاة معك، فقال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي» ، فأمرت، فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ / ٥٢٥ : واختلف في المراد بالمسجد الحرام، قيل مسجد الجماعة وأيده المحب الطبري، وقيل الحرم كله، وقيل الكعبة خاصة، وجاءت أحاديث تدل على تفضيل ثواب الصوم وغيره من القربات بمكة إلا أنها في الثبوت ليست كأحاديث الصلاة فيها اهباختصار. وذكر ابن حجر في التحفة أنه صح في الأحاديث بتكرار الألف ثلاثا، كذا كتبه بعض المحشين. وذكر البيري في شرح الأشباه في أحكام المسجد أن المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة بل جميع حرم مكة الذي يحرم صيده كما صححه النووي.

Scanned by CamScanner

মসজিদে হারামে পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : পবিত্র কা'বা শরীফে পুরুষদের সাথে মহিলাদের জামাআতে নামায আদায় করা জায়েয কি না? যদি ভিড়ের কারণে একজনের পিঠের ওপর অপরজনের সিজদা দিতে হয় তাহলে মহিলাদের ক্ষেত্রে করণীয় কী? এবং সেখানে মহিলারা জামাআতে নামায পড়লে একা পড়ার চেয়ে বেশি সাওয়াব পাবে কি না? এবং কা'বা শরীফ ব্যতীত আমাদের দেশের মসজিদে মহিলাদের জামাআতে নামায আদায় করার হুকুম কী?

উত্তর : শুধু নামাযের জন্য মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি নেই, কেবল কা'বা শরীফে তাওয়াফের জন্য যাওয়ার অনুমতি আছে। সেখানে যাওয়ার পর নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে পুরুষের থেকে ভিন্ন হয়ে নামায পড়ার সুযোগ আছে। হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী, মহিলারা হারাম শরীফের মসজিদে গিয়েও জামাআতের সাথে নামায আদায় করার চেয়ে ঘরে নামায আদায়ে সাওয়াব বেশি পাবে। (১৭/৫৫১/৭১৯০)

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ١/ ٢٧٥ (٥٧٠) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».

📖 صحيح ابن خزيمة (المكتب الإسلامي) ٣ / ٩٥ (١٦٨٩) : عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته، امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب الصلاة معك، فقال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي» ، فأمرت، فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل -

📖 المستدرك للحاكم ١ / ٣٢٨

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ / ٣٠٧ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان (قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين.

📖 احسن الفتاوى (سعید) ٣ / ٢٨٣ : سوال- عورتوں کو جمعہ یا عیدین باجماعت پانچ وقتی نماز باجماعت مسجد کے اندر مرد امام کے پیچھے مسجد کے اوپر یا کہیں پردے کے اندر یا مدرسہ میں جو مسجد سے ملحق ہو اس میں ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- عورتوں کے لئے جماعت میں شریک ہونا مکروہ تحریمی ہے۔

হারাম শরীফে মুহাযাতের বিধান

প্রশ্ন : আমরা জানি যে 'মুহাযাত' তথা কোনো আড়াল ছাড়া পুরুষ-মহিলা ইমামের পেছনে একসঙ্গে নামায পড়লে পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু উক্ত অবস্থা যদি হজ পালন করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তা নামায বিনষ্ট কারী হবে কি না? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : আমাদের মাযহাবে 'মুহাযাত'-এর দ্বারা নামায নষ্ট হওয়ার শর্তসমূহ থেকে একটি হলো ইমাম সাহেব মহিলাদের ইমামতির নিয়্যাত করা। যেহেতু হারামাইনের ইমামগণ ভিন্নভাবে মহিলাদের ইমামতির নিয়্যাত করেন না, তাই 'মুহাযাত' সত্ত্বেও পুরুষের নামায নষ্ট হবে না। আর যদি ইমাম মহিলাদের ইমামতির নিয়্যাত করে থাকেন তাহলে প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। পুনরায় দোহরিয়ে পড়তে হবে। (১৫/৭৬৮/৬২৫৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ / ٢٤٠ : (وإن حاذته امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته إن نوى الإمام إمامتها) ... ... (وإن لم ينو إمامتها لم تضره ولا تجوز صلاتها).

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٧٢ : (وإذا حاذته) ولو بعضو واحد، وخصه الزيلعي بالساق والكعب (امرأة) ولو أمة (مشتهاة)

Scanned by CamScanner

حالا كبنت تسع مطلقا وثمان وسبع لو ضخمة أو ماضيا كعجوز (ولا حائل بينهما) أقله قدر ذراع في غلظ أصبع، أو فرجة تسع رجلا (في صلاة) وإن لم تتحد نيتها ظهرا بمصلي عصر على الصحيح سراج، فإنه يصح نفلا على المذهب بحر، وسيجيء (مطلقة) خرج الجنازة (مشتركة) فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة لا مفسد فتح (تحريمة) وإن سبقت ببعضها (وأداء) ولو حكما كلاحقين بعد فراغ الإمام، بخلاف المسبوقين والمحاذاة في الطريق (واتحدت الجهة) فلو اختلفت كما في جوف الكعبة وليلة مظلمة فلا فساد (فسدت صلاته) لو مكلفا وإلا لا (إن نوى) الإمام وقت شروعه لا بعده (إمامتها) وإن لم تكن حاضرة على الظاهر، ولو نوى امرأة معينة أو النساء إلا هذه عملت نيته (وإلا) ينوها (فسدت صلاتها) كما لو أشار إليها بالتأخير فلم تتأخر لتركها فرض المقام فتح.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٧٦ : فالإشارة بالتأخر إنما تنفع إذا حضرت بعد الشروع ناويا إمامتها. قال ط: والظاهر أن الإمام ليس بقيد اهأي فلو حاذت المقتدي بعد الشروع وأشار إليها بالتأخر ولم تتأخر فسدت صلاتها دونه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨٩ : محاذاة المرأة الرجل مفسدة لصلاته ولها شرائط: ... ... (ومنها) أن يكونا بلا حائل ... (ومنها) أن ينوي الإمام إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده ... ثم المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة واحد عن يمينها وآخر عن يسارها وآخر خلفها ولا تفسد أكثر من ذلك. هكذا في التبيين.

📖 خير الفتاوى (زكريا) ٢ / ٤٤٠ : الجواب—ایک دائیں سے ایک بائیں سے ایک پیچھے سے کل تین آدمیوں کی نماز فاسد ہوگی ان کے علاوہ پہلی یا پچھلی صف والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۳٦۴ : حرمین شریفین کے امام عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کرتے، اس لئے جو عورتیں مردوں کی صف میں کھڑی ہو جاتی ہے ان کی نماز نہیں ہوتی، ان عورتوں کی دونوں جانب اور ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے مردوں کی نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ عورتیں تین یا اس سے بھی زیادہ ہوں۔ جو عورتیں الگ کھڑی ہوتی ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مذہب میں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، مگر چونکہ ایک قول جواز کا بھی ہے، اس لئے عورتوں پر حرمین شریفین میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازوں کی قضا واجب نہیں، البتہ قضا کر لینا بہتر ہے، نماز جیسی اہم عبادت میں احتیاط کا یہی مقتضی ہے۔

হারাম শরীফের জামাআতে নর-নারীর পাশাপাশি অবস্থান

প্রশ্ন : জামাআতে নামাযের সময় কোনো মহিলা যদি পুরুষের সামনে বা পাশে থাকে তবে নামায হয় না। কিন্তু হজের সময় মহিলা-পুরুষ এক জামাআতে একই নামায আদায় করে, মহিলা সামনে বা পাশে থাকে, এ অবস্থায় হাজার হাজার পুরুষের নামাযের হুকুম কী? আর পুরুষরা নামায দোহরিয়ে পড়েন না, কেননা তাঁরা মনে করেন নামায হয়ে গেছে। এর সমাধান কী হতে পারে?

উত্তর : হারামাইন শরীফাঈনের ইমামগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী নন। তাঁদের মাযহাবে মহিলাদের নামায হওয়ার জন্য ইমাম সাহেবের ইক্তিদার নিয়্যাত করতে হয় না বিধায় তাঁরা মহিলাদের ইক্তিদার নিয়্যাতও করেন না। এমতাবস্থায় হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য পাশে মহিলা দাঁড়িয়ে গেলে ইমামের নিয়্যাত না থাকায় মুসল্লিদের নামায নষ্ট হবে না। তাদের মাযহাব মতে তাদের মহিলাদেরও নামায হয়ে যাবে। তবে ইমাম সাহেব নিয়্যাত করার সম্ভাবনা থাকায় সর্বাবস্থায় পাশে না দাঁড়ানোর ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি। (১৩/৮১৬/৫৪২০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٧٢ : (وإذا حاذته) ولو بعضو واحد، وخصه الزيلعي بالساق والكعب (امرأة) ولو أمة (مشتهاة) حالا كبنت تسع مطلقا وثمان وسبع لو ضخمة أو ماضيا كعجوز (ولا حائل بينهما) أقله قدر ذراع في غلظ أصبع، أو فرجة تسع

Scanned by CamScanner

رجلا (في صلاة) وإن لم تتحد نيتها ظهرا بمصلي عصر على الصحيح سراج، فإنه يصح نفلا على المذهب بحر، وسيجيء (مطلقة) خرج الجنازة (مشتركة) فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة لا مفسد فتح (تحريمة) وإن سبقت ببعضها (وأداء) ولو حكما كلاحقين بعد فراغ الإمام، بخلاف المسبوقين والمحاذاة في الطريق (واتحدت الجهة) فلو اختلفت كما في جوف الكعبة وليلة مظلمة فلا فساد (فسدت صلاته) لو مكلفا وإلا لا (إن نوى) الإمام وقت شروعه لا بعده (إمامتها) وإن لم تكن حاضرة على الظاهر، ولو نوى امرأة معينة أو النساء إلا هذه عملت نيته (وإلا) ينوها (فسدت صلاتها) كما لو أشار إليها بالتأخير فلم تتأخر لتركها فرض المقام فتح.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۳۶۵ : حرمین شریفین کے امام عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کرتے، اس لئے جو عورتیں مردوں کی صف میں کھڑی ہو جاتی ہے ان کی نماز نہیں ہوتی، ان عورتوں کی دونوں جانب اور ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے مردوں کی نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ عورتیں تین یا اس سے بھی زیادہ ہوں۔ جو عورتیں الگ کھڑی ہوتی ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مذہب میں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، مگر چونکہ ایک قول جواز کا بھی ہے، اس لئے عورتوں پر حرمین شریفین میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازوں کی قضا واجب نہیں، البتہ قضا کر لینا بہتر ہے، نماز جیسی اہم عبادت میں احتیاط کا یہی مقتضی ہے۔

ওয়াক্তিয়া মসজিদ ছেড়ে জুমু'আর মসজিদে নামায পড়া

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে জুমু'আ এবং ওয়াক্তিয়া মসজিদ আছে। কিন্তু ওয়াক্তিয়া মসজিদে নিয়মিত সময়মতো আযান, নামায হয় না এবং ফাজায়েলে আমালের তা'লীমও হয় না। তাই দু-একজন মুসল্লি বেশি সাওয়াব ও তা'লীম শোনার আশায় ওয়াক্তিয়া মসজিদের কাছে ঘর হওয়া সত্ত্বেও সেখানে নামায না পড়ে জুমু'আর মসজিদে গিয়ে নামায পড়েন। প্রশ্ন হলো, ঘরের সাথের ওয়াক্তিয়া মসজিদে নামায না পড়ে জুমু'আর মসজিদে গিয়ে

Scanned by CamScanner

নামায পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন হবে? এবং এভাবে জুমু'আর মসজিদে গিয়ে নামায পড়লে নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ওয়াক্তিয়া মসজিদে আযান দিয়ে জামাআতের ব্যবস্থা করা জরুরি। এ মসজিদ খালি রেখে জুমু'আ মসজিদে যাওয়া যাবে না, অবশ্য এ মসজিদ অন্যদের দ্বারা আবাদ হলে জুমু'আ মসজিদে যাওয়া যাবে। (১৮/৬৫৯/৭৭৭০)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٦٥٩ : (قوله ومسجد حيه أفضل من الجامع) أي الذي جماعته أكثر من مسجد الحي، وهذا أحد قولين حكاهما في القنية، والثاني العكس؛ وما هنا جزم به في شرح المنية كما مر، وكذا في المصفى والخانية، بل في الخانية: لو لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلي ولو كان وحده لأن له حقا عليه فيؤديه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۱۷۹ : الجواب—حامداو مصلیا، مسجد محلہ کاآبادر کھنالازم ہےاس کوویران چھوڑنابہت بڑاجرم ہے۔

জামাআতে কাতারের সংযোগ হওয়া

প্রশ্ন : প্রতি জুমু'আবার আমাদের মারকাযের মসজিদে জুমু'আর নামাযের সময় মুসল্লিগণ মাদ্রাসার পূর্ব ও উত্তর বারান্দায় ইক্তিদা করেন অথচ মাঝে পুরো মাঠ খালি, কোনো দিকে কাতারের সংযোগ পাওয়া যায় না, তাঁদের ইক্তিদা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : মারকাযের উক্ত বারান্দা থেকে মসজিদের ইমামের ইক্তিদা কাতারের সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও সহীহ হবে। তবে যথাসম্ভব মাঝের চলাচলের পথে কাতার করার চেষ্টা করতে হবে। (১৮/৭৬৩/৭৮৩৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٨٥ : وذكر في البحر عن المجتبى أن فناء المسجد له حكم المسجد، ثم قال: وبه علم أن الاقتداء من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في المحراب صحيح وإن لم تتصل الصفوف لأن الصحن فناء المسجد، وكذا اقتداء من بالخلاوي السفلية صحيح لأن أبوابها في فناء المسجد إلخ، ويأتي

Scanned by CamScanner

تمام عبارته. وفي الخزائن: فناء المسجد هو ما اتصل به وليس بينه وبينه طريق.

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ١ / ٩٧ – ٩٨ : ويجوز اقتداء جار المسجد بإمام المسجد وهو في بيته إذا لم يكن بينه وبين المسجد طريق عام.

তৃতীয় তলা খালি রেখে চতুর্থ তলা থেকে ইক্তিদা

প্রশ্ন : মসজিদের তৃতীয় তলা খালি রেখে চতুর্থ তলায় ইক্তিদা করার বিধান কী?

উত্তর : মসজিদের নিচের তলা বিনা প্রয়োজনে খালি রেখে ওপরের তলায় কাতার করলে ইক্তিদা যদিও সহীহ হয়ে যাবে, তবে তা মাকরূহ হবে। (১৮/৭৬৩/৭৮৩৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٨٧ : وسطح المسجد له حكم المسجد، فهو كاقتدائه في جوف المسجد إذا كان لا يشتبه عليه حال الإمام.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ / ١٥٠ : ولوقام على سطح المسجد واقتدى بالإمام على هذا إن كان للسطح باب فى المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام صح الاقتداء فى قولهم جميعا وان لم يكن له باب فى المسجد لكن لا يشتبه عليه حال الإمام صح الاقتداء أيضا.

📖 حاشية الطحطاوى على المراقي (قديمى كتبخانه) صـ ٢٩٣ : قوله: "لسماع" من الإمام أو المقتدي ومثله الرؤية الخ -

ইমামের ওপরতলায় দাঁড়ানো এবং প্রতি তলায় ছিদ্র রাখা

প্রশ্ন :

১. ইমাম সাহেব ওপরের তলায় মুসল্লি নিচ ও ওপরের তলায়, এ অবস্থায় নামায শুদ্ধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

২. মসজিদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় ইমামের মাথার ওপর যে ছিদ্র রাখা হয় এই ছিদ্র নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য অপরিহার্য কি না?

উত্তর : জামাআত সহীহ হওয়ার জন্য বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। যেমন–ইমাম ও মুক্তাদীর স্থান এক হওয়া এবং মুক্তাদীর নিকট ইমামের অবস্থা (ইমাম কখন রুকুতে যান, কখন সিজদায় যান) জানা থাকা। ইমামকে সরাসরি দেখে হোক বা তাঁর আওয়াজ শুনে হোক।

১. উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে একই মসজিদে ইমাম যদি ওপরতলায় আর মুক্তাদী নিচের তলায় দাঁড়ান তাহলেও জামাআত শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে বিশেষ কোনো অসুবিধা না হলে ইমামের প্রথম তলায় দাঁড়ানো উত্তম।

২. মসজিদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় ইমামের মাথার ওপর যে ছিদ্র রাখা হয় তা নামায সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। তবে ইমামের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকা নামায সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হওয়ায় এর সহায়ক হিসেবে সাধারণত এই ছিদ্র রাখা হয়। (১৬/২৩২/৬৪৬৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٨ : (والحائل لا يمنع) الاقتداء (إن لم يشتبه حال إمامه) بسماع أو رؤية ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح (ولم يختلف المكان) حقيقة كمسجد وبيت في الأصح قنية، ولا حكما عند اتصال الصفوف؛ ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد لم يجز لاختلاف المكان.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٦٨ : أي من الإمام أو المكبر تتارخانية (قوله أو رؤية) ينبغي أن تكون الرؤية كالسماع، لا فرق فيها بين أن يرى انتقالات الإمام أو أحد المقتدين ح (قوله في الأصح) بناء على أن المعتبر الاشتباه وعدمه كما يأتي، لا إمكان الوصول إلى الإمام وعدمه (قوله ولم يختلف المكان) أي مكان المقتدي والإمام. وحاصله أنه اشترط عدم الاشتباه وعدم اختلاف المكان، ومفهومه أنه لو وجد كل من الاشتباه والاختلاف أو أحدهما فقط منع الاقتداء، لكن المنع باختلاف المكان فقط.

📖 منحة الخالق على البحر (سعيد) ١ / ٣٦٣ : (قوله وإن كان مسجدا إلخ) قال الرملي يعكر عليه ما في الضياء المعنوي شرح مقدمة

Scanned by CamScanner

الغزنوي ولو قام الإمام على سطح المسجد والقوم في المسجد ولا يشتبه عليهم حال الإمام صح الاقتداء وإن لم يكن له باب لكن لا يشتبه عليهم حال الإمام صح الاقتداء. وأنت على علم أنه إذا كان على سطح المسجد والقوم في المسجد أو عكسه لم يختلف المكان؛ لأن لسطح المسجد حكم المسجد فكان الكل كبقعة واحدة بخلاف سطح داره تأمل.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۲۸۶ : الجواب-اقتداء صحیح ہو جائے گی، مگر امام کو نچلی منزل میں کھڑا ہونا چاہئے، بالائی منزل پر بلا ضرورت کھڑا نہ ہو، مسجد کی اصل وضع اور امت کے متوارث تعامل کے خلاف ہے۔

মসজিদের নিচের ঈদগাহ থেকে ইক্তিদা করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি তিন তলাবিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে, তার নিচতলা ঈদগাহের জন্য রাখা হয়েছে। আর বাকি দুই তলা নামাযের জন্য মসজিদ হিসেবে। প্রশ্ন হলো, সে মসজিদে যদি কোনো লোক নিচতলায় (ঈদগাহে) দাঁড়িয়ে মসজিদের ইমামের ইক্তিদা করে তাহলে তার ইক্তিদা সহীহ হবে কি না? উল্লেখ্য যে সেই মসজিদের তৃতীয় তলা লোক দ্বারা কখনো ভরে না।

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে তিন তলাবিশিষ্ট মসজিদের নিচতলা তথা ঈদগাহ থেকে ইমামের ইক্তিদা করলে নিচতলা মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে ওই ব্যক্তির ইক্তিদা সহীহ হয়ে যাবে। তবে এমন না করাই সমীচীন। (১৩/৬৮/৫১৭০)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٣٦٣ : وفي المجتبى وفناء المسجد له حكم المسجد يجوز الاقتداء فيه، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا تصح في دار الضيافة إلا إذا اتصلت الصفوف.

وبهذا علم أن الاقتداء من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في المحراب صحيح، وإن لم تتصل الصفوف؛ لأن الصحن فناء

Scanned by CamScanner

المسجد، وكذا اقتداء من بالخلاوي السفلية صحيح؛ لأن أبوابها في فناء المسجد ولم يشتبه حال الإمام.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٨٥ : وذكر في البحر عن المجتبى أن فناء المسجد له حكم المسجد، ثم قال: وبه علم أن الاقتداء من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في المحراب صحيح وإن لم تتصل الصفوف لأن الصحن فناء المسجد، وكذا اقتداء من بالخلاوي السفلية صحيح لأن أبوابها في فناء المسجد إلخ.

নিচতলায় দাঁড়িয়ে ওপরতলার ইমামের ইক্তিদা

প্রশ্ন : তিন তলাবিশিষ্ট মসজিদে ইমাম দ্বিতীয় তলায় দাঁড়ালে প্রথম তলায় থেকে তার পেছনে ইক্তিদা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : ইমামের জন্য মসজিদের প্রথম তলায় দাঁড়ানো উত্তম। তবে কোনো কারণবশত দ্বিতীয় তলায় দাঁড়ালে প্রথম তলার মুক্তাদীদের ইক্তিদা জায়েয হলেও ইমামের সাথে দ্বিতীয় তলায় দাঁড়ানো উত্তম। (১১/৯১৫/৩৭৭৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٨ : (والحائل لا يمنع) الاقتداء (إن لم يشتبه حال إمامه) بسماع أو رؤية ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح (ولم يختلف المكان) حقيقة كمسجد وبيت في الأصح قنية، ولا حكما عند اتصال الصفوف؛ ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد لم يجز لاختلاف المكان.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٦٨ : أي من الإمام أو المكبر تتارخانية (قوله أو رؤية) ينبغي أن تكون الرؤية كالسماع، لا فرق فيها بين أن يرى انتقالات الإمام أو أحد المقتدين ح (قوله في الأصح) بناء على أن المعتبر الاشتباه وعدمه كما يأتي، لا إمكان الوصول إلى الإمام وعدمه (قوله ولم يختلف المكان) أي مكان المقتدي والإمام. وحاصله أنه اشترط عدم الاشتباه وعدم اختلاف المكان،

Scanned by CamScanner

ومفهومه أنه لو وجد كل من الاشتباه والاختلاف أو أحدهما فقط منع الاقتداء، لكن المنع باختلاف المكان فقط.

📖 منحة الخالق على البحر (سعيد) ١ / ٣٦٣ : (قوله وإن كان مسجدا إلخ) قال الرملي يعكر عليه ما في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي ولو قام الإمام على سطح المسجد والقوم في المسجد ولا يشتبه عليهم حال الإمام صح الاقتداء وإن لم يكن له باب لكن لا يشتبه عليهم حال الإمام صح الاقتداء اهـ. وأنت على علم أنه إذا كان على سطح المسجد والقوم في المسجد أو عكسه لم يختلف المكان؛ لأن لسطح المسجد حكم المسجد فكان الكل كبقعة واحدة بخلاف سطح داره تأمل.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۲۸۲ : الجواب—اقتداء صحیح ہو جائے گی، مگر امام کو نچلی منزل میں کھڑا ہونا چاہئے بالائی منزل پر بلا ضرورت کھڑا نہ ہو مسجد کی اصل وضع اور امت کے متوارث تعامل کے خلاف ہے۔

ইমাম দ্বিতীয় তলায় মুসল্লি ওপর ও নিচের তলায়

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদটি তিন তলাবিশিষ্ট। ইমাম সাহেব মুসল্লিদের নিয়ে দ্বিতীয় তলায় দাঁড়ান। প্রথম ও তৃতীয় তলায় অবশিষ্ট মুসল্লিগণ দাঁড়ান। প্রশ্ন হলো, দ্বিতীয় তলায় ইমাম সাহেব দাঁড়ালে প্রথম ও তৃতীয় তলার মুসল্লিদের নামাযের কী হুকুম?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, ইমাম সাহেব দ্বিতীয় তলায় দাঁড়ানো অবস্থায় নিচতলা ও তৃতীয় তলার মুসল্লিগণ ইমাম সাহেবের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার ব্যবস্থা থাকলে সকলের নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে ইমাম সাহেবের নিচতলায় দাঁড়িয়ে ইমামতি করাই উত্তম। আর দ্বিতীয় তলায় ইমাম সাহেব দাঁড়ালে নিচতলায় বিনা প্রয়োজনে মুসল্লি না দাঁড়ানোই উত্তম। (১০/৮৯৩)

📖 البناية (دارالفكر) ٢ / ٥٦٠ : (لأن سطح المسجد له حكم المسجد) ش: لأنه ثابت في العرصة والهواء جميعا م: (حتى يصح الاقتداء منه) ش: أي من السطح م: (بمن تحته) ش: يعني يصح

Scanned by CamScanner

اقتداء من كان فوق المسجد بالإمام الذي تحته إذا كان يعلم حال الإمام.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣ / ٦٥٦ : قال الزيلعي: ولهذا يصح اقتداء من على سطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم على الإمام.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣ / ٢٨٦ : الجواب—اقتداء صحیح ہو جائے گی، مگر امام کو نچلی منزل میں کھڑا ہونا چاہئے بالائی منزل پر بلا ضرورت کھڑا نہ ہو مسجد کی اصل وضع اور امت کے متوارث تعامل کے خلاف ہے۔

কাতারের সংযোগ থাকলে কামরায় থেকে ইক্তিদা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার একটি মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি মাদ্রাসা অবস্থিত। মসজিদে যাওয়ার সুবিধার্থে মাদ্রাসার বারান্দা থেকে মসজিদের বারান্দার সাথে একটি রাস্তা সংযোগ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, অনেক মুসল্লি জুমু'আয় অংশ নেওয়ায় মসজিদ, বারান্দা এবং ওই রাস্তা ও মাদ্রাসার বারান্দায় মুসল্লিরা দাঁড়ায় এবং কিছু মুসল্লি মাদ্রাসার কামরা থেকেও নামাযে অংশগ্রহণ করে। কামরার মুসল্লিদের নামাযের শরয়ী হুকুম কী? তাদের ইক্তিদা ওই ইমামের পেছনে হবে কি?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় কাতার একদিকে বেড়ে গেলেও কাতারের সংযোগ ঠিক থাকায় মাদ্রাসার কামরার মুসল্লিদের ইক্তিদা উক্ত ইমামের পেছনে সহীহ হয়েছে এবং নামায সহীহ হবে। (১৮/১৭/৭৪৫৯)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٤١٦ : فأما إذا اتصلت الصفوف على الطريق الذي لا يمنع الاقتداء؛ لأن الكل بحكم اتصال الصفوف فصار مكان الصلاة-

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ١ /٥٥ : بخلاف البيت فانه لم يتخلل الا الحائط و باتصال الصفوف صاركمقام واحد-

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٥٨٧ : أما في البيت مع المسجد لم يتخلل إلا الحائط ولم يختلف المكان، وعند اتحاد المكان يصح الاقتداء إلا إذا اشتبه عليه حال الإمام. أقول: حاصل كلام الدرر

Scanned by CamScanner

أن اختلاف المكان مانع مطلقا. وأما إذا اتحد، فإن حصل اشتباه منع وإلا فلا، وما نقله عن قاضي خان صريح في ذلك -

এক ইমামের পেছনে ২ ও ৪ তলায় নারী আর ৩, ৫, ৬ তলায় পুরুষের কাতার

প্রশ্ন : বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মার্কেট হচ্ছে বসুন্ধরা সিটি শপিং মল। এই মার্কেটে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা রয়েছে চার তলায় ও দোতলায়। তিন, পাঁচ ও ছয় তলায় পুরুষের নামাযের ব্যবস্থা। জুমু'আর নামায ব্যতীত সকল নামায এক ইমামের পেছনে মহিলা-পুরুষ সকলে আদায় করে।

প্রশ্ন হলো, পাঁচতলা ও ছয়তলার মুসল্লির নামায হবে কি না? যদি না হয় তাহলে পূর্বে যারা নামায পড়েছে তাদের নামায কাজা করতে হবে কি না? আর মহিলাদের নামায হয়েছে কি না? এবং যদি মার্কেটের এই নিয়ম ভুল হয়ে থাকে, তাহলে বসুন্ধরার মালিককে বলে উম্মতের নামায বাঁচানোর জন্য সবিনয় নিবেদন করছি।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মার্কেটে পুরুষ ও মহিলা উভয় মুক্তাদীর নামায একই ইমামের পেছনে সহীহ হবে, যদি ওপরের বা নিচের মুসল্লিগণ ইমামের অগ্রভাগে না দাঁড়ায়। (১২/৭৯৯/৫০১১)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤ : لأن سطح المسجد له حكم المسجد حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٨٥ : في القهستاني: البيت كالصحراء. والأصح أنه كالمسجد ولهذا يجوز الاقتداء فيه بلا اتصال الصفوف كما في المنية اهـ ولم يذكر حكم الدار فليراجع، لكن ظاهر التقييد بالصحراء والمسجد الكبير جدا أن الدار كالبيت تأمل.

📖 غمز عيون البصائر (دار الكتب العلمية) ٢ / ٣٧ : قوله: فناء المسجد كالمسجد إلخ. فناء كل شيء ما أعد لمصالحه.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱/ ۵۴۱ : علم بحال الامام وبانتقالاتہ شرط ہے، خواہ سماع صوت امام سے ہو یا سماع صوت مکبر سے، اور ایک شرط یہ ہے کہ امام سے تقدم نہ ہو، اگر کوئی متقدم ہو گیا اس کی نماز درست نہ ہوگی۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۴/ ۳۳۹ : صحت اقتداء کے لئے امام و مقتدی کے مکان کا متحد ہونا شرط ہے خواہ حقیقتا متحد ہو یا حکما، مسجد شتوی (جماعت خانہ) اور مسجد صیفی (صحن داخل مسجد) اور فناء مسجد (مصالح مسجد کی کھلی جگہ) یہ تمام جگہ باب اقتداء میں متحد ہے، بناء علیہ امام اور مقتدی اور دوسری صفوں کے درمیان دو صفوں سے زائد خلاء اور فاصلہ ہو تب بھی مانع اقتداء نہیں ہے، یعنی زیادہ فاصلہ اور خلاء ہوتے ہوئے بھی اقتداء صحیح ہو جاتی ہے۔

স্থান এক হলে কাতারের মাঝের ফাঁকা অসুবিধার কারণ নয়

প্রশ্ন : নামাযের কাতারের মাঝে ৫-৬ হাত চওড়া রাস্তা, যা দিয়ে মানুষ চলাচল করে। রাস্তাটির কারণে ইমাম সাহেবের সাথে কোনো রকম সংযোগ হয় না। এমতাবস্থায় রাস্তার অন্যদিকের মুক্তাদীদের নামায হবে কি না? যদি না হয় তবে ইজতেমার মাঠে ৫-৬টা রাস্তা থাকা অবস্থায় লক্ষ লক্ষ মানুষের নামাযের হুকুম কী হবে?

দুই কাতারের মাঝে ৫-৬ কাতার ফাঁকা থাকলে পেছনের কাতারের মুক্তাদীদের নামায হবে কি না? যদি না হয় তবে ইজতেমার মাঠে এমন হয়ে থাকে, তার হুকুম কী হবে?

উত্তর : কোনো জায়গা বা মাঠ যত বড়ই হোক না কেন যদি তা একই মাঠ বা জায়গায় পরিগণিত হয়, তাহলে মাঝখানে ফাঁকা থাকলেও ইক্তিদা সহীহ হয়, অন্যথায় সহীহ হয় না। ইজতেমার পুরা মাঠ একই জায়গা হওয়ায় ফাঁকা থাকলেও ইক্তিদা সহীহ হবে। (১৩/৮০৬/৫৪২১)

📖 فتاوى قاضي خان (أشرفيه) ١/ ٤٦ : ولو صلى بالناس في الجبانة صلاة العيد جازت صلاتهم، وإن كان بين الصفوف فضاء واتساع؛ لأن الجبانة عند أداء الصلاة لها حكم المسجد-

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٨٥ : في القهستاني: البيت كالصحراء. والأصح أنه كالمسجد ولهذا يجوز الاقتداء فيه بلا اتصال الصفوف كما في المنية اهولم يذكر حكم الدار فليراجع،

Scanned by CamScanner

لكن ظاهر التقييد بالصحراء والمسجد الكبير جدا أن الدار
كالبيت تأمل.

কারণবশত পুনরায় জামাআত হলে তাতে অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদে এমন সময় উপস্থিত হয় যে ইমাম মাত্রই সালাম ফিরিয়েছেন। পরে কোনো কারণে নামায পুনরায় পড়তে হচ্ছে, তাহলে সে ব্যক্তি নামাযে শরীক হতে পারবে কি না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করুন।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় দেখতে হবে যে কী কারণে নামায দোহরানো হচ্ছে। যদি কোনো ওয়াজিব বা সাহু সিজদা ছুটে যাওয়ার কারণে নামায পুনরায় পড়া হয় তবে নতুন কেউ তাতে শরীক হলে তার নামায হবে না। আর যদি কোনো ফরয ছুটে যাওয়ার কারণে হয়, তবে আগন্তুক ব্যক্তিও শরীক হতে পারবে। (১৮/৭৮২/৭৮৬৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٤١٨ : وأما المعادة لترك واجب فلا شك أنها جابرة لا فرض، فعليه ينوي كونها جابرة. وأما على القول بأن الفرض لا يسقط إلا بها فلا خفاء في اشتراط نية الفرضية.

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) صـ ١٣٤ : والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر والفرض سقط بالأولى لأن الفرض لا يتكرر كما في الدر وغيره ويندب إعادتها لترك السنة -

চাঁদার জন্য মাগরিবের জামাআত দেরিতে শুরু করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক মসজিদে প্রত্যহ মাগরিবের আযানের পর চাঁদা উঠায়, যার দরুন নামায ১৫-২০ মিনিট দেরিতে শুরু হয়। প্রশ্ন হলো, এভাবে চাঁদা তোলা এবং দেরি করে নামায পড়ার শরয়ী বিধান কী? দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে জানালে খুশি হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদের প্রয়োজনে মসজিদের ভেতরে চাঁদা উঠানো জায়েয থাকলেও এভাবে মাগরিবের নামাযে দেরি করে চাঁদা উঠানো ঠিক নয়। যেহেতু মাগরিবের নামায ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে দেরি না করে পড়া সুন্নাত, বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া দেরি করা মাকরূহ। তাই ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর চাঁদা তোলার বাহানায় ১৫-২০ মিনিট দেরি করে মাগরিবের নামায আদায় করার দ্বারা নামায হয়ে গেলেও মাকরূহ হবে। (১৭/৫৬৯/৭১৯৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ / ٣٠٣ : والظاهر أن السنة فعل المغرب فورا وبعده مباح إلى اشتباك النجوم فيكره بلا عذر، وعبارته إلا من عذر كسفر ومرض وحضور مائدة أو غيم.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٣٦٨ : (والمستحب تعجيل ظهر شتاء) يلحق به الربيع، وبالصيف الخريف (و) تعجيل (عصر وعشاء يوم غيم، و) تعجيل (مغرب مطلقا) وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزيها -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٣٦٨ : (قوله: يكره تنزيها) أفاد أن المراد بالتعجيل أن لا يفصل بين الأذان والإقامة بغير جلسة أو سكتة على الخلاف. وأن ما في القنية من استثناء التأخير القليل محمول على ما دون الركعتين، وأن الزائد على القليل إلى اشتباك النجوم مكروه تنزيها، وما بعده تحريما إلا بعذر كما مر.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ٢ / ٣٧ : الجواب—افطار کے لئے جماعت مغرب میں پانچ سات منٹ تاخیر کی گنجائش ہے۔

মহল্লার মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে নামায পড়া

প্রশ্ন : কেউ যদি নিজ মহল্লার মসজিদ রেখে অন্য মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করে, তার বিধান কী? অনেকে বলে যে তার মহল্লার মসজিদ রেখে অন্য মহল্লায় নামায হবে না, কথাটি কি সঠিক?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কেউ যদি নিজ মহল্লার মসজিদ রেখে অন্য কোনো মসজিদে নামায আদায় করে তাহলে তার নামায হয়ে যাবে। তবে শরীয়তসম্মত কোনো কারণ ছাড়া নিজের মহল্লার মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে নামায আদায় করা উচিত নয়। (১৭/৯০৪/৭৩৬১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ۱ / ٦٠٩ : أفضل المساجد مكة، ثم المدينة، ثم القدس، ثم قبا، ثم الأقدم، ثم الأعظم؛ ثم الأقرب، ومسجد أستاذه لدرسه أو لسماع الأخبار أفضل اتفاقا؛ ومسجد حيه أفضل من الجامع.

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۳ / ۱۶۲ : جواب—اپنے محلے کا مسجد کے حق ہے بلا وجہ اسے چھوڑ کر دوسرے محلے کے مسجد میں نماز کے لئے جانا اچھا نہیں ہے۔

পাহারাদারের জামাআতে শরীক হওয়া

প্রশ্ন : কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কারখানার পাহারারত দারোয়ান নামাযের সময় জামাআতে শরীক হতে পারবে কি না? যারা নামাযের সময় জামাআতে শরীক হতে পারে না তাদের নামাযের হুকুম কী? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কারখানার হেফাজতের লক্ষ্যে পাহারারত দারোয়ানের জন্য জামাআতে শরীক হওয়া জরুরি নয়। জামাআত শেষ হওয়ার আগে বা পরে একাকী মসজিদের বাইরে অন্য কোনো জামাআতের সাথে নামায আদায় করে নেবে। (১৫/৩২/৫৮৮০)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۱/ ٥٥٦ : (قوله وخوف على ماله) أي من لص ونحوه إذا لم يمكنه غلق الدكان أو البيت مثلا، ومنه خوفه على تلف طعام في قدر أو خبز في تنور تأمل، وانظر هل التقييد بماله للاحتراز عن مال غيره؟ والظاهر عدمه: لأن له قطع الصلاة له ولا سيما إن كان أمانة عنده كوديعة أو عارية أو رهن مما يجب عليه حفظه تأمل -

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۳ / ۱۲۵ : الجواب- جہاں مال کے ضیاع اور ہلاکت کا خطرہ ہو اور ایسا ہی مالک کی جانب سے اپنی جان کو خطرہ ہو، تو بوجہ ظلم کے آپ جماعت

Scanned by CamScanner

کو ترک کر سکتے ہیں، لیکن جہاں کہیں موقع ملے انفرادا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کریں۔

মাসবুকের খাতিরে কাতার ছেড়ে পেছনে আসা

প্রশ্ন : মসজিদে জামাআত শুরু হয়ে এক রাক'আত হয়েছে, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে সামনের কাতারে জায়গা না পেয়ে পেছনের কাতারে দাঁড়ালে সামনের কাতার থেকে এক মুক্তাদী পেছনের ব্যক্তির ইশারা ছাড়াই পেছনের কাতারে এসে মাসবূক ব্যক্তির সাথে দাঁড়ায়। অতঃপর নামায শেষ হলে মুসল্লিদের মাঝে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। কেউ বলে, নামায হয়েছে। কেউ বলে, হয়নি। প্রশ্ন হলো, মাসবুকের ইশারা ছাড়া সামনের কাতার থেকে পেছনের কাতারে আসার দ্বারা নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি? আর এমনটি করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : উল্লিখিত ব্যক্তি পেছনের কাতারে আসতে যদি তার সিনা কিবলা থেকে ফিরে না থাকে, তাহলে তার নামায সহীহ হয়েছে। (১৫/৩৭/৫৯০৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ١٣ : وفي منية المصلي المشي في الصلاة إذا كان مستقبل القبلة لا يفسد إذا لم يكن متلاحقا ولم يخرج من المسجد وفي الفضاء ما لم يخرج عن الصفوف هذا كله إذا لم يستدبر القبلة وأما إذا استدبرها فسدت وفي الظهيرية المختار في المشي أنه إذا أكثر أفسدها -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٢٨ : أن المشي لا يخلو إما أن يكون بلا عذر أو بعذر، فالأول إن كان كثيرا متواليا تفسد وإن لم يستدبر القبلة، وإن كان كثيرا غير متوال بل تفرق في ركعات أو كان قليلا، فإن استدبرها فسدت صلاته للمنافي بلا ضرورة وإلا فلا وكره، لما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله بلا ضرورة. وإن كان بعذر، فإن كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يفسدها ولم يكره قل أو كثر استدبر أو لا، وإن كان

Scanned by CamScanner

لغير ما ذكر، فإن استدبر معه فسدت قل أو كثر. وإن لم يستدبر، فإن قل لم يفسد ولم يكره.

মধ্যবর্তী তলা খালি রেখে ওপরতলা থেকে ইক্তিদা করা

প্রশ্ন : তিন তলাবিশিষ্ট এক মসজিদ, যার নিচতলায় রীতিমতো জামাআতের সহিত নামায আদায় করা হয়। উক্ত মসজিদের দ্বিতীয় তলা খালি রেখে তৃতীয় তলায় ইমামের ইক্তিদা সহীহ হবে কি না? উল্লেখ্য, ইমামের আওয়াজ তৃতীয় তলায় স্পষ্ট শোনা যায়। মসজিদের নিচতলা ও দ্বিতীয় তলার ছাদে কিছু অংশ খোলা থাকায় মাইক ব্যতীতও ইমামের আওয়াজ তৃতীয় তলায় পৌঁছে। দ্বিতীয় তলা ও তৃতীয় তলার প্রথম কাতারে নামায পড়লে নিচতলার প্রথম কাতারে নামায আদায়ের সাওয়াব হবে কি না? বিস্তারিত দলিলসহ জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : শরীয়তসম্মত কোনো কারণ ব্যতীত মসজিদের দ্বিতীয় তলা খালি রেখে তৃতীয় তলায় ইমামের ইক্তিদা করা সহীহ হলেও মাকরূহ। মসজিদের নিচতলায় প্রথম কাতারে নামায আদায় করলে যে সাওয়াব হবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় প্রথম কাতারে নামায আদায় করলে তা হবে না। (১৫/৪৮/৫৯২৯)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٦٩ : وخير صفوف الرجال أولها في غير جنازة ثم وثم؛ ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨٨ : والمسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل فيه. كذا في الوجيز للكردري. ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب فإنه يجوز. كذا في شرح الطحاوي وإن قام على سطح داره المتصل بالمسجد لا يصح اقتداؤه وإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام. كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة وهو الصحيح إلا إذا كان على رأس حائط المسجد. كذا في محيط.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ١٠ / ٢٢٩ : سوال— ... ... بعض مقتدی اوپر جگہ ہوتے ہوئے نیچے صف بنا کر اقتداء کریں تو صحیح ہے یا نہیں؟ یا نیچے جگہ ہوتے ہوئے (جبکہ امام نیچے ہو) اوپر صف بنا کر اقتداء کریں تو کیا حکم ہے؟

الجواب— یہ صورت مکروہ شمار ہوگی۔

Scanned by CamScanner

কাতার সোজা করে ইকামত বলবে নাকি حى على الصلاة -এর পরে দাঁড়াবে?

প্রশ্ন : ইকামতের শুরুতে ইমাম-মুসল্লি দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে ইকামত শুরু করা এবং "হাইয়া আলাস সালাহ" বলার সময় ইমাম ও মুসল্লি দাঁড়ানো উভয়ের মধ্যে কোনটি সুন্নাত তরীকা?

উত্তর : ইমাম সাহেব নামায আরম্ভকালীন মসজিদে প্রবেশ করলে মুক্তাদীগণ তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে যাওয়া উত্তম, যা অবশ্যই ইকামতের পূর্বে হয়ে থাকে। ইমাম সাহেব পূর্ব থেকে মসজিদে অবস্থান করে থাকলে "হাইয়া আলাস সালাহ"-এর সময় মুক্তাদীগণ দাঁড়ানো যেমন সুন্নাত পরিপন্থী নয়, তেমনিভাবে ইকামতের শুরুতে দাঁড়ানোও সুন্নাত পরিপন্থী নয়, উভয় পদ্ধতির কথা কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। তবে পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম? এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে, কাতার সোজা করার গুরুত্বের দিকে লক্ষ করে এবং রাসূল (সা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরামের নিয়মিত আমলের অনুসরণ করে ইকামতের শুরুতে দাঁড়িয়ে যাওয়াই উত্তম। অন্যথায় আদব রক্ষা করতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ছুটে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং যেসব মসজিদে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করার প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে ইকামতের সাথে সাথে দাঁড়ানো উত্তম, তবে মুক্তাদীর সর্বশেষ দাঁড়ানোর সময় হচ্ছে "হাইয়া আলাস সালাহ" পর্যন্ত, এরপর বসে থাকা সুন্নাত পরিপন্থী। উল্লেখ্য, যেসব কিতাবে "হাইয়া আলাস সালাহ"-এর সময় দাঁড়ানোর উক্তি পাওয়া যায় তার অর্থ হলো এটি দাঁড়ানোর সর্বশেষ সময়, এর পূর্বে দাঁড়ানো কোথাও নিষেধ নেই। বরং কাতার সোজা করার প্রয়োজনে এর পূর্বে দাঁড়ানো উত্তম হিসেবে বিবেচিত হবে। (১৫/৩৩১/৬০৩৫)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ١/ ٥٠٧ (١٩٤٢) : عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب: " أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، يقيم الصلاة، يقوم الناس إلى الصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى يعدل الصفوف ".

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٧ : فأما إذا كان الإمام خارج المسجد فإن دخل المسجد من قبل الصفوف فكلما جاوز صفا قام ذلك الصف وإليه مال شمس الأئمة الحلواني والسرخسي وشيخ

Scanned by CamScanner

الإسلام خواهرزاده وإن كان الإمام دخل المسجد من قدامهم يقومون كما رأى الإمام.

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۱/ ۳۲۳ : خلاصہ کلام سے یہ بات واضح ہوگئی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پھر خلفاء راشدین مذکور الصدر تصریحات اور جمہور صحابہ وتابعین کا تعامل اس پر شاہد ہے کہ ان حضرات کا معمول ودستور یہی تھا کہ امام جب مسجد میں آجائے، تو اول اقامت ہی سے سب لوگ کھڑے ہوکر صفوف کی درستی کرلیں اور جس صورت میں امام پہلے سے محراب کے قریب بیٹھا ہو اس میں بھی حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کو مستحب کہنا بھی بایں معنی ہے کہ اس کے بعد بیٹھے رہنا خلاف ادب ہے کیونکہ مسارعت الی الطاعت کے خلاف، نہ یہ کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا خلاف ادب ہے۔

ইকামতের শুরুতে দাঁড়ানো উত্তম

প্রশ্ন : ইকামতের সময় বুয়েটের আযাদ মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব যখন "হাইয়া আলাস সালাহ" বলেন, তখন মুসল্লিগণ উঠে কাতার সোজা করে সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়ান, কোনো ফাঁক থাকে না। পক্ষান্তরে বুয়েট কেন্দ্রীয় মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব ইকামতের জন্য দাঁড়ালেই মুসল্লিগণ উঠে দাঁড়ান এবং দাঁড়ানোতে একে অন্যজনের মাঝে অনেক সময় দেখা যায় এ পরিমাণ ফাঁকা থাকে, যা চোখে পড়ার মতো। প্রশ্ন হলো, আযাদ মসজিদের পদ্ধতি সঠিক, না বুয়েট মসজিদের পদ্ধতি সঠিক? হাদীসের আলোকে জবাব দিলে বাধিত হব।

উত্তর : যে সমস্ত কিতাবে 'হাইয়ালাতাইন'-এর সময় দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করার কথা রয়েছে তার সঠিক অর্থ হলো "হাইয়া আলাস সালাহ" বলার পরে বসে থাকা নিষেধ, তবে কাতার সোজা করার তাগিদে এর পূর্বেও দাঁড়াতে পারবে বরং দাঁড়ানো উচিত। তাই জামাআতে নামায আদায় করার সময় কাতার সোজা করা এবং দুজনের মাঝখানে ফাঁকা না থাকার ব্যাপারে যেহেতু হাদীস শরীফে বিশেষভাবে তাকীদ এসেছে তাই ইকামতের সাথে সাথেই মুসল্লিগণের দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করা উত্তম। তবে উক্ত হাদীস শরীফের অর্থে কেউ যদি "হাইয়া আলাস সালাহ" বলা পর্যন্ত বসে থাকাকে জরুরি মনে করে থাকে, তাহলে তা বর্জনীয় বলে বিবেচিত হবে। (১৪/৩৫/৫৫৩৮)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ١٨٤ (٧٢٣) : عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة».

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ١ / ٥٣ : وروي عن عمر: " أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف، ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت.

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ٣٥٣ : وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في الصفوف.

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ١ / ١٨٦ : گنجائش ہے کہ قبل اقامت کے قیام کو افضل کہا جاوے اور وہ عارض تسویہ ہے صفوف کا جو نہایت مؤکد ہے، اس لئے کہ عامۂ ناس کے عدم اہتمام وقلت مبالات کی وجہ سے مشاہد ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونے سے امام کی تحریمہ کے وقت تک صفوف کا تسویہ نہیں ہو سکتا۔

ইকামতের আগেই বড় মসজিদে কাতার সোজা করার ঘোষণা করা

প্রশ্ন : যে মসজিদে প্রতিটি জামাআতে কমবেশি ৬০০-৭০০-এর মতো মুসল্লি নামায পড়েন। বিশেষ করে শুক্রবারে প্রায় ৩৫০০-৪০০০ মুসল্লি জমায়েত হন। সেখানে ইকামত দেওয়ার ২ মিনিট আগে কাতার সোজা করার কথা বলাটা কি অন্যায় হবে? যদি না হয় তাহলে ইমাম সাহেব কেন বলেন না? নামাযে দাঁড়ানোর পর মুসল্লিদের উচ্চস্বরে আওয়াজ শোনা যায়। 'সামনের কাতার খালি, সামনের কাতার খালি থাকলে নামায হবে না' আরো অনেক মন্তব্য করতে শুরু করেন। একপর্যায়ে মসজিদে হট্টগোল শুরু হয়। এদিকে ইমাম সাহেব হয়তো রুকুতে অথবা সিজদায় আছেন। এ ক্ষেত্রে কমিটির দায়িত্ব ও মুসল্লিদের করণীয় কী? কোরআন-সুন্নাহর আলোকে ফয়সালা কী?

উত্তর : কাতার সোজা করার ব্যাপারে হাদীস শরীফে তাগিদ এসেছে, আগের কাতারের খালি জায়গা পুরো করে নেওয়াও জরুরি। তাই ইমাম সাহেব প্রয়োজন মনে করলে ইকামতের পূর্বে কাতার সোজা করে নেওয়ার উপদেশ দিতে পারেন। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম সাহেবের জন্য নামায শুরু করার পূর্বে কাতার সোজা করিয়ে নেওয়া অতীব জরুরি। অন্যথায় মুসল্লিদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে নামাযে

Scanned by CamScanner

ব্যাঘাত ঘটতে পারে। ইমাম সাহেবকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা কমিটির দায়িত্ব। (১৩/৪১২/৫২৭৮)

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ١/ ٣١١ (٦٦٥) : حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة، عن سماك، قال: سمعت النعمان بن بشير، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر».

📖 جامع الترمذی (دار الحديث) ١/ ٥٣ (٢٢٧) : وروي عن عمر: " أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف، ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي عن علي، وعثمان، أنهما كانا يتعاهدان ذلك، ويقولان: «استووا».

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴/ ۳۱۹ : اسی طرح صفوں کو درست کرنے کی تاکید اور سیدھی نہ رکھنے پر جو وعیدیں ہیں ان کے پیش نظر شروع اقامت ہی سے کھڑا ہو جانا افضل بلکہ ضروری ہوگا حی علی الفلاح کے بعد کھڑے ہونے میں صفیں درست اور سیدھی نہیں ہو سکتیں، ٹیڑھی رہیں گی، نمازی آگے پیچھے ہوں گے، درمیان میں خالی رہ جائے گی۔اور وعید شدید کے مستحق ہوں گے۔

জামাআত শেষে তৃতীয় তলায় ই'তিকাফকারীদের জামাআত

প্রশ্ন : প্রথম তলায় জামাআত শেষ হলে পরবর্তীতে ই'তিকাফকারীগণ তৃতীয় তলায় দ্বিতীয় জামাআত পড়তে পারবে কি না? কিছু বৃদ্ধ লোকও আছে তাদের দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামায নিচতলায় গিয়ে পড়তে কষ্ট হয়। এমতাবস্থায় কী করণীয়?

উত্তর : যদি মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন নির্ধারিত থাকে এবং নির্ধারিত সময়ে জামাআত অনুষ্ঠিত হয় তাহলে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় পৃথক জামাআতে নামায পড়া মাকরূহ বলে গণ্য হবে। উক্ত বৃদ্ধ ই'তিকাফকারীগণ যদি ইমামের অবস্থা সঠিকভাবে জানতে পারে তাহলে তাদের জন্য সেখানে থেকে ইমামের ইক্তিদা করা বৈধ হবে। (১৫/৪২০/৬০৮৪)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٥٢ : يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله، لو أهله لكن بمخافتة الأذان.

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ١/ ٤٦ : ولو قام على سطح المسجد واقتدى بإمام فى المسجد فهو على هذا التفصيل أيضا إن كان للسطح باب فى المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام صح الاقتداء فى قولهم.

দুই খুঁটির মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়ানো

প্রশ্ন : بين الساريتين দ্বারা কী উদ্দেশ্য এবং بين الساريتين নামায পড়া মাকরূহ কেন?

উত্তর : দুই খুঁটির মাঝখানের জায়গায় নামায পড়ার জন্য কাতার করার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। যেহেতু দুই খুঁটির মাঝখানে কাতার করার দ্বারা কাতারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, তাই বিনা প্রয়োজনে কাতার করবে না। (১৪/৩৬২/৫৬৩২)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٦٨ : والأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: أكره أن يقوم بين الساريتين أو في زاوية أو في ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه خلاف عمل الأمة. قال - عليه الصلاة والسلام - «توسطوا الإمام وسدوا الخلل».

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٩/ ٣٢٦ (٥٤٤٩) : عن عبد الله بن أبي مليكة، أن معاوية قدم مكة فدخل الكعبة، فبعث إلى ابن عمر أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «صلى بين الساريتين بحيال الباب» -

Scanned by CamScanner

নামায মাকরূহ হলে ক্ষতি কী

প্রশ্ন : মাকরূহ কাকে বলে, মাকরূহ হলে নামাযের ক্ষতি কতটুকু ? জানালে ভালো হবে।
উত্তর : অকাট্য দলিল দ্বারা নিষেধ প্রমাণিত বস্তুকে মাকরূহ বলা হয়, যা অবলম্বন করা গোনাহ। তবে হারামের মতো নয়। (১৩/৫০২/৫৩১১)

📖 التعريفات الفقهية مع قواعد الفقه (أشرفى بكڈپو) ص ٥٠٣ :
المكروه ما هو راجح الترك فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهة تحريمية وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية ومعنى القرب إلى الحرمة انه يستحق فاعله العتاب ومعنى القرب الى الحل انه لا يستحق فاعله العتاب، بل يستحق تاركه أدنى الثواب -

খোলা মাঠে কাতার সংযোগের বিধান

প্রশ্ন :

১. কয়েকজন লোক ইমামের ইক্তিদা করেছে, কিন্তু তাদের সাথে ইমামের জামাআতের সাথে কোনো সংযোগ নেই, অর্থাৎ সামনে দুই-তিন কাতার খালি এবং পার্শ্বে ১০-২০ হাত ফাঁকা। এমতাবস্থায় এই মুক্তাদীগণের নামায হবে কি না? যদি না হয় তবে ইজতেমার ময়দানে এমন হয়ে থাকে, তার সমাধান কী?

২. এমতাবস্থায় যদি জানাযা পড়া হয় তবে এ জানাযাকে গায়েবী জানাযা বলে গণ্য করা হবে কি না? যদি গায়েবী জানাযা না হয় তবে এদের জানাযা আদায় হবে কি না?

উত্তর : জামাআতে নামায আদায় করার সময় সামনের কাতারে ফাঁকা থাকা অবস্থায় পেছনে দাঁড়ানো মাকরূহ। তবে ইক্তিদা সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম সাহেব এবং মুক্তাদীগণের জায়গা এক হওয়া শর্ত। অতএব যদি কোনো মসজিদ অথবা ঈদগাহে অথবা জানাযা পড়ার স্থানে জামাআত অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশাল জামাআতের কাতারের মাঝে দুই বা ততোধিক কাতারের পরিমাণ জায়গা খালি থাকে তবুও ইক্তিদা সহীহ বলে গণ্য করা হবে। যেহেতু ইজতেমার ময়দান ইজতেমা চলাকালীন পুরোটাই নামাযের জন্য নির্ধারিত তাই তা মসজিদের হুকুমে হওয়ায় নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না এবং এমতাবস্থায় যদি কোনো জানাযার নামায আদায় করা হয় তা গায়েবী জানাযা হিসেবেও

Scanned by CamScanner

গণ্য হবে না। কেননা গায়েবী জানাযা ধর্তব্য হবে মৃত লাশ ইমামের সামনে অনুপস্থিত থাকলে। (১৩/৮১৬/৫৪২০)

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ١/ ٣١٣ (٦٧١) : عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر» .

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ١ / ٤٦ : ولو صلى بالناس فى الجبانة صلوٰة العيد جازت صلاتهم وان كان بين الصفوف فضاء واتساع؛ لأن الجبانة عند أداء الصلاة لها حكم المسجد.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٨٥ : في القهستاني: البيت كالصحراء. والأصح أنه كالمسجد ولهذا يجوز الاقتداء فيه بلا اتصال الصفوف كما في المنية -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨٨ : والمسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل فيه. كذا في الوجيز للكردري.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٣ / ٣٠٦ : احاطۂ عیدگاہ کے اندر صفوں کے درمیان فاصلہ صحت اقتداء سے مانع نہیں، خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، مگر بلاضرورت درمیان میں خلاء چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے۔

যৌক্তিক কারণে মাহরাম মহিলাদের নিয়ে ঘরে জামাআত করা

প্রশ্ন : কোনো কারণবশত যদি মসজিদে না যেতে পারে, যেমন ইমাম অশুদ্ধ কিরাত পড়ে ইত্যাদি। এমতাবস্থায় মহিলা-পুরুষ, মাহরাম-গায়রে মাহরাম মিলে বাড়িতে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা কতটুকু বৈধ? তারা কি জামাআতে নামায পড়ার সাওয়াব পাবে? বিস্তারিত দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি শরয়ী কারণবশত মসজিদে যেতে না পারে তাহলে তার ঘরের মাহরাম মহিলাদেরকে সাথে নিয়ে জামাআতের সহিত নামায পড়া জায়েয হবে এবং সকলেই জামাআতের সাওয়াব পাবে, কিন্তু গায়রে মাহরাম মহিলাদেরকে সাথে নিয়ে জামাআতে নামায পড়া সমীচীন নয়। (১১/৯৩২/৩৭৫৬)

Scanned by CamScanner

📖 خلاصة الفتاوى (أشرفيه) ١ / ٢٢٨ : رجل فاتته الجماعة فى مسجده إن ذهب الى مسجد آخر يصلى فيه بالجماعة فهو حسن، وإن صلى فى مسجد حيه وحده فحسن وإن دخل منزله فصلى بأهله فحسن۔

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٢ / ٢٢٧ : ج: اپنی بیوی اور محرم عورت کے ساتھ جماعت جائز ہے وہ پیچھے کھڑی ہو جائے، محرم عورت کو پردہ میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔

স্বামী-স্ত্রীর জামাআতের বিধান ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী মিলে জামাআতে নামায আদায় করতে পারবে কি না? যদি পারে তাহলে স্ত্রী কতটুকু পেছনে দাঁড়াতে হবে? যদি স্বামীর পেছনের কাতারে দাঁড়ায় তাহলে একা মুক্তাদী হওয়াতে কোনো অসুবিধা হবে কি না? আর যদি স্বামীর ডানপাশে একটু পেছনে সরে দাঁড়ায় তাহলে নামায হবে কি না?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে জামাআতে নামায আদায় করতে পারবে। তবে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সংলগ্ন না দাঁড়িয়ে পেছনের সারিতে একা দাঁড়াবে। অপারগতায় ডানপাশে একটু পেছনে সরে দাঁড়ালেও নামায হয়ে যাবে। তবে স্ত্রী স্বামীর সাথে মিলে দাঁড়াবে না, কারণ এতে উভয়ের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। (৬/৪৩৬/১২৭৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٧٢ : المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة، وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لأن العبرة للقدم.

Scanned by CamScanner

স্বামী-স্ত্রীর জামাআত ও তার পদ্ধতি

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রী কি জামাআতে নামায পড়তে পারে? স্বামী-স্ত্রীর জামাআতের পদ্ধতি কিরূপ? স্ত্রী একাধিক হলে স্বামী কোথায় দাঁড়াবে? আর স্ত্রী একজন হলে স্বামীর কোন পার্শ্বে দাঁড়াবে?

উত্তর : পুরুষের জন্য যেমন মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায পড়া জরুরি, মহিলাদের জন্য তেমনি ঘরে একা নামায পড়াই শরীয়তের নির্দেশ। সাধারণ জামাআতের নামাযে মহিলাদের শরীক হওয়ার অনুমতি নেই। তবে স্বীয় স্বামীর সাথে প্রয়োজনে জামাআতে নামায পড়তে পারবে। এমতাবস্থায় স্ত্রী একজন হোক বা একাধিক, সর্বাবস্থায় পেছনের সারিতেই দাঁড়াবে। (৮/৪৮৫/২২২২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (ويقف الواحد) ولو صبيا، أما الواحدة فتتأخر (محاذيا) أي مساويا (ليمين إمامه).

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (قوله أما الواحدة فتتأخر) فلو كان معه رجل أيضا يقيمه عن يمينه والمرأة خلفهما ولو رجلان يقيمهما خلفه والمرأة خلفهما.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۲۹۹ : بچہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہو اور عورت امام کے پیچھے، عورت محرم ہو یا غیر محرم دونوں کا یہی حکم ہے.

স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি নিজ নিজ নামায আদায় করা

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি নামায পড়তে কোনো সমস্যা আছে কি?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকে ব্যক্তিগত নামায পড়াবস্থায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে কোনো সমস্যা নেই। তবে উভয়ে মিলে জামাআতে নামায পড়লে তখন স্ত্রী পেছনের কাতারে দাঁড়াতে হবে, পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবে না। (৬/৬৯/১০৭৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٧٢ : المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة، وإن

Scanned by CamScanner

كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لأن العبرة للقدم -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲ /۲۲۸ : سوال- کیا عورت اپنے شوہر کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہے؟ نیز اگر میاں بیوی ایک وقت میں اپنے اپنے مصلی پر الگ نماز پڑھیں تو جائز ہو گا یا نہیں؟

الجواب- اگر دونوں الگ الگ اپنی نمازیں پڑھیں تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن اگر جماعت کرنی ہو تو عورت برابر کھڑی نہ ہو بلکہ اس کو الگ صف میں پیچھے کھڑا ہونا چاہیے-

হানাফী মসজিদ না থাকায় লা-মাযহাবীদের মসজিদে নামায

প্রশ্ন : আমি একজন দোকানদার, আমার আশপাশে হানাফী মসজিদ নেই, লা-মাযহাবীদের মসজিদ আছে। এখন হানাফী মসজিদে জামাআতের সাথে নামায আদায় করতে হলে অনেক দূরে যেতে হবে, দোকান ছেড়ে মসজিদে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর। এমতাবস্থায় আমি লা-মাযহাবীদের মসজিদে জামাআতের সাথে নামায আদায় করব নাকি জামাআত ছেড়ে একাকী আদায় করব?

উত্তর : যে সমস্ত লা-মাযহাবীরা মাযহাবের ইমামগণকে গালাগাল করে, মাযহাব মানাকে বিদ'আত বা শিরক বলে, তাদের পেছনে নামায পড়া জায়েয না হওয়ায় এরূপ ইমামের পেছনে নামায পড়বে না। স্মর্তব্য যে, মসজিদ বেশি দূরে না হলে জামাআত ছাড়া যায় না। তাই দূরবর্তী হানাফী মসজিদে জামাআতের সাথে নামায পড়ার চেষ্টা করবে, এতে দ্বিগুণ সাওয়াব ও বরকত পাওয়া যাবে। (১০/৪৯০/৩১৯৬)

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١ / ٦٦٢ : وأما بيان من تجب عليه الجماعة: فالجماعة إنما تجب على الرجال، العاقلين، الأحرار، القادرين عليها من غير حرج.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ١٣٣ : وفي الغاية قال عامة مشايخنا: إنها واجبة وفي المفيد الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة، وفي البدائع تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۹ / ۶۲ : جواہل حدیث تقلید کو شرک کہتا ہے اور ائمہ مجتہدین وسلف صالحین پر سب وشتم کرتا ہے اس کے پیچھے نماز درست نہیں اس کو امام بنانا ہی جائز نہیں۔

মুক্তাদী দুইয়ের অধিক হলে ইমামের সামনে দাঁড়ানো ওয়াজিব

প্রশ্ন : বেহেশতী জেওর কিতাবের বাংলা অনুবাদে উল্লেখ আছে যে মুক্তাদী দুজনের অধিক হলে তখন ইমাম সম্মুখে দাঁড়ানো ওয়াজিব। যার কপি নিম্নে দেওয়া হলো। এই ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কি কোনো দলিল পাওয়া যায়?

"মাসআলা ১২ : আর যদি একাধিক মুক্তাদী হয় তবে ইমামের পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো কর্তব্য। যদি ইমামের ডান দিকে দাঁড়িয়ে যান এবং মুক্তাদী দুজন হয় তবে মাকরূহ তানযীহী হবে এবং তিন বা ততোধিক হলে মাকরূহে তাহরীমী হবে। কেননা মুক্তাদী দুজনের অধিক হলে তখন ইমাম সম্মুখে দাঁড়ানো ওয়াজিব।" (১১/৪)

উত্তর : নিম্নোক্ত দলিলের আলোকে বেহেস্তী জেওরে লিখিত উক্ত (মাসআলা ১২) মাসআলাটি নিঃসন্দেহে সঠিক। উল্লেখ্য, উপরোক্ত হুকুম কোনো ওজর ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় প্রযোজ্য। (৮/৪৮০/২২২৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٧ : (والزائد) يقف (خلفه) فلو توسط اثنين كره تنزيها وتحريما لو أكثر.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٦٧ : (قوله وتحريما لو أكثر) أفاد أن تقدم الإمام أمام الصف واجب كما أفاده في الهداية والفتح.

📖 حاشية الطحطاوى على المراقي (قديمى كتبخانه) ص ٣٠٦ : وان كثر القوم كره قيام الإمام وسطهم تحريما لترك الواجب.

নির্দিষ্ট সময়ের আগে মসজিদে মুসাফিরের জামাআত

প্রশ্ন : আমরা যখন তাবলীগে যাই তখন বিভিন্ন সময় সফরের কারণে জামাআত নিয়ে সমস্যায় পড়ি। অনেক সময় বাস থেকে নেমে দেখা যায় জামাআত হয়ে গেছে, আবার

Scanned by CamScanner

অনেক সময় দেখা যায় আগে নামায পড়ে বাসে উঠতে হয়। এ অবস্থায় জামাআত কিভাবে করা যায়? বর্তমানে তো বারান্দাগুলো আলাদাভাবে করা হয় না, পুরোটাই মসজিদের অংশ হিসেবে থাকে, আর ইমাম-মুয়াজ্জিন তো নির্দিষ্ট থাকেই। তাই এর সমাধান জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রয়োজনে মুসাফিরদের জন্য জামাআতের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মসজিদের বারান্দা বা কোনো এক পাশে জামাআত আদায় করার অনুমতি আছে। এতে স্থায়ী মুসল্লিদের নির্ধারিত সময়ের জামাআতের কোনো প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি হয় না। তবে নির্ধারিত সময়ের জামাআত শেষ হয়ে গেলে মুসাফিরগণ ভিন্ন কোনো জায়গায় জামাআতের সাথে নামায আদায় করে নেওয়াই শ্রেয়। ভিন্ন কোনো জায়গা পাওয়া না গেলে একাকী পড়ে নেবে। (৮/৫৬৯/২২৪৪)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۴۳۲ : سوال- جماعت تیار ہے یا ہو رہی ہے اور مجھے فوراً نماز پڑھکر بس لیکر روڈ پر جانا ہے تو جماعت چھوڑ کر اس مسجد میں تنہا نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیونکہ نماز جماعت میں دیر لگنے کا سوال ہے اور مجھے جلدی ہے۔
جواب- تنہا بھی پڑھنے سے ادا ہو جائیگی، ایک دو آدمی مسافر وغیرہ کو لے کر جماعت کر لیا کریں، جماعت چھوڑنا بڑی محرومی ہے۔

মসজিদের ছাদে দাঁড়িয়ে নিচে দাঁড়ানো ইমামের ইক্তিদা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মসজিদে প্রায় সময় বিশেষ করে ঈদ ও জুমু'আর জামাআতে নিচতলায় জায়গা সংকুলান না হওয়ায় কিছু মুসল্লি মসজিদের ছাদের ওপর গিয়ে জামাআতে শরীক হয়। উল্লেখ্য, ছাদে এমন কোনো ছিদ্র ইত্যাদি নেই, যা দ্বারা ওপরের মুসল্লিগণ নিচতলার মুসল্লি অথবা ইমাম সাহেবের অবস্থা দেখে, তবে ছাদে একটি মাইক রাখে, যা দ্বারা তাকবীর ইত্যাদি শোনা যায়। একবার এমন হয়েছে যে চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে ইমাম সাহেব ও নিচতলার মুসল্লিগণ ভুলে দ্বিতীয় রাক'আতের পর না বসে দাঁড়িয়ে গেলে ওপরের মুসল্লিগণ বসে থাকে। পরে তৃতীয় রাক'আতে ইমাম সাহেব রুকুতে গেলে ওপরের মুসল্লিগণ তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ায়। এভাবে দ্বিতীয় রাক'আতের পর ইমাম সাহেব ও ওপরের মুসল্লিদের নামাযের বাকি আরকান আদায়ে বৈপরীত্য হয়ে যায়। এ অবস্থায় ওপরে জামাআতের সহিত নামায আদায় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ? অনুগ্রহ করে জানানোর আবেদন করছি।

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রয়োজনে ছাদে নামায পড়তে কোনো অসুবিধা নেই। তবে ছাদে ইক্তিদা করা হলে মুসল্লি নিচে ইমামের অবস্থাদি দেখে বা আওয়াজের মাধ্যমে যেকোনো উপায়ে অবগত হলেই ইক্তিদা সহীহ হয়ে যাবে।

সুতরাং যে অসুবিধার কথা উল্লেখ হয়েছে এ ধরনের ঘটনা যেহেতু স্বাভাবিক অবস্থায় ঘটে না বরং ইমামের ভুলের কারণেই ঘটেছে, তাই নিচে মুসল্লিদের সংকুলান না হওয়ার ওজর থাকায় এ অস্বাভাবিক ঘটনার কারণে ছাদে ইক্তিদা করা মাকরূহ বলা যাবে না। (৭/৫৩)

📖 فتاوى قاضى خان (أشرفيه) ١ / ٤٦ : ولو قام على سطح المسجد واقتدى بإمام فى المسجد فهو على هذا التفصيل أيضا، إن كان للسطح باب فى المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام صح الاقتداء فى قولهم وإن لم يكن له باب فى المسجد ولكن لا يشتبه عليه حال الإمام صح الاقتداء أيضا، وإن اشتبه عليه حال الإمام لا يصح.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٤١٨ : ولو صلى رجل في مثل هذا المنزل مقتدياً بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو من المكبّر تجوز صلاته، فالقيام على السطح يكون كذلك .

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٨٨ : أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط. قلت: وفي الأشباه وزواهر الجواهر ومفتاح السعادة أنه الأصح. وفي النهر عن الزاد أنه اختيار جماعة من المتأخرين.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١٠ / ٢٠١ : الجواب—اصل مسجد نیچے کا حصہ ہے اور چھت تابع، مسجد کی چھت پر بلا ضرورت چڑھنا مکروہ ہے، اصل مسجد چھوڑ کر چھت پر نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، البتہ اگر جگہ کی قلت ہو تو چھت پر کھڑے ہونے میں مضائقہ نہیں، اور جب گرمی نا قابل برداشت ہو تب بھی چھت پر کھڑے ہونے کی گنجائش ہے محراب کا نہ ہونا مضر نہیں۔

Scanned by CamScanner

কারণবশত পুনরায় অনুষ্ঠিত জামাআতে নতুন ব্যক্তির অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : প্রথম জামাআতে ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণে পুনরায় নামায জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। প্রশ্ন হলো, ওই জামাআতে নতুন কোনো ব্যক্তি অংশগ্রহণ করলে তার নামায সঠিক হবে কি না? তার নামায আদায় হবে কি না? দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : যে নামাযে সিজদা সাহু করা প্রয়োজন হয়, আর সিজদা না করে নামায শেষ করলে ওই নামায আবার পড়তে হয়। এমতাবস্থায় নতুন নামাযী ওই নামাযে শরীক হবে না। না জেনে শরীক হয়ে গেলে নামায শেষে জানলে ওই নামায পুনরায় পড়ে নেবে। (৭/৮৩৭/১৯০৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٦٤ : وقال في شرح التحرير: وهل تكون الإعادة واجبة، فصرح غير واحد من شراح أصول فخر الإسلام بأنها ليست بواجبة. وأنه بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح، وأن الثاني بمنزلة الجبر. والأوجه الوجوب كما أشار إليه في الهداية؛ وصرح به النسفي في شرح المنار، وهو موافق لما عن السرخسي وأبي اليسر: من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة. زاد أبو اليسر: ويكون الفرض هو الثاني. وقال شيخنا المصنف: يعني ابن الهمام: لا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم، ويكون جابرا للأول لأن الفرض لا يتكرر، وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول، وفيه أنه لازم ترك الركن لا الواجب، إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى، إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه انتهى. ومن هذا يظهر أنا إذا قلنا الفرض هو الأول فالإعادة قسم آخر غير الأداء والقضاء، وإن قلنا الثاني فهي أحدهما. اهـ

أقول: فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الإعادة، وقد علمت أنها عند البعض خاصة بالوقت، وهو ما مشى عليه في

Scanned by CamScanner

التحرير، وعليه فوجوبها في الوقت ولا تسمى بعده إعادة، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الوبري، وأما على القول بأنها تكون في الوقت وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوي، فإنها تكون واجبة في الوقت وبعده أيضا على القول بوجوبها. وأما على القول باستحبابها الذي هو المرجوح تكون مستحبة فيهما، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الترجماني. وأما كونها واجبة في الوقت مندوبة بعده كما فهمه في البحر وتبعه الشارح فلا دليل عليه. وقد نقل الخير الرملي في حاشية البحر عن خط العلامة المقدسي أن ما ذكره في البحر يجب أن لا يعتمد عليه لإطلاق قولهم: كل صلاة أديت مع الكراهة سبيلها الإعادة. اهـ

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانه) صـ ۲٤۸ : والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر والفرض سقط بالأولى لأن الفرض لا يتكرر كما في الدر وغيره ويندب إعادتها لترك السنة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۹ / ۴۳۲ : اور اگر ترک واجب کی وجہ سے اعادہ ہوا ہے تو نئے آدمی کی شرکت درست نہیں کیونکہ فرض پہلی نماز ادا کر چکا اور یہ صرف تکمیل ہے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱ / ۵۶۴ : ... اس مسئلہ میں اختلاف ہے راجح یہی ہے کہ نو وارد جماعت میں شریک نہ ہو۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۳۵۲ : صلوۃ معادہ میں شریک ہونے والے کی نماز کی صحت کا قول ارجح واوسع ہے اور قول عدم صحت احوط، کثرت جماعت کی حالت میں نووارد مقتدیوں کے لئے یہ علم حاصل کرنا متعسر ہے کہ یہ جماعت اولی ہے یا معادہ، لہذا ایسی صورت میں قول عدم صحت میں تنگی اور حرج ظاہر ہے، البتہ کسی مقتدی کو اس کا علم ہو جائے تو اس کے لئے عمل بالاحوط اولی ہے۔

Scanned by CamScanner

অনুচ্চস্বরে জেহরী নামায আদায়কারীর পেছনে কেউ ইক্তিদা করলে ইমামের করণীয়

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি ফজরের নামায একাকী পড়ছে, কিছু কিরাত আস্তে পড়ার পর এক ব্যক্তি তার পেছনে এসে ইক্তিদা করল। এমতাবস্থায় ইমাম সাহেবের করণীয় কী? বাকি কিরাত জোরে পড়বে? নাকি শুরু থেকে কিরাত পুনরায় পড়বে?

উত্তর : ফজর, মাগরিব ও এশার ফরয নামায একাকী আদায়কারীর পেছনে কেউ এসে ইক্তিদা করলে ইমাম সাহেব প্রথম থেকে পুনরায় উচ্চস্বরে পড়বে না, বরং যতটুকু পড়ে ফেলেছে তারপর হতে উচ্চস্বরে পড়াটাই সঠিক। (৭/৮৮৮/১৯২৮)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٣٢ : إن الإمام لو خافت ببعض الفاتحة أو كلها أو المنفرد ثم اقتدى به رجل أعادها جهرا كما في الخلاصة، وقيل لم يعد وجهر فيما بقي من بعض الفاتحة أو السورة كلها أو بعضها كما في المنية، وعزا في القنية القول الثاني إلى القاضي عبد الجبار وفتاوى السعدي، ولعل وجهه أن فيه التحرز عن تكرار الفاتحة في ركعة وتأخير الواجب عن محله، وهو موجب لسجود السهو فكان مكروها.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ١ / ٥٣٧ : جواب— ... ... اقرب الی الفقہ عدم وجوب اعادہ۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣ / ٨٣ : منفرد جہری نماز سرا پڑھ رہا تھا، سورۂ فاتحہ کی قراءۃ کے درمیان کسی نے اس سے اقتداء کر لی اور اس نے بھی امامت کی نیت کر لی، تو اب سورۂ فاتحہ شروع سے دوبارہ جہرا پڑھے یا کہ وہیں سے آگے جہرا پڑھنا شروع کر دے؟
الجواب—اس میں اختلاف ہے، بعض وجوب اعادہ کے قائل ہیں اور بعض وجوب عدم اعادہ کے، قول ثانی راجح ہے، لہذا اعادہ نہ کرے۔

ইমাম বাসার ছাদে আর মুসল্লি মসজিদে দাঁড়ালে ইক্তিদা সহীহ হবে কি না

প্রশ্ন : মসজিদের মেহরাবসংলগ্ন নিচের তলায় ইমাম সাহেবের বাসা, দ্বিতীয় তলায় ছেলেদের মাদ্রাসা (ভাড়া) করা হয়েছে। জুমু'আ অথবা ঈদে ইমাম সাহেব ওই বাসার

Scanned by CamScanner

ওপর দাঁড়িয়ে নামায পড়ালে দ্বিতীয় তলা ও নিচতলার মুসল্লিদের ইক্তিদা দুরস্ত হবে কি না? জানানোর অনুরোধ করছি।

উত্তর : মেহরাবসংলগ্ন ইমাম সাহেবের বাসা বরাবর তৃতীয় তলা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই ইমাম সাহেব বাসা বরাবর তৃতীয় তলায় দাঁড়িয়ে ইমামতি করলে নিচতলা ও দোতলার মুক্তাদীদের ইক্তিদা শুদ্ধ হলেও এ ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবের মসজিদে দাঁড়িয়ে ইমামতি করা হবে না। তবে নিচতলার মেহরাব বরাবর তৃতীয় তলায় দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব নামায পড়ালে তা মসজিদের ভেতরে বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয়ত, একাধিক তলাবিশিষ্ট মসজিদে ইমাম সাহেবের নিচতলায় দাঁড়িয়ে ইমামতি করা শরীয়তের আসল বিধান। বিনা প্রয়োজনে ওপরের তলায় দাঁড়ানো মাকরূহ, যা পরিহারযোগ্য। (৯/২০০/২৫৬২)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٨٧ : أما في البيت مع المسجد لم يتخلل إلا الحائط ولم يختلف المكان، وعند اتحاد المكان يصح الاقتداء إلا إذا اشتبه عليه حال الإمام.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٦٥٦ : أما الوطء فوقه بالقدم فغير مكروه إلا في الكعبة لغير عذر، لقولهم بكراهة الصلاة فوقها. ثم رأيت القهستاني نقل عن المفيد كراهة الصعود على سطح المسجد اهـ ويلزمه كراهة الصلاة أيضا فوقه فليتأمل (قوله لأنه مسجد) علة لكراهة ما ذكر فوقه. قال الزيلعي: ولهذا يصح اقتداء من على سطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم على الإمام. ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه ولا يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوف عليه؛ ولو حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها يحنث (قوله إلى عنان السماء) بفتح العين، وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري عن الإسبيجابي. بقي لو جعل الواقف تحته بيتا للخلاء هل يجوز كما في مسجد محلة الشحم في دمشق؟ لم أره صريحا، نعم سيأتي متنا في كتاب الوقف أنه لو جعل تحته سردابا بالمصالحة جاز تأمل (قوله واتخاذه طريقا) في التعبير بالاتخاذ إيماء إلى أنه لا يفسق بمرة أو مرتين، ولذا عبر في القنية بالاعتياد نهر. وفي القنية: دخل المسجد فلما توسطه ندم، قيل يخرج من باب

Scanned by CamScanner

غير الذي قصده، وقيل يصلي ثم يتخير في الخروج، وقيل إن كان محدثا يخرج من حيث دخل إعداما لما جنى. (قوله بغير عذر) فلو بعذر جاز-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨٩ : وينبغي للإمام أن يقف بإزاء الوسط فإن وقف في ميمنة الوسط أو في ميسرته فقد أساء لمخالفة السنة. هكذا في التبيين وينبغي أن يكون بحذاء الإمام من هو أفضل. كذا في شرح الطحاوي والقيام في الصف الأول أفضل من الثاني وفي الثاني أفضل من الثالث وإن وجد في الصف الأول فرجة دون الصف الثاني يخرق الصف الثاني. كذا في القنية.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٢ / ٢٣٨ : سوال—اگر مسجد میں ایک سے زائد منزل ہوں تو کیا امام اوپر والی منزل سے امامت کر سکتے ہیں یا نچلی منزل میں امامت کرنا ہی ضروری ہے؟
جواب—اوپر کی منزل میں بھی امامت کر سکتے ہیں لیکن بہتر مناسب اور متوارث یہ ہے کہ امام نچلی منزل میں رہے۔

জামাআতে অংশগ্রহণ না করে জুতা পাহারা দেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদে মুসল্লিদের জুতা পাহারা দেওয়ার জন্য জামাআত ছাড়া জায়েয আছে কি? উল্লেখ্য, মসজিদটি বড় মসজিদ। আর সাধারণত মাসবুকদের জুতাই বেশি চুরি হয়। তাই আগত মুসল্লিদের জুতার নিরাপত্তায় নিয়োজিত পাহারাদারের জন্য জামাআত ছাড়া জায়েয হবে?

উত্তর : জামাআতে নামায পড়া পুরুষদের জন্য ওয়াজিব। শরীয়তকর্তৃক বর্ণিত বিশেষ কারণ ছাড়া জামাআত ছাড়ার অনুমতি নেই। প্রশ্নে বর্ণিত মুসল্লিদের জুতার হেফাজতের কাজে লিপ্ত থাকা জামাআত ছাড়ার শরীয়ত স্বীকৃত কারণ নয়, আর তা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও নয়। বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ জুতার হেফাজত করা বাঞ্ছনীয়। তবে জামাআত ব্যতীত জুতা হেফাজতের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করা প্রশংসনীয় কাজ, যেমন এ কাজে কোনো অমুসলিমকে নিয়োগ দেওয়ার পরামর্শ ফাতওয়ার কিতাবে দেওয়া

Scanned by CamScanner

হয়েছে। অতএব উল্লিখিত মাসআলায় মুসলিম লোককে জুতা হেফাজতের জন্য জামাআত ছাড়ার অনুমতি দেওয়া যায় না। (৯/৩৪৩/২৬৪৭)

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۳ / ۱۹۷ : یہ دربان جو نمازیوں کی جوتیوں وغیرہ حفاظت کرتا ہے، مصالح مسجد میں سے نہیں ہے، ورنہ پھر نمازیوں کو پنکھا جھلنے والا بھی مصالح مسجد میں داخل ہو جائے گا.... ... پھر مسلمان کو ایسی ملازمت جائز نہیں جس میں باجود قرب مسجد کے ترک جماعت لابدی ہو اور اگر اس کو ایسی ملازمت مل سکے جس میں جماعت کا ترک لازم نہ ہو تو ترک جماعت سے گناہ ہوگا۔

লাহেকের বিধান

প্রশ্ন : জামাআতে নামায হওয়া অবস্থায় বাইরে খুব শোরগোল অথবা মেঘের বিকট আওয়াজের কারণে ইমামের আওয়াজ পুরোপুরি বোঝা যায় না। এমতাবস্থায় ইমাম সিজদা করেন এবং সকল মুক্তাদীরাও প্রথম সিজদা করে। কিন্তু দ্বিতীয় সিজদার সময় আওয়াজ না শোনার কারণে কিছু মুক্তাদী মনে করল যে ইমাম এখনো দ্বিতীয় সিজদা করেনি, তাই অপেক্ষায় আছে। এদিকে ইমাম সিজদা করে উঠে যান। এখন এই মুক্তাদীরা কী করবে? যদি তারাও দ্বিতীয় সিজদা না করে ইমামের সাথে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তাদের নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : ইমামের সাথে ইক্তিদা করার পর যদি সিজদা বা রাক'আত ছুটে যায় তাহলে শরয়ী মাসআলা হলো উক্ত সিজদা বা রাক'আত আদায় করে ইমামের অনুসরণ করা। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মুক্তাদীদের কর্তব্য ছিল উক্ত সিজদা আদায় করে ইমাম সাহেবের অনুসরণ করা। আর যদি ইমাম সাহেবের সাথে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর উক্ত সিজদা আদায় করে দ্বিতীয়বার তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফেরানোর দ্বারা নামায সহীহ হয়ে যাবে। (৯/৬৪১/২৭৯৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٩٤ : واللاحق من فاتته) الركعات (كلها أو بعضها) لكن (بعد اقتدائه) بعذر كغفلة وزحمة وسبق حدث وصلاة خوف ومقيم ائتم بمسافر، وكذا بلا عذر؛ بأن سبق إمامه في ركوع وسجود فإنه يقضي ركعة.

Scanned by CamScanner

والمسبوق عكس المسبوق ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٩٥ : ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق ثم يتابع إمامه إن أمكنه إدراكه وإلا تابعه، ثم صلى ما نام فيه بلا قراءة.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۳۷۵ : یہ شخص لاحق ہے، اس پر واجب تھا کہ آنکھ کھلنے کے بعد دوسرا سجدہ کرکے امام کا اتباع کرتا، اس وقت سجدہ نہیں کیا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک سجدہ کرکے تشہد دوبارہ پڑھکر سلام پھیرنے سے نماز صحیح ہوجائیگی، مگر ترک واجب سے گنہگار ہوگا سجدہ سہو واجب نہیں، کیونکہ مقتدی کے ترک واجب سے سجدۂ سہو یا اعادہ واجب نہیں ہوتا۔

মসজিদের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় বাইরে জামাআত করা

প্রশ্ন : মসজিদের ভেতরের অংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে ওয়াক্তিয়া নামায বারান্দায় আদায় করা হয় এভাবে যে ইমাম সাহেব মসজিদের ভেতরের অংশে এবং মুসল্লিগণ বাইরের অংশে তথা বারান্দায় দাঁড়ান, এ নামায শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের বারান্দা মসজিদেরই অন্তর্ভুক্ত। সে হিসেবে মসজিদের বারান্দায় নামাযের জামাআত করাও শরীয়তসম্মত। কিন্তু বিহিত কারণ (যথা অতিরিক্ত গরম ইত্যাদি) ছাড়া মসজিদের ভেতরের অংশ খালি রেখে মসজিদের বারান্দায় জামাআত করা মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্য ও সম্মানের পরিপন্থী এবং শুধু ইমাম সাহেব মসজিদের ভেতরের অংশে ও মুক্তাদীগণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে জামাআত করা মাকরূহ।
অতএব মুসল্লিদেরকে মসজিদের ভেতরে নামায পড়ার সুযোগ দেওয়া দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কর্তব্য। শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বাহানায় ভেতরের অংশ খালি রেখে বারান্দায় জামাআত করা সমর্থনযোগ্য নয়। (৯/৮৬২/২৯০৫)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٤١٨ : فناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد، واقتدى بالإمام صح اقتداؤه، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملأنا وإليه أشار محمد في باب صلاة الجمعة، فقال يصح الاقتداء في الطاقات بالكوفة، وإن لم تكن الصفوف متصلة.

Scanned by CamScanner

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۳۷ : یہ صحیح ہے کہ صحن مسجد داخل مسجد ہے اور اس پر مسجد کے احکام جاری ہیں اور یہی کتب فقہ احناف کا حکم ہے، یہ صحیح نہیں کہ فقہاء حنفیہ اس کے خلاف کے قائل ہیں یا ان کی معتبر کتابوں میں اس کے خلاف حکم ہے یا فقہ حنفی صحن مسجد کو خارج مسجد بتاتا ہے۔

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبہ دارالعلوم) ۳ / ۳۶۳ : الجواب—... ... پس اگر امام در میں اس طرح کھڑا ہو کہ قدم بھی اندر ہوں اور مقتدیاں فرش پر ہوں تو یہ مکروہ ہے، جیسا کہ محراب کے اندر کھڑا ہونا امام کا مکروہ ہے، اور اگر قدم باہر فرش پر ہوں تو کراہت مرتفع ہے، اور یہ صحیح ہے کہ مسجد مسقف اور غیر مسقف یعنی فرش مسجد یہ سب مسجد ہے، اور امام اگر محاذی محراب فرش غیر مسقف میں کھڑا ہو اور مقتدی بھی فرش پر کھڑے ہوں تو اس میں کچھ کراہت نہیں ہے۔

মুক্তাদী একজন হলেও জামাআতের সাওয়াব হবে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে জামাআত করলে জামাআতের সাওয়াব পাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : মুক্তাদী একজন হলেও জামাআতের সাওয়াব পাওয়া যাবে। (৯/৯৮৬/২৯৫৭)

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبہ دارالعلوم) ۳ / ۳۷ : سوال- جماعت کا ثواب کتنے شخصوں سے حاصل ہوگا اگر ایک شخص ہی امام کے ساتھ ہو تب بھی ثواب ہوگا یا نہیں؟

الجواب—ایک مقتدی بھی اگر امام کے ساتھ ہو جماعت ہو جائیگی اور ثواب جماعت کامل ہو جاوے گا.

মা'যুরের সহিত ঘরে নামায পড়া

প্রশ্ন : মসজিদে যেতে অসুবিধা হয় এবং ছেলে/চাকররাও মসজিদে নিয়ে যেতে পারে না। এমতাবস্থায় নিজে ইমামতি করে ঘরে নামায পড়তে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : হাদীস শরীফের বর্ণনানুযায়ী শরীয়তসম্মত কোনো ওজর বা অসুবিধা না থাকলে পুরুষদের জন্য মসজিদে জামাআতের সহিত নামায আদায় করতে হয়। মসজিদে না গিয়ে ঘরে জামাআতের সহিত নামায আদায় করলে নামায আদায় হয়ে গেলেও মসজিদের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। তাই যথাসম্ভব মসজিদে জামাআতের সহিত নামায আদায় করার চেষ্টা করবে। তবে বাস্তব ওজরের কারণে যেতে না পারলে জামাআতের সাওয়াব পাবে। (৬/৩৬/১০৬৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٣٩٦ : أن الأصح أنه لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة لكن جماعة المسجد أفضل.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨٣ : وتسقط الجماعة بالأعذار حتى لا تجب على المريض والمقعد والزمن ومقطوع اليد والرجل من خلاف ومقطوع الرجل والمفلوج الذي لا يستطيع المشي والشيخ الكبير العاجز والأعمى عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١٢ / ٤٠٩ : معذوری کی وجہ سے آپ مسجد نہیں جاسکتے اور مکان پر ایک دو آدمی کو ساتھ لیکر جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لئے اس کی گنجائش ہے۔

নামায অবস্থায় সরে গিয়ে অন্যকে জায়গা করে দেওয়া

প্রশ্ন : জামাআতে নামাযরত অবস্থায় একই কাতারের দুই ব্যক্তি দুই পার্শ্বে কিছু সরে দাঁড়িয়ে তৃতীয় ব্যক্তিকে জায়গা দিলে উভয় নামাযীর নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : জামাআতে নামাযরত অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি কাতারে দাঁড়ানো দুই ব্যক্তির মধ্যখানে দাঁড়াতে চায়, আর তারা দুই পার্শ্বে কিছু সরে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে জায়গা করে দেয়, তাহলে তাদের কারো নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। (৫/৩১৩/৯৩৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٦٢٢ : حتى لو امتثل أمر غيره فقيل له تقدم فتقدم أو دخل فرجة الصف أحد فوسع له فسدت، بل يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه قهستاني معزيا للزاهدي.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٦٢٢ : (قوله أو دخل فرجة إلخ) المعتمد فيه عدم الفساد ط (قوله ومر) أي في باب الإمامة عند قوله ويصف الرجال وقدمنا عن الشرنبلالي عدم الفساد.

অযোগ্য ইমামের ইক্তিদা না করে স্ত্রীর সাথে ঘরে জামাআত

প্রশ্ন : এলাকার মসজিদের ইমাম বিদ'আতী অথবা তার কিরাত সহীহ নেই। এ কারণে জামাআত ছেড়ে নিজের বিবির সঙ্গে জামাআতে নামায পড়া জায়েয আছে কি না? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : ইমাম সাহেবের বিদ'আত কুফর পর্যায়ের না হলে এবং নামায সহীহ হওয়ার পর্যায়ের কিরাত পড়লে তার পেছনে ইক্তিদা করা যায়। ভালো ইমামের ব্যবস্থা করা না গেলে বাড়িতে নামায না পড়ে তার পেছনে ইক্তিদা করবে। কোনো কারণে স্ত্রীর সাথে জামাআত করলে স্ত্রী স্বামীর পেছনে সরে দাঁড়াবে। (৪/২৮১/৭০২)

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ١/ ٣٧٠ : وأطلق المصنف في المبتدع فشمل كل مبتدع هو من أهل قبلتنا وقيده في المحيط والخلاصة والمجتبى وغيرها بأن لا تكون بدعته تكفره، فإن كانت تكفره فالصلاة خلفه لا تجوز وعبارة الخلاصة هكذا۔

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ١/ ٥٩ : ولو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة۔

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٧٢ : وقال: المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة، وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لأن العبرة للقدم.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ۱/۳۵۱ : جواب- ہر مسلمان کے پیچھے جس کے معاصی کفر تک نہ پہنچے ہوں، نماز ہو جاتی ہے، مگر اجر و ثواب بہت کم ہوتا ہے اور جس کی نوبت کفر تک پہنچ گئی ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔

প্রথম রাক'আতের প্রথম সিজদা না পেলে করণীয়

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি ইমামের সাথে চার রাক'আত ফরয নামাযের নিয়্যাত করেছে। ইতিমধ্যে প্রথম রাক'আতের প্রথম সিজদায় ইমামকে পায়নি, অর্থাৎ সে সিজদার নিকটতম অবস্থায় ইমাম তাকবীর বলে মাথা উঠিয়ে ফেলেছে, পরে দ্বিতীয় সিজদা ঠিকমতোই পেয়েছে। এমতাবস্থায় তার নামায হবে কি না? জনৈক আলেম বলেছেন, নামায মোটেই হয়নি, পুনরায় পৃথকভাবে নামায পড়ে নিতে হবে। এর সমাধান কী?

উত্তর : মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে রুকু পায় তখন তার ওই রাক'আত গণ্য হবে। আর যদি রুকু না পায় তখনও ইমামের সাথে শরীক হবে তবে ওই রাক'আত গণ্য হবে না। প্রশ্নে বর্ণিত মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে দ্বিতীয় সিজদায় শরীক হয়ে থাকে আর ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে, তখন ওই মুক্তাদীর জন্য নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

আর যদি রুকু পাওয়ার পর সিজদা একটি করেছে অন্যটি করেনি, এমতাবস্থায় নামাযে থাকাকালীন দ্বিতীয় সিজদা করে ইমামের সাথে শরীক হয়ে যেত তবে তার নামায হয়ে যেত কিন্তু তা না করে নামায শেষ করে ফেলার কারণে ওই নামায পুনরায় পড়তে হবে। কেননা উভয় সিজদা, যার একটি ফরয ছুটে গেছে। (২/২০৫/৪০৯)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ۲/ ۷٦ : (قوله وإن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك الركعة) خلافا لزفر هو يقول أدرك الإمام فيما له حكم القيام ولنا أن الشرط هو المشاركة في أفعال الصلاة ولم يوجد لا في القيام ولا في الركوع وذكر قاضي خان أن ثمرة الخلاف تظهر في أن هذا عنده لاحق في هذه الركعة حتى يأتي بها قبل فراغ الإمام وعندنا هو مسبوق بها حتى يأتي بها بعد فراغ الإمام وأجمعوا أنه لو انتهى إلى الإمام وهو قائم فكبر ولم يركع مع الإمام حتى ركع الإمام ثم ركع أنه يصير مدركا لتلك

Scanned by CamScanner

الركعة وأجمعوا أنه لو اقتدى به في قومة الركوع لم يصر مدركا لتلك الركعة.

📖 فيه أيضا ١/ ٣٩٣ : والمراد من السجود: السجدتان فأصله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وكونه مثنى في كل ركعة بالسنة والإجماع، وهو أمر تعبدي لم يعقل له معنى على قول أكثر مشايخنا تحقيقا للابتداء.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٤٤٧ : وتكراره تعبد ثابت بالسنة كعدد الركعات.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٣ / ٢٧٥ : الجواب- امام کے ساتھ سجدہ میں شریک ہونا چاہئے، یہ صرف سجدہ ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ امام جس حالت میں بھی ہو اسی میں شامل ہو جائے بلاوجہ تاخیر گناہ ہے۔

حى على الصلاة বলার সময় দাঁড়ানোকে বাধ্যতামূলক মনে করা

প্রশ্ন : একটি মসজিদে সকল মুসল্লি ইকামতে حى على الصلاة বলার সময় কাতার সোজা করে। কেউ এর পূর্বে দাঁড়ালে তাকে ভালো-মন্দ বলা হয়। দেরিতে দাঁড়ানোর ফলে কাতার ভালোভাবে সোজা হয় না। প্রশ্ন হলো, কোনো মসজিদে উক্ত সময়ে দাঁড়ানোকে বাধ্যতামূলক করে নেওয়া শরীয়তসম্মত কি না? 'মারাক্বিল ফালাহ' পৃ : ১০২-তে উক্ত সময়ে দাঁড়ানোর কথা রয়েছে, তা সুন্নাত না মুস্তাহাব? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : নামাযে মুসল্লিদের আসল দায়িত্ব কাতার সোজা করা, যা অত্যন্ত জরুরি বিষয়, তাই সকল সাহাবা ও তাবেঈনের আমল এরূপ ছিল যে তাঁরা ইকামতের শুরুতেই কাতার সোজা করে নিতেন। পূর্ব থেকে কাতার সোজা থাকাবস্থায় এবং ইমাম মেহরাবে থাকাবস্থায় حى على الصلاة পর্যন্ত কেউ বসে থাকতেন না বরং সবাই দাঁড়িয়ে যেতেন, এটাই শরয়ী নিয়ম। যেসব কিতাবে حى على الصلاة বলার সময় দাঁড়ানোর কথা উল্লেখ আছে তার সঠিক মর্ম এই যে, এর পরও বসে থাকা অনুচিত। যারা حى على الصلاة এর পূর্বে দাঁড়ায় তাদের গালমন্দ করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। তবে যেহেতু আগে-পরে দাঁড়ানো শুধুমাত্র মুস্তাহাবের বিষয়, তাই এ ব্যাপারে ভুল বুঝে ঝগড়া করা মোটেই

Scanned by CamScanner

উচিত নয়। বরং সঠিক মাসআলা জেনে নিজে আমল করা অন্যদেরকে বুঝিয়ে আমল করানো উলামায়ে কেরাম ও ইমামদের কর্তব্য। (৯/৩৭৩/২৬৬৪)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٢/ ٤٧ (٢٤٣٩) : عن ابن عمر قال: «كان عمر لا يكبر حتى تعتدل الصفوف، يوكل بذلك رجالا»-

📖 فتح البارى (دارالريان) ٢ / ٩٥ : ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٤٧٩ : (والقيام) لإمام ومؤتم (حين قيل حي على الفلاح) خلافا لزفر؛ فعنده عند حي على الصلاة ابن كمال (إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صف ينتهي إليه الإمام على الأظهر وإن) دخل من قدام حين يقع بصرهم عليه إلا إذا أقام الإمام بنفسه في مسجد فلا يقفوا حتى يتم إقامته ظهيرية، وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه بحر (وشروع الإمام) في الصلاة (مذ قيل قد قامت الصلاة) ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعا، وهو قول الثاني والثلاثة؛ وهو أعدل المذاهب كما في شرح المجمع لمصنفه.

وفي القهستاني معزيا للخلاصة أنه الأصح.

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ١ /٣٢١ : دوسرے یہ کہ باجماع صحابہ وتابعین واتفاق ائمہ اربعہ صفوں کی تعدیل ودرستی واجب ہے جو نماز شروع ہونے سے پہلے مکمل ہو جانا چاہئے اور یہ اس صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ عام آدمی شروع اقامت سے کھڑے ہو جائیں، بقول امام مالک کوئی کمزور وضعیف بعد میں بھی کھڑا ہو تو مضائقہ نہیں۔

Scanned by CamScanner

পেছনের কাতারে একা নামাযীর করণীয়

প্রশ্ন : একটি বইয়ে কাতারবন্দি সম্পর্কে কিছু লেখা দেখে মুসল্লিদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে। লেখাটি এই যে আগের কাতার পুরো না করে পেছনের কাতারে দাঁড়ালে নামায হবে না। আগের কাতার পূর্ণ হয়ে গেছে, তবে সামনের কাতার থেকে একজনকে টেনে নিয়ে পেছনের কাতারে দুজনেই দাঁড়াবে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে চলে যাবে তবুও একা দাঁড়ানো যাবে না, দাঁড়ালে নামায হবে না, এমতাবস্থায় নামায পড়লে আবার পড়বে। মুহাল্লা চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫২

প্রশ্ন হলো, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী লেখাটি সঠিক কি না? না হলে উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের ফয়সালা কী? এবং প্রশ্নে বর্ণিত 'মুহাল্লা' নামক কিতাবটির গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু ও কোন মাযহাবের? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : প্রশ্নপত্রে 'মুহাল্লা' নামক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে কাতারবন্দি সম্পর্কে যে মাসআলা উল্লেখ হয়েছে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মাসআলাটি সঠিক নয়। উক্ত কিতাবের লেখক ইবনে হাযম যাহেরী (রহ.)। প্রথম যুগে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী থাকলেও পরবর্তীতে যাহেরী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। এ মাসআলায় হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবের মত হচ্ছে, সামনের কাতারে জায়গা খালি থাকাবস্থায় নামাযী পেছনের কাতারে না দাঁড়িয়ে সামনের কাতারে দাঁড়াবে। এতদসত্ত্বেও সামনের কাতার পূর্ণ না করে পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে নামায নষ্ট হবে না, যদিও এ রকম করা মাকরূহ। আর সামনের কাতার পূর্ণ হয়ে গেলে রুকুর আগ পর্যন্ত অন্য নামাযী আসার অপেক্ষা করবে। অন্য নামাযী না এলে মাসআলা সম্পর্কে অবগত কোনো ব্যক্তিকে সামনের কাতার হতে টেনে নিয়ে পেছনের কাতারে নিয়ে দাঁড়াবে। সামনের কাতার হতে টানার ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝির আশংকা থাকলে একাকী পেছনের কাতারে দাঁড়াবে। এ ক্ষেত্রে নামায সহীহ হয়ে যাবে, মাকরূহও হবে না। (৯/৫১৭/২৭০৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٨ : وإن وجد في الصف فرجة سدها وإلا انتظر حتى يجيء آخر فيقفان خلفه، وإن لم يجئ حتى ركع الإمام يختار أعلم الناس بهذه المسألة فيجذبه ويقفان خلفه، ولو لم يجد عالما يقف خلف الصف بحذاء الإمام للضرورة، ولو وقف منفردا بغير عذر تصح صلاته عندنا خلافا لأحمد.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٠٧ : وكذا للمقتدي أن يقوم خلف الصفوف وحده إذا وجد فرجة في الصفوف وإن لم يجد فرجة في الصفوف روى محمد بن شجاع وحسن بن زياد عن أبي حنيفة –

Scanned by CamScanner

رحمه الله تعالى - أنه لا يكره فإن جر أحدا من الصف إلى نفسه وقام معه فذلك أولى. كذا في المحيط وينبغي أن يكون عالما حتى لا تفسد الصلاة على نفسه. كذا في خزانة الفتاوى.

সালামের পর কারো সম্মানার্থে পেছনে সরে বসা

প্রশ্ন : মসজিদে নামাযের কাতারে জামাআতের শেষে সালাম ফেরানোর পর ছাত্রগণ শিক্ষকের পাশ হতে, অফিসের কর্মচারী তার অফিসারের পাশ হতে সম্মানার্থে কিছুটা পেছনে সরে আসে, এতে অবশ্যম্ভাবী রূপে তার সোজা পেছনে পরের কাতারের লোকের কিছুটা অসম্মান করা হয়। কেননা পেছনে সরে এলে দ্বিতীয় ব্যক্তির (পরের কাতারের) একেবারে সম্মুখে (সরে আসা ব্যক্তির পেছন দিক) অবস্থান হয়ে যায়, যা দেখতেও একেবারে দৃষ্টিকটু লাগে। আর পেছনের ওই ব্যক্তি ভালো করেই জানে যে সামনের লোকের সম্মানার্থে (আমাকে কিছু মনে না করে) সরে সামনে এসে বসা হচ্ছে। অনেক সময় এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে হয় যে পাশে বসা একজনের সম্মানার্থে সরে এসে পেছনের কাতারে এমন আরেকজনের সামনে বসা হয়েছে যে ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির তুলনায় অধিক সম্মানের যোগ্য। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : ওস্তাদের সামনে বসে থাকা যে পরিবেশে আদব পরিপন্থী মনে করা হয়, সে পরিবেশে একটু সরে বসাতে আপত্তি নেই। তবে একজনের আদব রক্ষা করতে গিয়ে অন্যের ক্ষতি বা বেআদবী যেন না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। (৮/১১১/১৯৭২)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٩٧ (١٩١٩) : عن زربي، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» -

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٧٩ : واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا -

Scanned by CamScanner

কাতারের এক পাশ ছোট হওয়া

প্রশ্ন : নামাযের জামাআতে কাতারের ডান পাশ ছোট হলে কোনো অসুবিধা আছে কি?

উত্তর : সব নামাযে ইমামের জন্য কাতারের মধ্যভাগে দাঁড়ানো সুন্নাত। (৪/৩৮৬/৭৪০)

📖 تبيين الحقائق (المطبعة الكبرى) ١/ ١٣٦ : وينبغي للإمام أن يقف بإزاء الوسط فإن وقف في ميمنة الصف أو ميسرته فقد أساء لمخالفته السنة ألا ترى أن المحاريب لم تنصب إلا في الوسط وهي معينة لمقام الإمام.

মসজিদ চত্বরে দুই কাতারের মাঝে ১২-১৪ হাত দূরত্ব

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মসজিদের বারান্দা সংস্কারের কাজ চলছে। কিছুদিন পূর্বে জুমু'আর নামায পড়ার সময় যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তা হলো বারান্দার দোতলা করতে গিয়ে নিচে পিলারের জন্য গর্ত করা হয়েছে, বালি ও মাটিও ফেলা হয়েছে জায়গা ভরাটের জন্য। সেখানে নামাযের কাতার করার কোনো সুযোগ ছিল না। মুসল্লিদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় মসজিদ থেকে ১২-১৪ হাত ফাঁকা রেখে প্রায় দুই শতাধিক মুসল্লিকে মসজিদের সামনে খোলা চত্বরে কাতার বেঁধে দাঁড়াতে হয়। কাতারের মধ্যখানে এত বিরাট ফাঁকা থাকার ফলে অনেক মুসল্লির মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। উক্ত পরিস্থিতিতে যাঁরা এভাবে নামায পড়লেন তাঁদের জুমু'আর নামায সহীহ হয়েছে কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : মসজিদের সামনে খোলা চত্বর যেখানে জুমু'আ অথবা ঈদের সময় মুসল্লিদের সংখ্যা বেড়ে গেলে নামাযের কাতার বাঁধা হয় তা ইক্তিদার ব্যাপারে মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তাই যদিও কাতার পরস্পর মিলিত থাকাই উত্তম, কিন্তু অসুবিধা বা অপারগতায় জায়গা ফাঁকা রেখে ইক্তিদা করলেও নামায সহীহ হয়ে যাবে। (৫/৪৩৩/৯৭৯)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٤١٨ : فناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد، واقتدى بالإمام صح اقتداؤه، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملأنا وإليه أشار محمد في باب صلاة الجمعة، فقال يصح الاقتداء في الطاقات

Scanned by CamScanner

الصفوف متصلة فلا يصح في دار بالكوفة، وإن لم تكن الصفوف متصلة؛ لأن الطاقات بالكوفة الصيارفة، إلا إذا كانت الصفوف متصلة؛ لأن الطاقات بالكوفة متصلة بالمسجد ليس بينها وبين المسجد طريق، فلا يشترط فيها اتصال الصفوف، فأما دار الصيارفة، فمنفصلة عن المسجد بينها وبين المسجد طريق، فيشترط فيها اتصال الصفوف، فعلى هذا يصح الاقتداء لمن قام على الدكان الذي يكون على باب المسجد؛ لأنها من فناء المسجد متصلة بالمسجد.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ۱ / ۵۸۵ : وذكر في البحر عن المجتبى أن فناء المسجد له حكم المسجد، ثم قال: وبه علم أن الاقتداء من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في المحراب صحيح وإن لم تتصل الصفوف لأن الصحن فناء المسجد، وكذا اقتداء من بالخلاوي السفلية صحيح لأن أبوابها في فناء المسجد إلخ، ويأتي تمام عبارته. وفي الخزائن: فناء المسجد هو ما اتصل به وليس بينه وبينه طريق.

📖 غمز عيون البصائر (دار الكتب العلمية) ۲ / ۳۷ : قوله: فناء المسجد كالمسجد إلخ. فناء كل شيء ما أعد لمصالحه.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴/ ۳۳۹ : صحت اقتداء کے لئے امام و مقتدی کے مکان کا متحد ہونا شرط ہے خواہ حقیقتا متحد ہو یا حکما، مسجد شتوی (جماعت خانہ) اور مسجد صیفی (صحن داخل مسجد) اور فناء مسجد (مصالح مسجد کی کھلی جگہ) یہ تمام جگہ باب اقتداء میں متحد ہے، بناء علیہ امام اور مقتدی اور دوسری صفوں کے درمیان دو صفوں سے زائد خلاء اور فاصلہ ہو تب بھی مانع اقتداء نہیں ہے، یعنی زیادہ فاصلہ اور خلاء ہوتے ہوئے بھی اقتداء صحیح ہو جاتی ہے۔

Scanned by CamScanner

বড়দের কাতারে নাবালেগ দাঁড়ালে নামায হবে

প্রশ্ন : কাতারের মাঝখানে নাবালেগ ছেলে রাখলে বড়দের নামায হবে কি না? হানাফী মাযহাব মতে, মাসআলাটি জানাবেন।

উত্তর : একেবারে ছোট শিশুদের মসজিদে আনার অনুমতি নেই। বুঝ হয়েছে এমন নাবালেগ ছেলেদের ব্যাপারে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী একজন হলে বড়দের কাতারে দাঁড় করাবে, একাধিক হলে সাবালকদের পেছনে পৃথক কাতারে দাঁড় করানো সুন্নাত। তবে হারিয়ে যাওয়া বা দুষ্টুমি করার আশংকা থাকলে বড়দের কাতারেও দাঁড়াতে পারবে। এ ক্ষেত্রে বড়দের নামাযের কোনো অসুবিধা হবে না। (৮/৮২১/২৩৯০)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١ / ٦١٨ : ويقتضي أيضا أن الصبي الواحد لا يكون منفردا عن صف الرجال بل يدخل في صفهم.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ٥٧١ : (ويصف) أي يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك. قال الشمني: وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطا، وخير صفوف الرجال أولها لكن نقل المصنف وغيره عن القنية وغيرها ما يخالفه، ثم نقل تصحيح عدم الفساد في مسألة من جذب من الصف فتأخر، فهل ثم فرق؟ فليحرر (الرجال) ظاهره يعم العبد (ثم الصبيان) ظاهره تعددهم، فلو واحدا دخل الصف.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۱ / ۱۹۰ : جواب—ایک سے زاید بچے ہوں تو ان کی علیحدہ صف بنائی جائے، بالغوں کی صف میں کھڑا رہنا مکروہ ہے، اگر ایک ہی لڑکا ہو تو پیچھے تنہا کھڑا نہ رہے مردوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔

Scanned by CamScanner

জামাআতে বসে নামায পড়লে কাতার সোজাকরণের বিধান

প্রশ্ন : জামাআতে বসে নামায পড়লে কাতার তার কাঁধ সমান করবে না পা সমান করবে? যদি পা সমান করে বসে তাহলে তাকে কাতারের পেছনে বসে পা সামনে রাখতে হবে, তাতে তার দ্বারা অন্য কাতারে বিঘ্ন ঘটে ও দেখতে ভালো দেখায় না। আর যদি কাঁধ সমান করে তাহলে পুরো নামায বসে পড়লেই তা পালন করা সম্ভব, নচেৎ কিয়ামের সময় দাঁড়ালে তাকে কাতারের মাঝ বরাবর দাঁড়াতে হয় তাতে ওয়াজিব বাদ পড়ে। কেননা ওই সময় না কাঁধ সমান হয়, না পা সমান।

উত্তর : জামাআতে নামায আদায়ের সময় কাতার সোজা করা কি সুন্নাত না মুস্তাহাব–এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের দ্বিমত রয়েছে। তবে তা সুস্থ ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য। প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি মাজুর হওয়ায় উক্ত হুকুম তার বেলায় প্রযোজ্য নয়, সে তার সুবিধায় করতে পারবে। তবে পেছনের কাতারের ব্যাঘাত যাতে না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখবে। (১৭/৯৮/৬৯২৮)

📖 فتح الباری (دارالريان) ٢/ ٢٤٥ : واستدل ابن حزم بقوله إقامة الصلاة على وجوب تسوية الصفوف قال لأن إقامة الصلاة واجبة وكل شيء من الواجب واجب ولا يخفى ما فيه ولا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة قال لأن حسن الشيء زيادة على تمامه وأورد عليه رواية من تمام الصلاة وأجاب ابن دقيق العيد فقال قد يؤخذ من قوله تمام الصلاة الاستحباب لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بها وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به كذا قال وهذا الأخذ بعيد لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث.

📖 البحرالرائق (ايچ ايم سعيد) ١/ ٣٥٣ : وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في الصفوف.

Scanned by CamScanner

মুক্তাদীদের থেকে কতটুকু ওপরে ইমাম দাঁড়াতে পারবেন

প্রশ্ন : নামাযের মধ্যে ইমাম মুক্তাদীদের থেকে কতটুকু ওপরে দাঁড়াতে পারবেন এবং ঈদের নামাযের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ছাড় আছে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : সকল নামাযের ক্ষেত্রে ইমামের জন্য এক হাতের কম উঁচুতে দাঁড়ানোর অবকাশ আছে। তাই ঈদের নামাযের ক্ষেত্রেও হুকুম অভিন্ন। (১৯/৪৯৪/৮৩০০)

📖 سنن أبي داود (دارالحديث) ١/ ٢٨٦ (٥٩٨) : عن عدي بن ثابت الأنصاري، حدثني رجل، أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار، حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك؟، قال عمار: «لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي» -

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ١/ ٢١٦ : والجملة فيه أنه لا يخلو إما أن كان الإمام على الدكان والقوم أسفل منه أو كان القوم على الدكان والإمام أسفل منهم، ولا يخلو إما أن كان الإمام وحده أو كان بعض القوم معه، وكل ذلك لا يخلو إما أن كان في حالة الاختيار أو في حالة العذر، أما في حالة الاختيار فإن كان الإمام وحده على الدكان والقوم أسفل منه يكره سواء كان المكان قدر

Scanned by CamScanner

قامة الرجل أو دون ذلك في ظاهر الرواية وروى الطحاوي أنه لا يكره ما لم يجاوز القامة.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٤٦ : (وانفراد الإمام على الدكان) للنهي، وقدر الارتفاع بذراع، ولا بأس بما دونه، وقيل ما يقع به الامتياز وهو الأوجه ذكره الكمال وغيره (وكره عكسه) في الأصح وهذا كله (عند عدم العذر) كجمعة وعيد، فلو قاموا على الرفوف والإمام على الأرض.

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبۂ دار العلوم) ۳ / ۳۴۳ : سوال۔ گرمی اور برسات میں بچھو اور سانپ کے خوف سے اگر عشاء اور صبح کی نماز امام مسجد کے فرش پر چوکی بچھا کر نماز پڑھاوے اور مقتدی ویسے ہی فرش پر ہوں یہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب۔ اگر وہ چوکی ایک ذراع کے قدر اونچی ہے تو مکروہ ہے ورنہ جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

باب مفسدات الصلاة

পরিচ্ছেদ : নামায ভঙ্গকারী কাজসমূহ

শরীর কতবার চুলকালে নামায নষ্ট হয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির শরীর চুলকানো শুরু হলে তিনের অধিক না চুলকালে চুলকানো থামে না। জানার বিষয় হলো, উক্ত ব্যক্তি নামাযের মধ্যে পর পর তিনের অধিক একসাথে শরীর চুলকালে আমলে কাসীরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নামায নষ্ট হবে কি না?

উত্তর : নামাযের মধ্যে একবার-দুবার হাত উঠিয়ে তিনবার বা ততোধিকবার চুলকালে অথবা এর চেয়ে বেশি হাত উঠিয়ে প্রত্যেকবার মাঝখানে তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর চুলকালে নামায নষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে তিনবারের মধ্যে প্রত্যেকবারের জন্য হাত উঠালে এবং আগে ও পরেরবারের মাঝখানে তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় অতিবাহিত না হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। (১৭/৯৪৭/৭৪০৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٦٤٠ : (وعبثه به) أي بثوبه (وبجسده) للنهي إلا لحاجة ... (قوله إلا لحاجة) كحك بدنه لشيء أكله وأضره وسلت عرق يؤلمه ويشغل قلبه. وهذا لو بدون عمل كثير. قال في الفيض: الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن رفع يده في كل مرة -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٠٤ : إذا حك ثلاثا في ركن واحد تفسد صلاته هذا إذا رفع يده في كل مرة أما إذا لم يرفع في كل مرة فلا تفسد ولو كان الحك مرة واحدة يكره. كذا في الخلاصة.

📖 احسن الفتاوی ۳ /۴۱۷

Scanned by CamScanner

নামায ছেড়ে রিংটোন বন্ধ করলে তা আদায়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মোবাইল সাথে নিয়ে নামাযে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে দীর্ঘ সময় রিংটোন বাজার কারণে নামায ছেড়ে দিয়ে মোবাইল বন্ধ করে এবং পরবর্তীতে সে নতুনভাবে নিয়্যাত করে নামায আদায় করে। নামায শেষে এক আলেম সাহেবকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আপনি যে স্থান থেকে নামায ছেড়েছেন সে স্থান থেকে পড়ে নিলেই নামায সহীহ হয়ে যাবে। জানার বিষয় হলো, উক্ত আলেম সাহেবের দেওয়া মাসআলাটি সঠিক কি না? এবং সঠিক মাসআলাটি কী হবে?

উত্তর : নামায অবস্থায় রিংটোন খোলা রাখা নিষেধ। ভুলে রিংটোন খোলা থাকায় বাজতে থাকলে এক হাত দিয়ে আওয়াজ বন্ধ করা শরীয়তের বিধান। নামায ভেঙে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তার পরও যদি কেউ নামায ছেড়ে দিয়ে রিংটোন বন্ধ করে তাহলে পুনরায় নামায শুরু থেকে পড়তে হবে। মধ্যখান থেকে শুরু করলে নামায হবে না, তাই উক্ত আলেমের কথাটি সঠিক হয়নি। (১৫/৪০৮/৬০৬৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٩٤ : ...أو أحدث متعمدا أو قهقه أو أكل أو شرب أو نحو ذلك لا يجوز له البناء.

📖 وفيه أيضا ١ /٩٧ : ولو خاف المصلي سبق الحدث فانصرف ثم سبقه ليس له أن يبني، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۴ /۴۲ : الجواب- اگر ایک ہاتھ سے یعنی عمل یسیر سے درست ہونا ممکن نہ ہو تو نماز کو توڑ کر دونوں ہاتھوں سے تہبند باندھ کر پھر شریک جماعت ہو جاوے۔

নামাযে রিংটোন বন্ধ করার নিয়ম

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি নামায শুরু করার পর তার পকেটে মোবাইল ফোন বেজে উঠল, আশপাশে সকলেরই নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হলো। এমতাবস্থায় তার কী করণীয়? নামায অবস্থায় বন্ধ করবে, না নামায ছেড়ে দিয়ে বন্ধ করবে, নাকি বাজতে থাকবে? অনেক সময় মোবাইল প্যান্টের পকেটে থাকে, আবার জামার পকেটে থাকে, অনেক সময় এক টিপে বন্ধ হয় না, বারবার রিং দিতে থাকে তখন এক টিপে বন্ধ করলে আমলে কাসীর হবে কি না? এ ব্যাপারে দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীয়ানে কেরামের ঐকমত্য কী? এ ছাড়া বর্তমান বিশ্বের আহলে হক মোহাক্কেকীনদের কোনো ঐকমত্য

Scanned by CamScanner

থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন? ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে যদি এ ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য থাকে তাও জানালে কৃতজ্ঞ হব।

বিঃ দ্রঃ. ইকামতের সময় ইমাম-মুয়াজ্জিনের মোবাইল ফোন বন্ধ করুন বলা কতখানি দায়িত্ব? দেখা গেছে, ইমামের নিয়্যাত বাধার পরও অনেক মুসল্লি আসে, যার ফলে এলানের পরও মোবাইল বাজে এমতাবস্থায় করণীয় কী?

উত্তর : মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই মোবাইল বন্ধ করে নেওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও ভুলে বন্ধ না করলে নামাযে রিং বাজার সাথে সাথে এক টিপ দিয়ে মোবাইল বন্ধ করে দেবে, এতে নামায নষ্ট হবে না। ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের ব্যাপারে একই হুকুম। যদি কারো আমলে কাসীরের মাধ্যমে মোবাইল বন্ধ করতে হয় তাহলে অন্যের নামাযে ব্যাঘাত ঘটার ক্ষেত্রে নামায ছেড়ে দিয়ে মোবাইল বন্ধ করার অবকাশ আছে। উল্লেখ্য যে নামাযের পূর্বে ইমাম-মুয়াজ্জিনের মোবাইল বন্ধ করুন বলা তাঁদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত না হলেও বলাটা আপত্তিকর নয়। (১৩/৭২৬/৫৪০০)

📖 فتاوى قاضى خان بهامش الهندية (زكريا) ١ /١٢٩ : ولو رفع العمامة ووضعها على الارض أو رفعها من الأرض ووضعها على الرأس لاتفسد، لأنه يتم بيد واحدة من غير تكرار ... ... ولو لبس قلنسوة أو بيضة أو نزعها لا تفسد -

📖 عزیزالفتاوی (دارالاشاعت) ١ /٢٤٢ : سوال- کسی حالت میں اگر دروازہ کوٹھے کی اندر سے بند کر کے نماز شروع کرے اور دوسرا شخص باہر سے اندر آنا چاہے جبکہ اندر والے شخص کا احوال نماز پڑھنے کا معلوم نہیں حالانکہ باہر والے نے ایسا تنگ کیا ہے کہ اندر والے کو نماز کا رجوع مشکل ہو گیا ہے اب نمازی کیا طریقہ اختیار کرے؟

الجواب- ایسی حالت میں اگر کھنکارنے سے کام چل جاوے تو کھنکارنا درست ہے تاکہ باہر سے آنے والا سمجھے کہ نماز پڑھ رہا ہے جیسا کہ درمختار میں ہے أو للإعلام أنه فى الصلوة فلا فساد على الصحيح، باقی نماز توڑنا اس صورت میں درست نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

নামায ছেড়ে মোবাইল বন্ধ করা কখন বৈধ

প্রশ্ন : জুমু'আর নামায চলাকালীন এক মুসল্লির মোবাইলের রিং বেজে ওঠে কিন্তু ওই ব্যক্তি নামায ফাসেদ হয়ে যাওয়ার ভয়ে রিং বন্ধ করেনি। যার কারণে সকলের নামাযের খুশু-খুজুতে মারাত্মক ব্যাঘাত হয়। কারণ রিংটোন ছিল গানের রিংটোন, পরে সবাই তাকে গালাগাল করেছে। এমতাবস্থায় আমার জিজ্ঞাসা হলো :

১. ওই ব্যক্তি কি নামাযের মধ্যে মোবাইলের রিংটোন বন্ধ করতে পারবে? করলে তার নামায ফাসেদ হবে কি না?

২. যদি কারো মোবাইল এমন হয় যে বন্ধ করতে হলে আমলে কাসীরের প্রয়োজন হয় এমতাবস্থায় সে কি নিজের নামায ভেঙে মোবাইল বন্ধ করবে নাকি বন্ধ না করে সকলের নামাযে ব্যাঘাত করবে?

উত্তর : মোবাইলে গানের রিংটোন রাখা মুসলমানদের জন্য অনুচিত। মসজিদে প্রবেশের পূর্বে মোবাইল বন্ধ করে নেওয়াই উত্তম। তা সত্ত্বেও ভুলে বন্ধ করা না হলে নামাযে রিংটোন বাজার সাথে সাথে এক হাত দিয়ে মোবাইল বন্ধ করে দেবে, এতে নামায ফাসেদ হবে না। যদি কারো আমলে কাসীরের মাধ্যমে মোবাইল বন্ধ করতে হয় তাহলেও প্রয়োজনে নামায ভেঙে মোবাইল বন্ধ করে নেওয়া অন্যের নামাযে ব্যাঘাত করার চেয়ে শ্রেয়। পরে বাকি নামায পূর্ণ করে নেবে। (১৩/৬০৪/৫৩৬১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٠٨ : ويكره نزع القميص والقلنسوة ولبسهما وخلع الخف في الصلاة بعمل يسير. كذا في المحيط وإن رفع العمامة من رأسه ووضعها على الأرض أو رفعها من الأرض ووضعها على رأسه لا يفسد ولكنه يكره.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبۂ امدادیہ) ۲ /۳۲۴ : جواب- ... ... بہر حال کسی ایسی شدید ضرورت کے لئے جس کے نقصان کی تلافی نہ ہو سکے نیت توڑ دینا جائز ہے- اور محض دستک سن کر نماز توڑنا جائز نہیں- .

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ /۴۲۰ : الجواب- اگر اس قسم کی ٹوپی ہو جو عادۃ ایک ہاتھ سے سر پر رکھی جاتی ہو تو نماز فاسد نہ ہو گی، اور اگر ایسی ٹوپی ہو جو عادۃ دو ہاتھوں سے پہنی جاتی ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی-

Scanned by CamScanner

অল্প সময়ে এক হাতে মোবাইল বন্ধ করলে নামায নষ্ট হয় না

প্রশ্ন : নামাযের মধ্যে যদি মোবাইলের রিংটোন বাজতে থাকে তাহলে নামায অবস্থায় কি মোবাইল বন্ধ করে দেবে এবং নামায অবস্থায় মোবাইল বন্ধ করলে কি নামায নষ্ট হয়ে যাবে? না মাকরূহে তাহরীমী হবে?

উত্তর : নামাযের মধ্যে মোবাইলের রিং বাজতে থাকলে যদি এক হাতে অর্থাৎ আমলে কালীলের মাধ্যমে চার-পাঁচ সেকেন্ডে ফোন বন্ধ করা সম্ভব হয়, তাহলে বন্ধ করে দেবে। এতে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে নামাযের পূর্বেই মোবাইল ফোন বন্ধ করে নেওয়া উচিত। (১২/৯৯৪/৫০১০)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٤١٩ : القول الثاني أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة، كالتعميم وشد السراويل وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها إلا إذا تكرر ثلاثا متوالية وضعفه في البحر بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل. الثالث الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل،

الرابع ما يكون مقصودا للفاعل بأن يفرد له مجلسا على حدة. قال في التتارخانية: وهذا القائل: يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة أو مص صبي ثديها وخرج اللبن: تفسد صلاتها. الخامس التفويض إلى رأي المصلي، فإن استكثره فكثير وإلا فقليل قال القهستاني: وهو شامل للكل وأقرب إلى قول أبي حنيفة، فإنه لم يقدر في مثله بل يفوض إلى رأي المبتلى.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳/ ۴۲۰ : الجواب- اگر اس قسم کی ٹوپی ہو جو عادۃ ایک ہاتھ سے سر پر رکھی جاتی ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی، اور اگر ایسی ٹوپی ہو جو عادۃ دو ہاتھوں سے پہنی جاتی ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے۔

মোবাইল বন্ধ করা কি আমলে কাসীরের অন্তর্ভুক্ত

প্রশ্ন : নামাযরত অবস্থায় মোবাইল ফোন বন্ধ করলে কি নামায নষ্ট হয়ে যাবে? এটা কি আমলে কাসীর নয়? আমলে কাসীরের সংজ্ঞা কী? এতে মতবিরোধ থাকলে নির্ভরযোগ্য মত কোনটি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ফিকাহবিদগণ আমলে কাসীরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত হলো এই যে কোনো মুসল্লি এমন কাজে লিপ্ত হওয়া, যার কারণে দূর থেকে কেউ দেখলে তার মনে প্রবল ধারণা জন্মে যে উক্ত ব্যক্তি নামাযরত নয়। অতএব মোবাইল ফোনের রিংটোনের কারণে নামাযের একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তিন তাসবীহ (سبحان ربى الاعلى) পরিমাণ সময়ের কমের মধ্যে এক হাতে মোবাইল বন্ধ করা সম্ভব হলে মোবাইল বন্ধ করে নেবে। এ ক্ষেত্রে নামায নষ্ট হবে না। আর মোবাইল বন্ধ করতে তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় বা তার চেয়ে বেশি সময় লাগলে নামায ভেঙে যাবে। (১০/১৮৪/৩০৫৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ /٢٤١ : ومنها العمل الكثير الذي ليس من أعمال الصلاة في الصلاة من غير ضرورة فأما القليل فغير مفسد، واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير قال بعضهم: الكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك حتى قالوا: إذا زر قميصه في الصلاة فسدت صلاته، وإذا حل إزاره لا تفسد، وقال بعضهم: كل عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير، وكل عمل لو نظر إليه ناظر ربما يشبه عليه أنه في الصلاة فهو قليل وهو الأصح -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٦٢٤– ٦٢٥ : (قوله وفيه أقوال خمسة أصحها ما لا يشك إلخ) صححه في البدائع، وتابعه الزيلعي والولوالجي. وفي المحيط أنه الأحسن. وقال الصدر الشهيد: إنه الصواب. وفي الخانية والخلاصة: إنه اختيار العامة. وقال في المحيط وغيره: رواه الثلجي عن أصحابنا حلية.

القول الثاني أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة كالتعميم وشد السراويل وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها إلا إذا تكرر ثلاثا متوالية وضعفه في البحر بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل. الثالث الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل

Scanned by CamScanner

الرابع ما يكون مقصودا للفاعل بأن يفرد له مجلسا على حدة. قال في التتارخانية: وهذا القائل: يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة أو مص صبي ثديها وخرج اللبن: تفسد صلاتها. الخامس التفويض إلى رأي المصلي، فإن استكثره فكثير وإلا فقليل قال القهستاني: وهو شامل للكل وأقرب إلى قول أبي حنيفة، فإنه لم يقدر في مثله بل يفوض إلى رأي المبتلى. اهـ قال في شرح المنية: ولكنه غير مضبوط، وتفويض مثله إلى رأي العوام مما لا ينبغي، وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولين. والظاهر أن ثانيهما ليس خارجا عن الأول، لأن ما يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر أنه ليس في الصلاة، وكذا قول من اعتبر التكرار ثلاثا متوالية فإنه يغلب الظن بذلك، فلذا اختاره جمهور المشايخ.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ /۴۳۶ : سوال- نماز میں تہبند کھل جانے کا اندیشہ ہو تو کیا اس کو دونوں ہاتھوں سے باندھ سکتے ہیں؟ یا کس سکتے ہیں؟

الجواب- پہلے ایک ہاتھ سے ایک جانب کس لیں، پھر تین بار سبحان ربی الاعلی کہنے کی دیر تک توقف کرنے کے بعد دوسری جانب دوسرے ہاتھ سے درست کرلیں۔

নামাযে মোবাইল বন্ধ করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : নামাযের মধ্যে মোবাইল বন্ধ করা যাবে কি না? যদি বন্ধ করায় কোনো অসুবিধা না হয়, তাহলে তার পদ্ধতি কী?

উত্তর : ৩-৪ সেকেন্ড সময়ের ভেতর এক হাতে মোবাইল বন্ধ করা সম্ভব হলে নামাযে মোবাইল বন্ধ করার অনুমতি আছে। অধিক সময়ের প্রয়োজন হলে অনুমতি নেই। (১২/৬৫৭/৪০৬৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٤٢٥ : القول الثاني أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة، كالتعميم وشد السراويل وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها إلا

Scanned by CamScanner

بأنه قاصر عن إفادة ما إذا تكرر ثلاثا متوالية وضعفه في البحر
لا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل. الثالث الحركات الثلاث المتوالية
كثير وإلا فقليل، قال
الرابع ما يكون مقصودا للفاعل بأن يفرد له مجلسا على حدة.
في التتارخانية: وهذا القائل: يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها
أو قبلها بشهوة أو مص صبي ثديها وخرج اللبن: تفسد صلاتها.
الخامس التفويض إلى رأي المصلي، فإن استكثره فكثير وإلا فقليل
قال القهستاني: وهو شامل للكل وأقرب إلى قول أبي حنيفة، فإنه لم
يقدر في مثله بل يفوض إلى رأي المبتلى.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳/ ۴۱۸ : سوال- عمل کثیر جو مفسد صلوۃ ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ اگر مثال سے واضح فرمادیں تو سمجھنے میں سہولت ہو گی۔

جواب- عمل کثیر کی تعریف میں پانچ قول ہیں:

۱- ایسا عمل کہ اس کے فاعل کو دور سے دیکھنے والے کو ظن غالب ہو کہ یہ شخص نماز میں نہیں، جس عمل سے نماز میں نہ ہونے کا ظن غالب نہ ہو بلکہ شبہ ہو وہ قلیل ہے۔

۲- جو کام عادۃ دو ہاتھوں سے کیا جاتا ہو جیسے ازار بند باندھنا، اور عمامہ باندھنا وہ کثیر ہے، خواہ ایک ہی ہاتھ سے کرے، اور جو عمل عادۃ ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہو وہ دونوں ہاتھوں سے بھی کرے تو قلیل ہے، جیسے ازار بند کھولنا اور ٹوپی سر سے اتارنا

۳- تین حرکات متوالیہ یعنی تین بار سبحان ربی الاعلی کہنے کی مقدار وقت میں ہوں تو عمل کثیر ہے ورنہ قلیل،

۴- ایسا عمل کثیر ہے جو فاعل کو ایسا مقصود ہو کہ اس کو عادۃ مستقل مجلس میں کرتا ہو، جیسے حالت نماز میں بچہ نے عورت کا دودھ پی لیا

۵- نمازی کی رائے پر موقوف ہے وہ جس عمل کو کثیر سمجھے وہ کثیر ہے۔

Scanned by CamScanner

নামাযে ইলেকট্রনিক পণ্যের সুইচ খোলা-বন্ধ করার বিধান

প্রশ্ন : নামাযরত অবস্থায় মোবাইল ও ইলেকট্রিক বস্তুর সুইচ ইত্যাদি বন্ধ করা-খোলা যাবে কি?

উত্তর : নামাযীদের মনোযোগ যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বে মোবাইল বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। যদি ভুলবশত বন্ধ না করা হয় এবং নামাযরত অবস্থায় রিং আসে, তবে ত্বরিত গতিতে এক হাতে সম্ভব হলে মোবাইল, সুইচ বন্ধ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষণীয় নয়। (১০/৭৫৫/৩৩২৪)

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ١ /٣٥١ : (قوله أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير) واختلفوا في حده، فقيل ما يحصل بيد واحدة قليل وبيدين كثير، وقيل لو كان بحال لو رآه إنسان من بعيد تيقن أنه ليس في الصلاة فهو كثير، وإن كان يشك أنه فيها أو لم يشك أنه فيها فقليل وهو اختيار العامة. وقيل يفوض إلى رأي المصلي إن استكثره فكثيره مفسد وإلا لا. قال الحلواني: هذا أقرب إلى مذهب أبي حنيفة -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٢٤- ٦٢٥ : (قوله وفيه أقوال خمسة أصحها ما لا يشك إلخ) صححه في البدائع، وتابعه الزيلعي والولوالجي. وفي المحيط أنه الأحسن. وقال الصدر الشهيد: إنه الصواب. وفي الخانية والخلاصة: إنه اختيار العامة. وقال في المحيط وغيره: رواه الثلجي عن أصحابنا حلية.

القول الثاني أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة كالتعميم وشد السراويل وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها إلا إذا تكرر ثلاثا متوالية ... ...

وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولين. والظاهر أن ثانيهما ليس خارجا عن الأول، لأن ما يقام باليدين عادة يغلب ظن

Scanned by CamScanner

الناظر أنه ليس في الصلاة، وكذا قول من اعتبر التكرار ثلاثا متوالية فإنه يغلب الظن بذلك، فلذا اختاره جمهور المشايخ.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ /۴۱۸ : سوال- عمل کثیر جو مفسد صلوۃ ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ اگر مثال سے واضح فرمادیں تو سمجھنے میں سہولت ہوگی،

الجواب- عمل کثیر کی تعریف میں پانچ قول ہیں:

۱- ایسا عمل کہ اس کے فاعل کو دور سے دیکھنے والے کو ظن غالب ہو کہ یہ شخص نماز میں نہیں، جس عمل سے نماز میں نہ ہونے کا ظن غالب نہ ہو بلکہ شبہ ہو وہ قلیل ہے۔

۲ - جو کام عادۃ دو ہاتھوں سے کیا جاتا ہو جیسے ازار بند باندھنا، اور عمامہ باندھنا وہ کثیر ہے، خواہ ایک ہی ہاتھ سے کرے، اور جو عمل عادۃ ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہو وہ دونوں ہاتھوں سے بھی کرے تو قلیل ہے، جیسے ازار بند کھولنا اور ٹوپی سر سے اتارنا

۳- تین حرکات متوالیہ یعنی تین بار سبحان ربی الاعلی کہنے کی مقدار وقت میں ہوں تو عمل کثیر ہے ورنہ قلیل،

۴- ایسا عمل کثیر ہے جو فاعل کو ایسا مقصود ہو کہ اس کو عادۃ مستقل مجلس میں کرتا ہو، جیسے حالت نماز میں بچہ نے عورت کا دودھ پی لیا

۵- نمازی کی رائے پر موقوف ہے وہ جس عمل کو کثیر سمجھے وہ کثیر ہے،

پہلے تین اقوال زیادہ مشہور ہیں، اور در حقیقت تینوں کا حاصل ایک ہی ہے، اس لئے کہ قول ثانی وثالث میں مذکور عمل کے فاعل کو دیکھنے سے غیر نماز میں ہونے کا ظن غالب ہوتا ہے،... ...

নামায ছেড়ে মোবাইল বন্ধ করা কখন বৈধ

প্রশ্ন : নামাযে মোবাইল বেজে উঠলে তিন তাসবীহ তথা তিনবার (سبحان ربی الاعلی) বলার পরিমাণ সময়ের মধ্যে বন্ধ করা যায়। প্রশ্ন হলো, যদি তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় থেকে বেশি লাগে তাহলে কী করবে? নামায ভেঙে মোবাইল বন্ধ করে আবার নামায শুরু করবে? না মোবাইল বাজতে থাকবে, যার দরুন সমস্ত মুসল্লির নামাযে বিঘ্ন ঘটবে।

Scanned by CamScanner

মোবাইল বন্ধ করা যায়। কোনো কারণে এর চেয়ে বেশি সময় লাগলে নামায ভেঙে মোবাইল বন্ধ করার অবকাশ আছে। (১০/৬৯১/৩২৯৮)

উত্তর : অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে তিন তাসবীহের কম পরিমাণ সময়ের মধ্যে

📖 التفسير المظهري ٨ /٤٣٨ : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ... (مسئلة) من شرع فى صلوة او صوم او حج او عمرة او غير ذلك تطوعا يجب عليه الإتمام ولا يجوز له الإفساد فى ظاهر الرواية عن ابى حنيفة الا بعذر كذا ذكر صاحب الهداية والقدورى وغيرهما.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٥٢ : نقل عن خط صاحب البحر على هامشه أن القطع يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا، فالحرام لغير عذر والمباح إذا خاف فوت مال، والمستحب القطع للإكمال، والواجب لإحياء نفس.

তাহরীমার সাথে সাথে মোবাইল বেজে উঠলে করণীয়

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তির তাকবীরে তাহরীমা বলার সাথে সাথে ফোন আসে তখন ওই ব্যক্তি কী করবে? যদি নামায পুরা করে তাহলে মুসল্লিদের নামাযের ক্ষতি হবে, আর যদি নামায ভঙ্গ করে তা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : নামাযের আগে ফোন বন্ধ করে দেওয়া জরুরি। যদি ভুলবশত কেউ বন্ধ না করে এবং নামায অবস্থায় ফোন চলে আসে, তাহলে এক হাতে বন্ধ করে দেবে এবং তাতে নামাযের অসুবিধা হবে না। (৯/২৫৩/২৫৯১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٦٢٥ : (و) يفسدها (كل عمل كثير ليس من أعمالها، ولا لإصلاحها، وفيه أقوال خمسة أصحها (ما لا يشك) بسببه (الناظر) من بعيد (في فاعله أنه ليس فيها) -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٦٢٥ : القول الثاني أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة كالتعميم وشد السراويل وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها إلا

Scanned by CamScanner

إذا تكرر ثلاثا متوالية وضعفه في البحر بأنه قاصر عن إفادة ما
لا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل.
الثالث الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل،
الرابع ما يكون مقصودا للفاعل بأن يفرد له مجلسا على حدة. قال
في التتارخانية: وهذا القائل: يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها
أو قبلها بشهوة أو مص صبي ثديها وخرج اللبن: تفسد صلاتها.
الخامس التفويض إلى رأي المصلي، فإن استكثره فكثير وإلا فقليل
فإن استكثره فكثير وإلا فقليل قال القهستاني: وهو شامل للكل
وأقرب إلى قول أبي حنيفة، فإنه لم يقدر في مثله بل يفوض إلى
رأي المبتلى. قال في شرح المنية: ولكنه غير مضبوط -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲ /۳۱۴ : حنفی مذهب کا فتوی یہ ہے کہ
عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور ایسے عمل کو عمل کثیر کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنے والا
یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے جس کام کیلئے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا جائے وہ
بھی عمل کثیر ہے۔ اور اگر ایک ہی ہاتھ سے ایک رکن میں بار بار کوئی عمل کیا جائے وہ
بھی عمل کثیر بن جاتا ہے۔

চর্ম রোগীর চুলকানোর বিধান

প্রশ্ন : এক মাওলানা সাহেব বলেছেন যে নামাযের মধ্যে একই রুকনে তিনবারের বেশি শরীর চুলকালে নামায ভেঙে যায়, তাই তিনবারের বেশি শরীর চুলকানো যাবে না। জানার বিষয় হলো, এই বিধানটা কি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? কেননা অনেকে তো চর্মরোগের কারণে মাজুর হয়, যার দরুন বারবার চুলকাতে হয়। আর ওই ব্যক্তির হুকুমও জানতে চাই, যে পুরা রুকন বা রুকনের বেশির ভাগ সময় বারবার লাগাতার চুলকাতে থাকে।

উত্তর : ওজরবিহীন একই রুকনের মধ্যে লাগাতার তিনবার হাত উঠিয়ে শরীর চুলকালে নামায নষ্ট হয়ে যাবে, তবে শরীর থেকে হাত পৃথক না করে এমন করলে নামায নষ্ট হবে না। সুতরাং চর্ম রোগীর ওজরের কারণে একই রুকনের মধ্যে তিনবারের চেয়েও

Scanned by CamScanner

...বেশি চুলকানোর দ্বারা নামায নষ্ট হবে না। তবে ওজরবিহীন একবার হলেও শরীর ...চুলকানো অনুচিত। (১৩/৪০৯/৫২৯৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٦٤٠ : قال في الفيض: الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن رفع يده في كل مرة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٠٤ : إذا حك ثلاثا في ركن واحد تفسد صلاته كل مرة أما إذا لم يرفع في كل مرة فلا تفسد ولو كان الحك مرة واحدة يكره ... ...

والثاني أن الثلاث المتواليات كثير وما دونه قليل حتى لو روح على نفسه بمروحة ثلاث مرات أو حك موضعا من جسده أو رمى ثلاثة أحجار أو نتف ثلاث شعرات فإن كانت على الولاء تفسد صلاته وإن فصل لا تفسد، وإن كثر.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ /۴۱۷ : الجواب- تین دفعہ کھجلانے سے مطلقاً نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ یہ اس وقت مفسد ہے کہ ہر دفعہ ہاتھ اٹھائے اگر ہر دفعہ علیحدہ ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر تین دفعہ کھجلایا تو نماز فاسد نہ ہوگی،... نیز اگر تین بار اس طرح کھجلایا کہ تیسری حرکت سے پہلے تین بار سبحان ربی الاعلی کہنے کی مقدار وقت گزر گیا تو اس طرح تین بار کھجلانا بھی مفسد نہیں۔

পায়ের তালু না ঢেকে নারীর নামায

প্রশ্ন : মহিলা যখন সিজদায় যায় তখন তাদের পায়ের তালু সতরের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? কেউ যদি পায়ের তালু না ঢেকে নামায পড়ে তবে তার নামায হবে কি?

উত্তর : মহিলারা পায়ের তালু না ঢেকে নামায পড়লে নামায সহীহ হবে। (১৪/৯৩)

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۲ /۱۴۳ : الجواب- دونوں پاؤں کے اور دونوں ہاتھوں کی ظہر و بطن نماز میں ڈھانکنا ضروری نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

নারীদের সিজদা অবস্থায় ঘুম ও সিজদায়ে সাহু প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : কোনো কোনো মহিলাদেরকে দেখা যায়, সিজদায় গিয়ে ঘুমিয়ে থাকে কখনো ১০ মিনিটেরও অধিক সময় ঘুমিয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো, এভাবে ঘুমানোর দ্বারা তাদের ওজু থাকবে কি না? ফরয, ওয়াজিবে দেরি করার কারণে এ ক্ষেত্রে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : সিজদায় ঘুমালে تاخير ركن (পরবর্তি রুকন দেরীতে আদায়)-এর কারণে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে বলে কিতাবে উল্লেখ আছে। (১৪/৯৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٤٠٠ : (فإن أتى بها) أو بأحدها بأن قام أو قرأ أو ركع أو سجد أو قعد الأخير (نائما لا يعتد) بما أتى (به) بل يعيده ... ... وهل يسجد للسهو لتأخير الركن: الظاهر نعم -

নামাযে বাংলায় দু'আ করা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি ফরয বা নফল নামাযে বাংলায় কারো মাগফিরাতের জন্য বা আখিরাতের বিষয়ে কোনো দু'আ করে, তাহলে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না? শরয়ী ফয়সালা জানতে চাই।

উত্তর : নামাযের মধ্যে কারো মাগফিরাত বা আখিরাতসংশ্লিষ্ট কোনো দু'আ বাংলায় করা হলে নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে, তাই নামায পুনরায় পড়তে হবে। (১৪/৭১৫/৫৭৯২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٢١ : (ودعا) بالعربية، وحرم بغيرها نهر لنفسه وأبويه وأستاذه المؤمنين.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٢١ : وظاهر التعليل أن الدعاء بغير العربية خلاف الأولى، وأن الكراهة فيه تنزيهية. ... ... ولا يبعد أن يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريما في الصلاة وتنزيها خارجها، فليتأمل وليراجع.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ /۴۳۲ : سوال-اگر کسی نے نماز میں عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں دعاء کی، تو نماز صحیح ہوجائے گی؟
الجواب- اس میں تین قول ہیں: حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، کراہت تحریمیہ کا قول ارجح واوسط ہے، لہذا اس نماز کا اعادہ واجب ہے۔

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা সুপারিসহ নামায পড়া

প্রশ্ন : কেউ পান খাওয়ার পর যদি সুপারির টুকরা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকে, আর ভুলবশত তা সহ নামায পড়ে। উল্লেখ্য, এ টুকরাটা একটি ছোলার সমান বা তার চেয়ে সামান্য ছোট বা বড়, তাহলে তার নামাযে কোনো ত্রুটি হবে কি না?

উত্তর : ভুলবশত দাঁতের ফাঁকে সুপারির টুকরা থাকার দ্বারা নামাযের ক্ষতি হবে না। (১৩/৫২৯)

📖 مسائل نماز ص ۱۷۳ : کوئی ٹکڑا چاندی سونے یا پتھر وغیرہ کا منہ میں رکھ لینا مکروہ تنزیہی ہے بشرطیکہ قراءت میں مخل نہ ہوا گر قرات میں مخل ہو تو پھر نماز فاسد ہو جائیگا۔

শিশু নামাযরত মায়ের দুধ পান করলে নামায হবে না

প্রশ্ন : নামায অবস্থায় ছোট বাচ্চা যদি দুধ পান করে তাহলে ওজু বা নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : নামায অবস্থায় যদি ছোট বাচ্চা দুধ পান করে তাহলে মায়ের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ওজু নষ্ট হবে না। (১২/১৬৭/৩৮৬০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٠٤ : صبي مص ثدي امرأة مصلية إن خرج اللبن فسدت وإلا فلا؛ لأنه متى خرج اللبن يكون إرضاعا وبدونه لا.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٦٢٥ : ... ...أو مص صبي ثديها وخرج اللبن : تفسد صلاتها.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ١ /٥٨٨: ولو جاء صبي وارتفع من ثديها وهي كارهة فنزل لبنها فسدت صلاتها وان مص مصة او مصتين ولم ينزل لبنها لم تفسد صلاتها وان مص ثلاث مصات تفسد صلاتها ينزل اللبن او لم ينزل.

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۱ /۴۱ : الجواب- دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن اگر نماز میں ہو اور بچہ دودھ پی لے اور دودھ نکل بھی آوے تو نماز جاتی رہے گی اور اگر دودھ نہ نکلے تو نماز نہ جاوے گی۔

বাচ্চা নামাযরত মায়ের মাথার কাপড় টেনে নিলে নামাযের হুকুম

প্রশ্ন : নামায অবস্থায় ছোট বাচ্চা যদি মায়ের মাথার কাপড় টান দেয়, যার কারণে মাথার কিছু অংশ বের হয়ে যায়, তাহলে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : মাথার এক-চতুর্থাংশ তিন তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ তিনবার পড়ার সময়) পরিমাণ খোলা থাকে তাহলে মায়ের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অন্যথায় নামায ফাসেদ হবে না। (১২/১৬৭/৩৮৬০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٤٠٨ : (ويمنع) حتى انعقادها (كشف ربع عضو) قدر أداء ركن بلا صنعه (من) عورة غليظة أو خفيفة -

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ /٧٣ : وإن صلت في ثوب واحد متوشحة ورأسها مكشوف لا يجوز لأن رأسها عورة -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبۂ امدادیہ) ۲ /۲۹۸ : جواب- نماز کی دوران سر کھل جائے اور تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو گئی۔

Scanned by CamScanner

হাসির আওয়াজ নিজে শুনলেও নামায নষ্ট হয়ে যাবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের কাছে এসে বলল, হুজুর! মাঝেমধ্যে আশপাশের অবস্থা দেখে, আবার কখনো অতীতের ঘটনা মনে পড়লে নামায অবস্থায়ই আমার ভীষণ হাসি পায়, আমার হাসির আওয়াজ যদিও আমি ছাড়া আর কেউ শোনে না এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে কেউ আমার এই হাসি দেখতেও পায় না, তথাপি আমার মনে খুব দুর্বলতা বিরাজ করছে, কারণ বাস্তবেই তো আমি নামাযে হেসেছি। সব শুনে এলাকার ইমাম সাহেব বললেন, তোমার হাসিযুক্ত নামযগুলো মাকরূহ হয়েছে। শরীয়তের আলোকে ইমাম সাহেবের উক্ত ফয়সালা কতটুকু সঠিক?

উত্তর : একমাত্র কোরআন তেলাওয়াত নির্ধারিত যিকির ও তাসবীহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা নামায সহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত। হাসি, কথা, সালাম দ্বারা নামায নষ্ট হয়ে যায়, এমনকি উচ্চ শব্দে হাসলে ওজুও নষ্ট হয়ে যায়। তাই নিজের কানে শোনার পরিমাণ আওয়াজে হাসি দেওয়ায় আপনার নামায নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অতএব ওই সব নামায পুনরায় পড়ে নেওয়া জরুরি। ইমাম সাহেবের এসব নামায মাকরূহ বলা সঠিক হয়নি। (১২/৬৪৬)

📖 سنن الدارقطني (مؤسسة الرسالة) ١ /٣٠٣ (٦١٤) :عن الحسن، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذ جاء رجل في بصره ضر، . أو قال: أعمى فوقع في بئر، فضحك بعض القوم فأمر «من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة» . فذكرته لحفص بن سليمان، فقال: أنا حدثت به الحسن، عن حفصة، فهذا هو الصواب عن الحسن البصري مرسلا.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /١٧٥ : واحترز به عن الضحك، وهو لغة أعم من القهقهة. واصطلاحا ما كان مسموعا له فقط فلا ينقض الوضوء بل يبطل الصلاة. وعن التبسم وهو ما لا صوت فيه أصلا بل تبدو أسنانه فقط فلا يبطلهما، وتمامه في البحر؛ ولم أر من قدر الجواز بشيء، ومقتضى تعريف الضحك بما كان مسموعا له فقط أن القهقهة ما يسمعها غيره من أهل مجلسه فهم جيرانه لا خصوص من عن يمينه أو عن يساره. لأن كل ما كان مسموعا له يسمعه من عن يمينه أو يساره، تأمل.

Scanned by CamScanner

منية المصلى ص٦٣ : وحد التبسم ما لايكون مسموعا لاله ولا لجيرانه وذكر في ... التبسم لا يبطل الوضوء والصلاة والضحك يفسد الصلاة لاالوضوء وحد الضحك ان يكون مسموعا له دون جيرانه-

النافع الكبير (عالم الكتب) ص ١٠١ : قوله ثم قهقه إلخ يعني ضحك بالقهقهة وهي أن يسمع صوته من بحذائه وهو مفسد للصلاة وكذلك الضحك وهو أن يسمع صوته نفسه وأما التبسم فلا يفسد.

فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۲ /۴۰۰ : جس نماز میں اس کو اتنی ہنسی آئی کہ خود اپنی آواز سن لی اور بغل والے آدمی نے نہیں سنی تو اس سے اس کی وہ نماز ٹوٹ گئی مگر وضو پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑا۔

সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে আবার সিজদায় যাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : সিজদায় যাওয়ার পর যদি সিজদা থেকে সামান্য মাথা ও নাক উঠে যায় ইচ্ছায় হোক বা ইমাম সাহেব সিজদা থেকে উঠেছেন মনে করে অথবা জোরে হাঁচি আসার কারণে, তারপর আবার সিজদায় চলে যায়। তাহলে মুক্তাদী ও মুনফারিদের ব্যাপারে তাদের নামাযের হুকুম কী? এবং এ রকম হলে মুক্তাদী ও মুনফারিদের করণীয় কী?

উত্তর : উক্ত অবস্থায় মুক্তাদী মুনফারিদ সকলের নামাযই হয়ে যাবে। (১২/৬৬৩/৫০০৩)

البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢/ ٧٨ : وفي الخلاصة المقتدي إذا رفع رأسه من السجدة قبل الإمام وأطال الإمام السجدة فظن المقتدي أن الإمام في السجدة الثانية فسجد ثانيا والإمام في السجدة الأولى إن نوى متابعة الإمام أو نوى السجدة التي فيها الإمام أو نوى السجدة الأولى جاز وإن نوى السجدة الثانية وكان الإمام في الأولى فرفع الإمام رأسه من السجدة وانحط للثانية فقبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض للسجدة رفع المقتدي من

Scanned by CamScanner

الثانية لا تجوز سجدة المقتدي وكان عليه إعادة تلك السجدة ولو لم يعد تفسد صلاته.

📖 خير الفتاوى (زكريا بكڈپو) ٢ /٦٢٧ : سجدہ سے تھوڑا سا سر اٹھا کر پھر سجدہ میں چلے جانے سے سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ ... ...

جواب- صاحب ہدایہ اور صاحب نہر نے لکھا ہے کہ اگر بیٹھنے کے قریب ہو جائے تو سجدۂ ثانیہ شمار ہوگا ورنہ نہیں۔ نہر اور شرنبلالیہ میں اسے ہی راجح قرار دیا ہے۔ لہذا معمولی سر اٹھانے سے چونکہ زائد سجدہ نہیں بنا اس لئے سجدۂ سہو کی امام و منفرد کو ضرورت نہیں مقتدی کی وہ غلطی جو حالت اقتداء میں پیش آئے وہ قابل مؤاخذہ نہیں۔

নামাযী ব্যক্তি ডানে-বামে সরা ও সামনের কাতারে যাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : নামাযী ব্যক্তিকে যদি কেউ ডানে বা বামে সরতে বলে বা হাতে ধাক্কা দেয়, তাহলে তার জন্য সরা কি বৈধ হবে? এবং মুসল্লিরা নামাযের নিয়্যাত বাধার পর যদি সামনের কাতার থেকে এক-দুজন লোক তাদের সামনের কাতারে চলে যায়, তাহলে পেছনের নিয়্যাত বাধা মুসল্লিরা কি নামায ছেড়ে সামনের কাতারে যাবে, না নামায অবস্থায় সামনে চলে যাবে? নাকি সামনের কাতার খালি থাকবে?

উত্তর : নামাযরত মুসল্লিকে ডানে-বামে সরতে বলার সাথে সাথেই যদি সরে যায় তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। তবে স্বস্থানে স্থির থেকে কিছুক্ষণ পর যদি নিজ ইচ্ছায় সরে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আর নামাযের নিয়্যাত বাধার পর সামনের কাতার থেকে দু-একজন যদি তাদের সামনের কাতারে চলে যায়, তাহলে পেছনের মুসল্লিরা নামাযরত অবস্থায়ই সামনে অগ্রসর হয়ে সেই কাতারের শূন্যস্থান পূরণ করবে। এতে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। (১২/৬৬৩/৫০০৩)

📖 البناية (دار الفكر) ٢/ ٤٤٢ : وفي " جوامع الفقه " لو أشار لرد السلام برأسه أو بيده أو بأصبعه لا تفسد صلاته. وفي " الذخيرة " لا بأس للمصلي أن يجيبه برأسه، قيل للمصلي: تقدم فتقدم أو دخل وأخذ فرجة الصف فتجانب المصلي توسعة له فسدت صلاته؛ لأنه امتثل أمر غير الله في الصلاة، وينبغي للمصلي أن يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٧٠ : إذا رأى الفرجة بعد ما أحرم هل يمشي إليها؟ لم أره صريحا. وظاهر الإطلاق نعم، ويفيده مسألة من جذب غيره من الصف كما قدمناه فإنه ينبغي له أن يجيبه لتنتفي الكراهة عن الجاذب، فمشيه لنفي الكراهة عن نفسه أولى فتأمل. ثم رأيت في مفسدات الصلاة من الحلية عن الذخيرة إن كان في صف الثاني فرأى فرجة في الأول فمشى إليها لم تفسد صلاته لأنه مأمور بالمراصة. قال - عليه الصلاة والسلام - «تراصوا في الصفوف» ولو كان في الصف الثالث تفسد، أي لأنه عمل كثير.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٠٣ : ولو مشى في صلاته مقدار صف واحد لم تفسد صلاته ولو كان مقدار صفين إن مشى دفعة واحدة فسدت صلاته وإن مشى إلى صف ووقف ثم إلى صف لا تفسد. كذا في فتاوى قاضي خان.

নামায অবস্থায় পা দ্বারা মাইকের সুইচ দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : আমি ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতে ইমামতি করার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় মাইক্রোফোনও নিয়েছিলাম এবং সাথে সাথে তাকবীর বেধে শুনতে পেলাম মাইক্রোফোনে আওয়াজ হচ্ছে না। এখন দেখছি, নিচতলা-ওপরতলা সব মুসল্লিতে ভরপুর। আমার গলার আওয়াজ বা তাকবীর মুসল্লিরা শুনবে না, এই ভেবে আমি সামনের দিকে এক বিঘত বা একটু বেশি পা বাড়িয়ে মাইকের সুইচ টিপেছি। এখন আমি কী করতে পারি? যেহেতু এটা আমার ভুলের কারণে হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া মাইক না চালালেও মুসল্লিরা শুনবে না, নামাযে বিশৃঙ্খলা হওয়ার আশঙ্কা। অতএব উল্লিখিত দিকগুলো বিবেচনা করে আমাকে সমাধান দেওয়ার জন্য বিশেষ আবেদন করছি।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে আমলে কাসীরের দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। আমলে কাসীরের সংজ্ঞা নিয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নির্ভরযোগ্য মত হলো যে নামাযী নামাযের মধ্যে এমন কাজে লিপ্ত হওয়া যে, কেউ তাকে দেখলে

Scanned by CamScanner

মনে করবে সে নামাযরত নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ইমাম সাহেবের সামনের দিকে সামান্য বেড়ে মাইকের সুইচ টিপ দেওয়া আমলে কাসীরের পর্যায়ে পড়ে না। তাই এ অবস্থায় ইমাম ও মুক্তাদী কারো নামায ভঙ্গ হয়নি। (১০/১৮৭/৩০৭৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٤٢٤: (و) يفسدها (كل عمل كثير) ليس من أعمالها ولا لإصلاحها، وفيه أقوال خمسة أصحها (ما لا يشك) بسببه (الناظر) من بعيد (في فاعله أنه ليس فيها) وإن شك أنه فيها أم لا فقليل-

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٢٤٢: وروي أن عقربا لدغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فوضع عليه نعله وغمزه حتى قتله فلما فرغ من صلاته قال: «لعن الله العقرب لا تبالي نبيا ولا غيره أو قال مصليا ولا غيره» وبه تبين أنه لا يكره أيضا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ما كان ليفعل المكروه خصوصا في الصلاة ولأنه يحتاج إليه لدفع الأذى فكان موضع الضرورة-

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳/ ۴۲۰ : مقتدی کی نماز جب فاسد ہوگی کہ سامنے کی دو صفوں تک چلے، اور امام کی اس صورت میں کہ اس کے اور اس سے پچھلی صف کے درمیانی فاصلہ سے زیادہ آگے بڑھ جائے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱/ ۵۵۳ : نماز میں آگے پیچھے ہٹنے سے بھی نماز فاسد نہ ہوگی، بشرطیکہ سینہ قبلہ ہی کی طرف رہے، قبلہ سے نہ پھرے اور بشرطیکہ ایک دفعہ میں مقدار صف سے زیادہ مشی نہ ہوتی ہو، گو متفرقا زیادہ ہو جاتی ہو۔

সিনা কিবলা থেকে কতটুকু সরে গেলে নামায হয় না

প্রশ্ন : নামাযী ব্যক্তির সিনা কিবলা থেকে কতটুকু ঘুরে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যায়?

উত্তর : নামাযী ব্যক্তির সিনা কিবলা থেকে ৪৫ ডিগ্রির চেয়ে বেশি ঘুরে গেলে নামায সহীহ হবে না। (৭/১০৭/১৫৩৪)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٦٢٧ : (وتحويل صدره عن القبلة) اتفاقا (بغير عذر) فلو ظن حدثه فاستدبر القبلة ثم علم عدمه إن قبل خروجه من المسجد لا تفسد وبعده فسدت ... ... قال في البحر في باب شروط الصلاة: والحاصل أن المذهب أنه إذا حول صدره فسدت، وإن كان في المسجد إذا كان من غير عذر كما عليه عامة الكتب اهوأطلقه فشمل ما لو قل أو كثر، وهذا باختياره، وإلا فإن لبث مقدار ركن فسدت وإلا فلا كما في شرح المنية من فصل المكروهات -

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۲/ ۳۲۰ : سوال-کیا حکم ہے شریعت کا اس مسئلہ میں کہ نماز کے اندر عذر سے یا بدون عذر کس قدر سینہ پھر جائے تو نماز فاسد ہو گی؟

الجواب- بیت اللہ سے ۴۵ درجہ کے اندر انحراف ہو تو بہر صورت نماز ہو جائے گی،اس سے زیادہ انحراف اگر قصداکیا تو بہر صورت نماز فاسد ہو گئی،اور اگر غیر اختیاری طور پر سینہ پھر گیا اور تین بار سبحان ربي الاعلى کہنے کی مقدار تک رکا رہا تو نماز فاسد ہو گئی،ورنہ نہیں۔

নামায অবস্থায় ঘুমালে রুকন ও ওজুর হুকুম

প্রশ্ন : আত্তাহিয়্যাতু পড়া পরিমাণ বসা অবস্থায় ঘুমালে ওজু ভঙ্গ হয় না। তাহলে ওই ঘুমের দ্বারা নামাযের রুকন আদায় হবে কি না? আর যদি নামাযের রুকন আদায় হয় তাহলে নামাযের রুকন সজাগে পাওয়া গেল না, আর যদি নামাযের রুকন আদায় না হয় তাহলে ওজু ভঙ্গ হয় না কেন?

উত্তর : সুন্নাত মুতাবেক নামাযের মধ্যে ঘুমালে ওজু ভঙ্গ হয় না। কারণ নামাযের মধ্যে ঘুমালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢিলা হয় না। তাই নামাযের মধ্যে তাশাহহুদ অবস্থায় ঘুমালে ওজু ভঙ্গ হবে না, আর আত্তাহিয়াতু পরিমাণ সজাগ থাকলেই রুকন আদায় হয়ে যায়, পূর্ণ বৈঠকে সজাগ থাকা জরুরি নয়। (৬/৮৪৬/১৪৪২)

📖 المبسوط للإمام محمد (إدارة القرآن) ١/ ٥٧ : قال: أرأيت النوم هل ينقض الوضوء ؟ قال: إذا كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا

Scanned by CamScanner

فلا ينقض وضوءه وأما إذا نام مضطجعا أو متكئا فإن ذلك ينقض الوضوء -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٤١ : قال في شرح الوهبانية: ظاهر الرواية أن النوم في الصلاة قائما أو قاعدا أو ساجدا لا يكون حدثا سواء غلبه النوم أو تعمده. وفي جوامع الفقه: أنه في الركوع والسجود لا ينقض ولو تعمده ولكن تفسد صلاته -

এক নামাযী অন্য নামাযীকে জাগিয়ে তোলার হুকুম

প্রশ্ন : জামাআতে নামাযরত অবস্থায় এক মুসল্লি অন্য মুসল্লিকে সিজদায় ঘুমাতে দেখে (যাতে তার দ্বিতীয় সিজদাটি ছুটে না যায় এ জন্য) হাতের ঠেলায় জাগিয়ে দিল, তা ঠিক হয়েছে কি না? এর বিধান কী?

উত্তর : জামাআতে নামায অবস্থায় পার্শ্ববর্তী ঘুমন্ত মুসল্লিকে হাতে এক-দুবার জাগ্রত করে দিতে পারবে, জাগ্রত করে দেওয়া জরুরি নয়। তবে একই রুকনে তিনবার জাগ্রত করলে বা দুই হাত একসাথে ব্যবহার করলে জাগ্রতকারীর নামায ভেঙে যাবে। (৫/১৫/৭৯৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٦٢٥ : القول الثاني أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة كالتعميم وشد السراويل وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها إلا إذا تكرر ثلاثا متوالية وضعفه في البحر بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل. الثالث الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۴ /۹۷ : سوال-اگر کوئی نابینا بغیر ٹھیک کرنے سمت قبلہ کے نماز جماعت میں شامل ہو جاوے اور پاس والے نمازی نے اپنے ہاتھ چھوڑ کر اس کا رخ ٹھیک کر دیا اور رخ ٹھیک کرنے والے کی چھاتی قبلہ سے نہیں پھری تھی اور نہ کوئی اور حرکت نماز توڑنے والی سرزد ہوئی تو اس کی نماز ہو جاوے گی یا نہیں اور اگر نابینا بغیر رخ ٹھیک کرنے کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز درست ہو گی؟

Scanned by CamScanner

تواس کے رخ کو ٹھیک کردے اس نابینا کے رخ کو ٹھیک کردے تواس

الجواب- اگرایک ہاتھ کے اشارہ اور حرکت سے اس نابینا کے رخ کو ٹھیک کردے تواس قدر فعل قلیل ہے اور فعل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور اگر ضرورت دونوں ہاتھوں سے ٹھیک کرنے کی ہو تو یہ فعل کثیر ہے اگر ایسا کرے گا تو ٹھیک کرنے والے کی نماز نہ ہوگی۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۳۱۴ : حنفی مذہب کا فتوی یہ ہے کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور ایسے عمل کو عمل کثیر کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے جس کام کیلئے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا جائے وہ بھی عمل کثیر ہے۔ اور اگر ایک ہی ہاتھ سے ایک رکن میں بار بار کوئی عمل کیا جائے وہ بھی عمل کثیر بن جاتا ہے۔

একমাত্র মুক্তাদীকে বাম থেকে ডানে যাওয়ার ইশারা করার হুকুম

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি নামায পড়ছে। এমতাবস্থায় অন্য এক লোক ওই ব্যক্তির বাম পাশে এসে ইক্তিদা করে। অতঃপর যিনি ইমাম তিনি এ মুক্তাদীকে ডান পার্শ্বে যাওয়ার জন্য ইশারা করতে পারবেন কি না? এবং ইমাম সাহেবের ইশারা অনুপাতে মুক্তাদী আমল করতে পারবে কি না? যদি ইমাম সাহেব ইশারা করে ফেলেন এবং মুক্তাদী তদনুযায়ী আমল করে, তবে উভয়ের নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না? দলিলসহ জানতে আগ্রহী।

উত্তর : জামাআতে নামায পড়ার সময় মুসল্লি একজন হলে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে। এখন যদি কেউ ইমামের বাম পাশে দাঁড়ায়, আর ইমাম সাহেব ইশারার মাধ্যমে তাকে ডান পাশে আসার নির্দেশ দেন এবং মুক্তাদী তদনুযায়ী আমল করে তাহলে ইমাম-মুক্তাদী কারো নামাযেরই কোনো ক্ষতি হবে না, বরং এ রকম করাটাই উত্তম। তবে এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, যেন সিনা কিবলার দিক হতে ঘুরে না যায়, তাহলে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। (৫/৩১৩/৯৩৩)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ١ /١٧٩ (٦٩٨) : عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة «فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت على يساره،

Scanned by CamScanner

فأخذني، فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج، فصلى ولم يتوضأ.

📖 عمدة القارى (دار احياء التراث) ٢ /١٨٠ : الثالث: فيه جواز العمل اليسير في الصلاة. الرابع: فيه جواز الصلاة خلف من لم ينو الإمامة. الخامس: فيه جواز بيتوتة الأطفال عند المحارم، وإن كانت عند زوجها ... ... الثامن: فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، فإذا وقف عن يساره يحوله إلى يمينه.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٤٣٠ : تفسد بتحويل صدره عن القبلة بغير عذر، فعلم أن الانحراف اليسير لا يضر، وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها.

ইমামের অবস্থান বুঝতে না পেরে নামায ছেড়ে দেওয়া

প্রশ্ন : ঢাকাতে চার তলাবিশিষ্ট কোনো একটি মসজিদে ইমাম সাহেব জুমু'আর নামাযের দ্বিতীয় রাক'আতের পর আত্তাহিয়্যাতু পড়ে ভুলবশত তৃতীয় রাক'আতের জন্য পুনরায় দাঁড়াতে আরম্ভ করেন। নিচের তলার মুসল্লিগণ যারা ইমাম সাহেবকে দেখতে পাচ্ছিল তারা লোকমা দিল। ফলে ইমাম সাহেব বসে দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মা'সুরা শেষ করে সালাম ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু নিচের দিকের মুসল্লি ছাড়া বাকি যত মুসল্লি চারতলা পর্যন্ত ছিল তারা ইমাম সাহেবকে না দেখার কারণে তাকবীর শুনে ভুল বুঝে সিজদায়ে সাহুতে চলে যায়। এমতাবস্থায় কেউ কেউ দীর্ঘক্ষণ সিজদা করতে থাকে। ইতিমধ্যে ইমাম সাহেব দু'আ-দরূদ শেষ করে নিচের তলার মুসল্লিদের নিয়ে সালাম ফিরিয়ে দেন। এই মুহূর্তে অনেকে ইমামের ইক্তিদা করে সিজদা হতে উঠে নামায ছেড়ে দেয়। এখন জানার বিষয় হলো, দ্বিতীয় তলা হতে চতুর্থ তলা পর্যন্ত মুসল্লিদের নামাযের কী হুকুম? এবং তাদের কী করণীয়?

উত্তর : নামাযের শেষ রাক'আতে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা ফরয এবং সালাম দ্বারা নামায শেষ করা ওয়াজিব। সুতরাং যারা সিজদা থেকে উঠে ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়েছে, তাদের ফরয-ওয়াজিব উভয়টি আদায় হয়েছে এবং ত্রুটিমুক্ত নামায আদায় হয়ে গেছে। আর যারা সিজদা হতে উঠে নামায ছেড়ে দিয়েছে তাদের শুধু বসার ফরয পাওয়া গেলেও সালাম ফিরানো ছাড়া তারা নামায ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিয়েছে। তাই তাদের এ

Scanned by CamScanner

নামায পুনরায় পড়তে হবে। যেহেতু এটা জুমু'আর ঘটনা, তাই এখন জুমু'আর পরিবর্তে জোহরের নামায কাযা করে নেবে। (১১/৫৬/৩৪২৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ /٨٠ : فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروهاتحريميا لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت فإن خرج الوقت بلا إعادة أثم ولا يجب جبر النقصان بعد الوقت فلو فعل فهو أفضل.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٤٤٨ :(قوله ومنها الخروج بصنعه إلخ) أي بصنع المصلي أى فعله الاختيار، بأي وجه كان من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها كما في البحر؛ وذلك بأن يبني على صلاته صلاة ما فرضا أو نفلا، أو يضحك قهقهة، أو يحدث عمدا، أو يتكلم، أو يذهب، أو يسلم تتارخانية -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٦٥ : قلت: أي لأنه يشمل وجوبها في الوقت وبعده: أي بناءعلى أن الإعادة لا تختص بالوقت. وظاهر ما قدمناه عن شرح التحرير ترجيحه، وقد علمت أيضا ترجيح القول بالوجوب، فيكون المرجح وجوب الإعادة في الوقت وبعده -

📖 امدادالاحکام (مکتبہ دارالعلوم کراچی) ۱ /۴۸۱ : سوال- درمیان نماز اگر مقتدی سے فرض یاواجب کا سہو ہو جائے تو کیا کرے؟ پھر سے نماز پڑھے امام سے الگ ہو کر یانیت توڑ کر الگ ہو جائے، یاوقت سلام وہ مقتدی سجدۂ سہو کرے؟ جس طرح دفعیہ ہوتا ہو تو تحریر فرمائیے۔

الجواب-اگر درمیان میں فرض فوت ہو جائے تب تو نیت توڑ کر اسی وقت از سر نو نیت باندھ کر امام کے ساتھ شامل جماعت ہو جائے، اور اگر واجب فوت ہو جائے تو کچھ نہ کرے، نہ نیت توڑے نہ سجدۂ سہو کرے، مقتدی کو ترک واجب سہوا معاف ہے اور عمدا ترک ہو تو بعد جماعت کے نماز کا اعادہ کرے۔

Scanned by CamScanner

মনে মনে কিছু পড়লে-বুঝলে নামায নষ্ট হয় না

প্রশ্ন : নামাযরত অবস্থায় কোনো লিখিত বস্তু কতটুকু পড়লে নামায নষ্ট হবে? যেমন যদি কোনো ব্যক্তি দেয়ালে লিখিত "লাল বাতি জ্বলাকালীন অবস্থায় নামায পড়া নিষেধ" মনে মনে পড়ে বা মনে মনে তা অনুধাবন করে এবং তার অর্থ বুঝে তার ওপর চিন্তা করে তাহলে তার নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : নামাযবহির্ভূত কোনো শব্দ মুখে উচ্চারণ করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। তবে মনে মনে পড়া, অর্থ বোঝা ইত্যাদিতে নামায নষ্ট হয় না। কিন্তু নামাযে অন্যদিকে দেখা ও মনে মনে কিছু পড়া, যা প্রশ্নে বর্ণনা করা হয়েছে মাকরূহ, কেননা এতে নামাযের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়ে যায়। (১১/৩৫৪/৩৪৩৯)

📖 فتاوى قاضيخان (مكتبه اشرفيه) ١/ ٦٦ : ولو تفكر فى صلاته فتذكر حديثا او شعرا او أنشأ كلاما مرتبا ولم يذكر ذلك بلسانه لم تفسد صلاته -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٤ : ولو أنشأ شعرا أو خطبة ولم يتكلم بلسانه لا تفسد وقد أساء وعلل الإساءة شارحها باشتغاله بما ليس من أعمال الصلاة من غير ضرورة قال ثم ينبغي أن يكون عليه سجود السهو إذا أشغله ذلك عن أداء ركن أو واجب سهوا . وبهذا علم أن ترك الخشوع لا يخل بالصحة بل بالكمال ولذا قال في الخلاصة والخانية إذا تفكر في صلاته فتذكر شعرا أو خطبة فقرأهما بقلبه ولم يتكلم بلسانه لا تفسد صلاته.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٦٣٤ :(ولا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه) ولو مستفهما وإن كره -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢ /٣١٣ : جواب- کسی لکھی ہوئی چیز پر نظر پڑ جائے اور آدمی اس تحریر کا مفہوم سمجھ جائے لیکن زبان سے تلفظ ادا نہ کرے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، اسی طرح کسی کی آواز کان میں پڑنے اور اس کا مفہوم سمجھ لینے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔

Scanned by CamScanner

১৮ বার শরীর চুলকালে নামায হবে কি না

প্রশ্ন : মসজিদের পেশ ইমাম সাহেব ফজরের দুই রাক'আত ফরয নামায পড়ানোর সময় প্রথম রাক'আতে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত উঠিয়ে ১১ বার শরীর চুলকান। দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত উঠিয়ে ৭ বার শরীর চুলকান। এ অবস্থায় নামাযের কী হুকুম?

উত্তর : বিনা প্রয়োজনে নামাযে একবার চুলকানোও নিষেধ ও মাকরূহে তাহরীমী। প্রয়োজনবশত দু-একবার চুলকালে নামাযে ক্ষতি হয় না। এক রুকন আদায় পরিমাণ সময়ের মাঝে তিনবার পৃথক পৃথক হাত উঠিয়ে চুলকালে নামায ভেঙে যায়, অন্যথায় ভাঙে না। উল্লিখিত বর্ণনার ভিত্তিতে প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেবের নামাযের হুকুম নির্ণয় করা যাবে। (৪/১৭৮/৬৫২)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٩٧ : وإن عبث بلحيته حك جسده لا تفسد صلاته، قيل: هذا إذا فعل ذلك مرة أو مرتين وكذلك إذا فعل ذلك مراراً ولكن بين المرتين فرجة، فأما إذا فعل ذلك مراراً متواليات لا تفسد صلاته، ألا ترى أنه لو نتف شعرة مرة أو مرتين لا تفسد ولو نتف ثلاث مرات على الولاء تفسد، ... ...

ثم في كل عمل يحتاج فيه إلى اليدين لإقامته أو أقام ذلك العمل بيد واحدة هل تفسد على قول من يعتبر لفساد الصلاة كون العمل بحال يحتاج لإقامته إلى اليدين، وذكر نجم الدين النسفي أنه لا تفسد فإنه قال: لو تعمم بيد واحدة لا تفسد ولو تعمم بيدين تفسد، ولو رفع العمامة من الرأس ووضعها على الأرض أو رفع العمامة عن الأرض ووضعها على الرأس لا تفسد صلاته أنه يحصل بيد واحدة من غير تكرار.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٦٤٠ : (قوله إلا لحاجة) كحك بدنه لشيء أكله وأضره وسلت عرق يؤلمه ويشغل قلبه. وهذا لو بدون عمل كثير. قال في الفيض: الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن رفع يده في كل مرة.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۳/ ۴۱۷ : تین دفعہ کھجلانے سے مطلقا نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ یہ اس وقت مفسد ہے کہ ہر دفعہ ہاتھ اٹھائے، اگر ہر دفعہ علٰحدہ ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھا کر تین دفعہ کھجلایا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

ইমামকে সম্বোধন করে লোকমা দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : যদি মুক্তাদী নিজের ইমামকে লোকমা দিতে গিয়ে বলেন, স্যার বসুন! নামায দুই রাক'আত হয়েছে। এমতাবস্থায় যদি ইমাম সাহেব মুক্তাদীর কথার ওপর বসেন বা দাঁড়ান, তবে নামায দুরস্ত হবে কি না?

উত্তর : ইমাম সাহেব যদি মুক্তাদীর কথার ওপর ভিত্তি করে বসেন বা দাঁড়ান তাহলে ইমাম সাহেবের নামায ভেঙে যাবে এবং এর সঙ্গে সকল মুক্তাদীর নামাযও ভেঙে যাবে। আর যদি ইমাম সাহেব মুক্তাদীর কথার ভিত্তিতে না বসেন বরং ব্যক্তিগতভাবেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে বসে যান বা দাঁড়ান তাহলে তাঁর নামায ভাঙবে না। তবে যে মুক্তাদী ইমাম সাহেবকে বসা বা দাঁড়ানোর কথা বলেছেন তাঁর নামায ভেঙে যাবে। (১/২৪/১৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٩٨ : إذا تكلم في صلاته ناسيا أو عامدا خاطئا أو قاصدا قليلا أو كثيرا تكلم لإصلاح صلاته بأن قام الإمام في موضع القعود فقال له المقتدي اقعد أو قعد في موضع القيام فقال له قم أو لا لإصلاح صلاته ويكون الكلام من كلام الناس استقبل الصلاة عندنا، كذا في المحيط -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٦٢٢ : (وفتحه على غير إمامه) إلا إذا أراد التلاوة وكذا الأخذ، إلا إذا تذكر ... (قوله وكذا الأخذ) أي أخذ المصلي غير الإمام بفتح من فتح عليه مفسد أيضا كما في البحر عن الخلاصة. أو أخذ الإمام بفتح من ليس في صلاته ... قلت: والذي ينبغي أن يقال: إن حصل التذكر بسبب الفتح تفسد مطلقا: أي سواء شرع في التلاوة قبل تمام الفتح أو بعده لوجود التعلم، وإن حصل تذكره من نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد مطلقا، وكون الظاهر أنه حصل بالفتح لا يؤثر بعد تحقق أنه من

Scanned by CamScanner

نفسه لأن ذلك من أمور الديانة لا القضاء حتى يبنى على الظاهر.

ألا ترى أنه لو فتح على غير إمامه قاصدا القراءة لا التعليم لا تفسد مع أن ظاهر حاله التعليم -

মুক্তাদী ইচ্ছাকৃত কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : জামাআতের সাথে নামায আদায় করার সময় যদি মুক্তাদী ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, তাহলে ওই ব্যক্তির নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : মুক্তাদী জামাআতে নামায আদায় করার সময় ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার কারণে উক্ত নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক। (১৬/৪৬৩/৬৬১২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٤٥٦ : (ولها واجبات) لا تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له، وإن لم يعدها يكون فاسقا آثما وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. والمختار أنه جابر للأول -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ١ /٤٨١ : سوال-درمیان نماز اگر مقتدی سے فرض یاواجب کا سہو ہو جائے تو کیا کرے پھر سے نماز پڑھے امام سے الگ ہو کر یا نیت توڑ کر الگ ہو جائے، یا وقت سلام وہ مقتدی سجدۂ سہو کرے، جس طرح دفعیہ ہوتا ہو تو تحریر فرمایئے۔

الجواب- اگر درمیان میں فرض فوت ہو جائے تب تو نیت توڑ کر اسی قت از سر نو نیت باندھ کر امام کے ساتھ شامل جماعت ہو جائے، اور اگر واجب فوت ہو جائے تو کچھ نہ کرے، نہ نیت توڑے، نہ سجدۂ سہو کرے، مقتدی کو ترک واجب سہوا معاف ہے اور عمدا ترک ہو تو بعد جماعت کے نماز کا اعادہ کرے۔

Scanned by CamScanner

কী পরিমাণ চুল বের হয়ে থাকলে নারীদের নামায হয় না

প্রশ্ন : নামায পড়ার সময় মহিলাদের মাথার সমস্ত চুলের চার ভাগের এক ভাগ বের হয়ে গেলে নামায নষ্ট হয়, নাকি শুধু একটি চুলের চার ভাগের এক ভাগ বের হয়ে গেলে নামায নষ্ট হয়?

উত্তর : চুলের এক-চতুর্থাংশ দ্বারা মাথার সমস্ত চুলের এক-চতুর্থাংশ উদ্দেশ্য, একটি চুলের এক-চতুর্থাংশ নয়। তাই একটি চুলের এক-চতুর্থাংশ খোলা থাকলে নামায ফাসেদ হবে না। (১২/৪৪৫/৩৯৬৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٤١٣ : (ولو وجدت) الحرة البالغة (ساترا يستر بدنها مع ربع رأسها يجب سترهما) فلو تركت ستر رأسها أعادت بخلاف المراهقة-

📖 فيه أيضا ١ /٤٠٨ : (ويمنع) حتى انعقادها (كشف ربع عضو) قدر أداء ركن بلا صنعه (من) عورة غليظة أو خفيفة على المعتمد-

মেয়েদের কতটুকু টাখনু ও কোন ধরনের লোম খোলা থাকলে নামায হয় না

প্রশ্ন : অনেক সময় নামাযে মেয়েদের টাখনুর কাপড় সরে যায়, নামাযের সময় যদি মেয়েদের পায়ের টাখনু বের হয়ে যায় তবে কি নামায ফাসেদ হবে? এবং মেয়েদের হাঁটু থেকে টাখনুর নিচ পর্যন্ত অংশের কতটুকু অংশ খোলা থাকলে নামায হবে না। নামাযের সময় মেয়েদের যে সমস্ত অঙ্গগুলো ঢাকা থাকতে হয় সে অংশের কোনো লোম যদি বের হয়ে যায় তবে কি নামায নষ্ট হবে?

উত্তর : মেয়েদের নামাযের ক্ষেত্রে হাঁটুর নিচে গোছার শুরু থেকে পায়ের টাখনুসহ একটি সতর বা অঙ্গ। তাই উক্ত সতরের এক-চতুর্থাংশের চেয়ে কম খোলা থাকলে নামায নষ্ট হবে না। টাখনুসহ হাঁটু পর্যন্ত পায়ের এ অংশের এক-চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি খোলা থাকলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

নামাযের মধ্যে শরীয়ত কর্তৃক যে সমস্ত অঙ্গ ঢেকে রাখতে নির্দেশ রয়েছে তার এক-চতুর্থাংশের কম খোলা থাকলে নামায নষ্ট হবে না। এতে করে কোনো লোম বের হয়ে গেলেও কোনো অসুবিধা নেই। (১২/৪৪৫/৩৯৬৭)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٢٧٠ : (قوله: وكشف ربع ساقها يمنع وكذا الشعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة) ؛ لأن قليل الانكشاف عفو عندنا للضرورة-

📖 فيه أيضا ١/ ٢٧١ : والصحيح أن الكعب ليس بعضو مستقل بل هو مع الساق عضو واحد فعلى هذا إنما يمنع ربع الساق مع ربع الكعب أو مقدار ربعهما-

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ١/ ٣٣٨ : الجواب- ذراع تا مرفق عضو کامل است، کشف او مفسد است اگر بقدر سہ تسبیح باشد، و کعبین عضو کامل نیست کشفش مفسد نیست-

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ٢/ ٣٣٣ : چوتھائی حصہ اگر کسی ایسے عضو کا کھل گیا جس کا چھپانا فرض تھا اور تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار کھلا رہا تو نماز ٹوٹ گئی، ورنہ نہیں ٹوٹی-

লোকমা দেওয়ার স্থান এবং ভুলে লোকমা দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরালে একজন মুক্তাদী তৃতীয় রাক'আত মনে করে লোকমা দেয়। প্রশ্ন হলো, ভুলে লোকমা দেওয়ার কারণে কি তার নামায নষ্ট হয়ে গেছে? একজন আলেম বলেছেন, তার নামায পুনরায় পড়তে হবে, তার কথা কতটুকু সত্য? এ ব্যাপারে শরীয়তের সঠিক সমাধান কী? এবং জেনে বা ভুলে লোকমা দিলে তার হুকুম কী? এবং কোন স্থানে লোকমা দিতে হয়, ওই স্থানগুলো কী?

উত্তর : মুক্তাদীকর্তৃক স্বীয় ইমামকে লোকমা দেওয়া চাই ভুলবশত হোক বা ইচ্ছাকৃত হোক, নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী কোনো অবস্থাতেই কারো নামায নষ্ট হবে না। তবে ইমাম যদি তিন আয়াত পরিমাণ তেলাওয়াত করে ফেলে তাহলে লোকমার অপেক্ষা করবে না বরং রুকুতে চলে যাবে। আর যদি নামায সহীহ হওয়া পরিমাণ কিরাত না পড়ে থাকে তাহলে অন্য কোনো স্থান থেকে পড়া শুরু করে দেবে। উল্লেখ্য, ইমামের জন্য মুক্তাদীকে লোকমা দেওয়ার ওপর বাধ্য করা এবং মুক্তাদীও ইমামকে লোকমা দেওয়ার দ্রুত চেষ্টা করা উভয়টিই মাকরূহ। (১২/৯৯৪/৫০১০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٦٢٢ : (وفتحه على غير إمامه) إلا إذا أراد التلاوة وكذا الأخذ، إلا إذا تذكر فتلا قبل تمام الفتح

Scanned by CamScanner

(بخلاف فتحه على إمامه) فإنه لا يفسد (مطلقا) لفاتح وآخذ بكل حال، إلا إذا سمعه المؤتم من غير مصل ففتح به تفسد صلاة الكل، وينوي الفتح لا القراءة.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٦٢٢ : (قوله مطلقا) فسره بما بعده (قوله بكل حال) أي سواء قرأ الإمام قدر ما تجوز به الصلاة أم لا، انتقل إلى آية أخرى أم لا تكرر الفتح أم لا، هو الأصح نهر

📖 فيه أيضا (سعيد) ١ /٦٢٣ : يكره أن يفتح من ساعته كما يكره للإمام أن يلجئه إليه، بل ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة أو إلى سورة أخرى أو يركع إذا قرأ قدر الفرض كما جزم به الزيلعي وغيره وفي رواية قدر المستحب كما رجحه الكمال بأنه الظاهر من الدليل، وأقره في البحر والنهر، ونازعه في شرح المنية ورجح قدر الواجب لشدة تأكده .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٩٩ : والصحيح أنها لا تفسد صلاة الفاتح بكل حال ولا صلاة الإمام لو أخذ منه على الصحيح. هكذا في الكافي.

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۱ / ۴۲۱ : الجواب- فوراً بتلادینا امام کو منتظر رہنا کہ مجھ کو کوئی بتلادے تو بہتر تو نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ دوسری جگہ سے پڑھنا شروع کردے یا اگر بقدر کافی پڑھ چکا ہو تو رکوع کردے لیکن پھر بھی اگر مقتدی نے بتلادیا اور امام نے لے لیا تو نماز میں کسی کی خلل نہیں۔

📖 عزیزالفتاوی (دارالاشاعت) صـ ۲۴۵ : الجواب- اپنے امام کو لقمہ دینا مطلقا درست ہے یعنی اس سے کسی کی نماز فاسد نہیں ہوتی خواہ امام مقدار فرض پڑھ چکا ہو یا نہ پڑھ چکا ہو بخلاف فتحہ علی امامہ..... یعنی مقتدی کو مکروہ ہے کہ فوراً لقمہ دے بلکہ کچھ انتظار کرے کہ امام خود نکال لے یا دوسری جگہ سے پڑھنے لگے اور اسی طرح امام کو یہ مکروہ ہے کہ وہ بارہا اس آیت کو لوٹا کر مقتدی لو لقمہ دینے پر مجبور کرے بلکہ اس کو چاہئے کہ دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جاوے۔

Scanned by CamScanner

কুমন্ত্রণা দূর করতে দু'আ পড়লে নামায নষ্ট হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমি নামাযে দাঁড়ালে একটি মেয়ের কথা বারবার মনে পড়ে, তখন আমি নামাযের মধ্যেই أستغفرالله এবং آمنت بالله ورسوله এবং لاحول ولا قوة إلا بالله পড়ি, এতে করে আমার মন থেকে তার কথা চলে যায়। আবার অনেক সময় যায় না। জানার বিষয় হলো, যখন যায় না তখন নামাযের হুকুম কী এবং এ দু'আ পাঠ করার দ্বারা নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : নামাযে কল্পনা আসা বিবেচ্য নয়, ইচ্ছা করে নিয়ে আসা খারাপ। কিন্তু এর দ্বারা নামায নষ্ট হয় না। আপনি সূরা-কিরাতের প্রতি ধ্যান নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবেন। উল্লিখিত দু'আসমূহ মুখে উচ্চারণ করে পড়লে নামায ভেঙে যাবে। (১৯/৮৭২/৮৫০৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٦٢١ : ولو حوقل لدفع الوسوسة إن لأمور الدنيا تفسد لا لأمور الآخرة، ولو سقط شيء من السطح فبسمل أو دعا لأحد أو عليه فقال آمين تفسد ولا يفسد الكل عند الثاني. والصحيح قولهما عملا بقصد المتكلم -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢/ ٣١٨ : جواب- نماز میں از خود خیالات کا لانا برا ہے بغیر اختیار کے ان کا آنا برا نہیں، بلکہ خیالات آئیں اور آپ نماز کی طرف متوجہ رہنے کی کوشش کریں اور دھیان نماز کی سورتوں اور دعاؤں پر جمانے کی کوشش کریں تو آپ کو مجاھدے کا ثواب ملے گا لهذا نماز میں خیالات کے آنے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ورنہ شیطان خوش ہوگا... ... ... اس لئے اپ کا سوال کہ خیالات آنے سے نماز ہوگی یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہوگی اور انشاء اللہ بالکل صحیح ہوگی خواہ لاکھ وسوسے آئیں (مگر خیالات خود نہ لائے جائیں)۔

Scanned by CamScanner

দোহরানো নামাযে আগন্তুক শরীক হতে পারবে কি না

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদে এমন সময় উপস্থিত হয় যে ইমাম মাত্রই সালাম ফিরিয়েছে, পরে কোনো কারণে নামায পুনরায় পড়তে হচ্ছে। তাহলে ওই ব্যক্তি নামাযে শরীক হতে পারবে কি না?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় দেখতে হবে যে কী কারণে নামায দোহরানো হচ্ছে, যদি কোনো ওয়াজিব বা সাহু সিজদা ছুটে যাওয়ার কারণে নামায পুনরায় পড়া হয়, তবে নতুন কেউ তাতে শরীক হতে পারবে না। আর যদি কোনো ফরয ছুটে যাওয়ার কারণে হয়, তবে আগন্তুক ব্যক্তিও শরীক হতে পারবে। (১৮/৭৮২/৭৮৬৫)

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) صـ ٢٤٨ : والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر والفرض سقط بالأولى لأن الفرض لا يتكرر كما في الدر وغيره ويندب إعادتها لترك السنة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٠/ ٢٦٨ : اگر فرض ترک ہونے کی بناء پر اعادہ ہوا ہے تو اس میں شریک ہونا نئے آدمی کا درست ہے کیونکہ پہلی نماز باطل ہوگی اور اگر ترک واجب کی وجہ سے اعادہ ہوا ہے تو نئے آدمی کی شرکت درست نہیں کیونکہ فرض پہلی نماز ادا ہو چکا اور یہ صرف تکمیل ہے۔

নামাযে মহিলাদের উচ্চ আওয়াজে তেলাওয়াত

প্রশ্ন : মহিলাদের জন্য নামাযের মধ্যে নিজ কানে শোনার মতো উঁচু আওয়াজে (যা খুব নিকটবর্তী দু-একজন শুনতে পায়) কোরআন তেলাওয়াত করলে নামায হবে কি না?

উত্তর : খুব কাছে দু-একজন শোনে এমন আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াত করলেও নামায হয়ে যাবে। তবে এর চেয়ে যদি সামান্যও বেশি হয় নামায নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। (১৬/২১৯/৬৪৫০)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٣٤ : (و) أدنى (الجهر إسماع غيره و) أدنى (المخافتة إسماع نفسه) ومن بقربه؛ فلو سمع رجل أو رجلان فليس بجهر، والجهر أن يسمع الكل خلاصة.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦ / ١٩٠ : ويؤخذ من عبارات فقهاء الحنفية - وهو وجه عند الشافعية وقول آخر عند الحنابلة - أن المرأة تسر مطلقا. قال ابن الهمام: لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۳ / ۱۵۲ : صرف عورتوں کی مستقل جماعت مکروہ تحریمی ہے اس کے باوجود بھی اگر عورتیں باجماعت نماز پڑھنا چاہیں تو امامت کرنے والی عورت درمیان میں کھڑی ہوگی، مردوں کی طرح صف کے آگے نہیں رہے گی، اور اگر عورت مرد امام کی طرح صف کے آگے کھڑی ہوگی تو یہ گناہ ہے، تاہم علامہ عینی، ابن الہمام، اور شیخ عبدالحی صاحب وغیرہ کی تحقیق کے مطابق جماعت النساء خلاف اولی ہے۔

কারো নির্দেশে নামাযী মুকাব্বির হওয়া

প্রশ্ন : এক জায়গায় এক বড় জামাআত কায়েম হয় মুকাব্বির ছাড়া। যখন ইমাম সাহেব তাকবীরে তাহরীমা বেঁধেছে, তখন আমিও তাহরীমা বাঁধি। এর পরে পেছন থেকে একজন আমার নাম ধরে বলে যে তুমি মুকাব্বির হবে। এখন আমি রুকুর তাকবীর থেকে তাকবীর দেওয়া শুরু করি। এখন আমার নামায হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে আপনার নামায সহীহ হয়েছে। কোনো সমস্যা নেই। (১৩/৬৮/৫১৭০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٦٢٢ : حتى لو امتثل أمر غيره فقيل له تقدم فتقدم أو دخل فرجة الصف أحد فوسع له فسدت، بل يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه قهستاني معزيا للزاهدي .

Scanned by CamScanner

باب مكروهات الصلاة

পরিচ্ছেদ : নামাযে মাকরূহ বিষয়াদি

নামাযী বাচ্চার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা

প্রশ্ন : নামাযীর সামনে দিয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চা যাওয়ার হুকুম কী? আর নাবালেগ বাচ্চাদের নামায অবস্থায় তাদের সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে কি? জানালে বাধিত হব।

উত্তর : নামাযীর সামনে দিয়ে চলাচলে নামাযীর একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটে, তাই তা গোনাহ। তবে আবুঝ ছেলের গোনাহ হবে না। বিশেষ প্রয়োজনে নাবালেগ নামাযীর সামনে যাওয়াও আপত্তিকর নয়। (১৩/১৭২/৫২১০)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲ / ۲۹۲ : جواب—کوئی گناہ نہیں، البتہ بچے سمجھدار ہوں تو ان کو سمجھایا جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بری بات ہے۔

ওড়নার পাল্লায় সিজদা করা

প্রশ্ন : আমি ফিতা লাগানো গোল ওড়না পরে নামায পড়ি, ফিতার কারণে ওড়নার কপালের কাছের অংশ ৫-৬ পাল্লা কাপড়ে হয়। যেহেতু মেয়েদের চুল বের হয়ে গেলে নামায হয় না, তাই আমি ওড়নাটা চুলের গোড়ায় কিছু নিচে থেকে পরি, যে কারণে ফিতার অংশটা কপালের ওপরে পড়ে এবং সিজদার সময় ৫-৬ পাল্লাবিশিষ্ট ফিতার অংশের ওপর সিজদা দিই। সিজদার সময় যদি ৫-৬ পাল্লাবিশিষ্ট কাপড় দিয়ে কপাল ঢাকা থাকে তাহলে কি সিজদা আদায় হবে?

উত্তর : সিজদা করার সুন্নাত তরীকা হলো, সিজদার সময় কপাল এবং নাক আবরণমুক্ত রাখা, বিনা ওজরে কপালে কাপড় থাকাবস্থায় সিজদা করা মাকরূহে তানযীহী তথা অনুচিত। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে এভাবে ওড়না পরা ওজর হিসেবে গণ্য নয়, তাই এ প্রথা বর্জনীয়। এমনভাবে ওড়না পরবে, যাতে কপাল আবরণমুক্ত থাকে। (১২/৫৫৫)

Scanned by CamScanner

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٧٩ : ويكره أن يسجد على كور عمامته-

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ١/ ٢١٠ : ولو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز عندنا كذا ذكر محمد في الآثار-

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٠٠ : (كما يكره تنزيها بكور عمامته) إلا بعذر (وإن صح) عندنا (بشرط كونه على جبهته) كلها أو بعضها كما مر. (أما إذا كان) الكور (على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرا) أي ولم تصب الأرض جبهته ولا أنفه على القول به (لا) يصح لعدم السجود على محله.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣ / ٤٣٠ : الجواب- پیشانی ڈھکی رہنے سے سجدہ ادا ہو جائیگا مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے البتہ اگر عمامہ کا وہ حصہ زمین سے لگا جو پیشانی سے اوپر سر پر ہے پیشانی زمین سے نہیں لگی تو سجدہ نہیں ہوا۔

হাফ শার্ট, গেঞ্জি পরিধান করে নামায পড়া

প্রশ্ন : হাফ শার্ট বা হাফ গেঞ্জি গায়ে দিয়ে নামায হবে কি না? কোন পোশাক পরিধান করে নামায পড়া উত্তম? শরীয়তের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : সুন্নাতী পোশাক অর্থাৎ পাঞ্জাবি, লুঙ্গি-পায়জামা, টুপি-পাগড়ি পরিধান করে নামায পড়া উত্তম। হাফ শার্ট বা হাফ গেঞ্জি পরে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর এমন পোশাক, যা গায়ে দিয়ে সম্মানিত মজলিসে যেতে লজ্জাবোধ হয়, তা পরে নামায পড়া মাকরূহে তানযীহী। (১৭/৩০৪/৭০৫১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٦٤٠ : (وصلاته في ثياب بذلة) يلبسها في بيته (ومهنة) أي خدمة، إن له غيرها وإلا لا -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٤١ : قال في البحر، وفسرها في شرح الوقاية بما يلبسه في بيته ولا يذهب به إلى الأكابر والظاهر أن الكراهة تنزيهية.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۴۰۸ : الجواب- آدھی آستین والا کرتہ پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں، البتہ اگر اس کو ثیاب بذلہ میں شمار کیا جاتا ہو اور اس کو عام مجلس میں پہننا معیوب سمجھا جاتا ہو تو مکروہ ہے۔

কনুই খোলা রেখে নামায পড়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি সর্বদা দুই হাতের কনুই বের করে নামায পড়েন। অনেকে বলেন, কনুই বের করে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। একাধিকবার মাকরূহে তাহরীমী হারাম। এর সমাধান সবিস্তারে জানতে চাই।

উত্তর : জামার হাতা ওপরে উঠিয়ে কনুই খোলা রেখে নামায পড়া মাকরূহ। ঘটনাক্রমে যদি কেউ এ অবস্থায় নামায আরম্ভ করে দেয়, তাহলে হালকা নড়াচড়ার মাধ্যমে খুলে দেবে, যাতে আমলে কাসীর না হয়। (১১/৮৪৬)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١ / ٦٤٠ : (و) كره (كفه) أي رفعه ولو لتراب كمشمر كم أو ذيل.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٦٤٠ : (قوله كمشمر كم أو ذيل) أي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله، وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة كما أفاده في شرح المنية، لكن قال في القنية: واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك اهومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لإدراك الركعة مع الإمام. وإذا دخل في الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركهما؟ لم أره: والأظهر الأول بدليل قوله الآتي.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰ / ۲۶۲ : الجواب- آستین کہنی سے اتارا کہ اطمینان سے نماز میں شرکت کی جائے اگر آستین کہنی تک چڑھی رہے تو نماز مکروہ ہوگی، اگر اسی طرح نماز میں شرکت کرلی تو آہستہ ہلکی حرکت سے آستین اتارلے۔

Scanned by CamScanner

হাফ হাতার শার্ট-গেঞ্জি পরে নামায পড়া

প্রশ্ন : হাফ শার্ট ও গেঞ্জি পরে নামায পড়া যায় কি না?

উত্তর : যে সমস্ত কাপড় পরিধান করে কোনো মহতি মাহফিলে যেতে সংকোচ বোধ হয় ওই সমস্ত কাপড় পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহ। তবে কারো কাছে হাফ শার্ট বা গেঞ্জি থেকে ভালো কাপড় না থাকলে সে ওই শার্ট দিয়ে নামায পড়ে নেবে, তার জন্য মাকরূহ হবে না। (৬/৫২/১০৬৮)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴ / ۲۰۰ : حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصف آستین کی قمیص پہننا منقول نہیں ہے، ایسی قمیص خلاف سنت ہے اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی خلاف سنت ہے۔

কবজি ও কনুইয়ের মাঝামাঝি আস্তিন গুটিয়ে নামায আদায়

প্রশ্ন : কোনো লোক যদি জামার হাতা কবজির ওপরে কনুইয়ের নিচে রাখাবস্থায় নামায পড়ে তাহলে মাকরূহ হবে কি? আর মাকরূহ হলে কোন ধরনের মাকরূহ হবে? আস্তিন কতটুকু উঠানো জায়েয? বিস্তারিত জানালে খুশি হব।

উত্তর : বিনা প্রয়োজনে জামার হাতা কবজির ওপরে চড়ানো অবস্থায় নামায আরম্ভ করা মাকরূহ। তবে কনুই পর্যন্ত চড়ানো হলে তা মাকরূহ তাহরীমী। সুতরাং এ কাজ থেকে বেঁচে থাকা অতীব প্রয়োজন। তাই সর্বাবস্থায় 'আমলে ক্বালীল' তথা অল্প নড়াচড়ার মাধ্যমে ঢেকে নেবে। (৬/৩১৮/১২১১)

📖 رد المحتار (سعيد) ۱ / ٦٤٠ : ومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لإدراك الركعة مع الإمام. وإذا دخل في الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركهما؟ لم أره: والأظهر الأول بدليل قوله الآتي ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل تأمل. هذا، وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين. وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما. قال

Scanned by CamScanner

في البحر: والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل اهـ ونحوه في الحلية، وكذا قال في شرح المنية الكبير: إن التقييد بالمرفقين اتفاقي. قال: وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك، أما لو شمر وهو فيها تفسد لأنه عمل كثير.

📖 حلبی کبیر (سهیل اکیڈیمی) صـ ۳۵۷ : (و) يكره أيضا (أن يرفع كمه) أى يشمره (إلى المرفقين) وهذا قيد اتفاق فإنه لو شمر الى مادون المرفق يكره أيضا؛ لأنه كف للثوب وهو منهى عنه فى الصلوٰة-

📖 كفايت المفتى (امداديه) ۳ / ۳۸۲ : حالت صلوۃ میں اگر آستین چڑھی ہوئی ہو تو نماز مکروہ ہوگی۔

রুমাল ঝুলিয়ে রাখা মাকরূহ

প্রশ্ন : নামাযে রুকু অবস্থায় মাথার রুমাল ঝুলে থাকার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : ঠিকমতো না বেঁধে মাথায় কাঁধের ওপর রুমাল বা চাদর রেখে দুই পাশে ঝুলিয়ে দেওয়াকে 'সাদাল' বলা হয়, যার কারণে নামাযে একাগ্রতার ব্যাঘাত হওয়ায় শরীয়তের দৃষ্টিতে তা মাকরূহ। (১৪/৯৪৩/৫৭৮৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ۱ / ٦٣٩ : (سدل) تحريما للنهي (ثوبه) أي إرساله بلا لبس معتاد، وكذا لقباء بكم إلى وراء. ذكره الحلبي؛ كشد ومنديل يرسله من كتفيه، فلو من أحدهما لم يكره كحالة عذر وخارج صلاته في الأصح.

Scanned by CamScanner

প্রাণীর ছবি সামনে নিয়ে নামায পড়া

প্রশ্ন : যেকোনো প্রাণীর ছবি যদি নামাযীর সামনে থাকে, তাহলে নামায মাকরূহ হয়? নাকি তা শিরকের পর্যায়ে চলে যায়?

উত্তর : প্রাণীর ছবি সামনে রেখে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী, যা হারামের কাছাকাছি। (৫/৩৫২/৬৪৩)

📖 تبيين الحقائق (إمداديه) ١/ ١٦٦ : (وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؛ ولأنه يشبه عبادتها فيكره وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم فوق رأسه، ثم على يمينه، ثم على يساره، ثم خلفه وفي الغاية إن كان التمثال في مؤخر الظهر والقبلة لا يكره؛ لأنه لا يشبه عبادته، وفي الجامع الصغير أطلق الكراهة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٠٧ : ويكره أن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه أو على يمينه أو على يساره أو في ثوبه تصاوير-

কতটুকু আলোতে নামায পড়া উত্তম

প্রশ্ন : রাতের অন্ধকারে কতটুকু আলোতে নামায পড়া উচিত? একেবারে অন্ধকারে নামায পড়া ঠিক কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : নামায সহীহ হওয়ার জন্য নামাযের স্থান আলোকিত হওয়া জরুরি নয়। বরং নামাযের শর্তসমূহ যথা কিবলা ঠিক রাখা ইত্যাদি আদায়ের সঙ্গে অন্ধকারে নামায পড়লেও নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে সিজদার স্থান ইত্যাদি দৃশ্যমান হওয়ার মতো আলোতে নামায পড়া উত্তম। (১১/৮৬৯/৩৫৮৬)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲ / ۲۰۸ : یہ مسئلہ شرعی نہیں بتی بجھا کر اندھیرے میں نماز پڑھنے کی کوئی تاکید نہیں بوقت ضرورت بقدر ضرورت روشنی کرنا ضروری اور اس میں

Scanned by CamScanner

نماز پڑھنا بلا کراہت درست اور ثابت ہے بلا ضرورت اور ضرورت سے زائد روشنی کرنا اسراف میں داخل اور ممنوع ہے۔

📖 فیہ ایضا ۱۰ / ۲۵۷ : الجواب—اگر قبلہ کا رخ صحیح ہو تو اندھیرے میں نماز پڑھنا منع نہیں۔

মসজিদের সামনের গ্লাসে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখা

প্রশ্ন : মসজিদের সামনের দেয়ালে গ্লাসের মধ্যে নামাযের সময় নিজের ছায়া দেখা যায়, এতে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : গ্লাস লাগানোসহ যেসব কাজে একাগ্রতা বিনষ্ট হয় এ ধরনের কাজ বিশেষ করে কিবলার দেয়ালে ও মেহরাবে করা অনুচিত। (৮/৯৬৭/২৪২৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٦٥٤ : بقي في المكروهات أشياء أخر ذكرها في المنية ونور الإيضاح وغيرهما: منها الصلاة بحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع كزينة ولهو ولعب، ولذلك كرهت بحضرة طعام تميل إليه نفسه.

📖 مراقی الفلاح صـ ۱۹۸

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۴۱۳ : اگر نماز میں اس کی طرف توجہ جاتی ہو اور یکسوئی میں مخل ہو تو ایسا شیشہ لگانا مکروہ ہے ورنہ فی نفسہ اس میں کوئی کراہت نہیں جیسا کہ مصلی کا سایہ بحالت نماز سامنے پڑنا موجب کراہت نہیں۔

জায়নামাযে নামায আদায়ের ফজীলত ও হুকুম

প্রশ্ন : জায়নামাযে নামায পড়ার হুকুম কী? এমন নকশাওয়ালা জায়নামায যার দিকে নামাযের মধ্যেও চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় নামায পড়লে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি? আমাদের এলাকার এক মৌলভী সাহেব মানিকগঞ্জের হুজুরের মুরীদ, তিনি বলেছেন, জায়নামাযে নামায পড়া সুন্নাত এবং জায়নামাযবিহীন নামাযের চেয়ে ৭০ গুণ সাওয়াব

Scanned by CamScanner

বেশি। দলিল হিসেবে তিনি মানিকগঞ্জের পীর সাহেবের কথা পেশ করেছেন। প্রশ্ন হলো, মৌলভী সাহেবের কথা কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর : জায়নামাযে নামায পড়ার অনুমতি আছে। তবে নামায অবস্থায় কোনো মুসল্লির একাগ্রতা বিনষ্ট হয় অতি আকর্ষণীয় এমন নকশাওয়ালা জায়নামাযে নামায পড়া মাকরূহ। তাই জায়নামায সাদাসিধা হওয়াই শ্রেয়। উক্ত মৌলভী সাহেবের উক্তি "জায়নামাযে নামায পড়া সুন্নাত এবং জায়নামাযবিহীন নামায পড়ার চেয়ে ৭০ গুণ সাওয়াব বেশি" অমূলক ও অবান্তর। এমন অমূলক বিভ্রান্তিকর কথা থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরি। (৭/৩৩৭/১৬৪৬)

📖 البناية (دارالفكر) ٢ / ٥٦٣ : ثم اختلفوا في كيفية التزيين، فقيل: ولا ينبغي التكلف لدقائق النقش، وقيل: إن كان بحيث يشتغل به المصلي يكره، وإلا فلا.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ٢ / ٢٣٥ : اصل تو یہ ہے کہ جائے نماز بالکل سادہ ہو اس پر کسی طرح کے بھی نقش و نگار نہ ہوں تاکہ دل ان کی طرف مائل نہ ہوں۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ٦ / ٢٧٣ : اور بہتر تو یہ ہے کہ ایسے مصلی (جائے نماز) پر نماز نہ پڑھی جائے کہ خشوع و خضوع میں خلل ہوگا، اور نماز کی روح خشوع و خضوع ہے بغیر اس کے نماز بے جان ہے نمازی کے سامنے نقش و نگار کا ہونا نمازی کی توجہ اور خیال کو اپنی طرف متوجہ کرے گا کھینچتا رہیگا۔

ধূমপায়ীর দুর্গন্ধযুক্ত মুখে নামায আদায়

প্রশ্ন : ধূমপান করে মুখে দুর্গন্ধ অবস্থায় নামাযে দাঁড়ালে নামাযের হুকুম কী? এবং ধূমপানের শরয়ী বিধান জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন জিনিসের ব্যবহার শরীয়তে নিষিদ্ধ। ধূমপানও তার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ধূমপান নিষেধ। তদুপরি দুর্গন্ধযুক্ত মুখ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। তাতে ফেরেশতা ও মুসল্লি সবার কষ্ট হয়। সুতরাং শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি কেউ ধূমপান করে থাকে, তাহলে মুখ খুব পরিষ্কার করে মসজিদে আসবে, অন্যথায় মুসল্লি এবং ফেরেশতাদের কষ্ট দেওয়ার কারণে গোনাহগার হবে। (৭/৯৩৪/১৯৫১)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٦٦١ : (قوله وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد. قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري قلت : علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين ولا يختص بمسجده - عليه الصلاة والسلام -، بل الكل سواء لرواية مساجدنا بالجمع، خلافا لمن شذ ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٨ / ٢٨٠ : بندہ کے نزدیک عام حالات میں سگریٹ مکروہ تحریمی ہے۔

নামায অবস্থায় ঘড়ি দেখা

প্রশ্ন : আমরা মসজিদের মিম্বরের ওপরে সময় দেখার জন্য দেয়াল ঘড়ি টানিয়ে রাখি, নিয়্যাত বাধার পর নামাযী ঘড়ির দিকে তাকালে তার নামাযের কী অবস্থা হবে? ওই ঘড়িটা মসজিদের ডানে-বামে টানালে কোনো ক্ষতি হবে কি?

উত্তর : সামনে দেয়াল ঘড়ির দিকে নামাযী ইচ্ছাকৃত তাকানো উচিত নয়, অনিচ্ছায় ঘড়ির দিকে নজর পড়লে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। কিবলার দিকে ঘড়ি ইত্যাদি না টানিয়ে ডানে-বামে টানানো ভালো। (৫/৩৫২/৯৪৩১)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٣١٢ : ولو نظر إلى مكتوب في المحراب ينوي القرآن وماثل وفهم قيل: على قياس قول أبي يوسف: لا تفسد صلاته، وعلى قياس قول محمد: تفسد -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٠١ : إذا كان المكتوب على المحراب غير القرآن فنظر المصلي إلى ذلك وتأمل وفهم فعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا تفسد وبه أخذ مشايخنا.

Scanned by CamScanner

কী পরিমাণ সম্পদ বাঁচাতে নামায ছাড়া যায়

প্রশ্ন : বিভিন্ন কিতাবে আমরা এ মাসআলাটি দেখতে পাই যে সামান্য সম্পদ তথা তিন-চার আনা বা দিরহাম পরিমাণ সম্পদ নষ্টের আশঙ্কায়ও নামায ছেড়ে দেওয়া যায়। বেহেশতী জেওর, শামী ইত্যাদিতে এমনই উল্লেখ করা হয়েছে। আর বর্তমান বাজারে তিন-চার আনা কিংবা দিরহামের মূল্যমান হচ্ছে ৩.৪০২ গ্রাম রৌপ্য, (আহসান/আপকে মাসায়েল) উক্ত ৩.৪০২ গ্রাম রৌপ্যের বাজার মূল্য হচ্ছে আনুমানিক ৬০-৬৫ টাকা। তাহলে ফলাফল এই দাঁড়ায় যে এক দিরহাম = ৬০-৬৫ টাকার সম্পদ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় নামায ছেড়ে দেওয়া যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন কিতাবে উল্লিখিত দিরহাম কিংবা তিন-চার আনার মূল উৎস কী? কোন উসুলের ভিত্তিতে এখানে দিরহাম বলা হয়েছে। আর দিরহামের বর্তমান বাজার মূল্য যদি সত্যিই ৬০-৬৫ টাকা হয়ে থাকে তাহলে এটা তো পরিমাণের দিক থেকে অনেক বেশি সম্পদ বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষের কাছে তো ১৫ টাকা এক কেজি চালের মূল্যই তো অনেক বেশি। তারা এ পরিমাণ সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়া সহ্য করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে ৬০-৬৫ টাকা তো অনেক বেশি। এখন জানতে চাই, এ দিরহামের প্রকৃত পরিমাণ কী? এবং এ ক্ষেত্রে ফতওয়া কী?

উত্তর : নামায পড়া অবস্থায় উল্লেখযোগ্য সম্পদ চুরি বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে নামায ভেঙে সম্পদের হেফাজত করার অনুমতি আছে। উক্ত সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে ফাতওয়ার কিতাবসমূহে যেমন এক দিরহামের কথা উল্লেখ আছে, তেমনি এক-ষষ্ঠমাংশের কথাও উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং স্থান, কাল, পাত্রবিশেষ ফাতওয়া দিতে হবে। যদি কোনো স্থানে বা কেউ দিরহামের ষষ্ঠমাংশের যথা দেশের প্রচলিত মুদ্রায় (১০) দশ টাকার পরিমাণ সম্পদকে উল্লেখযোগ্য মনে করে। সে ব্যক্তি ওই পরিমাণের জন্য নামায ভাঙতে পারবে। আর কোনো স্থানে বা কেউ ওই পরিমাণ সম্পদকে উল্লেখযোগ্য মনে না করে, তার জন্য এক দিরহামের হিসাব হবে। (৮/৮৮৯/২৩৯৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٠٩ : رجل قام إلى الصلاة فسرق منه شيء قيمته درهم له أن يقطع الصلاة ويطلب السارق سواء كانت فريضة أو تطوعا؛ لأن الدرهم مال.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢/ ٥١ : (قوله أو خاف ضياع درهم من ماله) قال في الظهيرية: لم يفصل في الكتاب بين المال القليل والكثير، وعامة المشايخ قدروه بدرهم. قال شمس الأئمة السرخسي هذا حسن لولا ما ذكر في كتاب الحوالة والكفالة أن

Scanned by CamScanner

للطالب حبس غريمه بالدانق فما فوقه، فإذا جاز حبس المسلم بالدانق فجواز قطع الصلاة مع تمكنه من قضائها أولى. والصحيح أنه لا فصل بين ماله ومال غيره اهـ

📖 مراق الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ١٣٨ : "يجوز قطعها" ولو كانت فرضا "بسرقة" تخشى على "ما يساوي درهما" لأنه مال وقال عليه السلام: "قاتل دون مالك" وكذا فيما دونه في الأصح لأنه يحبس في دانق وكذا لو فارت قدرها.

📖 لسان العرب (دار صادر) ١٠ / ١٠٥ : الدانق، بفتح النون وكسرها: هو سدس الدينار والدرهم.

📖 خير الفتاوى (زكريا) ٢ / ٣٦٨

Scanned by CamScanner

باب الحدث فى الصلاة

পরিচ্ছেদ : নামাযে ওজু নষ্ট হয়ে যাওয়া

ওজু ছুটে যাওয়ার পর নামায চালিয়ে যাওয়া

প্রশ্ন : নামাযে ইমামতি অবস্থায় ইমাম সাহেবের ওজু ভেঙে যায়, কিন্তু ইমাম সাহেব ওজু করা ছাড়াই বাকি নামায রুকু-সিজদাসহ পুরা আদায় করে ফেলেন। অথবা ওজু ভেঙে যাওয়ার পর ইমাম সাহেব নামাযের নিয়্যাত ছেড়ে দিয়ে ওজু না করেই শুধু দৃশ্যত রুকু-সিজদা আদায় করে নামায শেষ করেন এবং পরে মুক্তাদীগণকে নামায পুনরায় পড়ার নির্দেশ দেন। উভয় সুরতে নামাযের হুকুম কী? এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে ইমাম সাহেবের ওপর কী হুকুম বর্তায়?

উত্তর : ইমাম সাহেবের ওজু ভেঙে গেলে নামায ভেঙে দিয়ে অথবা পেছনের কাতার থেকে কাউকে ইমাম বানিয়ে ওজুর জন্য চলে যাওয়াই শরয়ী বিধান। এরূপ না করে ওজুবিহীন নামাযের আরকান আদায় করে যাওয়া মানে শরয়ী বিধানের লঙ্ঘন করা। জেনে বুঝে এরূপ শরীয়তের হুকুম অমান্য করা নিঃসন্দেহে গোনাহ, নামাযের নিয়্যাত ছাড়া হোক বা নিয়্যাতে অবশ্যই এরূপ করা মারাত্মক গোনাহ। যা খালেছ তাওবা ছাড়া মাফ হবে না। আর উভয় পদ্ধতিতে ইমামের ইক্তিদায় শরীক মুক্তাদীগণের নামায পুনরায় পড়ার জন্য ইমামের এলান করা জরুরি। (৯/৩০৪/২৬২৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ /٣٦٩ : من سبقه حدث وكان إماما فإنه يستخلف رجلا مكانه يأخذ بثوب رجل إلى المحراب أو يشير إليه

📖 وفيه ايضا ١ /٣٦٦ وفي المجتبى، ولو أم قوما محدث أو جنب، ثم علم بعد التفرق يجب الإخبار بقدر الممكن بلسانه أو كتاب أو رسول على الأصح۔

Scanned by CamScanner

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۳۲۶ : اگر امام صاحب کا وضوء ٹوٹ جائے تو صف میں سے کسی کو آگے کردے اور خود وضو کرکے مقتدیوں کی صف میں شریک ہو جائے بے وضوء نماز پڑھتے رہنا جائز نہیں، بلکہ سخت گناہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے اندیشہ کفر ہے۔

ওজু ছুটে যাওয়ার পর লজ্জায় নামায না ছাড়া গোনাহ

প্রশ্ন : নামাযের মধ্যে ওজু ভেঙে গেলে লজ্জায় নামায ত্যাগ না করলে কোন ধরনের গোনাহ হয়? এ গোনাহ ও লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য শরীয়তে কোনো পন্থা আছে কি না?

উত্তর : নামাযের মধ্যে ওজু ভেঙে গেলে নামায ত্যাগ না করলে বড় ধরনের গোনাহ হয়। বহু উলামায়ে কেরাম বিনা ওজুতে নামায পড়লে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। তাই এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে দেবে। গোনাহ ও লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য বেশি মুসল্লিদের কষ্ট না দিয়ে বের হওয়া সম্ভবপর হলে মানুষ যেন না বোঝে এমন কোনো বাহানা করে যথা নাকে বা মুখে হাত দিয়ে বের হয়ে ওজু করে পুনরায় নামাযে শামিল হবে, আর নামায শেষ হয়ে গেলে একাকী নামায পড়ে নেবে। বের হওয়া সম্ভব না হলে নামায ছেড়ে দিয়ে নিজ জায়গায় বসে থাকবে। (১০/৭৫৮/৩৩২৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٢٤٩ : "ومن سبقه الحدث في الصلاة انصرف فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى " والقياس أن يستقبل وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لأن الحدث ينافيها والمشي والانحراف يفسدانها فأشبه الحدث العمد .

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته مالم يتكلم".

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۳۲۶ : سوال-دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے تو بقیہ نماز کس طرح ادا کرنی چاہئے؟

الجواب- نماز کو وہیں چھوڑ کر چپ چاپ وضو کر آئے، کسی سے بات چیت نہ کرے اور جہاں سے نماز چھوڑ ی تھی واپس آکر وہاں سے دوبارہ شروع کرلے۔

Scanned by CamScanner

📖 فيه ایضا۲/ ۳۲۷ : اور اگر کسی طرح نکلنا ممکن ہی نہ ہو، تو نماز توڑ کر نماز سے خارج ہو جائے۔ (یعنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے) ۔

ইমামের হদস হলে খলীফা কিভাবে নামায পুরা করবে

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব যখন সিজদায় যান তখন তাঁর 'হদস' হয়, এরপর পেছন থেকে যাকে ইমাম বানাল সে প্রথম সিজদা করবে কি না? যদি ইমাম সাহেবের কিরাত পড়া অবস্থায় হদস হয়, তাহলে দ্বিতীয় ইমাম নিয়্যাত বাধা অবস্থায় সামনে যাবেন, না ছেড়ে দিয়ে যাবেন? যদি ছেড়ে দিয়ে যান, তাহলে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না? আর প্রথম ইমাম সাহেব কিরাত যেখান থেকে ছেড়ে দিয়েছেন, ইমাম হওয়ার পর দ্বিতীয় ইমাম সাহেব কি সেখান থেকে পড়বেন নাকি শুরু থেকে পড়বেন?

উত্তর : হ্যাঁ, যে সিজদার মধ্যে হদস হয়েছে সে সিজদা পুনরায় আদায় করতে হবে। প্রথম ইমাম হাত কপালে রেখে ইশারা করবেন। দ্বিতীয় ইমাম নিয়্যাত বাধা (তথা হাত বাঁধা) অবস্থায় সামনে যাবে, তবে হাত ছেড়ে দিলেও অসুবিধা নেই। প্রথম ইমামের যদি ওয়াজিব পরিমাণ কিরাত আদায় হয়ে যায় তাহলে দ্বিতীয় ইমাম রুকুতে চলে যাবে, অন্যথায় প্রথম ইমামের রেখে যাওয়া স্থান থেকে পড়বে। (১৬/৯৭৯/৬৮৮৪)

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ٢ / ١١٠ : فإذا صح استخلافه يتم الصلاة من الموضع الذي وصل إليه الإمام؛ لأنه قائم مقامه.

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ١/ ١١٧ : (ومن سبقه الحدث في ركوع أو سجود أعادهما) بعد التوضؤ (حتما) إن بنى لأن تمام الركن بالانتقال ومع الحدث لا يتحقق فلا بد من الإعادة.

Scanned by CamScanner

খলীফা যোগ্য ব্যক্তিকে বানাতে হবে সে কাতারের যেখানেই থাকুক

প্রশ্ন : ইমাম সাহেবের হদস হলো (ওযু ভেঙে গেল), কিন্তু তাঁর বরাবর পেছনে মুসাফির ব্যক্তি রয়েছে, তাই এমতাবস্থায় মুসাফিরকে খলিফা না বানিয়ে ডানে-বামের যোগ্য কোনো মুকীম ব্যক্তিকে খলিফা বানানো ঠিক হবে কি?

উত্তর : মুকীম ইমামের ওজু ভেঙে গেলে সে তাঁর বরাবর পেছনে, ডানে, বামের যেকোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে খলীফা বানাতে পারবেন, মুকীম হোক বা মুসাফির। এ ক্ষেত্রে মুসাফির খলীফা চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে পূর্ণ নামাযই আদায় করবে। তবে মুসল্লিদেরকে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্য ইমাম সাহেব নামায ভেঙে পুনরায় আদায় করাই উত্তম। (৬/২০০/১০৫৭)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٣٨٠ : أما لو نوى الإمام الأول الإقامة قبل الاستخلاف، ثم استخلف فإنه يتم الخليفة صلاة المقيمين -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٠٣ : (قوله واستئنافه أفضل) أي بأن يعمل عملا يقطع الصلاة ثم يشرع بعد الوضوء شرنبلالية عن الكافي -

Scanned by CamScanner

باب المسبوق واللاحق

পরিচ্ছেদ : মাসবুক ও লাহেকের বিধান

সালাম ফেরানোর আগেই মাসবুকের দাঁড়িয়ে যাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমি আসরের নামাযে মাসবুক হই, কিন্তু তাশাহহুদ শেষ করেই দাঁড়িয়ে বাকি নামায আদায় করতে থাকি, অথচ ইমাম সাহেব তখনো নামাযেই আছেন, অর্থাৎ সালাম ফেরাননি। নামায শেষে ইমাম সাহেবকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আপনার নামায হয়নি, কারণ ইমামের সালামের আগেই আপনি দাঁড়িয়ে গেছেন। কিন্তু আমাদের মাদ্রাসার একজন হুজুর বলেন নামায হয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো, কার কথা সঠিক এবং আমার করণীয় কী?

উত্তর : মাসবুক ব্যক্তি ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে বাকি নামায আদায় করবে। যদি সে ইমাম সাহেব তাশাহহুদ পড়া পরিমাণ বসার পর সালাম ফেরানোর পূর্বেই দাঁড়িয়ে বাকি নামায আদায় করে তাহলে নামায আদায় হয়ে যাবে বটে, কিন্তু ইমামের সালাম ফেরানোর পূর্বে দাঁড়ানোর কারণে গোনাহগার হবে। সুতরাং আপনার নামায আদায় হয়ে গেলেও নামাযের শেষ পর্যন্ত ইমামের অনুকরণ না করার কারণে গোনাহগার হয়েছেন। (১৪/৬৪৭/৫৭৭৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٣٧٨ : ومن أحكامه أنه لا يقوم المسبوق قبل السلام بعد قدر التشهد إلا في مواضع إذا خاف وهو ماسح تمام المدة لو انتظر سلام الإمام أو خاف المسبوق في الجمعة والعيدين والفجر أو المعذور خروج الوقت أو خاف أن يبتدره الحدث أو أن تمر الناس بين يديه،

ولو قام في غيرها بعد قدر التشهد صح ويكره تحريما؛ لأن المتابعة واجبة بالنص قال - عليه السلام - «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» وهذه مخالفة له إلى غير ذلك من الأحاديث المفيدة للوجوب، ولو قام قبله قال في النوازل إن قرأ بعد فراغ الإمام من التشهد ما تجوز به الصلاة جاز وإلا فلا. هذا في المسبوق بركعة أو ركعتين، فإن كان بثلاث فإن وجد منه قيام بعد

Scanned by CamScanner

تشهد الإمام جاز وإن لم يقرأ؛ لأنه سيقرأ في الباقيتين والقراءة فرض في كل الركعتين، ولو قام حيث يصح وفرغ قبل سلام الإمام وتابعه في السلام قيل تفسد والفتوى على أن لا تفسد، وإن كان اقتداؤه بعد المفارقة مفسدا؛ لأن هذا مفسد بعد الفراغ فهو كتعمد الحدث في هذه الحالة۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۳۷۷ : الجواب-امام کے بقدر تشہد بیٹھنے سے قبل مسبوق نے جو قراءت اور قیام وغیرہ ارکان ادا کئے وہ معتبر نہیں، قدر تشہد سے امام کی تشہد سے فراغت مراد نہیں، بلکہ اتنا وقت مراد ہے جس میں جلدی سے جلدی تشہد پڑھا جاسکتا ہے اگر ایک یا دو رکعتوں میں مسبوق ہو اور اس نے امام کے بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد قدر ما تجوز بہ الصلاۃ تلاوت کی ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں، اور اگر تین یا چار رکعات میں مسبوق ہے تو اس کی نماز کی صحت کے لئے یہ شرط نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ امام کے بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد بھی مسبوق کے قیام کا کچھ حصہ پایا جائے اگرچہ اس میں قدر ما تجوز بہ الصلوۃ قراءت نہ کی ہو بشرطیکہ اس کے بعد دو رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھ لے بصورت عمد عدم متابعت امام کا گناہ ہوگا ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، سجدۂ سہو بہر صورت واجب نہیں اس لئے کہ مقتدی کا ترک واجب موجب سجدۂ سہو نہیں۔

মুক্তাদী রুকু পেয়েছে গণ্য করা হবে কখন

প্রশ্ন : আমি একজন আলেমের নিকট শুনেছি, কোনো ব্যক্তি যদি ইমামকে রুকু থেকে ওঠার সময় পায় অর্থাৎ ইমামের হাত হাঁটুর নিকট থাকাবস্থায় মুক্তাদী পরিপূর্ণভাবে রুকুতে পৌছে যায় তাহলে তার ওই রাক'আত গণ্য হবে, কথাটি সঠিক কি না? যদি কেউ উক্ত অবস্থায় রুকু করার পরও সন্দেহ করে ইমামের সালামের পর উক্ত রাক'আত পড়ে নেয় বা মাসআলা না জানার কারণে পড়ে নেয় তাহলে তার নামাযে কোনো সমস্যা হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নোক্ত আলেমের কথাটি সঠিক। কেউ যদি উক্ত রাক'আত পাওয়ার পরও ইমামের সালামের পর ওই রাক'আত দ্বিতীয়বার পড়ে তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে, তাই নামায দোহরাতে হবে। (১৭/৪২১/৭০৪৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٢٠ : ذكر الجلابي في صلاته أدرك الإمام في الركوع فكبر قائما ثم شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع الأصح أن يعتد بها إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائما وإن قل، هكذا في معراج الدراية.

মাসবুক ভুলে ইমামের সাথে সালাম ফেরালে করণীয়

প্রশ্ন : মাসবুক ব্যক্তি ভুলে ইমামের সাথে সালাম ফেরানোর পর কোনো কথাও বলেনি, এমতাবস্থায় স্মরণ হলো যে সে মাসবুক, পরে বাকি নামায শেষ করল। এমতাবস্থায় সিজদায়ে সাহু দিতে হবে কি না? এ ক্ষেত্রে বাকি নামায পড়ার হুকুম কী? কোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক সমাধান চাই।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি তার নামায পূর্ণ করে নেবে এবং যদি ইমামের সাথে সাথে অথবা তার আগে সালাম ফিরায় তাহলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না, ইমামের পরে হলে দিতে হবে। (১১/৯৬৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٩٩ : ولو سلم ساهيا إن بعد إمامه لزمه السهو وإلا لا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٩٩ : (قوله ولو سلم ساهيا) قيد به لأنه لو سلم مع الإمام على ظن أنه - عليه السلام - معه فهو سلام عمد فتفسد كما في البحر عن الظهيرية (قوله لزمه السهو) لأنه منفرد في هذه الحالة ح.

(قوله وإلا لا) أي وإن سلم معه أو قبله لا يلزمه لأنه مقتد في هاتين الحالتين. وفي شرح المنية عن المحيط إن سلم في الأولى مقارنا لسلامه فلا سهو عليه لأنه مقتد به، وبعده يلزم لأنه منفرد.

Scanned by CamScanner

ইমামের সাথে মাসবুক সালাম ফিরালে সিজদায়ে সাহুর বিধান

প্রশ্ন : মাসবুক যদি ইমাম সাহেবের সাথে সাথেই সালাম ফিরায় এবং পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে বাকি নামায শেষ করে, তাহলে কি তার সিজদায়ে সাহু করতে হবে?

উত্তর : মাসবুক ইমামের সালামের সঙ্গে সালাম ফিরাবে না। ইচ্ছা করে সালাম ফিরালে নামায নতুনভাবে পড়তে হবে। ভুলবশত ফিরালে সাহু সিজদা দিতে হবে। (৮/৩০১)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٨٢ : (قوله والمسبوق يسجد مع إمامه) قيد بالسجود لأنه لا يتابعه في السلام، بل يسجد معه ويتشهد فإذا سلم الإمام قام إلى القضاء، فإن سلم فإن كان عامدا فسدت وإلا لا، ولا سجود عليه إن سلم سهوا قبل الإمام أو معه؛ وإن سلم بعده لزمه لكونه منفردا حينئذ بحر، وأراد بالمعية المقارنة وهو نادر الوقوع كما في شرح المنية. وفيه: ولو سلم على ظن أن عليه أن يسلم فهو سلام عمد يمنع البناء.

মাসবুক কোন সূরা পড়ে নামায পূর্ণ করবে

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব যদি ফরয নামাযের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা নাস ও ফালাক পড়ে এবং মুক্তাদী যদি প্রথম বা দ্বিতীয় রাক'আত না পায় তাহলে কোন সূরা পড়ে বাকি নামায শেষ করবে?

উত্তর : মাসবুক তার ছুটে যাওয়া রাক'আতগুলো যেকোনো সূরা দ্বারা পড়তে পারবে। (৮/৮৫৮/২৩৯৮)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٩٦ : (والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد) حتى يثني ويتعوذ ويقرأ، وإن قرأ مع الإمام لعدم الاعتداد بها لكراهتها مفتاح السعادة (فيما يقضيه)

Scanned by CamScanner

أي بعد متابعته لإمامه... ويقضي أول صلاته في حق قراءة، وآخرها في حق تشهد.

📖 رد ا لمحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٩٦: فيأتي بالثناء والتعوذ لأنه للقراءة.

বৈঠকে শরীক হলে মাসবুকের ওপর তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব

প্রশ্ন : জনৈক মুক্তাদী ইমাম সাহেবকে তাশাহহুদ পড়াবস্থায় পেয়ে ইমাম সাহেবের পেছনে ইক্তিদা করে বসে পড়েন। উক্ত মুক্তাদীর ওপর এমতাবস্থায় তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব?

উত্তর : উক্ত মুক্তাদীর ওপর ইমামের অনুসরণে তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব। (৫/৩২৮/৯৭০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٤٧٠ : والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة...

📖 فيه ايضا ١ / ٤٩٦ : وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء التشهد الأول أو الأخير.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٣ / ٣٧٥ : امام کی متابعت میں مسبوق پر بھی تشہد واجب ہے چھوڑنے سے گناہ ہوگا، مگر نماز ہو جائے گی۔

ইমামের সাথে মাসবুক সিজদায়ে সাহু করবে কি না?

প্রশ্ন : একজন মুফতী সাহেব থেকে শুনেছি, "মাসবুক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের সাথে সিজদায়ে সাহু করবে না, যদি করে তাহলে মাসবুকের নামায সহীহ হবে না।" উক্তিটি সঠিক কি না?

উত্তর : মাসবুক ব্যক্তির জন্য শুধুমাত্র সালাম ছাড়া সিজদায়ে সাহুসহ প্রত্যেক কাজে ইমামের অনুসরণ করা জরুরি। সুতরাং মাসবুক ইমামের সাথে সালাম ফিরানো ব্যতীত সিজদায়ে সাহু করলে নামায নষ্ট হবে না। (১৫/৮২০/৬২৯৪)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ١ / ١٧٦ : ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام، بل ينتظر الإمام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهو لا في سلامه.

وإن سلم فإن كان عامدا تفسد صلاته، وإن كان ساهيا لا تفسد، ولا سهو عليه؛ لأنه مقتد، وسهو المقتدي باطل، فإذا سجد الإمام للسهو يتابعه في السجود ويتابعه في التشهد، ولا يسلم إذا سلم الإمام؛ لأن هذا السلام للخروج عن الصلاة وقد بقي عليه أركان الصلاة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٨٣ : (قوله والمقيم إلخ) ذكر في البحر أن المقيم المقتدي بالمسافر كالمسبوق في أنه يتابع الإمام في سجود السهو ثم يشتغل بالإتمام.

শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর মাসবুক কী পড়বে?

প্রশ্ন : মাসবুক ব্যক্তি শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর ইমাম সাহেব নামায শেষ করা পর্যন্ত দরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়ার বিধান কী? আমাদের এলাকার একজন মুহাদ্দিস সাহেব বলেন, কোনো কিছু না পড়া মাকরূহ। উক্ত মাসআলার সমাধান কী?

উত্তর : মাসবুক ইমামের শেষ বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ পড়বে, দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়বে না। তাশাহহুদের পর চুপ থাকা মাকরূহ নয়। তবে উত্তম পদ্ধতি হলো, তাশাহহুদ ধীরে ধীরে পড়া যেন পড়তে পড়তে ইমাম সালাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর যদি ইমামের সালামের পূর্বে তাশাহহুদ শেষ হয়ে যায়, ইচ্ছা হলে তাশাহহুদের শেষাংশ কালেমায়ে শাহাদাত বারবার পড়তে পারে। (৯/৮৮৪/২৯২৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٥١١ : وأما المسبوق فيترسل ليفرغ عند سلام إمامه، وقيل يتم، وقيل يكرر كلمة الشهادة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٥١١ : أي يتمهل، وهذا ما صححه في الخانية وشرح المنية في بحث المسبوق من باب السهو وباقي الأقوال مصحح أيضا.

Scanned by CamScanner

قال في البحر وينبغي الإفتاء بما في الخانية كما لا يخفى.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٩١ : أن المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير وإذا أتم التشهد لا يشتغل بما بعده من الدعوات ثم ماذا يفعل تكلموا فيه وعن ابن شجاع أنه يكرر التشهد أي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وهو المختار. كذا في الغياثية والصحيح أن المسبوق يترسل في التشهد حتى يفرغ عند سلام الإمام. كذا في الوجيز للكردري وفتاوى قاضي خان وهكذا في الخلاصة وفتح القدير -

তিন রাক'আত না পেলে শেষ বৈঠকে মাসবুক কী পড়বে?

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি চার রাক'আতবিশিষ্ট ফরয নামাযের জামাআতে শুধু এক রাক'আত পায় আর তিন রাক'আত ছুটে যায় তাহলে সে ইমামের সাথে থাকা শেষ বৈঠকে কী করবে? তাশাহহুদ পড়বে কি না? পড়লে তা মুস্তাহাব, সুন্নাত, নাকি ওয়াজিব?

উত্তর : নামাযের ফরয ও ওয়াজিবের বেলায় ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদী ও মাসবুক সকলের জন্য জরুরি। আর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া নামাযের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবসমূহের অন্যতম। অতএব ফিকাহবিদদের নির্ভরযোগ্য মতানুসারে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মাসবুক ব্যক্তি শেষ বৈঠকে ইমামের সালাম ফিরানো পর্যন্ত ধীরে ধীরে শুধু তাশাহহুদ পড়বে। দরূদ ও অন্য কোনো দু'আ পড়বে না। মাসবুকের জন্য তাশাহহুদ ওয়াজিব হওয়ার মতটিই দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য। (৭/২৬৭/১৬২৪)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ٩٩ : فأما المسبوق فقد التزم بالاقتداء به متابعة بقدر ما هو صلاة الإمام وقد أدرك هذا القدر فيتابعه فيه ثم ينفرد-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢ / ٢٩٦ : مسبوق پر امام کے تابع ہو کر تشہد واجب ہے کیونکہ وہ بھی مقتدی ہے۔

Scanned by CamScanner

মাসবুক মুকাব্বির হলে ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে কি না

প্রশ্ন : নামাযের জামাআতে দুই রাক'আত বা এক রাক'আত চলে যাওয়ার পর আরো কিছু মুসল্লি জামাআতে শামিল হওয়ার জন্য এল। কিন্তু নিচতলায় জায়গা না হওয়ায় মুসল্লি দ্বিতীয় তলায় চলে যায় এবং নিচতলার ইমামের ইক্তিদা করে। এখানে দ্বিতীয় তলায় মুসল্লি বেড়ে যাওয়ায় অনেকেই ইমামের আওয়াজ শুনছে না এবং বিকল্প ব্যবস্থাও নেই। এ সমস্যা অনুভব করে সামনের এক ব্যক্তি মুকাব্বির হলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইমাম যখন সালাম ফিরাবে, তখন মুকাব্বির কী করবে? তার তো কয়েক রাক'আত ছুটে গেছে। ইমামের সাথে সে যদি সালাম না ফিরায় তাহলে পেছনের মুক্তাদীদের কী উপায়? তারা তো জানে না ইমাম কত রাক'আত পড়ল, সালাম কখন ফিরাবে? আর যদি মুকাব্বির সালাম ফিরায় তখন পেছনের মুসল্লিরা তাদের বাকি নামায আদায় করতে সহজ হবে। এখন এই সমস্যা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মুকাব্বিরের করণীয় কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যে মাসবুক ব্যক্তি মুকাব্বির হয়েছিল সে ইমামের সাথে স্বেচ্ছায় সালাম ফিরালে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। প্রয়োজনে এরূপ করলেও ফাসেদ হবে। অন্য মাসবুকগণ যেকোনোভাবে হোক ইমাম সাহেবের সালাম ফিরিয়েছে জানতে পারার পর বিনা বিলম্বে দাঁড়িয়ে বাকি নামায আদায় করলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। (৯/৯৪৫/২৯১৯)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٨٢ : (قوله والمسبوق يسجد مع إمامه) قيد بالسجود لأنه لا يتابعه في السلام، بل يسجد معه ويتشهد فإذا سلم الإمام قام إلى القضاء، فإن سلم فإن كان عامدا فسدت وإلا لا.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ٢ / ٤٠٢ : اگر مسبوق نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے ذمہ نماز باقی ہے جان بوجھ کر سلام پھیرا ہے تو نماز فاسد ہوگئی اعادہ لازم ہے اور اگر سہوا پھیرا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی اور اس سہو کی وجہ سے سجدۂ سہو بھی واجب نہیں ہوگا.

কত রাক'আত ছুটে গেছে জানা না গেলে লাহেকের করণীয়

প্রশ্ন : লাহেক ব্যক্তি ওজু করতে গিয়ে কত রাক'আত ছুটে গেছে তা জানা নেই, কিন্তু ইমাম সাহেব এখনো নামাযে তাহলে সে কিভাবে নামায পড়বে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : এমতাবস্থায় সে ওজু করে এসে ইমামকে নামাযে পেলে ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে। ইমামের সালামের পর মধ্যখানে ছুটে যাওয়া রাক'আতগুলো পূর্ণ করে নেবে। (৯/৭৭৩/২৮৫১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٩٢ : اللاحق إذا عاد بعد الوضوء ينبغي له أن يشتغل أولا بقضاء ما سبقه الإمام بغير قراءة يقوم مقدار قيام الإمام... ...ولو لم يشتغل بقضاء ما سبقه الإمام ولكن يتابع الإمام أولا ثم قضى ما سبقه الإمام بعد تسليم الإمام جازت صلاته عندنا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٤٦٣ : وأما اللاحق فالواجب عليه الترتيب بعكس المسبوق: وعند زفر الترتيب فرض عليه، فإذا أدرك بعض صلاة الإمام فنام فعليه أن يصلي أولا ما نام فيه بلا قراءة ثم يتابع الإمام، فلو تابعه أولا ثم صلى ما نام فيه بعد سلام الإمام جاز عندنا وأثم لتركه الواجب.

তাশাহহুদ না পড়েই মাসবুকের দাঁড়িয়ে যাওয়া

প্রশ্ন : ২, ৩, ৪ রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে প্রথম বৈঠক বা শেষ বৈঠকে নামাযের নিয়্যাত করে বসার পর আত্তাহিয়্যাতু পড়ার আগেই ইমাম সাহেব উঠে যান বা সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। আর মাসবুকও সালামের সাথে সাথে দাঁড়িয়ে বাকি নামায সম্পন্ন করে, এমতাবস্থায় নামায শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মাসবুক আত্তাহিয়্যাতু শেষ করে দাঁড়াবে, যদি কোনো ব্যক্তি আত্তাহিয়্যাতু না পড়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং বাকি নামায সম্পন্ন করে ফেলে তাহলেও নামায মাকরূহের সহিত শুদ্ধ হয়ে যাবে। (১৭/৯৮৫/৭৪১২)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١ /٤٩٦ : أو قيامه لثالثة (قبل تمام المؤتم التشهد) فإنه لا يتابعه بل يتمه لوجوبه، ولو لم

Scanned by CamScanner

يتم جاز؛ ولو سلم والمؤتم في أدعية التشهد تابعه لأنه سنة والناس عنه غافلون.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) (ايج ايم سعيد) ١ /٤٩٦ : (قوله ولو لم يتم جاز) أي صح مع كراهة التحريم كما أفاده ح، ونازعه ط والرحمتي، وهو مفاد ما في شرح المنية حيث قال: والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابعه لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرها، والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية، فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية، بخلاف ما إذا عارضتها سنة لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب. اهـ

أقول: ظاهره أن إتمام التشهد أولى لا واجب، لكن لقائل أن يقول إن المتابعة الواجبة هنا معناها عدم التأخير فيلزم من إتمام التشهد تركها بالكلية، فينبغي التعليل بأن المتابعة المذكورة إنما تجب إذا لم يعارضها واجب، كما أن رد السلام واجب، ويسقط إذا عارضه وجوب استماع الخطبة، ومقتضى هذا أنه يجب إتمام التشهد، لكن قد يدعي عكس التعليل فيقال إتمام التشهد واجب إذا لم يعارضه وجوب المتابعة نعم قولهم لا يتابعه يدل على بقاء وجوب الإتمام وسقوط المتابعة لتأكد ما شرع فيه على ما يعرض بعده، وكذا ما قدمناه عن الظهيرية، وحينئذ فقولهم ولو لم يتم جاز معناه صح مع الكراهة التحريمية، ويدل عليه أيضا تعليلهم بوجوب التشهد إذ لو كانت المتابعة واجبة أيضا لم يصح التعليل كما قدمناه فتدبر-

📖 احسن الفتاوى (ایچ ایم سعید) ۳/ ۳۷٦ : الجواب- اس صورت میں مسبوق تشہد پورا کر کے اٹھے بدون تشہد پورا کئے امام کا اتباع مکروہ تحریمی ہے، مگر نماز ہو

Scanned by CamScanner

باب إدراك الفريضة

পরিচ্ছেদ : জামাআত চলাকালীন সুন্নাত আদায়

সুন্নাতের প্রথম বা দ্বিতীয় রাক'আত চলাকালে জামাআত শুরু হলে করণীয়

প্রশ্ন : জোহরের সুন্নাত এক রাক'আত অথবা দুই রাক'আত হলে জামাআত দাঁড়িয়ে যায়, এমতাবস্থায় শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর : সুন্নাত নামায এক-দুই রাক'আত পড়া অবস্থায় জামাআত দাঁড়িয়ে গেলে দুই রাক'আত শেষ করে সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে এবং জামাত শেষ হওয়ার পর প্রথমে পরের সুন্নাত পড়বে, অতঃপর জোহরের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত কাযা করে নিবে। (১১/২৬/৩৪১৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٣١٣ : ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله وقد قيل يتمها" -

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١/ ٤١١ : (قوله يروى ذلك عن أبي يوسف) وعن أبي حنيفة أيضا.

وحكي عن السغدي: كنت أفتي أنه يتم سنة الظهر أربعا بخلاف التطوع حتى رأيت في النوادر عن أبي حنيفة إذا شرع في سنة الجمعة ثم خرج الإمام قال: إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى ويسلم فرجعت وإليه مال السرخسي والبقالي. وقيل يتمها، وإليه أشار في الأصل أنها صلاة واحدة، والأول أوجه لأنه متمكن من قضائها بعد الفرض، ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب -

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١٧٤ : "وإن كان" قد شرع "في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو" شرع "في سنة الظهر فأقيمت"

Scanned by CamScanner

الجماعة "سلم" بعد الجلوس "على رأس ركعتين" كما روي عن أبي يوسف والإمام "وهو الأوجه" لجمعه بين المصلحتين "ثم قضى السنة" أربعا لتمكنه منه "بعد" أداء "الفرض" مع ما بعده فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على وجه أكمل ولا إبطال وإليه مال شمس الأئمة السرخسي والبقالي.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۲۵۷ :الجواب- اس میں یہ تفصیل ہے کہ جماعت شروع ہونے کے بعد نوافل یا سنن میں شروع ہونا اس شرط سے جائز ہے کہ رکعت اولی فوت ہونے کا خوف نہ ہو الا سنن الفجر، اگر قیام جماعت سے پہلے نوافل یا سنن شروع کر چکا ہے تو ایک قول پر تقیید بسجدہ سے قبل یہ نماز قطع کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، مگر صحیح یہ ہے کہ تقیید بسجدہ کی ہو یا نہیں بہر حال دوگانہ پورا کر کے شامل ہو، اگر ظہر کی چار سنتیں پڑھ رہا ہو تو ایک قول پر چار رکعتیں کامل کرے مگر صحیح یہ ہے کہ دو رکعتوں پر سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو۔

সুন্নাতের দ্বিতীয় রাক'আতে জামাআত শুরু হলে করণীয়

প্রশ্ন : জোহরের সুন্নাত নামাযের এক রাক'আত অথবা দুই রাক'আত হয়েছে, এমতাবস্থায় জামাআত দাঁড়িয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তর : সুন্নাত নামায এক-দুই রাক'আত পড়া অবস্থায় জামাআত দাঁড়িয়ে গেলে দুই রাক'আত শেষ করে সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। (৬/২৬)

📖 مراقی الفلاح (المكتبة العصرية)صـ ١٧٥ : "وإن كان" قد شرع "في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو" شرع "في سنة الظهر فأقيمت" الجماعة "سلم" بعد الجلوس "على رأس ركعتين" كما روي عن أبي يوسف والإمام "وهو الأوجه".

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٢٠ : ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين يروى ذلك عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقد قيل: يتمها.

Scanned by CamScanner

লাল বাতি জ্বালিয়ে সুন্নাতের নিয়্যাত থেকে বারণ করা

প্রশ্ন : ইদানীং দেশের বিভিন্ন মসজিদের মেহরাবের ওপরে "লাল বাতি জ্বলাকালীন সুন্নাত ও নফল পড়া বন্ধ রাখুন" এমন বাক্য লেখা থাকে এবং জামাআত শুরু হওয়ার দু-এক মিনিট পূর্বে লাল বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, যাতে মুসল্লিগণ বুঝতে পারেন যে এখন আর জামাআতের পূর্বে সুন্নাত ও নফল পড়ার সময় নেই। প্রশ্ন হলো, এ রকম বাক্য লেখা ও লাল বাতি জ্বালানো জায়েয কি না?

উত্তর : এ সমস্ত কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় নয়, তা সত্ত্বেও মসজিদের মুসল্লিদের সুবিধার্থে জামাআত আরম্ভ হওয়ার সময় নিকটবর্তী বোঝানোর জন্য যেকোনো চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে। (৩/৮০/৪৭৩)

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۱ /۱۵۶ : الجواب- یہ انتظام بمصلحت سہولت نمازیوں کے ہے اور غیر ممنوع ہے، انتظام ممنوع وہ ہے جو دین بکسر دال اور دین بفتح دال کے طور پر ہو۔

📖 فیہ ایضا ۱/ ۱۵۷ : الجواب- فی نفسہ مباح اور معین طاعت بننے کی نیت سے موجب اجر ہے۔

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

৩

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner